"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"

(Journalists' Access to Information : Pre-and Post-Situation Analysis of the Right to Information Act)

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

এই গবেষণাকর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধীনে

পিএইচডি ডিগ্রির শর্তপূরণকল্পে উপস্থাপিত।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপার নিউমারারি)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

গবেষক
মো. অলিউর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নং-১০/২০০৯-২০১০
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"

(Journalists' Access to Information : Pre-and Post-Situation Analysis of the Right to Information Act)

GIFT

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

এই গবেষণাকর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রির শর্তপূরণকল্পে উপস্থাপিত।

Dhak University Library
467353

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপার নিউমারারি)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

DIGITIZED

গবেষক
মো. অলিউর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নং-১০/২০০৯-২০১০
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

467353

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ : ২৯ জুন ২০১৩

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, *"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"* শিরোনামভুক্ত বর্তমান গবেষণাকর্মে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে তা যথাযথ গবেষণা পদ্ধতিতে আহরিত হয়েছে। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণাকর্মের অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আয়োজিত দুটি সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের অংশবিশেষ বা পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্মটি অন্য কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

467353

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপার নিউমারারি)
তত্ত্বাবধায়ক

মো. অলিউর রহমান
গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-১০/২০০৯-২০১০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ : ২৯ জুন ২০১৩

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮-০২-৯৬৬১৯২০-৭৩; এক্স.-৬৬২৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল : mcjourn@univdhaka.edu

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. অলিউর রহমান উপস্থাপিত *"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"* শিরোনামভুক্ত গবেষণাকর্মটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের শর্তপূরণকল্পে আমার তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত যেসব সূত্র ও উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে তা এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পিএইচ.ডি ডিগ্রির আংশিক শর্তপূরণের জন্য এই গবেষণাকর্ম গ্রহণ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশসহ প্রেরণ করা হলো।

467353

সাখাওয়াত আলী খান

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপার নিউমারারি)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার চার বছরের শিশু-কণ্যা *আলিইয়াহ রুবাইয়াত রহমানকে*

যাঁর জন্ম ও প্রারম্ভিক শৈশবের নানা স্মৃতিময় ঘটনা

আমার গবেষণা অভিজ্ঞতার নানা পর্বে

একাত্মভাবে মিলেমিশে আছে...

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

কোনো গবেষণাই কারও একক প্রচেষ্টায় সম্পাদন করা সম্ভব নয়; বর্তমান গবেষণাটিও তাই অনেকের অবদানের ফসল। গবেষণাটি পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দেওয়ায় আমি চূড়ান্ত সময়-সীমার মধ্যে গবেষণাটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে যাঁদের অপরিসীম সহযোগিতা ও অনবদ্য ভূমিকা এই গবেষণাটিকে বর্তমান কলেবরে রূপদানে সহায়ক হয়েছে তাঁদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

গত তেইশ বছর ধরে অব্যাহত শিক্ষার্থীরূপে আমি যে মহান শিক্ষাগুরুর অফুরন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় দীপ্যমান হওয়ায় ব্রতী রয়েছি – তিনি আমার পিএইচ.ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর প্রতি আমার ঋণ ও দায়বদ্ধতা কোনোদিন শেষ হবে না। উল্লিখিত গবেষণার পরিকল্পনা ও রূপরেখা প্রণয়ন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে এর পরিণত পর্যায় পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান করে আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর তাগাদা ও নির্দেশনামূলক পরামর্শ ছাড়া চূড়ান্ত সময়ের মধ্যে সদা-পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু সম্বলিত এই গবেষণা সম্পাদন করা আমার পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব ও দুরূহ কাজ। তিনি পিতৃতুল্য স্নেহচিত্তে আমার অপারগতাগুলো উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত আমাকে সঠিক পথে পরিচালনার সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার ভাষা ও বিষয়বস্তুকে প্রসঙ্গিক করে তুলতে তিনি আমাকে অব্যাহত সহযোগিতা দিয়েছেন। এককভাবে শুধু স্যার একা নন – তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সময়-অসময়ে আমি তাঁদেরও বিরক্ত করেছি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, স্যার ও স্যারের পরিবারের প্রতি আমার ঋণের কোনো তুলনা হয় না।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম-এর প্রতি যাঁরা আমার এই গবেষণার ভেতরে-বাইরে নানা পর্যায়ে আমাকে অর্থবহ সহযোগিতা, কার্যকর দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অপরিমেয়

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেছেন। আমি আমার আর এক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী-এর প্রতি কতৃজ্ঞতা জানাই, যিনি গবেষণায় অনুসরণযোগ্য তত্ত্বমূলক তথ্য-নির্দেশনা থেকে শুরু করে শিরোনাম সংশোধন, ধারণা-কাঠামো ও অধ্যায় বিন্যাসে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে অনেকাংশে সহজ করে দিয়েছেন।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারপার্সন যথাক্রমে অধ্যাপক আকতার সুলতানা ও অধ্যাপক ড. গীতিআরা নাসরীন-এর প্রতি, যাঁরা আমাকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক সহযোগিতাসহ কার্যকর দিক-নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা কাজকে সঠিক পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সকল শিক্ষক – বিশেষ করে, রোবায়েত ফেরদৌস, ড. সুধাংশু শেখর রায়, ড. আবুল মনসুর আহম্মদ, ড. কাবেরী গায়েন, মফিজুর রহমান, ড. ফাহমিদুল হক প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দের প্রতি – যাঁরা আন্তরিকতা সহকারে নানা পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতার পাশাপাশি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণার কাজকে বাস্তবায়নযোগ্য করে তুলতে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) মহাপরিচালকবৃন্দ ও পিআইবি'র সহকর্মীবৃন্দের প্রতি, যাঁরা আমাকে পিআইবিতে কর্মকালীন অবস্থায় আমার গবেষণাকাজে নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ দৈনিক *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান এবং *প্রথম আলোর* বার্তা পরামর্শক কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা'র প্রতি, যাঁরা *প্রথম আলোতে* কর্মরত অবস্থায় একাধিকবার ছুটি দিয়ে আমার গবেষণার কাজ সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমার গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মূল্যবান মতামতসহ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমার গবেষণাকে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে প্রভূত সহযোগিতা করেছেন – তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই তিনজন প্রয়াত পথিকৃৎ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বের প্রতি যাঁদের মধ্যে একজন আমার সরাসরি শিক্ষক স্বনামধন্য

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক আতাউস সামাদ এবং অপর দুজন হলেন নাট্য পরিচালক আতিকুল হক চৌধুরী ও সাংবাদিক-কলামলেখক ফজলুল করিম (সাবেক নগর সম্পাদক, দৈনিক বাংলা)।

সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম, অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান (বেলা), কলামলেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, মনজুরুল আহসান বুলবুল (সিইও এবং প্রধান বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশন), মোস্তাফা জব্বার (সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি), অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম (আসিফ নজরুল, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক – সুজন), ড. সামসুল বারী (রিব), জগলুল আহম্মেদ চৌধুরী (সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস), মতিউর রহমান চৌধুরী (সম্পাদক, দৈনিক মানবজমিন), নাঈমুল ইসলাম খান (সম্পাদক, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি), শওকত মাহমুদ (সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব), ফরিদ হোসেন (ব্যুরো প্রধান, এপি), মিজানুর রহমান খান (সহযোগী সম্পাদক, প্রথম আলো), সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা (বার্তা বিভাগীয় প্রধান, একাত্তর টেলিভিশন), সালিম সামাদ, অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউলাহ (লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রোবায়েত ফেরদৌস (সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আবুল মনসুর আহম্মদ (সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম (অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট), দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস (মহাপরিচালক, পিআইবি, তথ্য মন্ত্রণালয়), কামরুল হাসান মঞ্জু (নির্বাহী পরিচালক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার – এমএমসি), বজলুর রহমান (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএনএনআরসি), সুরাইয়া বেগম (রিইব), ফারহানা আফরোজ (এমআরডিআই), সানজিদা সোবহান (মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন), প্রদীপ কে রায় (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র), ফরিদা ইয়াসমিন (বিভাগীয় সম্পাদক, মহিলা অঙ্গণ, দৈনিক ইত্তেফাক), শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম (সাবেক নির্বাহী প্রযোজক, নিউজ অপারেশন্স, এনটিভি), মিজ শাহানাজ মুন্নী (সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা), সুপন রায় (সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি, এনটিভি), অরুপ রায় (সাংবাদিক, প্রথম আলো) প্রমুখ।

আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ঢাকায় কর্মরত ২৮০ জন (তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী সময়ের) এবং সারাদেশে কর্মরত ৩৩০ জন (তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বকালীন) সাংবাদিককে যাঁরা আমার গবেষণার কাঠামোগত প্রশ্নপত্র পূরণ করে দিয়ে আমার গবেষণাকে সফল দিকমাত্রা দিয়েছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার অগ্রজপ্রতিম ও শ্রদ্ধাভাজন বেশ ক'জন শুভার্থীর প্রতি – যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আ কা মু রহমত আলী, মির্জা তারেকুল কাদের, ড. কামাল উদ্দীন জসীম। একইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয়ভাজন শুভার্থী, সহকর্মী এবং আরও ক'জন স্নেহভাজন শিক্ষক, সাংবাদিক ও গবেষকের প্রতি – যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শেখ শফিউল ইসলাম (ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক), মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (প্রশিক্ষক), মাহফুজুর রহমান (গবেষক), রহমাতুলাহ রফিক (সাংবাদিক ও গবেষক), হারুন-আর-রশিদ (সাংবাদিক), খুরশীদা রহমান, ফারূক মাহমূদ, শরিফউদ্দিন আহমেদ, জাহিদ আল-আমিন, সাজ্জাদ সবুজ, নাজনীন কবীর, নুরে আলম, সালমা আক্তার, তহুলিমা খাতুন প্রমুখ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই মো. হাফিজুর রহমান (পরিসংখ্যানবিদ), মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ (উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক (শাখা অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বিভাগের কর্মকর্তা মো. আবদুল মজিদ, রেজাউল হাসান আখন্দ, মো. রিয়াজুল হক, অসীম কুমার দাশ, বিভাগের স্টাফ মো. সেলিম, মো. আবুল কালাম, শেখ হাসান আলী, সমীর বিশ্বাস, নাছির উদ্দিন, আলী হোসেন, মো. ইমান আলী, মো. আবদুল হাদিদ, মিজ নাজমা বেগম প্রমুখের প্রতি।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-শুভার্থী ও আত্মীয়দের প্রতি যারা আমাকে আমার এই গবেষণা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

মো. অলিউর রহমান

ঢাকা, ৩০ জুন ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা-সারাংশ

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দিতে এবং সুশাসন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে সবার আগে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর সংবাদ মাধ্যম তথা সংবাদকর্মীবৃন্দ তত্ত্বগতভাবে যেহেতু নাগরিকদের হয়ে নাগরিকদের জন্যই সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং পেশাগত কারণে প্রতিনিয়ত জনস্বার্থের রক্ষক ও নাগরিক অধিকারের পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেন, সেহেতু তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার স্বরূপ অন্বেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' শিরোনামে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার স্বরূপ নির্ণয় করতে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক দু'ধরনের উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় সহায়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সমীক্ষা পর্যালোচনা করে তথ্য অধিকার আইনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে গবেষণার যৌক্তিকতা, তাত্ত্বিক কাঠামো, ধারণায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া গবেষণার মূল উদ্দেশ্য তথা তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার চিত্র তুলে ধরতে মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা, গভীরতর সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা এবং ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্য অধিকার প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতিতে ৩৩০ জন সংবাদকর্মীর ওপর গবেষকের পরিচালিত প্রাথমিক সমীক্ষা, একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা পরিচালিত দ্বৈতীয়িক একটি সমীক্ষা এবং তথ্য অধিকার প্রণয়ন-পরবর্তী অবস্থায় ২৮০ জন সংবাদকর্মীর ওপর পরিচালিত সমীক্ষা – এই ৩টি সমীক্ষার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং যাঁদের কাছে তথ্য আছে – এমন ২২ জন ব্যক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পরে ২৫ জন অনুরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, গুণগতভাবে গবেষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক তিনটি ফোকাস দল আলোচনা ও পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে তথ্য অভিগম্যতা খুবই 'সীমিত' ও 'নিয়ন্ত্রিত' পর্যায়ে ছিল। তবে বর্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন সংবাদকর্মীরা আইনের আওতায় জোড়ালোভাবেই তথ্য চাইতে পারছেন। উত্তরদাতাদের ৬৮ শতাংশের মতে এ আইনের ফলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সংবাদকর্মীদের তথ্য প্রাপ্তিতে আইনগত বাধা কিছুটা দূর হলেও বেশ কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব এবং ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতাকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আইনের অজুহাত দেখিয়ে অকারণে কালক্ষেপন করেন এমন উত্তর দিয়েছেন (৪৫+২৯) ৭৪ শতাংশ। কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রস্তুত না থাকার অজুহাত দেখান বলে উত্তর এসেছে ৫৭ শতাংশ; কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকায় তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করা হয় এমন উত্তর এসেছে ৫১ শতাংশ উত্তরদাতার কাছ থেকে।

তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদসহ বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাকেও সংবাদকর্মীগণ তথ্য অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য দেওয়াকে বাধ্যবাধকতামুক্ত রাখা হয়েছে। অথচ আইনের পূর্বে এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্য সাংবাদিকবৃন্দ সহজেই পেতে পারতেন। ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ বলে জানিয়েছেন ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা। অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে এবং অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৩০ এবং ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

আইনে আবেদনকৃত কোনো তথ্যের ফটোকপির মূল্য কোন খাতে বা কোন অ্যাকাউন্টে জমা হবে তা স্পষ্ট করা নেই। তাছাড়া বর্তমানে আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায় এবং এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে – সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৯ এবং ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা।

লক্ষ্য করা গেছে, অধিকাংশ সংবাদকর্মীই তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সচেতন নন। আইনটির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে তাও ব্যবহার করতে পারছেন না সংবাদকর্মীবৃন্দ।

সংবাদকর্মীদের তথ্য অনুযায়ী দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ে বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে 'হার্ড-নিউজ' করতে এই আইন ব্যবহারের তেমন কোনো সুযোগ থাকছে না। তবে গভীরতর রিপোর্টিয়ের ক্ষেত্রে আইনটি যথেষ্ট সহায়ক। গভীরতর রিপোর্টিংয়ের আওতায় দুর্নীতি দমন (৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা), মানবাধিকার সুরক্ষা (৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা), অপরাধ (৪০ শতাংশ উত্তরদাতা) ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি সংবাদকর্মীদের জন্য বেশ সহায়ক।

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে আগের তুলনায় কিছুটা হলেও সুশাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরদাতা ৫৬ শতাংশ সংবাদকর্মীর মতে, এই আইন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে মোটামুটি ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য হয়েছে বলে মত দিয়েছেন প্রায় ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা।

সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'সাংবাদিকদের চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'। এছাড়া তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকার কথা উঠে এসেছে সংবাদকর্মীদের তথ্যে। উত্তরদাতাদের ৬২ শতাংশের মতে, গণমাধ্যম 'তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে'। ৮০ শতাংশের মতে, 'গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ' করা যেতে পারে। আর ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, গণমাধ্যমে 'আইনটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন' করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিকভাবে 'সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার একটি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে এবং গবেষণা প্রতিবেদনে তথ্য অভিগম্যতার প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হওয়ার পাশাপাশি তা দূরীকরণের উপায়ও উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপ

(Abbreviation)

A2I	:	Access to Information
BBC	:	British Broadcasting Corporation
BPATC	:	Bangladesh Public Administration Training Center
FGD	:	Focus Group Discussion
FOIA	:	Freedom of Information Act
IPR	:	Intellectual Property Rights
ISPR	:	Inter-Services Public Relations
KII	:	Key Informant Interview
MMC	:	Mass-line Media Centre
MRDI	:	Management and Resources Development Initiative
PIB	:	Press Institute of Bangladesh
RIB	:	Research Initiatives, Bangladesh
RTI	:	Right to Information
RTIA	:	Right to Information Act
SAARC	:	South Asian Association for Regional Cooperation
SPSS	:	Statistical Package for the Social Sciences
UNESCO	:	United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization
WB	:	World Bank

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা (I - XXIV)
ক. ঘোষণাপত্র
খ. প্রত্যয়নপত্র
গ. উৎসর্গ
ঘ. কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ঙ. গবেষণা-সারাংশ
চ. শব্দ-সংক্ষেপ
ছ. সূচিপত্র

অধ্যায়সূচি

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা
(১ - ১৩)

১.১ ভূমিকা
১.২ প্রাসঙ্গিক পটভূমি
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৫ গবেষণা পরিধি
১.৬ গবেষণা-প্রশ্ন
১.৭ পূর্বানুমান
১.৮ গবেষণা পদ্ধতি
১.৯ প্রাক-যাচাই
১.১০ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাত্ত্বিক কাঠামো
(১৪ - ২৭)

২.১ ভূমিকা
২.২ তথ্য বিষয়ক তত্ত্ব
২.৩ গ্লোকালাইজেশন তত্ত্ব
২.৪ সংবাদক্ষেত্রের চার তত্ত্ব
২.৫ তথ্য প্রবাহ তত্ত্ব
 ২.৫.১ তথ্য প্রবাহের দ্বি-ধাপ তত্ত্ব
 ২.৫.২ তথ্য প্রবাহের বহু-ধাপ তত্ত্ব
 ২.৫.৩ তথ্য সম্প্রসারণ তত্ত্ব (ডিফিউশন অব ইনোভেশন থিওরি)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

(২৮ – ৪৩)

৩.১ ভূমিকা
৩.২ সমীক্ষা পদ্ধতি
৩.৩ গভীরতর সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
৩.৪ ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি
৩.৫ ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) পদ্ধতি
৩.৬ সমীক্ষা পদ্ধতির জন্য সমগ্রক ও নমুনা
৩.৭ সমগ্রক
৩.৮ নমুনা
৩.৯ নমুনার আকার নির্ধারণ
৩.১০ নমুনা একক নির্বাচন
৩.১১ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন
৩.১২ তথ্য-উপাত্তের উৎস
৩.১৩ গবেষণা প্রত্যয় : কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

চতুর্থ অধ্যায়
গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা

(৪৪ – ৬৫)

৪.১ ভূমিকা
৪.২ গবেষণা-সমীক্ষা
৪.৩ গ্রন্থ পর্যালোচনা
৪.৪ গবেষণা-সাময়িকী
৪.৫ স্মারক সংকলন-সেমিনার নিবন্ধ
৪.৬ পুস্তিকা-প্রচারপত্র
৪.৭ তথ্য কমিশনের প্রকাশনা

পঞ্চম অধ্যায়
তথ্য অভিগম্যতা : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

(৬৬ – ১১৬)

৫.১ ভূমিকা
৫.২ তথ্য অধিকার চর্চা : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত
৫.৩ তথ্য অধিকার আন্দোলন
    ৫.৩.১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে তথ্য অধিকার আন্দোলন
    ৫.৩.২ ভারতে তথ্য অধিকার আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
    ৫.৩.৩. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক পটভূমি
৫.৪ তথ্য অধিকারের বিভিন্ন পর্যায়
    ৫.৪.১ প্রথম পর্যায়
    ৫.৪.২ দ্বিতীয় পর্যায়
    ৫.৪.৩ তৃতীয় পর্যায়

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ তথ্যের অধিকার : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং আইনগত ভিত্তি
৫.৫.১ সংবিধানের আলোকে তথ্যের অধিকার
৫.৫.২ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর), ১৯৪৮
৫.৫.৩ নাগরিক ও আন্তর্জাতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬
৫.৫.৪ সকল ধরণের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৫
৫.৫.৫ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন
৫.৫.৬ পরিবেশ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বিষয়ক রিও ঘোষণা/ ইউএনইসিই কনভেনশন
৫.৫.৭ কমনওয়েলথ
৫.৫.৮ অন্যান্য চুক্তি ও স্বীকৃতি
৫.৬ তথ্যের ধারণায়ন
৫.৭ তথ্য অধিকার
৫.৮ তথ্য অধিকার আইন
৫. ৯ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন : পরিচিতি ও পর্যালোচনা
৫.৯.১ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
৫.৯.২ তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য
৫.৯.৩ 'তথ্য' বলতে আইনে যা বোঝানো হয়েছে
৫.৯.৪ 'কর্তৃপক্ষ' বলতে আইনে যা বোঝানো হয়েছে
৫.৯.৫ 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'
৫.৯.৬ যেসব বিষয়ে তথ্য চাওয়া যাবে না
৫.৯.৭ যেসব 'কর্তৃপক্ষ' এই আইনের আওতাভুক্ত নয়
৫.৯.৮ তথ্য পেতে যা করতে হবে
৫.৯.৯ দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মপ্রণালী
৫.৯.১০ তথ্য না পেলে যেখানে আপিল করতে হবে
৫.৯.১১ তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা
৫.১০ এক নজরে বিভিন্ন দেশে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন
৫.১০.১ তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের প্রণীত আইনের শিরোনাম, দেশ ও সাল
৫.১০.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর্যায়, প্রণয়নকাল ও মহাদেশ/অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান
৫.১০.৩ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক আরটিআই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়
তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি

(১১৭ – ১৬৩)

৬.১ ভূমিকা
৬.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি : মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ
৬.২.১ ভূমিকা : সাংবাদিকদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৬.২.২ তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার
৬.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি
৬.২.৪ বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি
৬.২.৫ বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রধান প্রধান বাধা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৬ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা
৬.২.৭ অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতে পদক্ষেপ
৬.২.৮ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা
৬.২.৯ সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
৬.৩ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব তথ্য অভিগম্যতা : গভীরতর সাক্ষাৎকার
৬.৩.১ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিদ্যমান পরিস্থিতি
৬.৩.২ সংবাদকর্মীদের পেশাগত দায়িত্বপালনে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের আইনি স্বীকৃতি
৬.৩.৩ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের আবশ্যকতা
৬.৩.৪ বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে বিদ্যমান যেসব প্রতিবন্ধকতা
৬.৩.৫ তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক গণযোগাযোগ ব্যবস্থার অনুকূলে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও করণীয়
৬.৩.৬ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত আইনসমূহের সংস্কার প্রয়োজন
৬.৩.৭ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আওতা (জুরিসডিকশন) বিস্তৃত হওয়া জরুরি
৬.৩.৮ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' খসড়া কর্মপত্রের পর্যালোচনা সম্পন্ন করে জাতীয় সংসদে তা বিল আকারে উপস্থাপনের তাগিদ
৬.৩.৯ প্রস্তাবিত আইনের আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
৬.৩.১০ প্রস্তাবিত আইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনমত গঠন ও জনসচেতনতায় করণীয়
৬.৩.১১ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ
৬.৪ 'তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' – একটি সমীক্ষার পর্যালোচনা
৬.৪.১ ভূমিকা
৬.৪.২ তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতার চিত্র
৬.৪.৩ তথ্য প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকার তথ্য-চিত্র
৬.৪.৪ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সাংবাদিকদের চাহিদানুযায়ী তথ্যের প্রয়োগ, সন্তুষ্টি ও সমস্যা
৬.৪.৬ ভুক্তভোগীদের তথ্য প্রদান
৬.৪.৭ সাংবাদিকদের আত্ম-অবরোধ
৬.৫ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সার-সংক্ষেপ
৬.৫.১ সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা : মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সারকথা
৬.৫.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব তথ্য অভিগম্যতা : গভীরতর সাক্ষাৎকার সার-সংক্ষেপ
৬.৫.৩ 'তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' – সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা

(১৬৪ – ২১১)

৭.১ ভূমিকা
৭.২ জনমিতিক তথ্য
৭.৩ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত
৭.৩.১ তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব
৭.৩.২ আইনের ফলে জনগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে
৭.৩.৩ সেবা প্রাদনকারী সরকারি/বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.৪ আইনে বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির যথার্থতা
৭.৩.৫ অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক
৭.৪ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর ইতিবাচক দিক
৭.৫ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর দুর্বল দিক
৭.৬ তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য
৭.৭ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে জনপ্রশাসনের সার্বিক গতিশীলতায় প্রভাব
৭.৮ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার
৭.৯ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা
৭.১০ তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে
৭.১১ পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন
৭.১২ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সংবাদকর্মীগণ যে ধরনের রিপোর্ট করতে পারেন
৭.১৩ আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের চিত্র
৭.১৪ আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের ফলাফল
৭.১৫ তথ্য দিতে কর্মকর্তাদের অপারগতা-অস্বীকৃতি জানানোর কারণ
৭.১৬ অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের তথ্য সংগ্রহে আরটিআই আইন প্রয়োগে সাংবাদিকদের ভূমিকা
৭.১৭ তথ্য সংগ্রহে রিপোর্টারগণ যাদের কাছে আবেদন করবেন
৭.১৮ আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে উত্তরদাতাদের বক্তব্য
৭.১৯ অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধে করণীয়
৭.২০ তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা
৭.২১ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতি প্রবণতার মাত্রা
৭.২২ তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা
৭.২৩ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ
৭.২৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা
৭.২৫ বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে মতামত
৭.২৬ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়
৭.২৭ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে উৎসাহী করার উপায়
৭.২৮ নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের ভূমিকা
৭.২৯ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে পরামর্শ

অষ্টম অধ্যায়
তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী গভীরতর সাক্ষাৎকার

(২১২ – ২৪৬)

৮.১ ভূমিকা
৮.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ
৮.২.১ তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অবস্থা
৮.২.২ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য অর্জনের দিকমাত্রা
৮.২.৩ জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আরটিআই আইনের কার্যকারিতা
৮.২.৪ আরটিআই আইন বাস্তবায়নের তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে এর প্রভাব
৮.২.৫ তথ্য অধিকার আইন পরবর্তী তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার দিকমাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৬ সংবাদকর্মীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন কতটা সহায়ক
৮.২.৭ তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল ও সবল দিক
৮.২.৮ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকগণ যেসব রিপোর্ট করতে পারেন
৮.২.৯ সাংবাদিকের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা
৮.২.১০ তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন (হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট) : প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন
৮.২.১১ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের দিকমাত্রা
৮.২.১২ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ও আরটিআই আইন
৮.২.১৩ আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর দুর্নীতির মাত্রা কমেছে কি না
৮.২.১৪ আরটিআই-এর ৭ নম্বর ধারা সম্পর্কে মতামত
৮.২.১৫ আরটিআই-এর সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ
৮.২.১৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা
৮.২.১৭ তথ্য অধিকার আইন ফলপ্রসূ করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা
৮.২.১৮ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ
৮.৩ সাক্ষাৎকারের সার-সংক্ষেপ

নবম অধ্যায়
তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ফোকাস দল আলোচনা

(২৪৭ – ২৬৬)

৯.১ ভূমিকা
৯.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ
৯.২.১ তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় সামগ্রিক তথ্য অভিগম্যতায় এর প্রভাব
৯.২.২ তথ্য অধিকার আইনের সবল ও দুর্বল দিক
৯.২.৩ সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতায় গুণগত পরিবর্তন
৯.২.৪ স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরটিআই আইন
৯.২.৫ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন
৯.২.৬ সংবাদকর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল ও সবল দিক
৯.২.৭ তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা না থাকা
৯.২.৮ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন
৯.২.৯ আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
৯.২.১০ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা
৯.২.১১ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা
৯.২.১২ সার্বিক সুপারিশ
৯. ৩ ফোকাস দল আলোচনার সারসংক্ষেপ

দশম অধ্যায়
তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণ

(২৬৭ – ২৮৬)

১০.১ ভূমিকা
১০.২ ঘটনা অনুধ্যান – ১ : উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) দপ্তরে তথ্য পেতে ভোগান্তি

Dhaka University Institutional Repository

১০.৩ ঘটনা অনুধ্যান – ২ : বিজিএমইএ ভবনের অবৈধতা প্রমাণে সহায়তা করল তথ্য অধিকার আইন
১০.৪ ঘটনা অনুধ্যান – ৩ : জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর রহস্যজনক তহবিল
১০.৫ ঘটনা অনুধ্যান – ৪ : যেখান থেকে তথ্য অধিকার আইনটি পাস হলো সেখানেও এই আইনের আওতায় আবেদন করে তথ্য পেতে ভোগান্তি
১০.৬ ঘটনা অনুধ্যান – ৫ : চট্টগ্রামের রাউজানের শাহী কমার্শিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভোগান্তি
১০.৭ ঘটনা অনুধ্যানের সারকথা

একাদশ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

(২৮৭ – ৩১৫)

১১.১ ভূমিকা
১১.২ উপসংহার
    ১১.২.১ মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মূলকথা
    ১১.২.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের মূলকথা
    ১১.২.৩ ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যর মূলকথা
    ১১.২.৪ ঘটনা অনুধ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের মূলকথা
১১.৩ সমাপনী প্রতিফলন
১১.৪ সুপারিশ
১১. ৫ সমাপনী বক্তব্য

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

(৩১৬ – ৩৩৭)

পরিশিষ্ট-সূচি

(৩৩৮ – ৩৮০)

পরিশিষ্ট – ১ সমীক্ষা প্রশ্নপত্র – ১ : তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ২ সমীক্ষা প্রশ্নপত্র – ২ : সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ৩ সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা – ১ : তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ৪ সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা – ২ : তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ৫ সাক্ষাৎকারদাতাদের নামের তালিকা – ১ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ৬ সাক্ষাৎকারদাতাদের নামের তালিকা – ২ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি
পরিশিষ্ট – ৭ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

চিত্রসূচি

চিত্র ২.১ : তথ্য প্রবাহের দ্বি-ধাপ তত্ত্ব
চিত্র ৫.১ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অভিগম্যতার তথ্য-চিত্র

সারণিসূত্র

সারণি ৩.১ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস
সারণি ৩.২ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সমীক্ষার নমুনা বিন্যাস
সারণি ৫.১ : আরটিআই আইন প্রণয়নকারী দেশ, সাল ও শিরোনাম
সারণি ৫.২ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর্যায়, প্রণয়নকাল ও মহাদেশ/অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান
সারণি ৬.১ : তথ্যসূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ
সারণি ৬.২ : তথ্য প্রদানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা
সারণি ৬.৩ : সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সাংবাদিকদের চাহিদানুযায়ী তথ্যের প্রয়োগ, সন্তুষ্টি ও সমস্যা
সারণি ৬.৪ : সাংবাদিকদের আত্ম-অবরোধ
সারণি ৭.১ : বয়সের দিকমাত্রা
সারণি ৭.২ : উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতা
সারণি ৭.৩ : সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
সারণি ৭.৪ : আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য দেওয়ায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির যথার্থতা
সারণি ৭.৫ : অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আরটিআই আইনের ভূমিকা
সারণি ৭.৬ : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক দিকসমূহ
সারণি ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল দিকসমূহ
সারণি ৭.৮ : আরটিআই আইনের মূল লক্ষ্য
সারণি ৭.৯ : আইন প্রয়োগের তিন বছরে জনপ্রশাসনিক গতিশীলতা
সারণি ৭.১০ : আরটিআই আইনের সুবাদে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে
সারণি ৭.১১ : সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা
সারণি ৭.১২ : আরটিআই আইন ব্যবহার করে যে ধরনের রিপোর্ট হতে পারে
সারণি ৭.১৩ : আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের ফল
সারণি ৭.১৪ : তথ্য দিতে কর্মকর্তাদের অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জানানোর কারণ
সারণি ৭.১৫ : অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের তথ্য সংগ্রহে আরটিআই আইনের প্রয়োগে সাংবাদিকদের ভূমিকা
সারণি ৭.১৬ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে মন্তব্য
সারণি ৭.১৭ : অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধে করণীয়
সারণি ৭.১৮ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয় প্রয়োজনীয়তা
সারণি ৭.১৯ : আরটিআই আইনের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
সারণি ৭.২০ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ
সারণি ৭.২১ : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা
সারণি ৭.২২ : বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে মতামত
সারণি ৭.২৩ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.২৪ : নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে উৎসাহী করার উপায়
সারণি ৭.২৫ : নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের ভূমিকা
সারণি ৭.২৬ : সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে উত্তরদাতাদের পরামর্শ

রেখাচিত্র

রেখা চিত্র ২.১ : উদ্ভাবন সম্প্রসারণ মডেল
রেখা চিত্র ৬.১ : অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রধান প্রধান বাধা
রেখা চিত্র ৬.২ : অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন
রেখা চিত্র ৭.১ : মোট উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.২ : বিভাগ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.৩ : বিভাগ ভিত্তিক উত্তরদাতার জেন্ডার বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.৪ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.৫ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতার মাসিক আয়ের বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.৬ : বিভাগ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতার বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-১-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.৮ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-২-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.৯ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৩-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.১০ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৪-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.১১ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৫-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.১২ : তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৩ : তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য বিষয়ে বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৪ : আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর গতিশীলতা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৫ : আইন কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রশাসনিক গতিশীলতা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত
রেখা চিত্র ৭.১৬ : তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৭ : সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৮ : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরটিআই আইনের ভূমিকা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.১৯ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার অভিজ্ঞতা
রেখা চিত্র ৭.২০ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার অভিজ্ঞতা : বিভাগভিত্তিক মতামত
রেখা চিত্র ৭.২১ : তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎস সম্পর্কে মোট উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস
রেখা চিত্র ৭.২২ : তথ্য সংগ্রহে উৎস সম্পর্কে উত্তরদাতাদের বিভাগভিত্তিক মতামত
রেখা চিত্র ৭.২৩ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে মন্তব্যের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.২৪ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে বিভাগভিত্তিক মতামত

Dhaka University Institutional Repository

রেখা চিত্র ৭.২৫ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয় : বিভাগভিত্তিক মতামত
রেখা চিত্র ৭.২৬ : তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির প্রভাবক মাত্রা
রেখা চিত্র ৭.২৭ : তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির প্রভাবক মাত্রা : বিভাগভিত্তিক মতামতের তথ্যচিত্র
রেখা চিত্র ৭.২৮ : তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.২৯ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.৩০ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ : বিভিন্ন বিভাগের উত্তরদাতাদের মন্তব্যের প্রতিফলন
রেখা চিত্র ৭.৩১ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়
রেখা চিত্র ৭.৩২ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয় : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মন্তব্য

পাইচিত্র

পাই চিত্র ৩.১ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস
পাই চিত্র ৬.১ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
পাই চিত্র ৬.২ : উত্তরদাতাদের বয়সসীমা
পাই চিত্র ৬.৩ : উত্তরদাতাদের জেন্ডার বিন্যাস
পাই চিত্র ৬.৪ : উত্তরদাতাদের পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি
পাই চিত্র ৬.৫ : উত্তরদাতাদের মাসিক আয়-মাত্রা
পাই চিত্র ৬.৬ : তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার
পাই চিত্র ৬.৭ : তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি
পাই চিত্র ৬.৮ : বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি
পাই চিত্র ৬.৯ : তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে আইনের প্রয়োজনীয়তা
পাই চিত্র ৬.১০ : তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে যেরূপ আইন প্রণয়ন জরুরি
পাই চিত্র ৬.১১ : নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য তথ্য অভিগম্যতা
পাই চিত্র ৬.১২ : ফিচার-এর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ
পাই চিত্র ৬.১৩ : সংবাদ সম্পাদনার জন্য তথ্য অভিগম্যতা
পাই চিত্র ৬.১৪ : সম্পাদকীয় লেখার জন্য তথ্য অভিগম্যতা
পাই চিত্র ৬.১৫ : উপসম্পাদকীয় লেখার জন্য তথ্য অভিগম্যতা
পাই চিত্র ৬.১৬ : অন্যান্য কারণে তথ্য অভিগম্যতা
পাই চিত্র ৬.১৭ : অকুস্থল/ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.১৮ : সংবাদ-ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.১৯ : প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.২০ : সংবাদ সংস্থা বা ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.২১ : সহকর্মী ও অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.২২ : ইন্টারনেট ব্রাউজ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

Dhaka University Institutional Repository

পাই চিত্র ৬.২৩ : প্রেস রিলিজ/হ্যান্ড আউট/ প্রেস নোট/ বিজ্ঞাপণ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা
পাই চিত্র ৬.২৪ : উত্তরদাতাদের পেশাগত দায়িত্বপালনে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা : অন্যান্য সোর্স থেকে
পাই চিত্র ৬.২৫ : প্রাইমারি সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ যোগাযোগে ব্যয়িত সময়
পাই চিত্র ৬.২৬ : সেকেন্ডারি সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহে সময় ব্যয়
পাই চিত্র ৬.২৭ : অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে সময় ব্যয়
পাই চিত্র ৬.২৮ : তথ্য দিতে সোর্সের অস্বীকৃতি
পাই চিত্র ৬.২৯ : কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে তথ্য না দেওয়া
পাই চিত্র ৬.৩০ : অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ অন্যান্য আইনগত বাধার অজুহাত
পাই চিত্র ৬.৩১ : চাকুরীর নিরাপত্তা/জীবনের ঝুঁকি/সম্ভাব্য হয়রানির ভয়ে তথ্য না দেওয়া
পাই চিত্র ৬.৩২ : মানসিকভাবে নির্ঝঞ্ঝাট থাকা
পাই চিত্র ৬.৩৩ : পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা
পাই চিত্র ৬.৩৪ : আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অন্যান্য অজুহাত
পাই চিত্র ৬.৩৫ : ভুক্তভোগীদের তথ্য প্রদান
পাই চিত্র ৭.১ : সব উত্তরদাতার জেন্ডার বিন্যাস
পাই চিত্র ৭.২ : সব উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস
পাই চিত্র ৭.৩ : সব উত্তরদাতার মাসিক আয়ের বিন্যাস
পাই চিত্র ৭.৪ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-১-এ উত্তরদাতাদের মতামত
পাই চিত্র ৭.৫ : তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রশাসনের সার্বিক গতিশীলতা
পাই চিত্র ৭.৬ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয়
পাই চিত্র ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

একুশ শতকের তথ্য-সমাজ বাস্তবতায় জীবনমানের উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। বর্তমান যুগের মানুষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সামগ্রিক উন্নয়ন-অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর গণযোগাযোগ মাধ্যমসমূহের অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সাফল্যের পটভূমিতে ভৌত ও ভৌগোলিক দূরত্বকে ঘুচিয়ে বিশ্বের মানুষ আজ অখণ্ড এবং অভিন্ন এক 'বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা'র মর্যাদা পেয়েছে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে কল্পবিজ্ঞানী *আর্থার ক্লার্কের* মানসচক্ষে দেখা পরবর্তী পৃথিবীর পরিণত রূপ আমরা বর্তমান শতকের 'তথ্য সমাজ জীবনের' প্রাত্যহিকতায় লক্ষ করছি। একইভাবে বিশ শতকের ষাটের দশকে যোগাযোগ বিশারদ *মার্শাল ম্যাকলুহান* আধুনিক গণযোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে আমাদেরকে যে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণা দিয়েছিলেন, বলা যায় – তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে 'তথ্যায়ন ও বিশ্বায়নের' বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব রূপ যেন সে অনুমিত ধারণা বা কল্পনাকেও হার মানিয়ে শতভাগ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের মূল চালিকা শক্তি হলো তথ্য। তথ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবহনের অভাবনীয় ও অত্যাশ্চার্য-সব যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে দ্রুতই বদলে যাচ্ছে একুশ শতকের মানব-সভ্যতার দৃশ্যপট। একদিকে, বিশ্বায়িত রাজনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, আকাশ সংস্কৃতি – সবকিছুই আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে ক্রমবিবর্তিত। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংকট, সুশাসনের অভাব – এমনকি সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃতির নেপথ্যেও লক্ষ করি সেই তথ্যায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাব। আজ তথ্য সমাজ জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ সাইবার অপরাধ – সংক্রমিত হচ্ছে তথ্য-সন্ত্রাসবাদ; অপরদিকে মানবমুক্তি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে ধীরে হলেও বিস্তৃত হচ্ছে 'তথ্য-মানবতার' (Information Humanity) ধারণা। আমরা আরও লক্ষ করছি, ভোক্তা-আকাঙ্ক্ষা, গণসংস্কৃতি ও সামাজিক গণমাধ্যমের সুবাদে গড়ে উঠেছে 'নয়ামাধ্যমের নতুন এক তথ্যবিশ্ব' এবং এর ফলে বিশ্বময় ক্রমপ্রসারিত ও সুসংহত হচ্ছে অবাধ তথ্য প্রবাহ তথা 'তথ্য স্বাধীনতার (Freedom of Information)' ধারণা ও দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

আজ থেকে একযুগ আগে বৈশ্বিক প্রবণতার নিরীখে বাংলাদেশের একজন গণযোগাযোগ-সাংবাদিকতার শিক্ষক যে কথাগুলো বলেছিলেন, আমরা লক্ষ করছি, সে কথাগুলোও যেন বিগত কয়েকবছরের ব্যবধানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছেঃ "*বর্তমান শতাব্দীতে গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কোনদিকে ঘটবে তা পুরোপুরি বলা না গেলেও গোটা পৃথিবী যে তথ্যসমাজের দিকে ধাবিত সেটি আজ নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তথ্যসমাজের যে চিত্র আমরা উত্তর আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে লক্ষ করছি তা থেকে বলা যায় যে সংবাদ মাধ্যমের সাথে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার সরাসরি সংযুক্তি বা তথ্যের আদান-প্রদান উচ্চ থেকে উচ্চতর হারে ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে ও প্রকৃত অর্থেই মিথস্ক্রিয় মাধ্যমের উদ্ভব ঘটবে। সংবাদমাধ্যমের ব্যক্তিকায়ন ও বহুকালবর্তীকরণের প্রক্রিয়াও অদূর ভবিষ্যতে দ্রুত বিবর্ধিত হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গণমাধ্যমকে আগামী দিনের সার্বিক সামাজিক আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছে*"।[১]

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের অনেকেরই জানা আছে যে, একুশ শতককে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ চিহ্নিত করছেন 'তথ্য ও যোগাযোগের শতাব্দী হিসেবে। আর তাইতো আমরা লক্ষ করছি, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অব্যাহত সংগ্রামের সম্পূরক দাবি হিসেবে অবাধ তথ্য প্রবাহের তাগিদ তথা তথ্যের স্বাধীনতার দাবিটি দিনে দিনে স্বীকৃতি লাভ করে চলেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় ও বিস্ময়কর উদ্ভাবন-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা 'বৈশ্বিক তথ্য সমাজের' গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নাগরিকদের তথ্য-অভিগম্যতার অধিকার তথা তথ্য অধিকারের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে এযুগে কোনোরূপ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস আদৌ সম্ভব নয়। কেননা, জনস্বার্থযুক্ত যেকোনো তথ্যে রয়েছে গণমানুষের স্বত্ব। জনগণের মাঝে এই তথ্যসম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে, ধীরে ধীরে তা কাঙ্ক্ষিত যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে লক্ষ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয়।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের জানা ও জানানোর স্বাধীনতা একটি অত্যন্ত মূল্যবান অনুষঙ্গ। প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্মবাণী হলো রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হলো জনগণ। আমাদের সংবিধানেও বলা

[১] সিদ্দিক, আ আ ম স আরেফিন, *একুশ শতকের গণমাধ্যম : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ২০০০, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সে কথা। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ' প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'; কিন্তু বাস্তবে এর কোনো মিল ও প্রয়োগ নেই। আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের দেখা মেলে তা হচ্ছে 'সরকারি ধারণার গণতন্ত্র'। আর এই গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষমতার অংশীদারত্ব বা মালিকানা বলতে শুধু নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়াকেই বোঝানো হয়।[২] 'অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' বলতে যা বোঝায় সেরূপ ধারণার গণতন্ত্রকে এদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মনে-প্রাণে লালন-প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করায় সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পার করার পরও সেই স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা আমাদের সামনে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে ঝুলে আছে ।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথা তথ্যের স্বাধীনতা একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ নির্মাণে বিস্ময়কর সাফল্য এনে দিতে পারে। নাগরিক জীবনের নানা মানবিক সংকট ও অবক্ষয় রোধেও তথ্যের অবাধ প্রবাহ বা স্বাধীনতা জরুরি। তথ্য স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে সরকার কিংবা শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের পক্ষে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গতকারণে বর্তমান তথ্যযুগে যে কোনো সভ্য জাতি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং স্বাধীন ও সচেতন নাগরিকদের জীবনে অন্য যে কোনো বড় অর্জনের চেয়ে তথ্যের স্বাধীনতা একটি পরম অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়। তথ্য স্বাধীনতার 'বৈশ্বিক ইনডেক্স' আমাদের অন্তত সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।[৩]

প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ভাব-বিনিময়, মতামত প্রকাশ এবং অংশগ্রহণের অধিকার মানবাধিকারের ধারণা থেকে প্রসূত এবং সমায়ান্তরে তা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মূলত এই মতামত প্রকাশের অধিকার (Freedom of Expression) মানুষের যোগাযোগ অধিকারেরই পরিমণ্ডলভুক্ত। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রথমে আমি বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে 'তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারে'র স্বরূপ অধ্যয়নে প্রয়াসী হই এবং পরে একই পটভূমিতে দেশীয় পরিস্থিতিকে উপজীব্য করে অধ্যয়ন-গবেষণার পরিসরকে আরও সুনির্দিষ্ট করে ***"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"*** শিরোনামে বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে সক্ষম হই।

---

[২] ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর, *তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে*, এমএমসি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩

[৩] রহমান, অলিউর, *তথ্যের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতা*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

১.২ প্রাসঙ্গিক পটভূমি

তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার তথা তথ্যের অধিকার বিষয়টি একুশ শতকের বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত ইস্যু বা বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রসঙ্গ। তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার ও প্রকাশের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির নাগরিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। 'তথ্যসমাজ-দুনিয়া'র নাগরিক হিসেবে বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি মানুষ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার (Access to information) ও যোগাযোগের অধিকারের (Right to Communicate) ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আইনী কাঠামোয় নানাভাবে স্বীকৃতি মিলেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তিতে জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে এভাবে : "*প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোনো মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা বিবেচনা না করে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জানানোর স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।*"[৪]

আবার ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র' (আইসিসিপিআর)-এর ১৯(২) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে "প্রত্যেকেরই বাক স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। এই অধিকার শিল্পকলা বা নিজের পছন্দমতো কোনো মাধ্যমে মৌখিক, লিখিত বা মুদ্রিত আকারে সকল ধরনের তথ্য ও ধারণা অন্বেষণ, গ্রহণ এবং জানানোর স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে"।[৫]

"উল্লিখিত দুটি আন্তর্জাতিক দলিলের অধীনে বিশ্বের রাষ্ট্রপক্ষসমূহ জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সংরক্ষণ সাপেক্ষে সব ধরনের তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে বাধ্য।"[৬] উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত উল্লিখিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে ২০০২ সালের মধ্যে ১৪৯টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির পুরোটাই জাতিসংঘ প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর)-এর ১৯ ধারাকে

---

[৪] জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং প্রোটোকল, ড. মো. রহমত উল্লাহ অনূদিত, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২০১২,পৃ.১৫

[৫] পূর্বোক্ত,পৃ.৫৮

[৬] আইন কমিশন, *Final Report on the Right to Information Act,* ২০০০, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, আগস্ট, ২০০৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন করে। ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ এই চুক্তিপত্রে অনুস্বাক্ষর করেছে। ফলে আইনগত কাঠামোয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তাছাড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ঘোষণা ও কর্মশালার তাগিদ, যেমন : দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন, পরিবেশ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বিষয়ক রিও ঘোষণা, কমনওয়েলথসহ আন্তর্জাতিক নানা জোট, সংস্থা ও সংগঠনের স্বীকৃতি ও সমর্থন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে স্বীকৃত মানবাধিকারগুলো প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রীয় আইনে প্রতিফলিত হবে –এটাই স্বাভাবিক। আর সেদিক থেকে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উল্লিখিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিলপত্রে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে একটি নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়।

আমরা লক্ষ করি, ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশন 'তথ্য অধিকার আইন-২০০২' শিরোনামে একটি কর্মপত্র প্রণয়ন করে। তারও আগে প্রেস কমিশনের এক রিপোর্টে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তথ্য অধিকার তথা স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়া ও তা প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিলে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কমিশন।[৭] ১৯৮৪ সালে সরকারের কাছে উপস্থাপিত কমিশনের রিপোর্টে সরকারি তথ্যক্ষেত্রে জনগণের অভিগম্যতার অনুকূলে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন' আইন[৮] করার সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

বিলম্বে হলেও উল্লিখিত জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত ও বৈশ্বিক প্রবণতার ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে ২০০৮ সালে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রথমে একটি অধ্যাদেশ ('তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮') প্রণয়ন করে এবং তারও প্রায় এক বছর পরে উল্লিখিত অধ্যাদেশটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হয় 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'।

[৭] হাসান, আহমেদ,ফারুক, বাংলাদেশের গণমাধ্যম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬,পৃ.১৯-২০

[৮] পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের গণমাধ্যম,পৃ.৪৬

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

নাগরিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ধাপে ধাপে সুশাসন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগতকারণে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দিতে এবং সুশাসন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে সবার আগে প্রয়োজন নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার নিশ্চিত করা।

তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার মূলত মানুষের সহজাত যোগাযোগের অধিকার এবং বস্তুত যা মানুষের জীবনকে স্বচ্ছন্দময় করতে –অর্থাৎ, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য জানতে ও জানাতে নীতিগত বা আইনী স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সৃষ্টি করে। এই অধিকার নাগরিকদের ক্ষমতা দেয় স্বীয় অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার কিংবা গুরুত্ববহ তথ্য জিজ্ঞাসার। সংগতকারণে নাগরিক জীবনের সার্বিক কল্যাণে জনস্বার্থযুক্ত সকলপ্রকার তথ্যক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশাধিকার জরুরি। কেননা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সংগঠন কিংবা এনজিওসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিক জীবনের নানামাত্রিক স্বার্থের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় নাগরিকমাত্রই এসব সংস্থা প্রতিষ্ঠানের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) রাখে।

পরিবর্তনশীল বিশ্ব-বাস্তবতায় তথ্য অভিগম্যতার সর্বজনীন স্বীকৃতি ও আইনগত পটভূমিতে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও ব্যবহার সহজতর করা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের বাধাসমূহ উন্মোচন করাকে জাতীয় উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য বিশেষ সহায়ক ও জরুরি করণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।[৯]

তথ্যায়ন ও বিশ্বায়নের ক্রমপ্রসারিত আর্থ-রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত প্রভাবে জাতীয় জীবনে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের বাধাসমূহ উন্মোচন করা সময়ের জরুরি তাগিদ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। আর তাই তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ অন্বেষায় নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার বিবেচনায় পেশাদার তথ্যসংগ্রহকারী তথা যোগাযোগকর্মী হিসেবে সাংবাদিক সম্প্রদায়

[৯]প্রাগুক্ত, রহমান, অলিউর (২০১৩) পৃ.২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। কেননা, সাংবাদিক সম্প্রদায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের নানা অসংগতি সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বীয় সংবাদক্ষেত্রে নাগরিক অধিকারের স্বাধীন পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরি যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক সংস্থা-সংগঠন ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তথ্যক্ষেত্রে নাগরিকদের অবাধ অভিগম্যতার অধিকার প্রয়োগের অনুকূলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবিতে যেসব আন্দোলন ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, মনে করা হয়, তারই সুদূরপ্রসারী সুফল হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ একটি জনবান্ধব আইন হিসেবে তথ্য অধিকার আইনটিকে পেয়েছে ।

উল্লিখিত নানা বিষয় ও প্রসঙ্গের ধারণালোকে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ – পেশাগত কারণেই যাঁরা নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অধিকার চর্চা করে থাকেন, অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ অধ্যয়নের লক্ষ্যেই বর্তমান গবেষণাকর্ম পরিচালনার যৌক্তিকতা খুঁজে পাই।

তবে একথা শুরুতেই উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে, সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার নাগরিক অধিকার থেকে বাড়তি কোনো অধিকার না হলেও জনস্বার্থেই সংবাদকর্মীদের পেশাগত দায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে, দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষায় এবং সর্বোপরি, জনপ্রশাসনিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অবাধ অভিগম্যতা একান্তই অপরিহার্য। কেননা, সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি মুক্ত সমাজে জীবন ধারণের জন্য জনগণকে নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ তথ্য প্রদান করা। সাংবাদিকতার অন্য উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে বিনোদন দেওয়া, অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করা এবং নির্বাক বা ভাষাহীন মানুষের কণ্ঠে ভাষা জোগানো।[১০]

সংবাদ মাধ্যম তথা সংবাদকর্মীবৃন্দ তত্ত্বগতভাবে যেহেতু নাগরিকদের হয়ে নাগরিকদের জন্যই সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং পেশাগত কারণে প্রতিনিয়ত জনস্বার্থের রক্ষক ও নাগরিক অধিকারের পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেন সেহেতু নাগরিক জনসমষ্টির একাংশ বা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নাগরিক

---

[১০] কমিটি অব কনসার্নড জার্নালিস্টস ও প্রজেক্ট ফর এক্সেলেন্স ইন জার্নালিজম প্রণীত ঘোষণা, *http://www.journalism.org/resources/principles*

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায় হিসেবে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার স্বরূপ অন্বেষণের লক্ষ্যে যুক্তিসংগত কারণে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় প্রয়াসী হই।

আশা করা যায়, এরূপ একটি গবেষণা পরিচালিত হলে এর মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বিদ্যমান নানা সমস্যা ও অন্তরায়গুলো চিহ্নিত হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি কার্যকর দিক-নির্দেশনা বেরিয়ে আসবে – সময়ের ব্যবধানে যা একটি সম্ভাবনাময়, স্বনির্ভর ও উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। আমার বিশ্বাস, বর্তমান গবেষণাটি তথ্য অধিকার বা তথ্য অভিগম্যতা বিষয়ক উচ্চতর অ্যাকাডেমিক পর্যায়ের গবেষণার সূচনা-প্রয়াস হিসেবে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান পথ-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে একথা যৌক্তিকভাবে অনুমেয় যে, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে সংবাদকর্মী তথা সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রবণতা থেকে প্রকারান্তরে নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার মাত্রা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, যখন বর্তমান গবেষণার রূপরেখো (Synopsis) প্রণীত হয় তখন তথ্য অধিকার ইস্যুতে আন্দোলন কিংবা এই অধিকারের আইনী কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতা বর্তমানকার পরিস্থিতি থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান গবেষণার পরিধি-পরিসর এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্র ও প্রকৃতিগত মাত্রা নানাভাবে বদলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব প্রয়োজনে সংশোধিত রূপরেখার আলোকে জাতীয় জীবনে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী অবস্থা ও পরবর্তী প্রায়োগিক বাস্তবতা মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিরোনাম পুনঃনির্ধারণ করে ***"সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"*** শীর্ষক বর্তমান শিরোনামভুক্ত গবেষণাটি সুনির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালনার কাজ এগিয়ে নিতে সক্ষম হই।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

অ্যাকাডেমিক পরিসরে কার্যকর পদ্ধতিগত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছাড়াও বর্তমান গবেষণাকর্ম পরিচালনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক. বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিদ্যমান মাত্রা ও অবস্থা নিরূপণ;

খ. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগযোগক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ;

গ. অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদকর্মীদের সময়ানুগ তথ্যপ্রাপ্তির প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতার কারণ শনাক্তকরণ এবং তা দূরীকরণের উপায় পর্যালোচনা।

১.৫ গবেষণা পরিধি

সভ্য সমাজে নাগরিকদের তথ্যের অধিকারকে বিবেচনা করা হয় 'পরশপাথর রূপে', যা মানুষের অপরাপর অধিকারগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নে 'সহায়ক ও পরিপূরক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। আর তাই নাগরিক জীবনের এই 'পরশপাথর স্বরূপ' অধিকার প্রয়োগের বাস্তব অবস্থা যেহেতু পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুবাদে সংবাদকর্মীবৃন্দ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন, সেকারণে নাগরিকদের মধ্যে 'ফোকাস-গ্রুপ' হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার পরিস্থিতি নিয়েই এই গবেষণা পরিচালিত হয়। যুক্তিসংগত কারণে বৃহত্তর জনগণের প্রতিনিধিরূপে তথ্য ও যোগাযোগকর্মী হিসেবে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অভিগম্যতার মাত্রা বিশ্লেষণকল্পে প্রাসঙ্গিক বিষয়ালোকে বর্তমান গবেষণায় দু'টি পূর্বানুমান নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বানুমান দু'টিকে সামনে রেখে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতিসহ সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন গুণাত্মক পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ণ-পূর্ব পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নানা বিবেচনায় রাজধানী ঢাকাকে সুবিধাজনক গবেষণাক্ষেত্র (Research Area) হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের সাংবাদিকদের মধ্যে প্রশ্নপত্রের (Questionnaire) মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনা একক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি, যাঁদের কাছে উপযুক্ত তথ্য রয়েছে এমন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন' এবং কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করেও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা-প্রশ্ন

প্রায়োগিক গুণাত্মক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণে সহায়ক বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দ্যশ্যকে সামনে রেখে নিম্নরূপ গবেষণা-প্রশ্নমালা প্রণীত হয় :

১. বাংলাদেশে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিদ্যমান অবস্থা ও অভিগম্যতার মাত্রা বা স্বরূপ কি?

২. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য কি ছিল? সেই লক্ষ্য এপর্যন্ত কতটা অর্জিত হয়েছে?

৩. সংবাদকর্মীদের অবাধ তথ্য অভিগম্যতায় এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই আইন কতটা সহায়ক?

৪. তথ্য অভিগম্যতার প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি কি?

৫. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনোরূপ পরিবর্তন এসেছে কি?

৬. নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় সাংবাদিক তথা গণমাধ্যমের ভূমিকা কীরূপ হওয়া প্রয়োজন?

১.৭ পূর্বানুমান

প্রাক্ পর্যবেক্ষণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক 'সাহিত্য পর্যালোচনা' করে বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নরূপ পূর্বানুমান গঠন করা হয়েছে:

ক. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্বের চেয়ে আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্য অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

খ. তথ্য অধিকার আইন সংবাদকর্মীদের পেশাগত তথ্য অভিগম্যতা বাড়াতে সহায়ক।

গ. অবাধ তথ্য অভিগম্যতা জনপ্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকর করতে অধিকতর সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে সামাজিক গবেষণার প্রধান দুটি ধারা (গুণগত ও পরিমাণগত) থেকে প্রস্তাবিত গবেষণায় নানা বিবেচনায় গুণগত ধারাটিই বেশি অর্থবহ ও সুবিধাজনক ধারা হিসেবে কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সেকারণেই বর্তমান গবেষণাকর্মে সুনির্দিষ্ট, একক এবং কঠোর কোনো গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে উল্লিখিত গুণগত গবেষণার মৌলিক নির্দেশকসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে একটি নমনীয় ও কার্যোপযোগী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু ও বিষয়-বৈচিত্র্যের নানা দিকমাত্রা বিবেচনা করে সামাজিক গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে সমীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র পদ্ধতি, গভীরতর সাক্ষাৎকার, এফজিডি, কেসস্টাডি প্রভৃতি কৌশল-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। *তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা* এবং *তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা* – এই দুপর্যায়ে নির্দিষ্টকৃত নমুনায়ন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৩০ ও ২৮০টি নমুনা একক থেকে স্বেচ্ছাচয়িত দৈবচয়ন পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। একইভাবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে ২২ জনের এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ২৫ জনের গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান গবেষণায় তথ্য অধিকার পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক তিনটি এফজিডি ও পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) নিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৯ প্রাক-যাচাই

অধ্যয়ন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং প্রাক্ সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণার পূর্বানুমানসমূহে আংশিক সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কৌশল-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বর্তমান গবেষণায় তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পরে দুটি সমীক্ষা পরিচালনার প্রাক্কালে নমুনায়নের কার্যকারিতা নিরূপণকল্পে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাক-যাচাই (Pre-test) করা হয়। ৩০টি নমুনা একক থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের বিষয়বস্তু, প্রায়োগিক বাস্তবতা এবং উত্তরদাতাদের অবধারণগত অসংগতি পর্যালোচনা করে চূড়ান্তভাবে মাঠ পর্যায় থেকে নির্ধারিত সংখ্যক নমুনা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১০ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অনেক। বলা যেতে পারে, 'সীমাহীন সীমাবদ্ধতার' মধ্যে কাজ করতে হয়েছে গবেষককে। নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি বিষয়ের ওপর গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হওয়ায় এবং গবেষণার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার বিষয়টির পরিধি-পরিসর ক্রমসম্প্রসারিত হওয়ায় গবেষণা চলাকালে বিভিন্ন সময়ে গবেষককে প্রাসঙ্গিক বাস্তবতার আলোকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির পাশাপাশি তথ্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

প্রথম ধাপে ২০০৭ সালে 'তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগের অধিকার : বাংলাদেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ' শিরোনামের আওতায় গবেষক যখন এই গবেষণার প্রথম গবেষণা-সেমিনারটি আয়োজন করে সে সময়টিতে দেশে তথ্য অধিকার আইনের দাবিতে বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলন অনেকটা পরিণত পর্যায়ে। উল্লিখিত প্রথম সেমিনারে উপস্থিত অ্যাকাডেমিক কমিটির সম্মানিত সদস্যদের দেওয়া দিক-নির্দেশনা মোতাবেক নমুনায়ন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন এনে গবেষক যখন দ্বিতীয় সেমিনারটি আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দেশে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ-২০০৮ প্রণীত হয়। এমতাবস্থায় চলমান গবেষণার বিষয়বস্তু এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ফলাফল বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা আনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। সংগতকারণে তখন তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ প্রণয়ন-পরবর্তী বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। আর অনুরূপ পরিস্থিতিতে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যাকিাডেমিক কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ/শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাক্রমে গবেষণার শিরোনাম, বিষয়বস্তু, গবেষণা পদ্ধতি ও কর্ম-পরিধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে এবং পর্যাপ্ত সময় হাতে না থাকায় পুনঃনিবন্ধন নিয়ে প্রায় নতুনভাবেই গবেষণা কাজটি শুরু করতে হয়।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত হওয়া যেক'টি অধ্যাদেশকে বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ জাতীয় সংসদে পাস করে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় তার মধ্যে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ-২০০৮ অন্যতম। এই আইন কার্যকর হওয়ার পটভূমিতে সংশোধিত শিরোনামের আলোকে বর্তমান গবেষণায় তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ একটি প্রধান অংশ হয়ে যায়। কিন্তু উদ্ভূত বাস্তবতায় প্রত্যাশিত পরিস্থিতি মূল্যায়নের মতো

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত অবস্থা তখনও বিদ্যমান ছিল না। কেননা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং এর প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের অনুকূলে একটি পরিণত বা উপযুক্ত অবস্থার জন্য গবেষককে দু'বছরেরও অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়। অব্যাহত সাহিত্য অধ্যয়ন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে প্রাক-যাচাই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও পরিস্থিতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন করে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরের তিন বছরের মাথায় মাঠ পর্যায়ে মূল সমীক্ষা পরিচালনা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এসব পর্যায় ও প্রক্রিয়ায় গবেষককে নানা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হয়।

এছাড়া, পুনঃনির্ধারিত গবেষণা-পরিধি ও বিষয়বস্তুর আলোকে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালে বর্তমান গবেষণার নমুনা নির্ধারণের জন্য রাজধানী ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের মোট সংখ্যা জানা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানে কোথাও কোনো প্রকার পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া না যাওয়ায় রাজধানী ঢাকার সাংবাদিক জনসম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য গবেষককে এখানকার কর্মরত সাংবদিকদের ওপর একটি 'সমগ্রক সমীক্ষা (পপুলেশন সার্ভে)' পরিচালনা করতে হয়। ২০১০ সালের জুন থেকে ২০১১ সালের জুলাই পর্যন্ত গবেষক এককভাবে এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন। এটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা ছিল গবেষকের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, বর্তমান গবেষণার নিবন্ধনকালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতির যেরূপ ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান ছিল গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে – এমনকি গবেষণার সমাপ্তি পর্যায়ে এসেও তা বহুমাত্রিকভাবে বিকাশমান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। গবেষকের অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি হলো, বাংলাদেশের পটভূমিতে সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এরূপ আর কোনা বিষয় বা ইস্যু পাওয়া যাবেনা যেটি এত বেশি মাত্রায় পরিবর্তনশীল এবং ধ্যান-ধারণা ও প্রায়োগিক চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে এত বেশি মাত্রায় ক্রমসম্প্রসারিত বা পরিব্যাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামো

২.১ ভূমিকা

কোনো একটি গবেষণার প্রধান দিক হচ্ছে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণ। কেননা, তাত্ত্বিক কাঠামো একটি গবেষণার দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। M. Nadarajah তাঁর 'স্থিতিশীল উন্নয়নে গণতান্ত্রিক গণমাধ্যমের ভূমিকা' প্রবন্ধে তাত্ত্বিক কাঠামোর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে : "Theories are like 'maps'. If you do not have a 'map', it means that you are not sure where you are, where you want to go and the route you are taking."[১১]

গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনের এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই গণমাধ্যম সম্পৃক্ত এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তত্ত্বের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে।

২.২ তথ্য বিষয়ক তত্ত্ব

মানবীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যেসব মৌলিক উপাদান সক্রিয় থাকে যোগাযোগবিদগণ তথ্য বা বার্তাকে তার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন যোগাযোগ তত্ত্ব ও যোগাযোগ মডেলে তথ্যের উৎস, তথ্যের গন্তব্য, তথ্য প্রেরক, তথ্য গ্রাহক, তথ্য উন্মোচক, প্রতিবার্তা প্রভৃতি দিক থেকে তথ্যের গতি-ধর্ম নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে যোগাযোগ শাস্ত্রের অন্যতম মডেল শ্যানন-ওয়েবারের প্রবর্তিত যোগাযোগ মডেলটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। উল্লেখ্য, তথ্য বা ধারণা কীভাবে এক স্থান থেকে অন্যান্য গন্তব্যে পৌঁছে যায় সে প্রক্রিয়াটি একটি যোগাযোগ মডেলের মাধ্যমে প্রথমে উপস্থাপন করেন ক্লড শ্যানন। গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৯ সালে উদ্ভাবিত শ্যাননের এই মডেলটিকে পরবর্তীকালে ওয়ারেন ওয়েবার মানবীয় যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করে একে সবার কাছে পরিচিত করে তোলেন।[১২]

---

[11] Nadarajah, M. 'Sustainable Development and the Role of the Democratic Media : A Case for a Theoretical Framework', *Pathways to Critical Media Education and Beyond*, Cahayasuara Communications Centre : Malaysia: 2003, p. 23

[12] Shannon, Clude and Weaver, Warren, *The Mathematical Theory of Communication*, University of Illinois Press, 1949, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে এর উদ্ভাবক ক্লড শ্যানন বলেন, "...the theory is general enough that it can be applied to written language, musical notes, spoken words, music pictures and many other communication signals. The term communication is used in a very broad sense to include all of the procedures by which one mind may affect another"[১৩]

তথ্যায়ন ও বিশ্বায়নের বর্তমান পৃথিবীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের পেছনে এ মডেলটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অনেক যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ মনে করেন।

আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ওয়ারেন জে. সেভেরিন ও জেমস ডব্লিউ ট্যাঙ্কার্ড তাদের *Communication Theories: Origins, Methods and Uses* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে Information Theory শিরোনামে এই মডেলটিকে উপজীব্য করে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। অধ্যায়ের শেষাংশে লেখকদ্বয় উপসংহার মন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন, "Information Theory is general enough to organize a great deal of material, much of which in strategic or central to the concerns of communication researchers. It is a model of simplicity or parsimony, yet it is highly original and provides many new insights."[১৪]

২.৩ গ্লোকালাইজেশন তত্ত্ব

সর্বক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একই সংস্কৃতি চালুর যে ধারণা নিয়ে বিশ্বায়ন তত্ত্বের আগমন, তাতে নতুন ধারণা যুক্ত করেছে গ্লোকালাইজেশন তত্ত্ব। যে তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে বৈশ্বিক মানের স্থানীয়করণ। অর্থাৎ বিশ্বমানকে নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করা।

মূলত জাপান থেকেই এ তত্ত্বের ধারণা এসেছে। জাপানের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। জাপানিদের ব্যবহৃত এ শব্দটিকেই অধ্যাপক Roland Robertson তত্ত্ব হিসেবে সামনে আনেন। জাপানি ব্যবসায়ীদের ধারণা হচ্ছে - জাপানিদের তৈরি উপাদানগুলোকে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হবে; কিন্তু এর মান এমন হবে যেন তা আন্তর্জাতিক বাজারে সমানভাবে গ্রহণীয়

---

[১৩] Weaver, Warren, *Recent contributions to the mathematical theory of communication*, Urbana: University of Illinois Press, p. 95

[১৪] Severin, Werner J. and Tankard, James W. Jr., *Communication Theories: Origins, Methods and Uses(2nd Edition)*, Longman, New Yeork, 1998, p. 49

Dhaka University Institutional Repository

হয়। জাপানিদের এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই মূলত অধ্যাপক রোল্যান্ড রবার্টসন 'গ্লোকালাইজেশন' তত্ত্ব দিয়েছেন। [১৫]

'Wordspy' ডিকশনারিতে 'গ্লোকালাইজেশনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে : "the creation of products or services intended for the global market, but customized to suit the local cultures"*. অর্থাৎ স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, বৈশ্বিক বাজারের উপযোগী করে পণ্য বা সেবা তৈরির পদ্ধতি বা কৌশলই হলো গ্লোকালাইজেশন।

মূলত Globalization ও Glocalization তত্ত্ব পরস্পর নির্ভরশীল। Glocalization হচ্ছে কোনো একটি বৈশ্বিক ধারণার 'বৃহৎ পরিসরে স্থানীয়করণ' এবং যা 'ক্ষুদ্র পরিসরে বৈশ্বিকীকরণ' ঘটাবে। বৃহৎ পরিসরে স্থানীয়করণের অর্থ হচ্ছে - বৈশ্বিক কোনো ধারণাকে স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব রীতি-পদ্ধতির আলোকে জনপ্রিয় করে তোলা। বর্তমান সময়ে যেমন : কম্পিউটারের ব্যবহারের মাত্রা স্থানীয় পর্যায়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কম্পিউটার বিশ্বায়নের একটি উপকরণ হলেও তা এখন স্থানীয়ভাবে, নিজস্ব প্রয়োজন ও পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং Glocalization হলো : বৈশ্বিক সুযোগ-সুবিধাগুলোকে নিজস্ব প্রয়োজন, রীতি-পদ্ধতির আলোকে স্থানীয়করণ করা।

একক বিশ্ব গড়ার যে সর্বব্যাপী ধারণা নিয়ে 'বিশ্বায়ন তত্ত্ব' এসেছিল তার বিকল্প হিসেবেই 'Glocalization' তত্ত্ব এসেছে। এ তত্ত্ব বাস্তবতার আলোকে বিশ্বায়নের দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বায়নের সুযোগগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যবহারের ধারণা দিয়েছে এবং সমাজকে নতুনভাবে পথ দেখাচ্ছে।

২.৪ সংবাদক্ষেত্রের চার তত্ত্ব

গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে ১৯৬৩ সালে ফ্রেডরিক এস সিবার্ট (Frederick S. Siebert) সংবাদক্ষেত্রের চার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। অধ্যয়ন-গবেষণার মাধ্যম তত্ত্ব হিসেবে ফ্রেডরিক উদ্ভাবিত এই চার সংবাদক্ষেত্র তত্ত্ব (Four Theories of the Press)

---

[১৫] Khondker, Habibul Haque, *Glocalization as Globalization : Evolution of a Sociological Concept,* Bangladesh e-Journal of Sociology, Vol. 1. No. 2, July, 2004, p.1

* বিস্তারিত দেখুন : http://www.wordspy.com/words

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাপী বেশ আলোচিত – যার উপযোগিতার কথা বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

গণমাধ্যম এবং সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে ফ্রেডরিক এস সিবার্ট ১৯৬৩ সালে প্রথম উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে থিওডোর পিটারসন এবং উইলবার শ্র্যাম প্রেসের চারতত্ত্ব উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশে প্রেসের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। সিবার্ট প্রেস বলতে মূলত গণযোগাযোগ মাধ্যম যেমন : টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রকে বুঝিয়েছেন। সংবাদক্ষেত্রের এই চার তত্ত্ব হলো : ক.কর্তৃত্ববাদ তত্ত্ব, খ.মুক্তমনা তত্ত্ব, গ. সোভিয়েত তত্ত্ব, ঘ. সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্ব।

২.৪.১ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব

সিবার্ট এর মতে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ওপর সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে। গণতন্ত্র-পূর্ব সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের সরকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এধরনের ব্যবস্থায় মিডিয়া কখনো কর্তৃপক্ষ বা শাসকের বিরুদ্ধে যায় – এমন কিছু মুদ্রণ কিংবা সম্প্রচারের অনুমোদন পায় না। এছাড়াও চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনো ত্রুটিও মিডিয়া প্রকাশ করতে পারে না। এমনকি রাষ্ট্রের আদর্শ বা মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করলে কর্তৃত্ববাদী সরকার তাকে শাস্তিও দিতে পারে।

'সরকার ভুল করতে পারে না', 'সরকার অভ্রান্ত' – এ অনুমান থেকেই কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়ার উদ্ভব। মিডিয়া সংস্থার ভিতরেও মিডিয়া পেশাজীবীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। এমনকি আন্তর্জাতিক মিডিয়াও তাদের অধীনস্থ থাকে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে, কর্তৃত্ববাদী মিডিয়া পদ্ধতির সঙ্গে সমগ্রতাবাদী সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু একটি সরকার ব্যবস্থা সরাসরি সমগ্রতাবাদী না হয়েও কর্তৃত্ববাদী হতে পারে। বর্তমানে আলবেনিয়া এ ধরনের মিডিয়া সিস্টেমের অনুসারী একটি দেশ।

২.৪.২ মুক্তমনা তত্ত্ব

সিবার্ট-এর এই অবাধ তত্ত্বকে 'স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র তত্ত্ব'ও বলা হয়। অবাধ বা মুক্তমনা দৃষ্টিভঙ্গি মূলত প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করে। 'মানুষ অনিবার্যভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ও মূল্যবোধ বেছে নেয়' – ১৭শ' শতাব্দীর চিন্তাবিদ জন মিল্টন-এর এরূপ বাণীই রয়েছে এ তত্ত্বের পেছনের ইতিহাসে উপজীব্য হিসেবে।

এ পদ্ধতিতে সরকারের সমালোচনা গৃহীত হয় এবং এমনকি মাঝে মাঝে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া মিডিয়ায় বার্তা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। অধিকন্তু সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবীরা মিডিয়া সংস্থার ভেতরেও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চর্চা করে। এ ধরনের মিডিয়া সিস্টেম এখনকার সময়ে খুঁজে পাওয়া কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা এর কাছাকাছি হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় একইসঙ্গে ঐ দেশের মিডিয়া সিস্টেম-এর কর্তৃত্ববাদী হওয়ার প্রবণতাও রয়েছে।

২.৪.৩ সোভিয়েত তত্ত্ব

সোভিয়েত তত্ত্ব মূলত কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯১৭ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রবর্তিত রুশ বিপ্লবের মধ্যে সিবার্ট এ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুঁজে পান। এ পদ্ধতিতে মিডিয়া সংস্থাগুলো কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়; বরং শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে কাজ করে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো :

২.৪.৪ সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্ব

চল্লিশের শেষের দিকে সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার শুরুর দিকে বাজার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হলে প্রেস সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সত্য প্রকাশ করে। এর মূল কথা হচ্ছে সমাজের প্রতি মিডিয়ার কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বশীলতার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি, সততা, যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং ভারসাম্য রক্ষা – এ বিষয়গুলোর কথাও আসে। সিবার্ট মনে করেন সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্বের লক্ষ্য হলো- মিডিয়ার বহুমুখীতা, যা কিনা সমাজের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাও এর লক্ষ্য। এখানে সাংবাদিকরা দর্শক শ্রোতার কাছে যেমন জবাবদিহিতা করে তেমনি সরকারের কাছেও তাদের জবাবদিহি করতে হয়। পশ্চিম ইউরোপে অধিকাংশ মিডিয়া সিস্টেম সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্বের অনুসারী হয়ে উঠেছে।
বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সিবার্ট-এর এই চার তত্ত্বকে এখনও অনেক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ উত্তম ধারা হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। বহুল পরিচিত মিডিয়া গবেষক শার্লি বিয়াজি (Shirley Biagi) প্রেসের চার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তাঁর গবেষণা পরিচালনা করেন। সাংবাদিক রালফ লোয়েনস্টেইন এবং জন মেরিল তাদের লেখনীতে সাংবাদিকতার ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে চার তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এ তত্ত্বের সমালোচকেরা একে অনেকটাই বাতিল হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের যুক্তি হলো – এ তত্ত্বকে এতটাই সরলীকরণ করা হয়েছে যা কিনা বর্তমান মিডিয়া গবেষণার প্রায়োগিক বিশ্লেষণে অনুপযুক্ত।

২.৪.৫ উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্ব

গণমাধ্যম বিশ্লেষণে অন্যান্য তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতেই এ তত্ত্বের উৎসারণ। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন যোগাযোগ বাস্তবতা বিশ্লেষণে উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্বটি খুবই সহায়ক ও প্রাসঙ্গিক।
উন্নয়ন যোগাযোগ থেকে উৎসারিত উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে অনেকেই গণমাধ্যম বিশ্লেষণে 'সংবাদক্ষেত্রের পঞ্চম তত্ত্ব' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগের অধ্যাপক Christine Ogan এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, 'Some have described development journalism in the context of a new theory -- a fifth theory of the press, maintaining that the position of developing countries is such that journalists have never experienced quite the same relationship with their societies before.'[১৬]

গণমাধ্যম বিশ্লেষণে পূর্বের চার তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ফিলিপিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন যোগাযোগের অধ্যাপক Alexander G. Flor বলেন, "priviously developed models of mass communication are not exactly approiate to Third World conditions and social realities."[১৭]

উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্বের ধারণা দিতে গিয়ে Alexander G. Flor বলেন, "The standard "Four Theories" model addresses the relationship of Man to the State. Development communication addresses the relationship of Man to his entire Environment. In fact, the soundness of this theory may be traced to its profound appreciation of the role of communication in all walks of life. One

---

[১৬] Ogan, Christine L. 'Development Journalism/Communication: The Status of a Concept' *Gazette*, 1982, p. 29

[১৭] Maslog, Crispin C. et al. *Communication, values and society*, Capter V, Philippine Association of Communication Educators, U.P. Los Baños, Laguna and U.P. Diliman, Quezon City, 1994

Dhaka University Institutional Repository

may glean from the wisdom of traditional cultures that development communication is what communication at all levels (whether it be interpersonal, group, media, societal, intercultural) ought to be."[১৮]

উন্নয়ন যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Alexander G. Flor বলেন, "In summary, we maintain that communication, be it at the interpersonal, group, mass or societal level, plays a larger, deeper and more profound role than traditionally accounted for in the Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility and Soviet Totalitarian theories of the press."[১৯]

১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'উন্নয়ন অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে (Declaration for Social Progress and Development) বলা হয়: "উন্নয়ন হচ্ছে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার লক্ষ্যে সমগ্র জনসাধারণের ও প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণে অব্যাহত উন্নতি – তাদেরই সক্রিয়, স্বাধীন ও অর্থবহ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে..... ।[২০]
১৯৯২ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো'র উন্নয়ন বিষয়ক বক্তব্য ছিল এরকম: "To attempt the reduction in inequalities: of opportunity of resources of capability of information access, of technology, through a planning process whose objective is to accelerate the transition."[২১]
উন্নয়ন সংক্রান্ত এসব ধারণায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয়ই মানুষ। অথচ উন্নয়নের পুরোনো ধারণায় মানুষ বা জনগণকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সমকালীন বিশ্বে মানুষকে উন্নয়ন ধারণার কেন্দ্রে স্থাপন করার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এজন্য উন্নয়নের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। মানুষের চরম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে পার্থিব সকল বস্তুনিচয়, উদ্ভিদ জগৎ এবং যা কিছুর অস্তিত্ব

---

[১৮] পূর্বোক্ত Maslog, Crispin C. et al (1994), পৃ.৮

[১৯] পূর্বোক্ত পূর্বোক্ত Maslog, Crispin C. et al (1994), পৃ.১৪

[২০] রহমান, অলিউর, 'অব্যাহত শিক্ষা' সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা,প্রান্তজন (মানবাধিকার জার্নাল), সংখ্যা-১, নভেম্বর ২০০১, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার,২০০১,পৃ.১৯

[২১] Hancock, Alan, *Communication Planing for Development: an Operational Framework*, UNESCO, Paris, 1992, p. 29

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান – সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেগুলোর অনুসন্ধান গুণ নির্ণয় এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মানব সমাজের যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড তার ফলাফলকে উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।[২২]
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়াস এবং এসব সংগঠনের তৎপরতা ও তৎপরতার মিশ্র সাফল্য থেকে বোঝা যায়, উন্নয়ন বিপ্লবে উন্নয়নকামী দেশগুলো এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান দক্ষিণের দেশগুলোর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে ১৯৪৯ সালে কংগ্রেসে State of the Union বক্তৃতায় New Bold Program ঘোষণা করেন।[২৩] সে দশকে উন্নয়নে প্রভাব ফেলে এমন চমকগুলোর ওপর ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালিত হয়। লুসিয়ান পাই (১৯৬৩), উইলবার শ্র্যাম (১৯৬৪), লাক্সমান রাও (১৯৬২), ড্যানিয়েল লার্নার (১৯৫৯), লিওনার্দ ডুবে (১৯৪৯) এবং ই.এম রজার্স (১৯৬২) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, গণযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের গবেষণা প্রমাণ করে যে, সাংবাদিকতা গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি শাখা হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে অনুঘটকরূপে কাজ করতে পারে।[২৪] এরূপ ধারণা থেকেই মূলত তৃতীয় বিশ্বের পটভূমিতে জাতীয় উন্নয়নে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' ও উন্নয়ন যোগাযোগের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

২.৫ তথ্য প্রবাহ তত্ত্ব

একটি সমাজে তথ্য কীভাবে প্রবাহিত হয় সে বিষয়টি স্পষ্ট করতেই মূলত তথ্য প্রবাহ তত্ত্ব এসেছে। Stanley J. Baran Dennis এবং K. Davis এর মতে, Information flow theory - Theory of how information moves from media to audiences to have specific intended effects (now known as information or innovatin diffusion theory).[২৫]

---

[২২] সহিদউল্লাহ, মোহাম্মদ ও ফেরদৌস, মো. রোবায়েত, উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রকৃতি ও পরিধি এবং বাংলাদেশে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৬, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ.১১৫

[২৩] লিপন, সহিদউল্লাহ, শ্যামের দৃষ্টিতে জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যম : বাংলাদেশে গণমাধ্যম ব্যবস্থা প্রসঙ্গে, নিরীক্ষা, সংখ্যা - জানুয়ারি-জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৪

[২৪] প্রাগুক্ত, সহিদউল্লাহ, মোহাম্মদ ও ফেরদৌস, মো. রোবায়েত (২০০০), পৃ. ১২০

[২৫] Baran. Stanley J. & Davis. Dennis K., *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future*, Dhomson Wadsworth, USA: 2006

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তাত্ত্বিকদ্বয়ের ভাষ্যমতে, তথ্য প্রবাহের তত্ত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব হল দ্বি-ধাপ তত্ত্ব – যার ওপর ভিত্তি করেই মূলত বহু-ধাপ তত্ত্বসহ তথ্য প্রবাহের অন্যান্য তত্ত্বসমূহ উৎসারিত হয়েছে। এসব তত্ত্বসমূহের মধ্যে রজার্স উদ্ভাবিত 'ইনফরমেশন (ইনোভেশন) ডিফিউশন তত্ত্ব'টি সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা পেয়েছে। সে আলোকে তথ্য প্রবাহের তত্ত্ব আলোচনায় দ্বি-ধাপ ও বহু-ধাপ তত্ত্বের ওপর প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরে বর্তমান গবেষণায় এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনুধাবন করে 'ইনফরমেশন (ইনোভেশন) ডিফিউশন তত্ত্ব'টিকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, Stanley J. Baran Dennis এবং K. Davis এর মতে- "তথ্য প্রবাহ তত্ত্বের গবেষণায় 'তথ্য প্রসারণ তত্ত্ব'টি এতই সফল হয়েছে যে, 'তথ্য-প্রবাহ তত্ত্ব'টি সময়ের ব্যবধানে 'তথ্য প্রসারণ তত্ত্ব' (ইনফরমেশন ডিফিউশন থিওরি) হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তবে এ তত্ত্বটি যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন একে 'উদ্ভাবন প্রসারণ তত্ত্ব' বা 'ইনোভেশন ডিফিউশন থিওরি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। Baran Dennis ও K. Davis তথ্য প্রসারণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ ও প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "Rogers's effort at integrating information-flow research with diffusion theory was so successful that information-flow theory became known as *information diffusion theory* (and when it is applied to the diffusion of something other than informatin, that is technologies, it is called *innovatin diffusion theory*"[২৬]

প্রথম দিকে যোগাযোগ তাত্ত্বিকগণ তথ্য প্রবাহের স্বরূপ বিশ্লেষণে দ্বি-ধাপ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে দ্বি-ধাপ তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে বহু-ধাপ তত্ত্বের ধারণা সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে তথ্য প্রবাহের অন্যান্য তত্ত্বের অব্যাহত অধ্যয়ন গবেষণার মধ্য দিয়ে এভার্ট এম রজার্স প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসেবে 'ইনফরমেশন (ইনোভেশন) ডিফিউশন তত্ত্ব' উপহার দেন। এ তত্ত্বের উদ্ভব, অন্যান্য তত্ত্বের ওপর এর প্রভাব এবং প্রায়োগিক গবেষণায় এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লিখিত লেখক ও গবেষকদ্বয় আরও বলেন, "... it successfully integrates a vast amount of empirical research. Rogers reviewed thousends of studies. Information/innovation diffusion theory guided this reasearch and facilatated interpretation of it but also had many implict assumptions limiting its use...

---

[২৬] প্রাগুক্ত, শহিদউল্লাহ, মোহাম্মদ ও ফেরদৌস, মো. রোবায়েত (২০০০), পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

This theory "improves" on information-flow theory by providing more and better strategies for overcoming barriers to diffusion."[২৭]

২.৫.১ তথ্য প্রবাহের দ্বি-ধাপ তত্ত্ব

Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson এবং Hazal Gaudet ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখান যে, গণমাধ্যমের তথ্য সব সময় সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে না। তথ্য প্রথমে অভিমত নেতাদের কাছে পৌছায় এবং পরবর্তীতে তাদের মাধ্যমে গ্রুপের সদস্যদের মাঝে তা ছড়িয়ে পড়ে। "গণমাধ্যমের প্রভাব সৃষ্টিকারী তথ্যগুলো প্রথমে অভিমত নেতাদের কাছে কাছে পৌঁছে, তারা সে তথ্য শুনেন, পড়েন এবং বোঝেন; এরপর দৈনন্দিন জীবনে যাদের ওপর তারা প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে পরিচিত তাদের কাছে তা পৌঁছে দেন"[২৮]

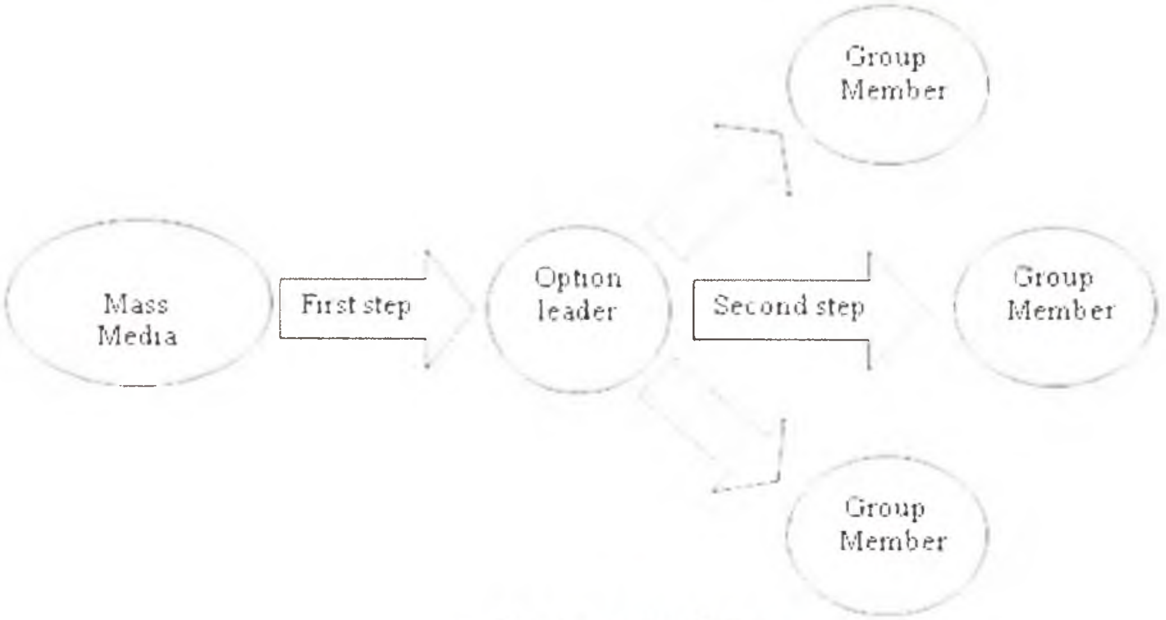

চিত্র ২.১ : তথ্য প্রবাহের দ্বি-ধাপ তত্ত্ব

তবে এ তত্ত্বে গণমাধ্যমের অভিগম্যতা ও প্রভাবকে সীমিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে সমালোচকরা এর সমালোচনা করেন।

---

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫

[২৮] Lazarfeld, Paul F., Berelson, Bernard, and Gaudet, Hazal, *The Pepople's Choice*, New York: Columbia University Press, 1948, 2nd Edition, p. 151

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে পরবর্তী কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায়, দ্বি-ধাপ পদ্ধতি মূলত বহু-ধাপ পদ্ধতি ছিল। গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, অভিমত নেতারাও অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন বা হন। এমনকি অভিমত নেতারাও অন্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এভাবে বহু-ধাপ পদ্ধতির আগমন ঘটে।

২.৫.২ তথ্য প্রবাহের বহু-ধাপ তত্ত্ব

Handbook of Journalism and Mass Communication গ্রন্থের লেখকদ্বয় – Vir Bala Aggarwal এবং V. S. Gupta'র ভাষ্যমতে "বহু-ধাপ তত্ত্ব মূলত দ্বি-ধাপ তত্ত্বেরই সম্প্রসারিত রূপ। কেননা অভিমত নেতারাও অন্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে থাকেন।"[২৯] তাঁদের মতে, "এ তত্ত্বের ধাপগুলো সুনির্দিষ্ট নেই। এটা নির্ভর করে মূলত উৎসের অভিপ্রায়, গণমাধ্যমের সহজলভ্যতা, গণমাধ্যম সংস্থাগুলোতে দর্শক-শ্রোতাদের অভিগম্যতার মাত্রা, বার্তার প্রকৃতি এবং সর্বোপরি, শ্রোতাদের কাছে তথ্য বা বার্তার গুরুত্বের ওপর।"[৩০]

২.৫.৩ তথ্য সম্প্রসারণ তত্ত্ব (ডিফিউশন অব ইনোভেশন থিওরি)

তথ্য সম্প্রসারণ বা উদ্ভাবন সম্প্রসারণ এমন একটি তত্ত্ব যার মাধ্যমে নতুন কোনো ধারণা সমাজে বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। 'উদ্ভাবন সম্প্রসারণ' তত্ত্বের উদ্ভাবক এভারেট এম রজার্স ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তার *'ডিফিউশন অব ইনোভেশন'* গ্রন্থে ডিফিউশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি উদ্ভাবনকে কিছু মাধ্যম ব্যবহার করে সময়ের ব্যবধানে সমাজের সদস্যের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয় (diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system)'। রজার্সের সংজ্ঞায় চারটি উপাদান রয়েছে যা উদ্ভাবন সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত বা পরস্পর সম্পর্কিত :

১. **উদ্ভাবন :** একটা ধারণা, চর্চা বা বস্তু যা কোনো ব্যক্তি বা গ্রহণকারী ইউনিট নতুন বলে মনে করে।

---

[২৯] Aggarwal, Vir Bala & Gupta. V. S., *Handbook of Journalism and Mass Communication*, New Delhi : Concept Publishing Company, 2001, p. 34

[৩০] পূর্বোক্ত, Aggarwal, Vir Bala & Gupta. V. S (2001), পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২. **যোগাযোগের চ্যানেল** : যেসব মাধ্যমে সেই উদ্ভাবনের বার্তাগুলো একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যজন পেয়ে থাকে ।

৩. **সময়** : কোনো একটি ধারণা বা বিষয় উদ্ভাবনের পর থেকে সমাজে এর গৃহীত হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ ।

৪. **সমাজ ব্যবস্থা** : এটা আন্তঃসম্পর্কীয় কিছু ইউনিটের সমষ্টি যা একটা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যৌথ সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত ।

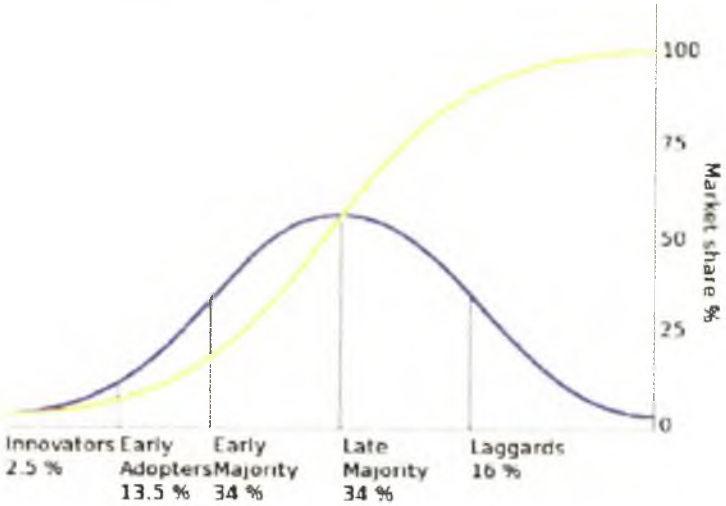

রেখা চিত্র ২.১ : উদ্ভাবন সম্প্রসারণ মডেল

রজার্স তার তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, একটি নতুন ধারণা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ২ দশমিক ৫০ শতাংশ লোক এ বিষয়টি লুফে নেন। এরা নতুন কিছুর জন্য অপেক্ষা করেন। সাধারণত সমাজের সবচেয়ে সচেতন ব্যক্তিরা থাকেন এ স্তরে। ১৩ দশমিক ৫০ শতাংশ মানুষ ধারণাটি আসার কিছু সময়ের মধ্যেই এ সম্পর্কে জেনে যান এবং গ্রহণ করেন। এছাড়া ৩৪ শতাংশ লোক ধারণাটি সম্পর্কে কিছুটা ভাবেন; তারপর সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী ৩৪ শতাংশ লোক থাকেন যারা কোনো একটি ধারণা আসার পর বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ করেন, একটা সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে চিন্তা করেন এবং সমাজের কিছু লোক এটি গ্রহণ করলে তারপর সিদ্ধান্ত নেন। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রবণতাটাই বেশি দেখা যায়। রজার্সের মতে ১৬ শতাংশ লোক থাকেন যারা নতুন একটি ধারণা আসলে সে সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন; পুরাতনকে ধরে থাকতে চান। তবে দীর্ঘ প্রচার-প্রচারণা চালানোর একটি পর্যায়ে তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

অর্থাৎ, সমাজে নতুন কোনো বিষয় চালু হলে, তৎক্ষণাৎ এর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া সম্ভব নয়; এজন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিছু কিছু লোক বিষয়টিকে সঙ্গে সঙ্গেই স্বাগত জানালেও কেউ কেউ

Dhaka University Institutional Repository

একটু ভেবে চিন্তে তা গ্রহণ করবে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ভেবে-চিন্তে যথেষ্ঠ সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সমাজের একটি বড় অংশ রয়েছে যাদেরকে এ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রচার-প্রচারণার দরকার হবে। উদ্ভাবন বা ধারণাটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং এর ইতিবাচক-নেতিবাচক অবস্থা দেখে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনেক পরে এসে এ বিষয়ে সম্পৃক্ত হবে।

উদ্ভাবন সম্প্রসারণ তত্ত্বীয় কাঠামোয় রজার্স দেখিয়েছেন যে, একটি 'ধারণা' সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে বা সম্প্রসারিত হতে নিম্নোক্ত পাঁচটি স্তর অতিক্রমের প্রয়োজন হয় :

(১) **সচেতনতার পর্যায় :** এ পর্যায়ে নতুন একটি ধারণা সম্পর্কে মানুষ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে। যোগাযোগবিদ হেসিঙ্গারসহ কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, 'এই সচেতনতা নিষ্ক্রিয় কোনো ব্যাপার নয়; কোনো উদ্ভাবন সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতন হওয়ার ইচ্ছা থাকে বলেই তিনি বহুক্ষেত্রে ওই উদ্ভাবন সম্পর্কে সচেতন হন।'[৩১] হেসিঙ্গারের ভাষ্য অনুযায়ী 'কোনো ব্যক্তি কোনো তথ্য জানলেই যে সে সম্পর্কে সচেতন হবেন তার কোনা মানে নেই। ওই ব্যক্তির যদি ওই উদ্ভাবন সম্পর্কে কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে তবেই তিনি সচেতন হবেন।'[৩২] অন্যান্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, 'প্রয়োজন দেখা দিলে বহু লোকই তাঁর সুবিধামতো কোনো উদ্ভাবন সম্পর্কে খোঁজখবর করে সে সম্পর্কে সচেতন হন'[৩৩]।

(২) **আগ্রহের পর্যায় :** দ্বিতীয় ধাপে ধারণাটি সম্পর্কে মানুষ কিছুটা খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে এবং এরপর তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায় বা স্তরকে যোগাযোগবিদগণ অভিহিত করেছেন তথ্য ও জ্ঞানের স্তর হিসাবে। আগ্রহের স্তরে দেখা যায়, কোনো উদ্ভাবন হয়ত কোনো ব্যক্তির পছন্দ হয়েছে; কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ওই উদ্ভাবন কতটা সহায়ক হবে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি। ফলে আগ্রহের এই স্তরে সে ব্যক্তি ওই উদ্ভাবন সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক করে স্বীয় জ্ঞান বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

(৩) **মূল্যায়ন পর্যায় :** এ পর্যায়ে উদ্ভাবন-আগ্রহী ব্যক্তি তার ধারণাগত জ্ঞানের কার্যকারিতা সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হন এবং তখন তিনি এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে তিনি উদ্ভাবনটি মনে মনে প্রয়োগ করে বুঝতে চান যে, তাঁর নিজের জীবনে এই উদ্ভাবনের প্রয়োগ ফলপ্রসূ হবে কি

---

[৩১] চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ, গণজ্ঞাপন : তত্ত্বে ও প্রয়োগে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩২৫

[৩২] পূর্বোক্ত, চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ (২০০৬) পৃ. ৩২৫

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

না। এক্ষেত্রে যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, উদ্ভাবনটি প্রয়োগ করলে তিনি পরিণামে লাভবান হবেন, তাহলে তিনি সেটি গ্রহণ করার পক্ষে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান।

(৪) **পরীক্ষা পর্যায় :** চতুর্থ পর্যায়ে মানুষ ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং এর সফলতা দেখার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ এই স্তরে ব্যক্তির নিজের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনটি প্রয়োগ করলে তা কতখানি ফলপ্রসূ হয় তা পরখ করে দেখার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবনটি ব্যবহার করেন।

(৫) **গ্রহণ পর্যায়/খাপ খাওয়ানো পর্যায় :** পঞ্চম ধাপে এসে ধারণাটি সমাজে টিকে যায়। অর্থাৎ উদ্ভাবন গ্রাহকের পরীক্ষা যখন সফল হয় তখন ব্যক্তিগতভাবে তিনি বা তাঁরা সেই উদ্ভাবন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আর এ পর্যায়ে উদ্ভাবন সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে বলে মানুষ নিঃসঙ্কোচে উদ্ভাবনটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে থাকেন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটিকে যদি একটি নতুন ধারা তথা 'উদ্ভাবন' হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, রজার্সের তত্ত্ব অনুযায়ী 'তথ্য অধিকার আইন'টির ধারণা বা সচেতনতার পর্যায় থেকে এর কার্যকর প্রয়োগ তথা সফল বাস্তবায়ন পর্যায়গুলো একইভাবে অতিক্রম করছে।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সংবাদক্ষেত্র তত্ত্বসমূহের মধ্যে 'সামাজিক দায়িত্বশীলতা তত্ত্ব' এবং তথ্য প্রবাহ তত্ত্বের আলোকে 'তথ্য সম্প্রসারণ তত্ত্ব (ডিফিউশন অব ইনোভেশন থিওরি)'কে ভিত্তি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ ভূমিকা

গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার প্রাসঙ্গিক বিষয়, নমুনার আকার ও নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক দু'ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংখ্যাত্মক পদ্ধতির জন্য বহুল প্রচলিত জরিপ বা সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে গুণাত্মক পদ্ধতির জন্য গভীরতর সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII), ফোকাস দল আলোচনা ও কেস স্টাডি করা হয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

৩.২ সমীক্ষা পদ্ধতি

সমীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে কোনো একটি গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে ওই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী কিছু মানুষের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারসূচি বা কাঠামোগত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা। সমীক্ষা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Jacqueline P. Wiseman এবং Marcia S. Aron বলেন, "Survey research is a method for collecting and analyzing social data via highly structured and often very detailed interviews or questionnaires in order to obtain information from large numbers of respondents presumed to be representative of a specific population."[৩৪]

এই গবেষণায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে গুণাত্মক সমীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৩ গভীরতর সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণা পরিচালনায় যেসব জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ করা যায় সেসবের মধ্যে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অন্যতম। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হলো 'ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামাজিক

---

[৩৪] Wiseman, Jacqueline P. & Aron, Marcia S., *Field Projects for Sociology Students*, Cambridge, MA: Schenkman, 1970, p. 37

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। সাম্প্রতিককালের অনেক গুণাত্মক গবেষণায় গভীরতর সাক্ষাৎকার বা 'কেআইআই' (Key Informant Interview) পদ্ধতিটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাঁদের কাছে উপযুক্ত তথ্য আছে তাঁদের কাছে গিয়ে মুখোমুখি বসে গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের আলোকে নিবিড় বা একান্তভাবে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ বা রেকর্ডবদ্ধ করাই হলো গভীরতর সাক্ষাৎকার বা 'কেআইআই'। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্য-উপাত্তের গুণগত মান, ব্যাবহারোপযোগিতা, নমনীয়তা –এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে অনুরূপ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো সাক্ষাৎকারদাতা বা যার কাছে উপযুক্ত তথ্য আছে তাঁর সঙ্গে গবেষকের ধ্যান-ধারণা ও ভাব বিনিময়ের একটি নিবিড় সুযোগ তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে বর্তমান গবেষণায় তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে ২২ জনের এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ২৫ জনের গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ।

৩.৪ ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি

কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একজন সঞ্চালকের মধ্যস্থতায় সমধর্মী ৬-১২ জন সদস্যদের মধ্য থেকে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের ওপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও অভিমত জানার প্রক্রিয়াই হলো ফোকাস দল আলোচনা। সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণায় এ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে এফজিডি (FGD) পদ্ধতি হিসেবে সমধিক পরিচিত।

Flock-Lyon ও Trost, G. F. ফোকাস দল আলোচনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "A focus group session can be simply defined as a discussion in which a small number (usually six to 12) of respondents, under the guideline of a moderator, talk about topics that are believed to be of special importance to the investigation".[৩৫]

ফোকাস দল আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে Donald Treadwell তাঁর Introducing Communications Research: Path of Inquiry বইয়ে বলেন, "Focus groups can be used to explore such pragmatic issues as how people interpret and respond to

---

[৩৫] Flock-Lyon & Trost. G. F., 'Conducting Focus Group Sessions', *Studies in Family Planning*, Vol 12, No. 12, December, 1981, p. 144

Dhaka University Institutional Repository

political campaign massages or to help researchers operationalize theoritical constructs and hypothesis".[৩৬]

ফোকাস দল পদ্ধতির গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান গবেষণার সহায়ক গুণাত্মক পদ্ধতি হিসেবে এফজিডিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে তিন ক্যাটাগরিতে মোট তিনটি এফজিডি স্থান পেয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

৩.৫ ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) পদ্ধতি

সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় সাম্প্রতিককালে ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) পদ্ধতিটি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো একটি ঘটনার সকল দিক বিশ্লেষণ বা একটি প্রাসঙ্গিক দিক তুলে ধরা হয় এ পদ্ধতিতে।

কেস স্টাডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে P. V. Young বলেন, "Case study is a method of exploring and analysing the life of a social unit be that unit a person, a family, institution, culture-group, or even an entire community."[37]

কেস স্টাডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে R. Yin বলেন, "Case study as an empirical inquiry that uses multiple sources of evidence to investigate a contemporary phenomenon within its real-life context in which the boundaries between the phenomenon and its context are not clearly evident."[38]

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির কার্যোপযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান গবেষণার সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে মোট পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান বা কেস স্টাডি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.৬ সমীক্ষা পদ্ধতির জন্য সমগ্রক ও নমুনা

যে কোনো গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কেননা, গবেষণার ফলাফল ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এই সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মানের ওপর। গবেষণায় তথ্য

---

[৩৬] Treadwell, Donald, *Introducing Communications Research : Path of Inquiry*, California: SAGE Publications, Inc., 2011, p. 167

[37] Young, P. V., *Scientific Social Surveys and Research*, New Delhi : Prentice Hall of India, 1966, p. 247

[38] Yin, R., *Case Study Research*, Beverly Hills, CA: SAGE Publications, 1984

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহের কাজটি দুই ধরনের উৎস থেকে করা যায় – যথা : ১. প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ উৎস ও ২. দ্বৈতীয়িক বা পরোক্ষ উৎস।

আবার, তথ্য যদি প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় তা সমগ্রক অথবা নমুনা যে কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৩.৭ সমগ্রক

সমগ্রক হচ্ছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সকল একক অর্থাৎ সকল ব্যক্তি, পরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান গবেষণায় তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য সমগ্রক হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত যে কোনো সংবাদ মাধ্যম অর্থাৎ পত্রিকা, টিভি, অনলাইন পত্রিকা, সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সংবাদকর্মী, যেমন : রিপোর্টিং, এডিটিং, সম্পাদকীয় ও ফিচার এবং অন্যান্য বিভাগে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ। ঢাকায় মোট সাংবাদিক জনসংখ্যা জানা না থাকায় একটি পৃথক জরিপের মাধ্যমে এই গবেষণার জন্য সমগ্রক নির্ধারণ করা হয়। মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন পত্রিকায় সমীক্ষা চালিয়ে ৪০৯৪ জন সাংবাদিক সমগ্রক পাওয়া যায়। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণকল্পে দেশের ছয়টি বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে অজানা সমগ্রকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করে।

৩.৮ নমুনা

সবসময় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য যেমন : সমগ্রকের সকল এককের সহজলভ্যতা, সময়, খরচ ইত্যাদি কারণে সমগ্রক নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই সমগ্রকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি অংশ নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়। আর সমগ্রকের এই প্রতিনিধিত্বকারী অংশ হচ্ছে নমুনা যা দ্বারা সমগ্রকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আর এই নমুনার আকার নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নে বর্ণিত দু'টি পরিচিত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.৯ নমুনার আকার নির্ধারণ

ক. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নরূপ সূত্রটি প্রয়োগ করে সমগ্রক অনুযায়ী নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়; অর্থাৎ, যদি সমগ্রকের মান জানা থাকে তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করা হয় যেটি এই গবেষণায়ও ব্যবহার করা হয়েছে। সূত্রটি হলো :

$$n = \frac{N z^2 pq}{d^2 (N-1) + z^2 pq}$$

যেখানে,

n = নমুনার আকার (sample size with finite population)

N = সমগ্রক (Population size)

Z = নির্দিষ্ট আস্থাসীমায় Z-এর মান (Z statistic for a level of confidence)

p = সমগ্রকে পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (Expected proportion i.e. Proportion of the population with attribute to be measured. If unknown, assume p= 0.50)

q= 1-p, এবং

d = প্রত্যাশিত পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (Desire precision)

এখানে,

N = ৪০৯৪

Z = ১.৯৬ (৯৫% CI)

p = ০.৫

q= ১-০.৫= 0.5

d= ০.০৬৫ (৬.৫%)

সুতরাং,

$$n = \frac{৪০৯৪ \times ১.৯৬^2 \times ০.৫ \times ০.৫}{০.০৬৫^2 (৪০৯৪ - ১) + ১.৯৬^2 \times ০.৫ \times ০.৫} \approx ২১৫$$

Considering the design effect ১.২ and ১০% non response error নমুনা সংখ্যা হলো :

n = ২১৫ × ১.২ + নমুনার ১০% ≈ ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এই গবেষণায় পরিমাণগত বিশ্লেষণের জন্য ২৮০ জন সংবাদকর্মীর একটি নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস উপস্থাপন করা হলো :

গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা বিন্যাস

	রিপোর্টিং		এডিটিং		সম্পাদকীয় ও ফিচার		অনলাইন		অন্যান্য		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সংবাদ পত্র	৭৭	২৭.৫	৫৬	২০.০	২৮	১০.০	০	.০	৬	২.১	১৬৭	৫৯.৬
টিভি চ্যানেল	২৭	৯.৬	২৬	৯.৩	০	.০	০	.০	২	.৭	৫৫	১৯.৬
সংবাদ সংস্থা	৭	২.৫	২	.৭	১	.৪	০	.০	৩	১.১	১৩	৪.৬
অনলাইন	০	.০	০	.০	০	.০	৩২	১১.৪	০	.০	৩২	১১.৪
রেডিও	৪	১.৪	৭	২.৫	০	.০	০	.০	২	.৭	১৩	৪.৬
মোট	১১৫	৪১.১	৯১	৩২.৫	২৯	১০.৪	৩২	১১.৪	১৩	৪.৬	২৮০	১০০.০

সারণি ৩.১ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস

খ. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নরূপ সূত্রটি প্রয়োগ করে অজানা সমগ্রক অনুযায়ী নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে; অর্থাৎ, যদি সমগ্রকের মান জানা না থাকে বা অনেক বড় হয় তাহলে নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করা হয় যেটি এই গবেষণায়ও ব্যবহার করা হয়েছে। সূত্রটি হলো :

$$n = \frac{z^2 pq}{d^2}$$

যেখানে,

n = নমুনার আকার (sample size with finite population)

Z = নির্দিষ্ট আস্থাসীমায় Z-এর মান (Z statistic for a level of confidence)

p = সমগ্রকে পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (Expected proportion i.e. Proportion of the population with attribute to be measured. If unknown, assume p= 0.50)

q= 1-p, এবং

d = প্রত্যাশিত পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (Desire precision)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে,

Z = ১.৯৬ (৯৫% CI)

p = ০.৫

q = ১-০.৫= 0.5

d = ০.০৬ (৬%)

সুতরাং,

$$n = \frac{১.৯৬^{২} \times ০.৫ \times ০.৫}{০.০৬^{২}} \approx ২৬৬$$

Considering the design effect ১.২ and ৫% non response error নমুনা সংখ্যা হলো :

n = ২৬৬ × ১.২ + নমুনার ৫% ≈ ৩৩০

অর্থাৎ এই গবেষণায় পরিমানগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ৩৩০ জন সংবাদকর্মীর একটি নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস উপস্থাপন করা হলো :

নমুনা বিন্যাস

পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রিপোর্টিং	২৪৬	৭৪.৫
সম্পাদনা	৫৭	১৭.৩
অন্যান্য	২৭	৮.২
মোট	৩৩০	১০০.০

সারণি ৩.২ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সমীক্ষার নমুনা বিন্যাস

পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রিপোর্টিং	২৪৬	৭৪.৫
সম্পাদনা	৫৭	১৭.৩
অন্যান্য	২৭	৮.২
মোট	৩৩০	১০০.০

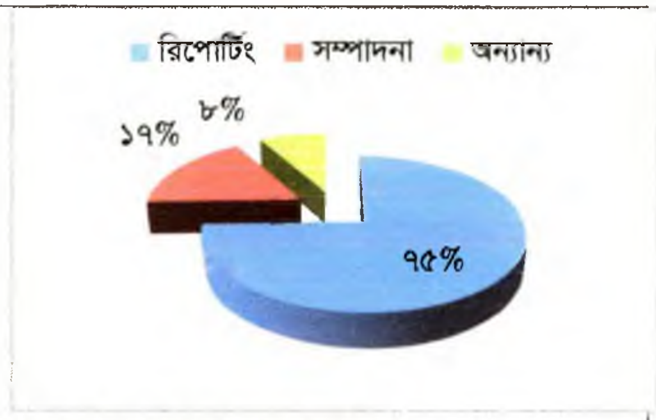

পাই চিত্র ৩.১ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সমীক্ষা ব্যবহৃত নমুনার বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

৩. ১০ নমুনা একক নির্বাচন

এই গবেষণায় দু'টি সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নমুনা একক নির্বাচনের জন্য বহুস্তরিত নির্বিচারী ও স্বেচ্ছাচয়িত সরল দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার গুণগত বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং যাঁদের কাছে তথ্য আছে –এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে ২২ জনের এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ২৫ জনের গভীরতর সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার দুটি পর্যায়ে মোট চারটি ফোকাস দল আলোচনা (FGD), তথ্য অধিকার পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক মোট পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান বা কেস স্টাডি নিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.১১ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

তথ্য সংগ্রহের পরের ধাপ হচ্ছে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ। এই গবেষণায় প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়; অর্থাৎ তথ্যের যথার্থতা নিরূপণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য সম্পাদন ও সংকেতায়ন করা হয়। এরপর জরিপ বা সমীক্ষা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য কম্পিউটারের গবেষণার উপযোগী বহুল প্রচলিত এসপিএসএস (SPSS) সফটওয়্যারে প্রবেশ করানো হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশ্লেষিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তথ্য উপস্থাপনের জন্য প্রথমে সারণি তৈরি করা হয় এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চিত্রের (পাই-চিত্র ও দ-চিত্র) ব্যবহার করা হয়।

৩.১২ তথ্য-উপাত্তের উৎস

৩.১২.১ প্রাথমিক উৎস

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক যেসব উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে সেসব নিম্নরূপ :

৩.১২.১.১. তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে –এই দু'পর্বে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৩০ ও ২৮০টি নমুনা একক থেকে নির্দিষ্টকৃত নমুনায়ন পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রণালীবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১২.১.২. বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার হিসেবে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ, তথ্য প্রযুক্তিবিদ, রাজনীতিবিদ, অভিমত নেতা, সমাজ-মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, এনজিও নির্বাহী ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে;

৩.১২.১.৩. 'ফোকাস দল আলোচনার (এফজিডি)' ও কেসস্টাডি (ঘটনা অনুধ্যান) পদ্ধতিতে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১২.২ দ্বৈতীয়িক উৎস :

গবেষণার প্রয়োজনে সব ধরনের দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক তথ্য-উৎসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো :

৩.১২.২.১. সংবাদপত্র, জার্নাল, গবেষণা-সাময়িকী, বই, পুস্তিকা-প্রচারপত্র ইত্যাদি;

৩.১২.২.২. ওয়েবক্ষেত্রসহ ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম;

৩.১২.২.৩. বিভিন্ন ধরনের গবেষণা-সমীক্ষা, স্মারক সংকলন, সেমিনার নিবন্ধ ইত্যাদি;

৩.১২.২.৪. এছাড়া ঘটনা অনুধ্যান (কেসস্টাডি) পদ্ধতিতে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে কিছু কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১৩ গবেষণা প্রত্যয় : কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

৩.১৩.১ সাংবাদিক /সংবাদকর্মী

সংবাদযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পরিবেশনার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সম্পৃক্ত থেকে সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেছেন; অর্থাৎ, সংবাদকে উপজীব্য করে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যিনি জড়িত তিনিই মূলত সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী। ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবাদপত্র আইনে একজন পেশাদার সাংবাদিককে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে আলোকে – অর্থাৎ, পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক যিনি একটি সংবাদপত্র বা এতদসংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত... যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সম্পাদক, লিডার রাইটার (সম্পাদকীয় লেখক), বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, ফিচার লেখক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, অনুলিপি পরীক্ষক (কপি টেস্টার), সংবাদ আলোকচিত্রী...। এই গবেষণায় উল্লিখিত পদবাচ্যে যাঁরা কর্মরত তাঁদের সঙ্গে অনলাইন পত্রিকায় কর্মরত প্রতিবেদক, অনলাইন সম্পাদক, সংবাদ ভিডিও গ্রাহক প্রভৃতি পদে কর্মরত লোকজনও সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী হিসেবে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩.২. তথ্য

কোনো ঘটনা, অবস্থা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুধাবন কিংবা অনুশীলন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত ধারণা বা জ্ঞানই হলো তথ্য। তথ্য হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবেশ, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ বার্তা, ধারণা, ঘটনা, মতামত, চিত্র, উপাত্ত, মন্তব্য, অনুভূতি, জ্ঞানের ধারা ইত্যাদি, যা কাজের কিংবা কাজ-সংক্রান্ত পদক্ষেপের গতিশীলতা বাড়ায় বা কাজকে এগিয়ে নেয়'। পাশাপাশি, তথ্য অধিকার আইনে যেরূপ সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে; অর্থাৎ, "তথ্য" অর্থে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকা- সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে; তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.১৩.৩. তথ্যক্ষেত্র

তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য' অর্থে যেসব বিষয়, বস্তু বা ধারণাকে নির্দেশ করা হয়েছে সেসবের উৎসসমষ্টিই হলো তথ্যক্ষেত্র। এছাড়া, সাংবাদিকবৃন্দ তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় যেসব উৎস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন সেসব উৎসের সমষ্টিও বর্তমান গবেষণায় তথ্যক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.১৩.৪. সংবাদ

নতুন, ব্যতিক্রমি, ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন তাৎক্ষণিক, আশু কিংবা চলতি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বিবরণী হলো সংবাদ যা আইন ও নীতিগত বিচারে শুদ্ধ এবং যা সংবাদমাধ্যমে পরিবেশনযোগ্য।

৩.১৩.৫. সংবাদের উৎস-সূত্র

সংবাদের সোর্স (News Source) বলতে তথ্যের উৎস বা সূত্র – উভয়কে বোঝানো হবে ; অর্থাৎ বাংলায় তথ্য-উৎস বলতে সংবাদ উৎপন্ন হওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) ক্ষেত্রসমূহ (যেমন: থানা, হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) এবং তথ্য-সূত্র বলতে সংবাদের ব্যক্তিক (Individual)

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তিস্থল (যেমনঃ পুলিশসূত্র (যেমনঃ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) বোঝালেও বর্তমান গবেষণায় তথ্যের উৎস-সূত্র বলতে সব ধরনের উৎস ও সূত্রকে অভিন্ন অর্থে বোঝানো হবে : ।

৩.১৩.৬. তথ্য অধিকার

মানবীয় যোগাযোগে তথ্যের অধিকার বলতে মূলত যোগাযোগের অধিকার। তথ্য অধিকার হলো বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্বের সমন্বিত এমন এক অধিকার – যেখানে একদিকে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় যেমন প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য অভিগম্যতার অধিকার রয়েছে, তেমনি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের চাহিদামাফিক তথ্য সরবরাহ করার। ব্যাপক অর্থে, যেসব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যার অভাবে এই অধিকারগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারই হলো তথ্য অধিকার। একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইনে প্রত্যেক নাগরিকদের যেরূপ তথ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে – যা ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/সিডি বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে, বর্তমান গবেষণায় সেরূপ অধিকারকেও তথ্য অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৩.১৩.৭ যোগাযোগ

যোগাযোগ একটি আদি-অন্তহীন বহুমূখী সামাজিক প্রক্রিয়া। মানবীয় যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা বা অভিব্যাক্তি প্রকাশের মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে সেসব ভাগাভাগি করে নেওয়া। যোগাযোগ হলো দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা ও ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জানা ও জানানোর এক অবিরাম প্রয়াস বা প্রক্রিয়া। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কতিপয় অনিবার্য অনুষঙ্গ বা উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে তথ্য বা বার্তা (বাচনিক ও অবাচনিক শব্দ বা প্রতীক) একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। যোগাযোগে ব্যবহৃত সবধরণের শব্দ ও প্রতীকের অর্থ রয়েছে যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল।

৩.১৩.৮ যোগাযোগের অধিকার

সভ্য মানুষ, সভ্য সমাজ ও সভ্য জাতিসত্ত্বার স্বচ্ছন্দ অস্তিত্বের অনুকূলে যেসব দাবি, শর্ত বা অধিকারের বিষয়াবলী মূখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচ্য তা সবই যোগাযোগ অধিকারের আওতাভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগের অধিকারের বিষয়টি ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে গ্রথিত যা সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই অধিকার সহায়ক ও পরিপূরক অধিকার হিসেবে কাজ করে। মত প্রকাশের অবাধ অধিকার, কোনো তথ্য বা ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য ও বিশ্লেষণের অধিকার, যেকোনো গণমাধ্যম ব্যবহারের অধিকার এবং তথ্য সংগ্রহ ও আদান প্রদানের অধিকার। কোনোরূপ বাধা ছাড়াই তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ ও তথ্য প্রকাশের অধিকার এবং সর্বোপরি, সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩.১৩.৯ মানবাধিকার

মানুষের জন্যে মানবিকভাবে মানুষ স্বীকৃত যে অধিকার তাই হলো মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার। মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, পারিবারিক জীবনের অধিকার, ফৌজদারি মামলায় সুবিচার পাওয়ার অধিকার, অমানবিক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা ইত্যাদিই মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত। এক কথায়, মানুষের সত্তার সঙ্গে যেসব অধিকার, দাবি ও শর্তসমূহ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত সেসবের সমন্বিত রূপই হলো 'মানবাধিকার'।

৩.১৩.১০ মৌলিক অধিকার

একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকার অধিকার, যোগাযোগ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, সংগঠনের অধিকার, সরকার নির্বাচনের ও সরকারে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিবাহের অধিকার ইত্যাদি হলো মৌলিক অধিকার।

৩.১৩.১১ সুশাসন

বর্তমান গবেষণায় সুশাসন বলতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিলি-বণ্টন প্রশ্নে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায় বিচারের নীতি অনুসরণের ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

৩.১৩.১২ জনস্বার্থ

সরকার বা সরকারের নির্দেশে জনগণ বা জনগণের কিছু অংশের স্বার্থে বা কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩.১৪ উন্নয়ন

'উন্নয়ন হচ্ছে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার লক্ষ্যে সমগ্র জনসাধারণের এবং প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণে – তাদেরই সক্রিয়, স্বাধীন ও অর্থবহ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অব্যাহত অগ্রগতি বা উন্নতি ।

৩.১৩.১৫ জেন্ডার

জেন্ডার মূলত একজন পুরুষ বা নারী হিসেবে সামাজিক পরিমণ্ডলে তার পরিচয় প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারিত শরীরবৃত্তিয় বৈশিষ্টের বদলে যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট – সে সত্যটিই উৎঘাটন করে ।

৩.১৩.১৬ বিশ্বগ্রাম

একটি গ্রামের মানুষ যেমন পরস্পরকে চেনে, জানে তেমনিভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশের ফলে অঞ্চল ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে বিশ্বের মানুষ আজ একে অপরকে জানতে ও চিনতে পারছে; বাস্তবিক অর্থে তাই একটি গ্রামের বৈশিষ্ট্যম-িত হয়ে সমগ্র বিশ্ব আজ বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে ।

৩.১৩.১৭ বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধারণাকে বৈশ্বিকভাবে একীভূত করে । সারা বিশ্বের মানুষ এখন দেশ, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি নিবিড় থেকে নিবিড়তর সান্নিধ্যে এসে গেছে । মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ, সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনায়ও স্থাপিত হয়েছে গভীরতর সাযুজ্য । বিশ্ব মানুষের নৈকট্য ও একাত্মতার এই ধারা ও ধারণাটিই হলো বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন ।

৩.১৩.১৮ অবাধ তথ্য প্রবাহ

বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ, সাধারণ জনগণ কিংবা যে কোনো নাগরিক যারা যে কোনো তথ্য চাইলে তথ্য সরবরাহকারীকে দ্রুত এবং স্বাভাবিকভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে । এই প্রক্রিয়াটি তথ্য গ্রাহক/আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয়ের জন্যই হবে যথাসম্ভব ঝামেলা মুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩.১৯ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

"তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন" শিরোনামে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-কে বোঝাবে। এই আইন ২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখ রোববার জাতীয় সংসদে এই আইন উত্থাপিত ও পাস হয় এবং তা ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে একই বছর ৬ এপ্রিল তারিখে আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৩.১৩.২০ 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য যাঁকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, মুখ্যত যিনি তথ্য দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আছেন।

৩.১৩.২১ 'কর্তৃপক্ষ'

তথ্য অধিকার আইনের অলোকে 'কর্তৃপক্ষ' বলতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সরকারের সব মন্ত্রণালয়; 'তথ্য প্রদান ইউনিট' অর্থাৎ সরকারের যে কোনো মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোনো দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ; আধা সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিদেশি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওসমূহ। ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ বা সরকারি ও বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত হয় না এমন এনজিওগুলো এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বেনা।

৩.১৩.২২ আপিল কর্তৃপক্ষ

আপিল কর্তৃপক্ষ বলতে কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধানকে, আর উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধানকে বোঝাবে।

৩.১৩.২৩ তথ্য সংরক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুতসহ যাথাযথভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে। এরূপ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত তথ্য কেবল কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করাকেও বোঝাবে। এছাড়া, তথ্য কমিশন প্রবিধান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য পালনীয় নির্দেশনার আলোকে সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকেও বোঝানো হবে।

৩.১৩.২৪ তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা; তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের বিধান অনুযায়ী ২০০৯ সালের ১ জুলাই তথ্য কমিশন গঠিত হয়। তথ্য কমিশন মূলত একটি আধাবিচারিক (Quasi-judicial) সংস্থ। এই আইন বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব তথ্য কমিশনের ওপরে অর্পিত। তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন প্রধান তথ্য কমিশনার। কমিশন এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করবে; সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। এক কথায় তথ্য চেয়ে কোনো আবেদনকারী তথ্য না পেলে বা প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে বা অন্য কোনো অভিযোগ থাকলে, প্রতিকারের জন্য আবেদনকারীর শেষ ভরসাস্থল হচ্ছে তথ্য কমিশন। কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করতে পারবে; প্রয়োজনে জরিমানাও করতে পারবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিশন দেওয়ানী আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

জনগণের ক্ষমতায়ন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করে এবং একই তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে দুজন কমিশনার নিয়োগ করে। তথ্য কমিশন যেকোনো নাগরিকের তথ্য না পাওয়া সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে।

৩.১৩.২৫ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সমাজের সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের আলোকে ২০১০ সালের জুন মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও ট্রিটিতে বর্ণিত রীতি-নীতি অনুযায়ী মানবাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মর্যাদা ও সম্মান এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারাবদ্ধ। (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে ১৪ জুলাই ২০০৯ সালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এই আইন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ নামে অভিহিত এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে কার্যকর হয়।)

৩.১৩.২৬ সুরক্ষা প্রদান আইন

এই আইন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন নামে অভিহিত। সংসদ কর্তৃক গৃহীত এই আইনটি ২১ জুন ২০১১ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ২২ জুন ২০১১ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই আইনে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিধান দেওয়া হয়েছে।

৩.১৩.২৭ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন

বাংলাদেশের দাপ্তরিক গোপনীয়তা সম্পর্কিত আইন সংহত ও সংশোধিত করার জন্য একটি আইন। এই আইনকে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা

৪.১ ভূমিকা

একটি গবেষণার দিকনির্দেশনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ সংক্রান্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তিকা পর্যালোচনা করা। সংশ্লিষ্ট এসব উৎস থেকে গবেষণায় সহায়ক অনেক তথ্য-উপাত্ত ও নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। বর্তমান গবেষণায় তথ্য অভিগম্যতা সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তিকা, স্মারকগ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.২ গবেষণা-সমীক্ষা

David Banisar, *Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws*, Privacy International, London, UK, 2006

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিয়ে কাজ করা বৃটেন ভিত্তিক একটি বেসরকারি সংস্থা 'প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল' ২০০৬ সালে বিশ্বের দেশগুলোতে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলো একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত যে আইন, অধ্যাদেশ বা নীতি গৃহীত হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এ সমীক্ষা। অর্থাৎ সমীক্ষাটিতে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকারের স্বরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার দিতে আগ্রহী নয় এমন কিছু দেশ নিয়েও প্রতিবেদন রয়েছে সমীক্ষায়। ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'তথ্য অধিকার আইন' পাশ হওয়ার পর আস্তে আস্তে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে কীভাবে এর প্রভাব পড়তে থাকে তা বোঝা যায় এ সমীক্ষা থেকে। মূলত বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রচার এবং তথ্য অধিকার আইনকে ফলপ্রসূ করতে এ সমীক্ষা পরিচালনা করে সংস্থাটি। সমীক্ষায় দেখা যায় ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে তথ্য অধিকার প্রদানে বিভিন্ন নামে আইন পাশ করে। দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রচার প্রচারণা, গণমাধ্যমের বিকাশ, তথ্য প্রবাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকেই মূলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সংক্রান্ত আইন পাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তনের ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষায় তারও একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষাটিতে বলা হয় তথ্য অধিকার আইনের ফলে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, অন্যান্য অধিকারগুলো সংরক্ষণ, সরকারের কাজে গতিশীলতা আনয়ন তথ্য কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা সম্ভব।

Toby Mendel, *Freedom of Information : A Comperative Legal Survey*, UNESCO, Macro Graphics Pvt. Ltd. 2003

এই সমীক্ষায় তথ্য স্বাধীনতার আবশ্যকতা, এর আইনগত স্বীকৃতি, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত এবং বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইনের বৈশিষ্ট্যগত স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হতে পারে এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই মূলত এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। আলোচ্য সমীক্ষার মাধ্যমে তাৎপর্যবহ তথ্য অধিকার আইনের সরূপ সন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে তথ্য অধিকার ও তথ্যদানের স্বীকৃতি, তথ্য অধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিক অধ্যয়ন লক্ষ করা যায়।

সমীক্ষার শুরুতেই তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক মান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ এবং কমনওয়েলথ এর স্বীকৃতি তথা এ সংক্রান্ত ঘোষণার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকারের সুস্পষ্ট বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই সমীক্ষায়। এছাড়া কমনওয়েল্থ-এর এ সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর গৃহীত তথ্য অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার সংক্রান্ত নীতিগুলোকে আলোচনা করে তথ্য অধিকারের একটি সার্বজনীন মান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এছাড়াও সমীক্ষার অধ্যয়নে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সমীক্ষায় তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার ওপর বিশ্লেষণ করে তথ্য অধিকারের একটি সার্বজনীন মান সম্পর্কে ধারণায়িত করা হয়েছে। সমীক্ষার সার্বিক বিশ্লেষণে একটি জনবান্ধব আইন হিসেবে তথ্য অধিকার আইনে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা আবশ্যক :

- সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

Dhaka University Institutional Repository

- তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা তৈরি;
- সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রকাশ করা (ক্রমান্বয়ে)
- তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সহজতর করা;
- কম খরচে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সভা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখা;
- তথ্য অধিকার প্রদানে সময় ও চাহিদানুযায়ী আইন ও নীতি গ্রহণ করা;
- তথ্যদাতার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা;
- এই সমীক্ষাটি বিশ্বের দেশে দেশে কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক, *Interim Report on RTI BASELINE SURVEY FOR BANGLADESH*, বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিস, ডিসেম্বর, ২০১২

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইনের বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করতে ২০১২ সালে একটি ভিত্তি (বেইজলাইন) সমীক্ষা পরিচালনা করে বিশ্বব্যাংক। সমীক্ষার শিরোনাম ছিল, '*আরটিআই বেইজলাইন সার্ভে বাংলাদেশ*'। যারা তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য চেয়ে আবেদন করেননি; যারা এ ধরনের আবেদন করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ তিন ধরনের মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দলগত আলোচনা (এফজিডি) এবং গভীরতর সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা পরিচালনাকারী দলের সদস্যগণ নিজেরা কোনো কোনো দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তাও এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত গুণগত অনুসন্ধান ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে এই ভিত্তি সমীক্ষার শেষাংশে। এ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি মোট নয়টি মূল অংশে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে আরটিআই আইন-এর আলোকে তথ্য চেয়ে আবেদনকারীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেস স্টাডি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য-কর্মকর্তা পদে থাকা কিছু কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত অনুসন্ধান (Findings) তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সপ্তম অধ্যায়ে পুরো সমীক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। ভিত্তি-সমীক্ষার আওতায় ২ হাজার ৬২৮ জন সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারে দেখা যায়, বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতাই (৭৩ শতাংশ) মনে করেন, সঠিক তথ্য তাঁদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক। তবে, দেখা গেছে বেশিরভাগ জনগণই (৭৭ শতাংশ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

ভালোভাবে জানেন না। দেখা গেছে, কোনো সরকারি-সূত্র বা সংস্থা থেকে তথ্য খোঁজার ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই অনীহা রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। সমীক্ষার সার্বিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনের শেষাংশে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষার প্রধান প্রধান সুপারিশের মধ্যে রয়েছে : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষের তথ্য পাওয়ার আবেদনে সাড়া দিতে উৎসাহিত করতে হবে। আইনটি যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য এখনো অনেক বিষয়ের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সমীক্ষার মূল্যায়ণে প্রধান যে দিকটি উঠে এসেছে তা হল : তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে বাস্ত বায়িত হলে প্রাথমিকভাবে দুটি প্রধান সুবিধা অর্জিত হবে; প্রথমত, দুর্নীতি কমে আসবে; দ্বিতীয়ত, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।[৩৯]

Anshu Jain, *Access to Information within the Ambit of the Right to Information Act, 2005: Loopholes and Possible Remedies*, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab, 2011

ভারতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী সময়ে তথ্যে নাগরিকদের অভিগম্যতার সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে এটি একটি পিএইচ.ডি গবেষণা। গবেষণার শুরুতেই ভারতে তথ্যের অবাধ প্রবাহের ক্ষেত্রে তথ্যদাতা ও তথ্য গ্রহীতার বাধাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন গবেষক। এক্ষেত্রে তথ্য গ্রহীতাদের পক্ষ থেকে আইনি লড়াইয়ের কয়েকটি ঘটনা অনুধ্যান তথা কেস স্টাডি করেছেন গবেষক। এছাড়া বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইন পর্যালোচনা করে আইনটির গুরুত্ব ও প্রকৃতি উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বড় দেশগুলোর বিভিন্ন আইন, বিশেষ করে তথ্য প্রবাহকে অবাধ করতে প্রণীত আইন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন গবেষক। গবেষণার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতে তথ্য অধিকার আইন ও আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ভারতে তথ্য অধিকার আইনের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছেন গবেষক। তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষক জনগণকে সচেতন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাধাগুলো দূর করতে এবং তথ্য অধিকারকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে গ্রহণযোগ্য কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকারকর্মী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, হাইকোর্ট ও

---

[৩৯] বিশ্বব্যাংক, *Interim Report on RTI BASELINE SURVEY FOR BANGLADESH* , বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিস, ডিসেম্বর ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতামত নিয়েছেন গবেষক। সার্বিকভাবে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এ গবেষণা কর্মটি একটি গুরত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করবে।

***তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০২**

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেকাংশে সম্পর্কযুক্ত এ গবেষণা প্রতিবেদনটি। ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার পরিচালিত এ গবেষণায় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের সুযোগ, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত গবেষণা প্রতিবেদনটিতে তথ্য প্রাপ্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থা এবং সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম কর্মীদের তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ। কেননা, জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব।[৪০] গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ সাংবাদিকই বিভিন্ন হুমকি, নির্যাতন ও রাজনৈতিক চাপের কারণে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। এছাড়া সাংবাদিকদের রাজনৈতিক বিশ্বাসও সংবাদকে অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে বলে প্রতীয়মান হয়েছে গবেষণায়। দেখা গেছে, ৪৩ শতাংশেরও বেশি সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হন। গবেষণায় দেখা গেছে ৭২ শতাংশ সাংবাদিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে চাহিদানুযায়ী তথ্য পান না। এছাড়া তথ্য সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব, তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতা, সরকারি -বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার অভাবসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে এ গবেষণাপত্রে।

তথ্য অধিকার টিম, রিইব, *বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর : একটি পর্যালোচনা, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ*, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দু'বছরের কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হয়েছে এ বইটিতে। এক্ষেত্রে তথ্য গ্রহীতা, তথ্য দাতা এবং আইনটি কার্যকর করতে বিভিন্ন উদ্যোগ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে এ আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণ এখনও তেমন উৎসাহী নন; তারা

[৪০] ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, *তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আইনটি সম্পর্কে তেমন জানতে চান না। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, "কিছু সাংবাদিক আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার উদ্যোগ নিলেও আইনটি সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতার কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে।"[৪১] তথ্যদাতা সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকাংশই আইনটি সম্পর্কে জানেন না, জানতে চান না বা জানলেও তা কার্যকর করতে তাদের তেমন আগ্রহ নেই। তবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হয়েছে রিইবের পর্যালোচনায়।

মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম ও উৎপল কান্তি খীসা, *বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী : একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা, ২০১১

রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পাইলট প্রকল্প-২০১০ এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে বইটিতে। এতে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের প্রচার, প্রসারে সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনও তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। তথ্য অধিকার আইনের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো প্রচারিত হলে সমাজের সব পেশার লোকজন সচেতন হবে এবং আইনটি ব্যবহারে এগিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অসীম। রিইব প্রকল্প এলাকায় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে বেশকিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে। যেমন : "তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা, তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অভাব, আবেদনকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহার, মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান প্রবণতা।"[৪২] প্রকল্পের প্রভাবে রিইব দেখেছে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা চালানো হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সব শ্রেণীর মানুষ তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

---

[৪১] তথ্য অধিকার টিম, রিইব, *বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর : একটি পর্যালোচনা*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮

[৪২] গুহঠাকুরতা, মেঘনা, বেগম, সুরাইয়া ও খীসা, উৎপল কান্তি, *বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী : একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬০-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

অনন্য রায়হান, *তথ্য অধিকার আইন : তৃণমূলের কণ্ঠস্বর*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর ধারণা কী এবং এ আইন কার্যকর করতে করণীয় কী তা জানতে *এমআরডিআই* সারাদেশে বিভাগীয় শহরগুলোতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে আমন্ত্রিত মিডিয়া কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্ত আলোচনা ও মতামতের সারসংক্ষেপ নিয়ে মূলত এ সংকলন। তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন সম্পর্কে মতামত, আইনের সবলতা ও দুর্বলতা, আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা, আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ, আইনটি বাস্তবায়নে পরামর্শ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের মাপকাঠিসমূহ উঠে এসেছে এ সংকলনে। পাশাপাশি আলোচনাগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশের মতেই তথ্য অধিকার আইন গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত করবে। তবে আইনটি যথাযথভাবে কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যে। সংকলনটিতে দেখা গেছে তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করতে তথ্য কমিশনের ভূমিকাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আলোচকরা। আলোচনার সারসংক্ষেপে তথ্য অধিকার আইনের সবলতার পাশাপাশি বেশ কিছু দুর্বলতাও উঠে এসেছে। যেমন : তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই এমন তালিকা বেশ বড়। এছাড়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে জনগণের উদাসীনতা এবং কর্তৃপক্ষের নেতিবাচক মনোভাবসহ বিভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে সংকলনে।

৪.৩ গ্রন্থ পর্যালোচনা

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, *আমাদের তথ্য জানার অধিকার*, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট পরিচালিত লেজিসলেটিভ অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড পার্টিসিপেশন অব দি সিভিল সোসাইটি প্রকল্পের এ প্রচারপত্রটি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত প্রথম দিকের একটি প্রকাশনা। এতে বিভিন্ন উদাহরণ ও কার্টুনের মাধ্যমে তথ্য জানার অধিকার, প্রয়োজনীয়তা, বিড়ম্বনা, সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ, এর ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইনের স্বরূপ, আইন তৈরির দাবি উত্থাপন ও তথ্য অধিকার আইন পেতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে তথ্য অধিকারের বিভিন্ন দিক সহজভাবে উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে পুস্তিকাটিতে। এতে দেখানো হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য জানা জরুরি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে যৌক্তিক হিসেবে প্রমাণ করেছে এ প্রচারপত্রটি। তথ্য পেতে আমাদের দেশে কী ধরনের আইন প্রয়োজন তারও একটি ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে এতে। বলা হয়েছে, আইনটি এমন হবে যা জনগণকে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সাহায্য করবে। তথ্য চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে তথ্য সরবরাহের দায়িত্বের বিষয়টিও উল্লেখ থাকবে আইনে।[৪৩] এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা, আইনের স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে এ বইটি পথ দেখিয়েছে।

রোবায়েত ফেরদৌস ও অলিউর রহমান, *তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে*, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৮

বইটি বর্তমান গবেষণার অন্যতম প্রধান সহায়ক গ্রন্থ। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে লেখকদ্বয় তথ্য অধিকার সম্পর্কিত সার্বিক একটি আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। বইয়ের শুরুতেই তথ্যের ধারণা উপস্থাপন করে মানুষের জীবনে তথ্যের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্যের ভূমিকা কী হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা উঠে এসেছে লেখকদের আলোচনায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক এবং তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য অধিকারকে লেখকদ্বয় সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে "তথ্য অধিকার হলো মানুষের জানার অধিকার, জ্ঞান অন্বেষণের অধিকার, খোলামেলা আলোচনা ও মিথস্ক্রিয়ার অধিকার, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্য অনুসন্ধানের অধিকার এবং সর্বোপরি, ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার।"[৪৪] তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের চ্যালেঞ্জগুলো কী কী, –এ থেকে উত্তরণের উপায় কি এ বিষয়গুলোও স্পষ্ট করা হয়েছে বইটিতে। তথ্যের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন লেখকদ্বয়। চতুর্থ অধ্যায়ে তথ্য অধিকার নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের স্বরূপ সম্পর্কে প্রস্তাবনা আকারে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া

---

[৪৩] বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড, এণ্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, *আমাদের তথ্য জানার অধিকার*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫

[৪৪] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮), পৃ, ২২

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন, তথ্য অধিকার আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি এবং তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা সম্পর্কে বইটিতে অনুচ্ছেদভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে রচিত এ বইটিকে– এককথায় একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইনের রূপরেখা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে।

শাহানা হুদা রঞ্জনা ও সুকান্ত গুপ্ত অলক, *সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সংবাদকর্মীরা কীভাবে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বইটিতে। বইটিতে দু'টো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে আইনটির সহজ ব্যাখ্যা, অন্যটি সাংবাদিকরা কীভাবে আইনটির ব্যবহার করতে পারবেন। ভূমিকা অংশে তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট, এর প্রয়োজনীয়তা, তথ্য অধিকার আইন ও সাংবাদিকতা, তথ্য অধিকার আইনের সম্ভাবনা, সাংবাদিকদের জন্য কিছু লক্ষণীয় দিক, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকদের কাজের পরিধি, সাংবাদিকদের তথ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের শুরু থেকেই সাংবাদিকরা জড়িত ছিলেন উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "এই আইনের ব্যাপক প্রচলন, ব্যবহার ও প্রয়োগ সাংবাদিকতার নতুন ক্ষেত্র বা একজন সাংবাদিকের জন্য নতুন নতুন সংবাদ-তথ্য সামনে নিয়ে আসবে।"[৪৫] বইটিতে বলা হয়েছে সাংবাদকিদের দৈনন্দিন রিপোর্ট করার জন্য তথ্য অধিকার আইন খুব বেশি কাজে না লাগলেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, উন্নয়নমূলক বা গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা এ আইনের সহযোগিতা নিতে পারবেন। আইনটি ব্যবহার করে আগে থেকেই জোরালোভাবে তথ্য প্রাপ্তির দাবি করা যাবে।

Venkatesh Nayak, *Your Guide to Using the Right to Information Act 2005*, Commomwealth Human Rights Initiative, 2007

এ বইটি মূলত ২০০৫ সালে ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর জনগণের মাঝে এটি সহজবোধ্য করতে প্রকাশ করা হয়। ভারতের তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন প্রত্যয় এবং ধারাগুলোকে ভিত্তি করে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে তার

[৪৫] রঞ্জনা, শাহান হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত, *সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০, পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর দেওয়া হয়েছে। যাতে করে আইনটি সবার কাজে সহায়ক হয়। যেমন : তথ্য অধিকার কী? কীভাবে এ আইনটি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? কার কাছ থেকে আমরা তথ্য পেতে পারি? আমরা কী কী তথ্য পেতে পারি? কী কী তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে? তথ্য না পেলে কী করতে হবে? ইত্যাদি। একজন সাধারণ নাগরিকের অবস্থান থেকে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে তার আলোকে আইনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ বইটিতে।

মাজা দারুওয়ালা এবং ভেঙ্কটেস নায়েক সম্পাদিত, *আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার : অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন*, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, ২০০৯

আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার মূলত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থ Our Rights Our Information এর বাংলা অনুবাদ। এতে মূলত দেখানো হয়েছে –কীভাবে জানার অধিকারের ব্যাপক চর্চা সম্ভব, এর মাধ্যমে যে জ্ঞানগত ভিত্তি তৈরি হয় তা কীভাবে নাগরিকদের নিজস্ব অধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য জানার অধিকার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এ বইয়ে তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ে অন্যান্য দেশের আইনগুলো থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচিতে নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং অধিকার আদায়ে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশের কেস স্টাডি তুলে ধরে এখানে দেখানো হয়েছে –কীভাবে অন্যান্য সমাজে জানার অধিকারের চর্চা হচ্ছে। এ প্রকাশনায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যে, জানার অধিকার জেন্ডার সমতাসহ সামাজিক উন্নয়নের বহু ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।[৪৬]

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, *তথ্য অধিকার আইন : সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তীকালে তথ্য পেতে সংবাদ কর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কিত কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ। এতে ছয়জন সংবাদকর্মীর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে একজন সাংবাদিক একটি অনুসন্ধানী

---

[৪৬] দারুওয়ালা, মাজা এবং নায়েক, ভেঙ্কটেস, সম্পাদিত, *আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার : অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন*, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, ২০০৯, মুখবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদন তৈরিতে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তা চিহ্নিত করতে *এমআরডিআই* বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প কার্যক্রম হাতে নেয়। এতে বহুল প্রচারিত একটি ইংরেজি দৈনিক, একটি বাংলা দৈনিক এবং একটি টেলিভিশন চ্যানেলের কিছু প্রতিবেদকের সমন্বয়ে লস অ্যাঞ্জেলস্ টাইমসের সাবেক প্রতিবেদক রালফ ফ্রেমলিনোকে সম্পৃক্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সাত মাসের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করে বর্তমান সংকলনে সাংবাদিকদের সেসব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। প্রকল্পের শুরুতে তাদের এমন ধারণা ও আশা ছিল যে, সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং প্রতিবেদনগুলো হবে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ। কিন্তু প্রকল্পের সাত মাসের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে তারা আশানুরূপ ফল দেখতে সক্ষম হননি। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয় : "অভিজ্ঞতায় দেখা যায় দিনের অ্যাসাইনমেন্ট, জরুরি ইভেন্ট, বিটের রিপোর্ট, স্পেশাল রিপোর্টের চাপে সাংবাদিকরা সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সাংবাদিকদের মানসিকতা অর্থাৎ যেই বিটে কাজ করেন, সেখানকার সোর্সের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্বে যেতে চাননি তারা।[৪৭] অপর দিকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য না পাওয়া আরও যে সব কারণ তারা লক্ষ্য করেছেন, সেসব তুলে ধরতে গিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "কর্তৃপক্ষের আবেদনপত্র গ্রহণে অনীহা, পাশ কাটানোর মনোভাব, তথ্যের চেয়ে আবেদপত্রের ভুল-ভ্রান্তির প্রতি বেশি মনোযোগ– এসব বিষয় সাংবাদিকদের নিরুৎসাহিত করেছে। প্রকল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে টেলিভিশন চ্যানেলের পুরো টিমকেই হারাতে হয়েছে, তাদের বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টের কারণে।[৪৮] পর্যবেক্ষণ দলের মূল্যায়নে আরও লক্ষ্য করা যায়, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার দেড় বছর পরও কোনো কোনো কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে অবগত নন। তথ্য দিতে কর্তৃপক্ষের অনীহার পাশাপাশি হয়রানির কথাও উঠে এসেছে সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতায়। সরকারি অন্যান্য আইনের অনুসরণ করে তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রীতাও স্থান পেয়েছে এ অভিজ্ঞতা-সংকলনে।

ফারহানা আফরোজ, *তথ্য অধিকার আইন : কাঠামো ও প্রয়োগ*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১২

---

[৪৭] ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, *তথ্য অধিকার আইন : সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২

[৪৮] পূর্বোক্ত; পৃ ২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার আইনের প্রকৃতি ও বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে এমআরডিআই প্রকাশিত ফারহানা আফরোজের এ বইটিতে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে তথ্য, তথ্য অধিকার, তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশন, তথ্য না পেলে করণীয়, সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ এবং সংবাদমাধ্যম কর্মীদের অভিজ্ঞতায় তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরে সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে বইটিতে। একজন নাগরিক তথ্যের জন্য কীভাবে আবেদন করতে পারবে তা অনেক সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। তথ্য অধিকার আইনে একজন সাংবাদিক কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পর সংবাদকর্মীদের তিনটি বিষয়ে খুবই সুবিধা হয়েছে। প্রথমত, এর ফলে তারা প্রামাণ্য দলিল পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তথ্যক্ষেত্রে পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন এবং তৃতীয়ত, তথ্য না পেলেও তার সংবাদ প্রকাশ করেও আইনটি কার্যকর করতে সাংবাদিকরা ভূমিকা রাখতে পারেন।[৪১] এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের পরও তথ্য পেতে সংবাদ কর্মীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সে সম্পর্কে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

৪.৪ গবেষণা-সাময়িকী

কাজী সোনিয়া রহমান, 'গ্রামীণ মানুষের তথ্য-চাহিদার স্বরূপ, সমস্যা ও সমাধান : একটি সমীক্ষা', *পল্লী উন্নয়ন*, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ২০০৯, ১৩তম সংখ্যা

তথ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের ধারণা, তথ্য চাহিদা, তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা, তথ্য-অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণায়িত হওয়ার জন্য এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। এর ফলাফলে দেখা যায়, গবেষণা এলাকার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ধরন তথ্য চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এছাড়া স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, রাজনীতি, ইত্যাদি সম্পর্কেও মানুষ তথ্য পেতে চায়। তবে তাদের কাছে তথ্য সরবরাহে টেলিভিশনের ভূমিকাই বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে গ্রামীণ জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ধারণা তেমন স্পষ্ট নয় বলে দেখা গেছে সমীক্ষায়। এতে দেখা গেছে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন।

---

[৪১] আফরোজ, ফারহানা, *তথ্য অধিকার আইন : কাঠামো ও প্রয়োগ*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১২ পৃ, ৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ড. আবুল মনসুর আহম্মদ, আমিনুল ইসলাম, মুস্তাক আহমেদ, 'বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মাঝে তথ্য প্রবাহের স্বরূপ', *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা, ২০১৩

এ প্রবন্ধে লেখকগণ তথ্যের চাহিদা ও প্রবাহের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মাঝে তথ্য প্রবাহের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। কৃষকদের মাঝে তথ্য সচেতনতা কতটুকু তাও দেখার চেষ্টা করেছেন লেখকগণ। তারা দেখিয়েছেন যে, গ্রামীণ মানুষের মাঝে কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রচার হয়ে থাকে মূলত পারস্পরিক মত বিনিময়ের ভিত্তিতে। কৃষি বিষয়ক তথ্যের জন্য তারা গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন না বা গণমাধ্যমও তাদের কাছে তেমনভাবে পৌঁছাতে পারে না। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকারের সুফল পৌঁছে দিতে গবেষকত্রয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশও তুলে ধরেছেন। যেমন : স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য ও জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি; ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও গণযোগাযোগ কর্মকর্তা নিয়োগ; তথ্য বিতরণ ব্যবস্থায় দরিদ্রদের মালিকানা নিশ্চিতকরণ।

সাঈদ আহমেদ ও মো. হাবিবুর রহমান, *তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা : নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা*, তথ্য অধিকার ফোরাম, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর *তথ্য অধিকার ফোরাম* একটি জরিপ করে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অনলাইন এবং অফলাইন এ দুই মাধ্যমে জরিপটি পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণ এবং তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ। দেখা গেছে তথ্যদাতা নাগরিকদের ৪৪ শতাংশই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তখনও অবগত নন। তবে যারা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানেন তাদের অনেকেই তথ্য চেয়েছেন এবং পেয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তথ্য প্রাপ্তির বিড়ম্বনা সম্পর্কিত আলোচনাও স্থান পেয়েছে। দেখা গেছে, তথ্য পেতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার যেতে হয়েছে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য চাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায়। তবে তথ্য অধিকার আইনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে এ গবেষণা প্রবন্ধটিতে। যেমন : আইনটি প্রচারের অভাব, আইন সম্পর্কে জানার অভাব, তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব, গোপনীয়তার সংস্কৃতি ইত্যাদি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিকল্প পথ ব্যবহারকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেমন : সাধারণ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে অনলানইনে দিয়ে রাখা; যাতে করে যে কেউ সহজেই তথ্য পেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, *কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের সন্ধানে*, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ২০০৭

এ প্রতিবেদনটি মূলত *দি কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)* এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন *ওপেন সিস্যামি*-এর বাংলা অনুবাদ। এ অনুবাদটির উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে সরকারের উদ্বুদ্ধ করা এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। এতে তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ, নানা ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ অনুবাদটি করা হয়েছে। উদাহরণগুলোও তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে। চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ অনুবাদ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তথ্য অধিকারকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পরশ পাথর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং দীর্ঘস্থায়ী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় হচ্ছে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার। সার্বিকভাবে এ অনুবাদ গ্রন্থটি বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব, আইনের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, আইন প্রণয়ন পরবর্তী বাস্তবায়ন ও কার্যকরের সদিচ্ছা এবং এ ক্ষেত্রে সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.৫ স্মারক সংকলন-সেমিনার নিবন্ধ

অলিউর রহমান, 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমানুষের তথ্যের অধিকার', *নিরীক্ষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গণমাধ্যম সাময়িকী, ঢাকা, ২০০৮

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকাশিত সাময়িকী-২০০৮ এর প্রচ্ছদ করা হয় 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমানুষের তথ্যের অধিকার' বিষয়ে। সাময়িকীর প্রধান প্রবন্ধের শিরোনামও এটি। এতে প্রবন্ধকার অলিউর রহমান গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব ও সুফল তুলে ধরেছেন। এতে জানার স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব ও অধিকার সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করে প্রবন্ধকার গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার গুরুত্ব উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া তথ্যের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে প্রবন্ধকার বলেন, "তথ্যের অধিকার হলো মানবাধিকার রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু তথা কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান।"[৫০] তথ্য জানা ও জানানোর অধিকার সম্পর্কেও প্রবন্ধকার একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা তুলে ধরেন। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন কেন এবং কীভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে প্রবন্ধে। এককথায় এ প্রবন্ধটি ছিল তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা, আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ও এর সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা।

ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ও বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব), *অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট: তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশগম্যতা*, ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ২০০৩

তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে এমএমসি ও ক্রাবের উদ্যোগে সেমিনার সংকলন এটি। প্রথম প্রবন্ধ 'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট : অবাধ তথ্য-প্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়'-এ রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোশারেফ হোসেন তথ্য প্রবাহের বাধাগুলো চিহ্নিত করেছেন। অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্টের ইতিহাস ও আইনটি তুলে ধরে লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন যে, এ আইনটি কার্যকর থাকলে জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সংবাদপত্রে সরকারের গোপন তথ্য যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য বৃটিশ ভারতের গভর্নরগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন ও নীতি জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৩ সালে অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট করা হয়। এ আইনের মূল ভিত্তি ঔপনিবেশিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তথ্যকে বাধাগ্রস্থ বা তথ্য না দেওয়ার চিন্তা থেকেই মূলত আইনটি করা হয়। আইনের ৩ (ক) ধারায় নিষিদ্ধ স্থানের কোনো ফটো, স্কেচ বা নকশা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। ধারা ৪-এ কোনো বিদেশি এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আইনটি আলোচনা করে প্রবন্ধকারদ্বয় একে জনপ্রত্যাশার অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হারুন উর রশীদ 'তথ্যের অধিকার ও মিডিয়া' প্রবন্ধে গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সততার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

Manusher Jonno Foundation, *Conference Report on Right to Information: National and Regional Perspective*, Manusher Jonno Foundation, Dhaka, 2005

---

[৫০] রহমান, অলিউর, 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমানুষের তথ্যের অধিকার', *নিরীক্ষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গণমাধ্যম সাময়িকী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীতে ভূমিকা পালনকারী *মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন* ২০০৫ সালে দু' দিন ব্যাপী একটি সম্মেলনের আয়োজন করে বিয়াম মিলনায়তনে। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'মানুষের জানার অধিকার'। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে ধারাবাহিক প্রচারণার অংশ হিসেবে এ সম্মেলনে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, কর্মশালা ও গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনার সারকথা নিয়েই মূলত এ প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের অতিথিদের বক্তব্য স্থান পায়। প্রথমেই ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি কর্মশালা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন : তথ্য অধিকারে নাগরিক আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, নারী এবং তথ্য অধিকার, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার : অধিকার লঙ্ঘন ও ন্যায় বিচার, তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, তথ্যের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং উন্নয়নে তথ্য অধিকার, তথ্য অভিগম্যতা নিশ্চিতে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তদারকি। মূলত বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা, আইন প্রণয়নের পদ্ধতি, আইন প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা স্থান পেয়েছে এ প্রতিবেদনটিতে।

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস স্মারকগ্রন্থ, ২০০২, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১ ও ২০১২

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে যেসব সংস্থা মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) এদের অন্যতম। সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই কাজ করেছে এমএমসি। প্রতিবছর বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে এমএমসি সভা, সেমিনার আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা বের করে থাকে। এতে তথ্য অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিক ও নাগরিকের প্রবেশাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন লেখা থাকে।

২০০২ সালে 'গণমাধ্যম সম্মিলনী' নামে তারা একটি স্মারক বের করে। এর মূল প্রবন্ধ 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে ও সাংবাদিকের নিরাপত্তা' লেখেন কামরুল হাসান মঞ্জু। এতে ২০০১ সালে দেশে ও বিদেশে সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া 'বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন' নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখেন ড. গোলাম রহমান। এতে আমাদের দেশে মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অন্তরায় ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২০০৩ সালে এমএমসি 'মৃত্যুর কাছে নতজানু নয় সাংবাদিকদের বিবেক' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে। এতে কামরুল হাসান মঞ্জু তার 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা : ঝুঁকি, নিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তা ২০০২' প্রবন্ধে সংবাদ সংগ্রহে গণমাধ্যম কর্মীদের ঝুঁকি ও অন্তরায়গুলো তুলে ধরেছেন। এছাড়া সুধাংশু শেখর রায় তার 'মিডিয়ার স্বাধীনতা : নীতি ও আইনী দৃষ্টিতে' প্রবন্ধে গণমাধ্যমের সততা ও বিশ্বস্ততা এবং গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছে।

২০০৫ সালে এমএমসি 'গণমাধ্যম সম্মিলনী' প্রকাশ করে। এতে মাসুদ আল রাগীব আহসান এর 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' প্রবন্ধটি বর্তমান গবেষণার সহায়ক।

২০০৬ সালের প্রকাশনায় রোবায়েত ফেরদৌস এর 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও জনমানুষের তথ্য-অধিকার', মশিউল আলম এর 'তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যম', সানজিদা সোবহান এর 'তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন কেন', জাহিদ হাসান এর 'তথ্য অধিকার ও যোগাযোগের স্বাধীনতা', শাহাব উদ্দিন নিপু ও হামিদা সুলতানা এর 'গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও তথ্য অধিকার' প্রবন্ধগুলো বর্তমান গবেষণার সহায়ক।

২০০৭ সালে এমএমসি 'তথ্য গণতন্ত্রের প্রাণ' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করে। এতে শায়ল সহীদ এর 'Right to information, Role of mass media and people's expectation' মাহমুদুল হক ফয়েজ এর 'তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা', মো. আরিফুর রহমান ও মো. হারুন-এর 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার ও সুশাসন', ড. হামিদা হোসেন-এর ' তথ্য না দেওয়ার সংস্কৃতি ভাঙতে হলে প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখতে হবে' এ প্রবন্ধগুলো আলোচ্য গবেষণার সহায়ক।

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার ২০০৮ সালে যে স্মরণিকা প্রকাশ করে তাতে এস এস শামীম রেজার 'মুক্ত গণমাধ্যম এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ঃ অংশগ্রহণ ও তথ্যে প্রবেশাধিকার', মশিউল আলমের 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ : গণমাধ্যমের ভূমিকা', সহিদ উল্যাহ লিপনের 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্য অধিকার এবং জনগণের ক্ষমতায়ন : মিথোলজির অনুসন্ধান', রোবায়েত ফেরদৌসের 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জনমানুষের তথ্য-অধিকার', ড. হামিদা হোসেনের 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজন কার্যকর তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি' প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলো বর্তমান গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যব্যাংক হিসেবে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার ২০১১ সালে '*২১ শতকের গণমাধ্যম : নতুন সম্ভাবনা নতুন প্রতিবন্ধকতা*' শীর্ষক স্মরনিকায় প্রকাশ করে। এতে ড. গোলাম রহমানের 'বাংলাদেশে গণমাধ্যম : নতুন ক্ষেত্র নতুন অন্তরায়', মশিউল আলমের 'সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্ত', ফিরোজ জামান চৌধুরি'র 'সম্প্রচার নীতি মালা : আর বিলম্ব নয়', লিমন বাসার এর 'সুশাসন ও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব' প্রবন্ধগুলো বর্তমান গবেষণার জন্য সহায়ক।

মীর সাহিদুল আলম, *তৃণমূল মানুষের তথ্য অধিকারের খবর : পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংকলন*-১, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৭

তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকারের অবস্থা এবং তথ্য অধিকার আইন না থাকায় জনদুর্ভোগ বিষয়ে দেশের জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো নিয়ে এ সংকলন। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংকট এবং এর ফলে মানুষের ভোগান্তির চিত্র নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো মূলত তথ্য অধিকার আইন পাশের পূর্বের অবস্থাগুলো পাঠকের কাছে স্পষ্ট করবে। তথ্য না জানার কারণে বা তথ্য জানার সুযোগ না থাকার কারণে জনগণ কী কী সুবিধা ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারে তার একটি ধারণা পাওয়া যায় এ প্রতিবেদনগুলো থেকে। কৃষি, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন, নারী ও শিশু এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতিবেদনগুলো স্থান পেয়েছে এ সংকলনে। দেখা গেছে তথ্য জানা না থাকায় প্রান্তিক কৃষক কৃষিঋণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এমনকি দালালরা এ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেন। তথ্য জানা না থাকায় কৃষকরা আধুনিক কৃষি পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত হন এমন প্রতিবেদনও রয়েছে সংকলনে। দেখা গেছে খাসজমি থাকা সত্ত্বেও তথ্য জানা না থাকায় তা লিজ নিতে পারছেন না কৃষকরা। সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে কী কী ওষুধ পাওয়া যাবে তা জানা না থাকায় অনেক রোগীই টাকা দিয়ে ওষুধ কেনেন এ ধরনের প্রতিবেদন উঠে এসেছে সংকলনে। তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তথ্য অধিকার কার্যকরের অভাবে স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন সে সম্পর্কে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

৪.৬ পুস্তিকা-প্রচারপত্র

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, *তথ্য অধিকার আইন : সহজ পাঠ*, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০

তথ্য অধিকার আইনের বিষয়বস্তুকে সহজ করতে জনগণের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে একজন নাগরিক যে সকল প্রশ্ন জানতে চাইতে পারেন, সহজ ভাষায় তা উপস্থাপন করা হয়েছে। আইনের আওতায় একজন নাগরিক কী কী তথ্য পেতে পারেন তা

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকারের সাধারণ সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে এ বইটিতে। একজন নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যেসব তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন তারও একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে এতে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড, প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারার আওতায় যে সকল তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হতে পারে, বিদেশি সরকার হতে প্রাপ্ত তথ্য, বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন তথ্যসহ বিভিন্ন রেয়াতের বিধান সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের নমুনাও দেওয়া হয়েছে এতে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১০

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনকে সহজবোধ্য ও ফলপ্রসূ করতে রিইব'এর একটি প্রকল্পের প্রকাশনা এটি। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অবস্থার পরিবর্তন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে তথ্য অধিকার আইনের এই সহজপাঠ। জনগণ আইনটি সম্পর্কে সচেতন হলে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন? তথ্য কী? তথ্য আইনের উদ্দেশ্য কী? তথ্যদাতা কারা? কী কী তথ্য পাওয়া যাবে? কোন ধরনের তথ্য এ আইনের আওতায় পড়বে না? কীভাবে আবেদন করতে হবে? এ বিষয়গুলো সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে এ বইয়ে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনগণ তথ্য আদায় করে তার একটি নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ, *বাস্তবায়ন সহায়িকা : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯*, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার তথ্য অধিকার আইনকে সাধারণ জনগণের কাছে সহজবোধ্য করতেই মূলত এ সহায়িকা। ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন ও আইনটি বাস্তবায়নে পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সহজভাবে তুলে ধরতে এবং আইনটি ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করতেই মূলত এ প্রকাশনা। প্রাথমিকভাবে আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা উপস্থাপন করে আইনটিকে

Dhaka University Institutional Repository

সহজবোধ্য করা হয়েছে। আইনের অধীনে একজন নাগরিক কী কী তথ্য পেতে পারেন, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কারা, তথ্য পেতে কীভাবে আবেদন করা যাবে, তথ্য না পেলে কীভাবে অভিযোগ দায়ের করা যাবে ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া পাঠকের জানার জন্য 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯', 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর সংশোধনী' এবং 'তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০' উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.৭ তথ্য কমিশনের প্রকাশনা

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০০৯, ২০১১, ২০১২* তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার নিশ্চিতে গঠিত তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিবছর তার কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মূলত কমিশনের কাজের স্বচ্ছতার জন্যই এ প্রতিবেদন। তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ২০১৩ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত তথ্য কমিশন মোট তিনটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদনগুলোতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কমিশনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সার্কভুক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পরিস্থিতি, তথ্য অধিকার আইনের আলোকে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, তথ্য প্রদান পদ্ধতি, তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, আপিল আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য নিয়মিত জন অবহিতকরণ সভা, জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, তথ্য কমিশনের প্রকাশনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে কমিশন যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে সে সম্পর্কেও আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এ প্রতিবেদনগুলোতে। এছাড়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কমিশন বছরে কি কি কাজ করেছে তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনে। এক কথায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এবং জনগণের কাছে তথ্য অধিকার আইনের সুফল পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতে। তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং অন্যান্য দেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা পেতে এ প্রতিবেদনগুলো যে কোন গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার আইন*, ২০০৯; *তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা*. ২০০৯ : *গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর*, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১০

এ বইটিতে মূলত তথ্য অধিকার আইনের সহজ ব্যাখ্যা। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য অধিকার আইনের সুফল পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ স্বপ্রণোদিত হয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রচার করে। বইটির প্রথম অংশে আইন ও বিধি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আইনটিকে সহজ ভাষায় জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনটির বিভিন্ন প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে এ অংশে। যেমন : তথ্য অর্থ কী? কর্তৃপক্ষ অর্থ কী? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলতে কী বুঝায়? আপীল কর্তৃপক্ষ কারা? তথ্য প্রাপ্তির আবেদন কীভাবে করা যাবে? তথ্য প্রদানের সময়সীমা কতদিন? কোন কোন তথ্য প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়? তথ্য কমিশনের কাজ কী?। এছাড়া তৃতীয় অংশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূলত তথ্য অধিকার আইন পাশের পরপরই তথ্য অধিকারের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এ বইটি তথ্য কমিশনের একটি কার্যকর উদ্যোগের লিখিত উপকরণ।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল*-২০১২, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২

তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সময়ে যে বিধি ও প্রবিধি জারি করেছে তারই একটি সংকলন এটি। তথ্য অধিকার ম্যানুয়ালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ তুলে ধরার পাশাপাশি কমিশনের জারি করা বিধি ও প্রবিধিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় তথ্য অধিকার আইনকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করতে তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধি যেমন : 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এর সংশোধনী জারি করেছে। এছাড়া তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 'তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০' জারি করেছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সংক্রান্ত আরেকটি প্রবিধি 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০' জারি করে। তথ্য না পেলে অভিযোগ দায়ের বিষয়ে তথ্য কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হচ্ছে 'তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১'। তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য চাকুরি বিধিমালা জারি করে তথ্য কমিশন। ম্যানুয়ালটির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে দেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষের উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে এ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতেই তথ্য কমিশনের এ ম্যানুয়াল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্তসমূহ*, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর থেকে তথ্য কমিশনে যে অভিযোগগুলো দায়ের হয়েছে সে বিষয়ে একটি তথ্য সহায়িকা এটি। কমিশনের দেওয়া তথ্য মতে, কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত ১৯১টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে, যার মধ্যে ৮৯টি অভিযোগ আমলে নেয় তথ্য কমিশন। বাকি ১০২টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ২২টি অভিযোগ খারিজ করে, বাকি ৮০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে পুনরায় আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হয়। ৮৯টি অভিযোগের মধ্যে কমিশন ৮৪টির নিষ্পত্তি করেছে। তথ্য প্রদানে অপারগ হওয়ার দুটি অভিযোগে দু'জন কর্মকর্তাকে জরিমানা করেছে তথ্য কমিশন। কমিশনের দেওয়া তথ্য মতে ১৯১টি অভিযোগ দাখিলকারীদের মধ্যে সাধারণ জনগণ, সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট, পরিবেশবাদী, এনজিওকর্মী, ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহিণী, চাকুরিজীবীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন রয়েছেন। কমিশনের দায়ের করা অভিযোগের মধ্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, নাগরিক সেবা, আবাসন, নির্বাচন, সংসদ, মৎস্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

৫.১ ভূমিকা

আমাদের চারপাশের পুরো জগৎটাই তথ্যময়। মানুষ সারাজীবন ধরে জীবন ও জগৎ থেকে এই তথ্য খুঁজে বেড়ায়। কারণ মানুষের মধ্যে সবসময় এক ধরনের তথ্যশূন্যতার বোধ কাজ করে। সে কারণে মানুষ তার এই তথ্যশূন্যতা দূর করতে একে অন্যের সাথে সারাক্ষণই যোগাযোগ করে চলেছে। বলা হয় 'মানবীয় যোগাযোগের প্রাণই হলো তথ্য'; তথ্য যোগাযোগের জ্বালানী বা চালিকাশক্তি। তথ্যের অভাবে আমরা অনেক সময় অনিশ্চয়তায় থাকি। তথ্যের অভাব হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আবার তথ্য পেলে আমাদের সে অনিশ্চয়তা কেটেও যায়। পুরোপুরি তথ্য থাকলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আবার তথ্যের অভাবে কাজে ও কথায় অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা দেখা দেয়। আর প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত তথ্য পেলে অনেক অস্পষ্টতা দূর হয়। মূল কথা হলো, তথ্য আমাদের যেকোনো বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধি করে। তথ্য আমাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালায়। সুতরাং তথ্যই সম্পদ; তথ্য শক্তিও বটে। আর তাইতো তথ্যই হলো সকল যোগাযোগের আধার বা প্রাণ। তথ্য নেই তো যোগাযোগও নেই। কিন্তু বাস্তবে তা কি এক মুহূর্তের জন্যও সম্ভব?[৫১]

তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও তথ্যে অংশীদার হওয়া একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ আইন, চুক্তি ও নীতিমালার দ্বারা প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। তথ্যের অধিকার মানুষের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার আইনগত স্বীকৃতি এবং একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সৃষ্টি করে। এই অধিকার নাগরিকদের ক্ষমতা দেয় দায়িত্বরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়ার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জিজ্ঞাসার। নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে এমনসব তথ্যক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে জনস্বার্থ তথা নাগরিকস্বার্থ যুক্ত বিধায় নাগরিকমাত্রই এসব সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অধিকার রাখে।

---

[৫১] ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর, তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে, ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৮ পৃ. ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতা বা প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের বাধাসমূহ উন্মোচন করায় সংবাদকর্মী তথা গণমাধ্যমের রয়েছে এক অপরিসীম ও ঐতিহাসিক ভূমিকা। বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে নাগরিকদের অবাধ অভিগম্যতার পথে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কী কী বাধা-বিপত্তি রয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচনেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সংবাদকর্মীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কেননা, সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সাংবাদিক সম্প্রদায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের নানা অসংগতি সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বীয় সংবাদক্ষেত্রে নাগরিক অধিকারের স্বাধীন পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করে থাকেন। সেকারণে বর্তমান অধ্যায়ে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতসহ জাতীয়-আন্তর্জাতিক পটভূমির আলোকে তথ্য ও যোগাযোগের অধিকার এবং তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের প্রাসঙ্গিক নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি, তথ্যের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার আলোকে তথ্য সংগ্রহের পেশাগত কাজে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ কী – সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২. তথ্য অধিকার চর্চা : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

ভাষা উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর সকল প্রাণসত্তা কোটি কোটি বছর ধরে কোনো না কোনোভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করেছে। আর সেকারণেই বলা হয় সভ্যতার প্রায় সমান বয়সী হলো যোগাযোগের ইতিহাস। সভ্যতার ইতিহাস তথা যোগাযোগের ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে জানতে পারি যে, লিখন পদ্ধতি জানার আগে মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর শুধু একে অপরের সঙ্গে কথা বলে তথ্য ও ভাব বিনিময় করেছে; লিখিত পদ্ধতির যোগাযোগে তাই সময় লেগেছে বহু লক্ষ বছর। আর মুদ্রণ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে জ্ঞান তথা তথ্য ও ভাবের বিনিময় হয়েছে বহুমাত্রিকভাবে এবং যা লিখিত আকারে সংরক্ষিত থেকেছে বহু শত বছর ধরে।

পৃথিবীর আদিমতম এককোষী প্রাণীর যেদিন জন্ম যোগাযোগের শুরু হয় সেদিন থেকেই। এককোষী প্রাণী পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি যে সাড়া দিত তাকে আমরা তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের খুবই

Dhaka University Institutional Repository

সরল ধরন বলে তা অনুমান করতে পারি।[৫২] এককোষী প্রাণী অ্যামিবা প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে ছদ্ম পা তৈরি করে সে স্থান ত্যাগ করতে শেখে। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই আদি জীবটিও কোনো কোনো তথ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারতো। কোনগুলো খাদ্য, আর কোনগুলো খাদ্য নয়– তা অনুসন্ধানের মাধ্যমে ওই এককোষী প্রাণীও তার চারপাশের তথ্যগত পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্তত মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারত।[৫৩] তবে তাদের ইঙ্গিত বা আভাস ছিল রাসায়নিক। প্রাণীর এই রাসায়নিক বার্তাজ্ঞাপক স্তর থেকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী তাদের অঙ্গভঙ্গি করে সঙ্কেত দেওয়ার স্তরের মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্কের ইতিহাসের বিরাট উল্লম্ফন তথা অগ্রগতি হয়েছে তার কাহিনী কেউ লিখে রাখেনি।[৫৪]

আদান-প্রদানমূলক যোগাযোগে সক্ষম প্রথম জীব-জন্তু কিংবা হাওয়াই-য়ে এসে নামা পাথর যুগের প্রথম যোগাযোগ দক্ষ সেই মানুষটির মধ্যে যা ঘটেছে তা চেতনার ক্রমবিস্তার, তা আরও বেশি করে তথ্য ধারণ, স্বর ও ভাব-ভঙ্গির আরও প্রসার, আরও বেশি করে তথ্যজ্ঞাপন এবং স্থান ও কালের পরিমাপে বার্তাকে আরও আলাদা ও সুপরিবহনযোগ্য করে তোলার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াবিশেষ। যোগাযোগ বিশারদ অধ্যাপক মার্শাল ম্যাকলুহান তথ্য মাধ্যমকে রূপকের মাধ্যমে ঠিক এই ধারণাতেই বলেছেন, তথ্যমাধ্যম মানুষের সম্প্রসারণবিশেষ এবং তা শব্দেরই ইতিহাস। অবশ্য আমরা যে তথ্যমাধ্যমের কথা অবগত সেগুলোর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলে আসছে।[৫৫]

মানব সভ্যতার যাত্রাকাল থেকেই মানুষের মধ্যে তথ্য লাভের তাড়না, স্বাধীন মত প্রকাশের ইচ্ছা ও যোগাযোগ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর কালে কালে মানুষের এই সহজাত বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব তার অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। আদিম যুগে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই মূলত মানুষের এই অধিকারের চর্চা শুরু হয়। বনে-জঙ্গলে খাদ্য খুঁজতে গিয়ে যখন একজন আদিম মানুষ আবিষ্কার করলো ফল-মূলভর্তি কোনো বাগান কিংবা মাছভর্তি কোনো

[৫২] রহমান, শাফিকুর, যোগাযোগ : মৌলিক ধারণা, রাফিয়া জামান, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৬

[৫৩] প্রাগুক্ত ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান,অলিউর (২০০৮), পৃ. ৫৩

[৫৪] শ্র্যাম, উইলবার, মানুষ মাধ্যম ও যোগাযোগ (তালুকদার ইকবাল হোসেন অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৬

[৫৫] প্রাগুক্ত, শ্র্যাম, উইলবার (১৯৯৩), পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

নদী, তৎক্ষণাৎ সে তার দলের সকলকেই সেই জানাতো। এ ব্যাপারে দলের কেউ প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিয়ে তাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করত।[৫৬] অর্থাৎ, জীবন-জীবিকার টানে আদিম মানুষেরা দিনে দিনে এভাবেই তথ্যের ব্যবহার এবং তথ্য অধিকার চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সভ্যতার প্রথম দিকে তথ্যের প্রাচুর্য না থাকলেও তথ্যের আদান-প্রদানের প্রয়োজন ছিল। সীমিত পর্যায়ের সেই তথ্য লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। মানুষের স্মৃতি নির্ভর হয়ে সেই তথ্য কালের গণ্ডি পেরিয়ে কালান্তরে পৌঁছে যেতো। লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ এভাবেই একে অপরের সঙ্গে শুধু কথা বলে তথ্য ও ভাবের দেওয়া-নেওয়া করেছে; তখন পর্যন্ত লিখে যোগাযোগ করতে পারেনি মানুষ। এরপর লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে আধুনিক গণমাধ্যম আসার আগ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও ভাবের এই দেওয়া-নেওয়া এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে শত শত বছর ধরে ।[৫৭] এভাবে, মানব সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা এই সত্যটি অনুধাবন করতে পারি যে, প্রতিটি সভ্যতার ভিত্তিমূলে – অর্থাৎ, গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু করে, মেসোপটেমিয়, মিশরীয়, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা, রোমান, চৈনিক – সকল সভ্যতায় ক্রমবিকশিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমের ধারণা।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৯ সালে যখন রোমের রোমের 'Ceres' মানমন্দিরে সিনেট কর্তৃক অফিসিয়াল রেকর্ড সংরক্ষিত হতো তখন থেকেই মানুষের তথ্য জানার অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেসময় মানুষ ইচ্ছে করলে এই রেকর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারত। অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব ৬০-২৭ সালে জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত 'Acta Diurna' (প্রতিদিনের কার্যাবলী), 'Acta Populi' (জনসাধারণের আইন), 'Acta Urbana' (মিউনিসিপ্যাল আইন), Acta Publica (সরকারি আইন) চালু হলে মানুষের তথ্য জানার অধিকার আরও বিকশিত হয়। এসব আইন প্রাচীন রোম নগরের প্রকাশ্য স্থানগুলোতে সেটে রাখা হতো যেন মানুষ সহজেই রাষ্ট্রীয় তথ্যাবলী জানতে পারে।[৫৮] উল্লেখ্য যে, ইতিহাসে জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত 'অ্যাকটা ডায়ার্না'কে পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র তথা আধুনিক সংবাদপত্রের পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

---

[৫৬] তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা,গবেষণা প্রতিবেদন, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪

[৫৭] প্রাগুক্ত ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান,অলিউর (২০০৮), পৃ. ৫৩-৫৪

[৫৮] তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা (২০০২), পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন মহাভারত ও রামায়ণেও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থসমূহে বর্ণিত যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে এক ধরনের লোক যুদ্ধের সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকত। তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কিত সকল তথ্যই জানা যেত। এছাড়া ১১ থেকে ১৪ শতকে মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় 'Town 'Criers' নামে এক ধরনের লোক নিয়োজিত ছিল যারা নিত্যদিনের খবরাখবর মুখে মুখে চিৎকার করে ঘোষণা করত।[৫৯] আর এভাবেই তখন থেকে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী জানার চর্চায় ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে তথ্য জানা ও জানানোর কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন মেলে সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে। এসময় প্রজা সাধারণের পালনীয় অনুশাসনগুলো লোকজনকে জানানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যস্থানে পাথরে খোদাই করে রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। আর সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ পাথরে খোদাই করে রাখার রীতি সারা ভারতবর্ষে দেখা যায়। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ রাজাদের আমলেও লোক শিক্ষা প্রচার, ধর্মসভা, ধর্মবিহার স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাথরে চিত্রিত বাণীর মাধ্যমে তথ্য জ্ঞাপনের চেষ্টা লক্ষ করা যায়।[৬০]

মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে কাঠ, পোড়ামাটি বা পাথরের খণ্ডে খোদাই করা বই, গুটানো চামড়ায় লেখা ফরমান বা বাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। 'প্যাপিরাস', চামড়া, ছালসহ অন্যান্য উপকরণ লেখার কাগজ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এসময় প্রাচ্যে লেখার কালি তৈরির পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং পরে কালি তৈরির কৌশল প্রসার লাভ করে পাশ্চাত্যে।

পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় জার্মানির মেইন্‌জ শহরে উদ্ভাবিত হয় চলমান হরফ (Movable Type) সম্বলিত পৃথিবীর প্রথম মুদ্রণযন্ত্র তথা ছাপাখানা। জোহান গেইনজস্‌ ফ্লাইশ ওরফে গুটেনবার্গ নামে এক ব্যক্তি কিছু প্রচলিত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি সহযোগে পূর্বেকার ভাবচিত্রধর্মী ভাষার পরিবর্তে ধ্বনিভিত্তিক আক্ষর সাজিয়ে এই মুদ্রণযন্ত্রে পবিত্র বাইবেলের বেশকিছু কপি ছাপাতে সক্ষম হন। অধ্যয়ন-অুসন্ধানে লক্ষ করি, মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা আবিষ্কারের সেই পথ ধরে আজ অবধি তথ্য-

[৫৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

[৬০] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮)পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যম তথা গণযোগাযোগ মাধ্যমের উদ্ভাবন ও উন্নয়নে এবং তথ্য উৎপাদন ও বিলি-বন্টনের পদ্ধতি-কৌশলের ক্ষেত্রে অগ্রগতি রয়েছে বিস্ময়করভাবে।

প্রয়োগকৌশলের দিক থেকে গুটেনবার্গ যা করেছেন কিংবা তার আমল থেকে এ পর্যন্ত সকল গণযোগাযোগ মাধ্যম যা করেছে তা মূলত তথ্য নকল করে ওই তথ্য বিলিবন্টন করে দেওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তির সামর্থ্যকে প্রায় সীমাহীনভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য যোগযোগ প্রক্রিয়ায় একটি যন্ত্রসংযোজন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬১] তবে মানবীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া এই মুদ্রণযন্ত্রের প্রভাবে বহুমাত্রিকভাবে বদলে গেছে, যার ফলে মানুষের বাঁচার অবলম্বন চেষ্টায় তথ্যের প্রচার ও প্রবাহের অভাবিত সক্ষমতা তৈরির সুবাদে মানব জীবনে মুদ্রণ প্রযুক্তি-কৌশল অব্যাহতভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

মুদ্রণ মাধ্যম ছাড়াও মধ্য ও প্রাক আধুনিক যুগে ভারতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল যেগুলোর কাজকে সাংবাদিক বা গণযোগাযোগের কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বাগদাদে সাহিব-উল-বারিদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। সাহিব-উল-বারিদ মানে হলো সংবাদ-সংগ্রহ অধিকর্তা। দেশের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ এবং তা শাসকবর্গকে জানানো এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল। আর ভারতবর্ষে আর্য রাজাগণের আমল থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সংগ্রহ এবং তা জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'প্রতিবেদক' নামের একশ্রেণীর লোকের কথা পাওয়া যায় যাদের কাজ ছিল শাসকদের জন্য খবরাখবর সংগ্রহ করা। কৌটিল্য অবশ্য এদেরকে গুপ্তচর বলে অভিহিত করেছেন। সম্রাট অশোক তার আদেশ, সমন, ধর্মীয় বাণী ইত্যাদি নরম কাদায় লিখে জনগণের মধ্যে প্রচার করতেন। সম্রাট অশোক কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিবেদকগণ দু'ধরনের কাজ করতেন– প্রথমত রাজ্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত, অশোকের ধর্মীয় বাণী, কীর্তি ইত্যাদি জনগণের মধ্যে প্রচার করা।[৬২]

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে সম্রাট আলাউদ্দিন খলজী দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ ও পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সংবাদ সংগ্রাহকদের জন্য রিলে পদ্ধতিতে আশ্বারোহন এবং রাস্তায় ৩/৪ মাইল অন্তর ডাক চৌকির ব্যবস্থা

[৬১] প্রাগুক্ত, শ্র্যাম, উইলবার (১৯৯৩), পৃ. ১৫
[৬২] প্রাগুক্ত, রহমান, শাফিকুর (১৯৯৫) পৃ. ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

করেন। মুঘল সম্রাটদের আমলে এই তথ্য-পরিবহন ও যোগাযোগ আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। মুঘল যুগে 'Bureau of Intelligence' ধরনের' একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ প্রাতিষ্ঠানের কাজ ছিল সাম্রাজ্যের যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করা। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে 'ওয়াকিয়া নবীশ' নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ফার্সী শব্দ 'ওয়াকিয়া নবীশ' মানে হলো সংবাদ লেখক। এরা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ করতো। এদের লেখার অক্ষরগুলোর শৈল্পিক সৌন্দর্য্য ছিল। যার ফলে সে সময়ে হস্তলিপি শিল্পের চর্চারও বিকাশ সাধিত হয়। ওয়াকিয়া নবীশদের লেখা সংবাদগুলোকে নিউজ লেটার বলা হতো। নিউজ লেটারে সাধারণত রাজ্যের কার্যাবলী, যুদ্ধ বিগ্রহের খবর ও সম্রাটকে দেওয়া উপহার সামগ্রীর বর্ণনা থাকতো। নিউজ লেটারের বিষয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অনেক স্বাধীনতা ভোগ করত। ওয়াকীয়া নবীশ ছাড়াও 'খুফিয়া নবীশ', 'সাওয়ানী নিগার' নামে আরও দু'শ্রেণীর লেখক ছিল। প্রথমোক্তরা রাজ্যের গোপনীয় খবর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ কুটনৈতিক বিষয়াদি লিখতেন।[৬৩]

আমরা লক্ষ করি, আধুনিক গণমাধ্যমসমূহ ব্যবহারের আগ পর্যন্ত 'তথ্যের দ্বাররক্ষী' হিসেবে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকায় ছিলেন পুরোহিত, রাজকবি, পর্যটক ও ঐতিহাসিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ। কালক্রমে তারা সেই স্থানচ্যুত হয়েছেন এবং তাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল স্থানটিতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে আধুনিক সব 'গণযোগাযোগ যন্ত্রমাধ্যম'। সময়ান্তরে আমরা আরও দেখতে পাই, আধুনিককালের যোগাযোগ যন্ত্রগুলো এত বেশি তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সক্ষম এবং এত সর্বব্যাপী উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যবহৃত এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারসহ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে পারঙ্গম হয়ে উঠেছে যে পুরো ব্যাপারটিকে একটা পরিমাণগত বিপ্লব (Quantum-jump) বললে অত্যুক্তি হয় না।[৬৪]

তথ্যক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি করার ধারণাটি ভিত্তি পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকিত যুগে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখতে পাই সবার আগে আইনী কাঠামোয় তথ্যের অধিকার চর্চার সুযোগ পায় সুইডেনেবাসী। ১৭৬৬ সালে

---

[৬৩] পূর্বোক্ত,পৃ. ৩১

[৬৪] প্রাগুক্ত, শ্র্যাম, উইলবার (১৯৯৩),পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

সুইডেনে 'ফ্রিডম অব দ্য প্রেস অ্যাক্ট' গৃহীত হয়। এই আইনে সরকারি নথি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং সরকারি সংস্থাসমূহে জনগণের দাবিকৃত নথির অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।[৬৫]

১৭৮৯ সালে 'ফ্রেঞ্চ ডিক্লারেশন অব দ্যা রাইটস অব ম্যান'-এ বাজেটের তথ্য মুক্তভাবে পাওয়ার জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এতে করে, বাজেটে জনগণের অংশগ্রহণ, এর জনগুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে –এসব বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগতভাবে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। প্রায় একই ধরনের ঘোষণা গ্রহণ করে নেদারল্যান্ড ১৭৯৫ সালে যেখানে বলা হয়, প্রত্যেকেরই জনপ্রশাসনের কার্যক্রমের হিসাব এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিষয়ে জানতে চাওয়ার অধিকার রয়েছে।[৬৬] আইনী ব্যবস্থায় তথ্য অধিকার চর্চার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে কলম্বিয়ার। প্রকৃত অর্থে সুইডেনের পর কলম্বিয়া হলো তথ্য অধিকারের অনুকূলে আইন প্রণয়নকারী দ্বিতীয় দেশ যেখানে জনগণকে সরকারি তথ্য দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়েছে ১৮৮৮ সাল থেকে। 'কোড অব পলিটিক্যাল অ্যান্ড মিউনিসিপাল অর্গানাইজেশন, ১৮৮৮ - কলম্বিয়া' আইনের আওতায় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আর্কাইভে সংরক্ষিত তথ্যে প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেওয়া হয়; অন্য কোনো আইনের নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত এই প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। আর ১৯৯১ সালে সংবিধান কর্তৃক সরকারি তথ্যে প্রবেশাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা হয়।[৬৭]

সুইডেন সরকারি নথিতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে আইন প্রণয়নের প্রায় ১২২ মাথায় ১৮৮৮ সালে কলম্বিয়ায় এবং তারও ৬৩ বছর পর ফিনল্যান্ড নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার নীতিকে আইনগত স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে অনুসারী দেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পটভূমিতে আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারের মানদণ্ড ও স্বীকৃতি গড়ে উঠে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল ব্যক্তির তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার জোরালোভাবে স্বীকৃত হওয়ায় এবং এর আলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তির মাধ্যমে দেশে দেশে নাগরিকদের তথ্য অধিকার

---

[৬৫] Banisar, David, *Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws*, Privacy International, London, UK: 2006, P.18

[৬৬] পূর্বোক্ত, Baniser,David (২০০৬), P. 18

[৬৭] পূর্বোক্ত, P. 18

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার আহ্বান বা তাগিদ ছড়িয়ে দেওয়া হলে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশে সরকারি নথিপত্রে তথা জনপ্রশাসনিক তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অনুকূলে সমন্বিত আকারে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে আমরা লক্ষ করি, নরডিক দেশসমূহ সুইডিশ মডেল অনুসরণ করতে শুরু করে। ফিনল্যান্ড ১৯৫১ সালে, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক ১৯৭০ সালে অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে।

১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয়। ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ড অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে ১৯৭৮ সালে।[৬৮] একই ধরনের আইন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে প্রণীত হয় ১৯৮২ সালে এবং কানাডায় তা পাস হয় ১৯৮৩ সালে। এরই ধরাবাহিকতায় বিশ্বের দেশে দেশে 'তথ্য অধিকার আইন' 'তথ্য স্বাধীনতা আইন' কিংবা 'তথ্য অভিগম্যতা আইন' প্রণীত হতে দেখা যায়।

৫.৩ তথ্য অধিকার আন্দোলন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহের দাবি ও তাগিদের অনুকূলে জনপ্রত্যাশার চাপের অংশ হিসেবেই সময়ান্তরে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে তথ্য অধিকার আন্দোলন। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা আনান, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, নাগরিকদের মানবাধিকার সুসংহত করা ইত্যাদি প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের নাগরিক কণ্ঠস্বর যতই উচ্চকিত হয়েছে ততই জোরদার হয়েছে তথ্য অধিকার আন্দোলন। এক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা-সংগঠন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহের অনুকূলে বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান এবং বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলের তথ্য অধিকার আন্দোলনের সুবাদে দেশে দেশে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন', 'তথ্য অভিগম্যতা আইন' কিংবা 'তথ্য স্বাধীনতা আইন'[৬৯]। ইতোমধ্যে পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে অনুরূপ আইন প্রণীত হয়েছে এবং আরও বহু দেশে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

---

[৬৮] পূর্বোক্ত, P.18-19.

[৬৯] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অভিজিৎ (২০০৮) পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে তথ্য অধিকার আন্দোলন

পৃথিবীতে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্ত প্রকৃতির সরকার ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাদর্শ যতই সম্প্রসারিত হয়েছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে নাগরিক জীবনে অবাধ তথ্য প্রবাহের দাবি ও তাগিদ যতই জোরালো হয়েছে; একইমাত্রায় ক্রমসম্প্রসারিত হয়েছে তথ্য অধিকার তথা তথ্য স্বাধীনতার আন্দোলন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন থেকে শুরু করে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের পতন পর্যন্ত সময়টি ইতিহাসে 'খোলা চিন্তার' দশক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর সামাজিক আন্দোলন দানা বাধে এবং আরও মুক্ত, আরও গণতান্ত্রিক, আরও কার্যকর সরকারের দাবি জোরালো ও ফলপ্রসূ হতে থাকে। রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন সোভিয়েত আর্কাইভগুলো আংশিকভাবে খুলে দেন। বিল ক্লিনটন তার পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া বিলিয়ন পৃষ্ঠার ইউএস সিক্রেটস অবমুক্ত করেন। চারটি মহাদেশের যুদ্ধবিষয়ক ট্রাইবুনাল, গণহত্যা ও গুপ্ত হত্যাগুলো তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা বিচারের সম্মুখীন হতে থাকে এবং কোর্ট জেনারেলদের জেলে পাঠিয়ে দেয়। তথ্য-সঙ্গরশিপকে বিনাশ করে দেয় ইন্টারনেট এবং এর ফলে সরকার পরিচালিত গণমাধ্যমের একক কর্তৃত্বও খর্ব হয়[৭০]।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অধিকারকে ক্রমেই একটি যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দড়া করিয়ে দেয় এবং তা বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং আইনী স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে উৎসাহিত করে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৬ সালে তথ্য স্বাধীনতা আইন পাস করার পর তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও এ ধরনের আইন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। অত:পর জাতিসংঘসহ নানা আন্তর্জাতিক সংগঠনও অনুরূপ আইন প্রণয়নে বিভিন্ন দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। ফলে অনেক দেশই নিজ দেশের জন-আকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক-প্রত্যাশার চাপে এবং পৃথিবীর উন্নয়ন-অগ্রসর আরও দেশের সরকার নিজ উদ্যোগেই এ ধরনের আইন প্রণয়নে অনুপ্রাণিত হয়। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোই অধিকহারে তথ্য স্বাধীনতা আইন কিংবা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে সক্ষম হয়েছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে বাকি বিশ্বের দেশসমূহ তা অনুসরণ করেছে।

---

[৭০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে তথ্য অধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠা এবং তথ্য স্বাধীনতার অনকূলে আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকান মানবাধিকার সনদটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আমেরিকান মানবাধিকার সনদে তথ্য অধিকারকে কথা বলার, চিন্তা করার এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা'র অংশ হিসেবে নিশ্চিত করা হয় (আর্টিকেল ১৩)[৭১]। সনদটি ১৯৭৮ সালের ১৮ জুলাই তারিখে কার্যকর হয়।

১৯৯৩ সালে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত র‍্যাপোর্টিয়ার প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (আইসিসিপিআর) অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ এবং তা ফিরে পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার অনুকূলে, রাষ্ট্রসমূহের ওপর একধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপের চাপ সৃষ্টি করা হয়[৭২]। আমরা লক্ষ করি, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতির ব্যাপারে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার পাশাপাশি জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মসূচিও যথেষ্ট অবদান রাখে; যেমনঃ ১৯৯২ সালে পরিবেশ বিষয়ে রিও-ঘোষণায় তথ্য পাওয়ার পথ সুগম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা বাড়ানো এবং উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে সহজতর করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বিশেষ তাগিদ তুলে ধরা হয়।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, অর্গানাইজেশন অব অ্যামেরিকান স্টেটস এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা'র যৌথ ঘোষণার পর থেকে মানবাধিকার বিষয়ক এনজিওসমূহ, বিশেষ করে মুক্ত মতামত প্রকাশের বৈশ্বিক প্রচারাভিযান বিষয়ক সংস্থা 'ARTICLE 19'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচারাভিযান বিস্তৃত[৭৩] হতে থাকে।

ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোতে তথ্য গোপন করার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়। একইসঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনসমূহ প্রতিনিয়ত তথ্য অধিকারের দাবির

---

[৭১]প্রাগুক্ত . Baniser,David (২০০৬), P.14

[৭২] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮),পৃ. ১১৫

[৭৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখীন হতে থাকে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের দাবিটিও দিনে দিনে সোচ্চার হতে থাকে। [৭৪]

তথ্যের স্বচ্ছতা নিয়ে ইসরাইলে রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতা চুক্তির কপি পেতে আইনজীবীগণ ৪টি মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারীগণ চুক্তির বিষয়বস্তু জানতে চান। কোনো পক্ষ তথ্য অভিগম্যতার বিরোধীতা না করে আদালতের কাছে জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সমর্থন করে একটি আইনের ঘোষণা দিতে বলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত ঘোষণা করল যে জনগণের জানার অধিকার আছে : ক) সংসদ সদস্যরা জনগণের স্বার্থ রক্ষার নির্ভরযোগ্য জায়গা; তারা অবশ্যই তাদের কর্ম সংক্রান্ত সকল তথ্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করবেন, খ) জনগণের নিরীক্ষণের জন্য চুক্তিগুলো প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই পটভূমিতে ১৯৯৮ সালে ইসরাইল তথ্যের স্বাধীনতা আইন পাশ করে এবং ১৯৯৯ সালে তা কার্যকর হয়[৭৫]।

যুক্তরাজ্যের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সংস্কারের পাশাপাশি আশির দশকেই বৃটেন 'অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন' বিল প্রণয়ন করে যা পাস হয় অনেক পরে, অর্থাৎ ২০০০ সালে বিলটি আইন আকারে পাস করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক ১১ সেপ্টেম্বরে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় যুক্তরাজ্য তার এই নতুন আইনটি ২০০৫ পর্যন্ত স্থগিত রাখে এবং ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে তা পুনরায় কার্যকর হয়।

চিলি সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় কোম্পানি 'ট্রিলিয়াম'-এর যে চুক্তি হয় তার পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি বেসরকারি সংস্থা 'টেরাম'কে (Terram) দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আট বছর আইনী লড়াইয়ের পর সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক টেরাম'-এর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে 'টেরাম' মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকান আদালতে (IACHR) আপিল আবেদন করে। আন্তঃআমেরিকান মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী চিলি সরকারের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে এবং তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর আইনগত কাঠামো স্থাপনের বাধ্যবাধকতা থাকায়

[৭৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

[৭৫] *Meshulam Shalit Adv. V Shimon Peres, M.K., 1990 (HCJ 1601/90)*

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত মামলার অগ্রগতি চলাকালে চিলি তার সংবিধানে তথ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে (২০০৫ সালে) এবং ২০০৮/৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে[৭৬]।

তথ্য অধিকারের চর্চায় মেক্সিকো ও ভারতের উদাহরণ বেশ তাৎপর্যবহ। ২০০২ সালের শুরুর দিকে মেক্সিকোতে তথ্য স্বাধীনতা আইন কার্যকর হলে সেই আইন বলে দমন-নিপীড়নের সময়কার পুলিশি তথ্য উন্মুক্ত করা হয় এবং 'লা টেলেকো'র মতো বর্বরতার তথ্য প্রকাশ পায়। আর ভারতে 'তথ্য অধিকার' আন্দোলন মূলত প্রান্তিক পর্যায়ের নিরক্ষর মানুষদের দ্বারাই সংগঠিত হয়; মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাজস্থানের কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠন 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' – এমকেএসএস'র আন্দোলনের পথ ধরেই ভারতে প্রথমে ২০০২ সালে এবং পরে সংশোধিত হয়ে ২০০৫ সালে পৃথিবীর অন্যতম সফল তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়।

উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও আন্তর্জাতিক পরিসরে মুক্ত তথ্য আন্দোলনের অনুকূলে ব্যাপক সাফল্য লক্ষ করা যায়। বলা যায়, বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার চর্চায় এসব ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয় এবং তার আলোকে চলমান প্রবণতা ব্যাখ্যা করাও সহজ হয়। প্রথমত, বিশ্বের অধিকাংশই দেশই ৯/১১ এর ঘটনার অজুহাতে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার রোধে নেতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশে তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকারের অন্যতম প্রধান বাধা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তথ্য স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হয়েছে। এছাড়া, জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন এবং বিশ্বায়নের স্বচ্ছ-সুফল বাজার প্রতিষ্ঠার গতি ১১ সেপ্টেম্বরজনিত কারণে পরিবর্তিত হয়নি। বরং বলা চলে এই দুই প্রবণতার চাপে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারকগণ তথ্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন[৭৭]।

৫.৩.২ ভারতে তথ্য অধিকার আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকারী বিশ্বের অন্যতম সফল দেশ এবং একই ভৌগলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাদৃশ্য বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা বর্তমান গবেষণায় বিশেষ গুরত্ব

---

[76] Inter-American Commission of Human Rights, Application Submitted to the Inter-American Court of Human Rights Against the State of Chile, Case 12.108 Claude Reyes et al, 8 July 2005. http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=16278

[77] পূর্বোক্ত, Inter-American Commission of Human Rights (২০০৫), পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

বহন করে। কেননা, ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের ঢেউ সহজেই বাংলাদেশকে আন্দোলিত করে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকাংশেই 'রোল মডেল' হিসেবে ভারতকেই বেছে নেয়। আর সেকারণে ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলন এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা নিয়ে এ অংশে আলাদাভাবে প্রাসঙ্গিক দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

বিশাল একটি দেশ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত করতে এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে দুর্নীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রণীত ভারতের তথ্য অধিকার আইনটি ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে সমুজ্জ্বল। আর এই অর্জনের নেপথ্যে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেসব নামের শুরুতেই উঠে আসে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তথা কৃষক-মজদুরদের সংগঠন 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' (এমকেএসএস)-এর নাম। ভারতে তথ্য অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলায় এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে এমকেএসএস; আর আন্দোলনের সফল পরিণতিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এমকেএসএস-এর অবদান অপরিসীম।

বহুবছর ধরে দারিদ্র্য হটানোর গল্প বলে গ্রামীণ অবকাঠামো তৈরির নামে সরকারি অর্থের অপচয় ও লুটপাটের তথ্য গোপন করার যে সংস্কৃতি এ অঞ্চলে চালু ছিল তাকে ধাপে ধাপে চ্যালেঞ্জ করে বসে রাজস্থানের গ্রামের মানুষ। কৃষক, শ্রমিকসহ নানা শ্রেণী-পেশার লোকজনদের নিয়ে ১৯৯০ সালে এখানে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' (এমকেএসএস)[৭৮] এবং ১৯৯৪ সালের দিকে ভারতের মধ্য রাজ্যস্থানের একটি দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ গ্রাম থেকে গড়ে ওঠে তথ্য অধিকার আন্দোলন।

১৯৯৪ সালে খরাপ্রবণ ও মঙ্গাপীড়িত রাজস্থানের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রিলিফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য দিয়ে মঙ্গা মোকাবেলা করতে রাজ্য সরকার এ কর্মসূচির আওতায় রাস্তা নির্মাণ বা পুকুর খননে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করে। এসময় এমকেএসএস দরিদ্র মজদুরদের সংগঠিত করে এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং এসব কাজের স্বচ্ছতা আনায়নের জন্য তারা জনশুনানীর ব্যবস্থা করে। এতে সরকারি সংস্থার লোকজন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া কাজ এবং সরকারি অনুদানের হিসাব চাওয়া হয় এবং তা যাচাই করা হয়। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হত জন-'সুনাবাইস'(Jan Sunwais)। এভাবে এমকেএসএস জনগণের দাবিকে ক্রমশ জোরদার করে

---

[৭৮] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮),১১৯

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য কাজ করতে থাকে; অর্থাৎ জনগণের জানার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুনানী অব্যাহত রাখে[৭৯]।

এমকেএসএস -এর নেতৃত্বে এলাকার জনগণ "আমাদের অর্থ আমাদের হিসাব" - এই স্লোগান নিয়ে স্থানীয় প্রশাসকের কাছে সরকারের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের হিসাব দাবি করে। সরকারি নথি ও হিসাবপত্র পাওয়ার আইনগত অধিকার না থাকায় স্থানীয় প্রশাসক তাদেরকে তথ্য দিতে অস্বীকার করে। দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় প্রশাসন গ্রামের অধিবাসীদের কোনোরূপ তথ্য দিয়ে সচেতন করার পরিবর্তে বরং তাদেরকে অবদমিত রাখতেই অভ্যস্ত ছিল এবং কখনোই তারা এলাকার লোকজনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিল না। তাই স্বভাবতই প্রশাসনের লোকজন সরকারি নিয়ম-কানুনের জটিল ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রামবাসীর দাবিকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু এমকেএএস-এর নাছোড়বান্দা কর্মীগণ সরকারি অফিসের তথ্য পাওয়ার জন্য একের পর এক প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ, ভূখা মিছিল, ইত্যাদি ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করতে থাকে। আর এভাবে নানা ধরনের গণমূখী কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের বিপরীতে অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টির ফলে ধীরে ধীরে বিষয়টির প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং গণমাধ্যমের সমর্থনের ফলে তথ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিধি ও গতি-প্রকৃতি ক্রমশ বিস্তৃত হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে প্রশাসন নমনীয় মনোভাব পোষণ করে এবং তথ্যের জন্য অনুরোধকারীদের তথ্য দিতে শুরু করে[৮০]। এমকেএসএস প্রথমে 'সামাজিক নিরীক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসনের হিসাব বইয়ের তথ্য অনুসন্ধান ও প্রকাশ করে। এরপর সরকারি তথ্যে জনগণের যথাযথ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য জনসমক্ষে গণশুনানির আয়োজন করে। এই গণশুনানিতে উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ, প্রকল্পের মেয়াদ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বরাদ্দকৃত বাজেটসহ সামগ্রিক কর্মপদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরা হয়। আর সেই কর্মপদ্ধতির রূপরেখায় কারা কাজ করবে, কত দিন ধরে কাজ করবে, তাদের কী পরিমান সম্মানী বা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সে বিষয়গুলোও রেকর্ডবদ্ধ করা হয়। ফলে এরূপ প্রকাশ্য গণশুনানীতে এলাকার লোকজন সরাসরি উপস্থিত হয়ে দলিলে লিখিত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে

---

[৭৯] *Harsh Mander and Abha Joshi, THE MOVEMENT FOR RIGHT TO INFORMATION IN INDIA, People's Power for the Control of Corruption, commonwealth human Rights Initiative , p.8*
http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/articles/india_articles.htm/09.06.2013

[৮০] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যমূলক খাত ও দিকসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হন; এমনকি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেকেই এই শুনানির মাধ্যমে খুঁটিনাটি হিসাব নিকাশ বুঝে নিতেও সক্ষমতা অর্জন করেন।[৮১]

এমকেএসএসের গণশুনানী যেমন স্থানীয় জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল তেমনি সরকারের ভেতর ও বাইরে প্রগতিশীলদের মধ্যেও সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে মহিসুরের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একাডেমীর সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে 'তথ্য অধিকার' এর ওপর আলোকপাত করে একটি কর্মশালা করার জন্য এক ব্যতিক্রমি উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে এর আগে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে তার সরকারই দেশের প্রথম রাজ্য সরকার হিসেবে স্থানীয় উন্নয়ন কাজের অফিসিয়াল কপি টাকার বিনিময়ে সাধারণ জনগণকে দেওয়ার অধিকার দেবে। তবে এক বছর পরেও যখন সে আদেশ কার্যকর হলো না, তখন এমকেএসএস সিদ্ধান্ত নেয় তারা অবরোধ কর্মসূচি "ধরনা"* দেবে। জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ের তথ্য দেওয়ার দাবিতে তাদের প্রথম 'ধরনাতে'ই ব্যাপক সাড়া পড়ে। এসময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এখন থেকে জনগণ চাইলে নির্দিষ্ট ফি'র বদলে তারা কাজের হিসাবের তথ্য দেখতে পারবেন। কিন্তু এমকেএসএস-এর অনড় দাবি, তাদেরকে এসব হিসাবের কপি দিতে হবে। এরপর আরও কয়েকটি অবরোধ কর্মসূচি বা 'ধরণা' পালিত হয়। এতে সাধারণ জনগণের পাশপাশি গণমাধ্যমও এগিয়ে আসে। পুরো ভারত জুড়েই এই অবরোধ কর্মসূচির খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং এমকেএসএস-এর আন্দোলনে জনসমর্থন বাড়তে থাকে[৮২]।

এরূপ সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশই গণসচেতনতা তৈরি হতে থাকে। জনগণ ধাপে ধাপে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সরকারি প্রতিনিধিদেরকে প্রশ্ন করে জবাব দিতে বাধ্য করেন। জনপ্রশাসনের স্থানীয় কর্মচারীরা প্রথম প্রথম বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও জবাবদিহির এক পর্যায়ে গিয়ে তারা দুর্নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনগণের তহবিল তসরূপের অর্থ ফেরত দিতেও বাধ্য হন।

তথ্য অধিকার অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিপুল সংখ্যক মানুষ তথ্য অধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে থাকেন এবং এভাবে তথ্য পাওয়ার দাবি ও আন্দোলনের কর্মসূচি প্রাদেশিক রাজধানীর

---

[৮১] পূর্বোক্ত, পৃ.১২০

* রাজস্থানের অবরোধ কর্মসূচি, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ধরনা'

[৮২] পূর্বোক্ত, *THE MOVEMENT FOR RIGHT TO INFORMATION IN INDIA, People's Power for the Control of Corruption* পৃ.-১১

Dhaka University Institutional Repository

গণ্ডি ছাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে তা সারা ভারতে পৌঁছে যায়। স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমসমূহে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। তথ্য অধিকার ইস্যুতে জনগণের মধ্যে ক্রমেই সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সরকারে ওপর অধিকারটির আইনি স্বীকৃতির জন্য ক্রমাগতভাবে চাপ বাড়তে থাকে। আর অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এমকেএসএস, এনসিপিআরআই (ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ফর দ্য পিপলস রাইট টু ইনফরমেশন) ও 'প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া'সহ আরও নানা সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসমূহ জনগণের তথ্য অধিকারের আইনগত স্বীকৃতির অনুকূলে তাদের নানামূখী কর্মসূচি অব্যাহত রাখে[৮৩]।

১৯৯৩ সালে আহমেদাবাদের শিক্ষা এবং গবেষণা কাউন্সিল তথ্য অধিকারের একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করে। এরপর ১৯৯৬ সালে বিচারপতি পি বি সাওয়ান্তকে প্রধান করে ভারতের প্রেস কাউন্সিল তথ্য অধিকারের একটি খসড়া নমুনা আইন পেশ করে ভারত সরকারের কাছে। এই খসড়া নমুনা আইনটি পরবর্তীকালে আধুনিক বা হালনাগাদ করে নামকরণ করা হয় পিসিআই-এনআইআরডি তথ্য স্বাধীনতা বিল ১৯৯৭। তবে উল্লিখিত কোনো খসড়া আইনই সরকার গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করেনি। ইতোমধ্যে এনসিপিআরআই-এর নের্তৃত্বে তথ্য অধিকারের জাতীয় প্রচারাভিযান তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করে। ১৯৯৬ সালে নয়া দিল্লীতে সংবিধিভুক্ত হওয়ার পর এনসিপিআরআই -এর মূল লক্ষ্য হয় তথ্য অধিকারের বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের সংগ্রাম থেকে সক্রিয় সমর্থন লাভ করা। সেইসঙ্গে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের লক্ষ্যে কার্যকর আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া[৮৪]।

১৯৯৭ সালে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে তথ্য অধিকারের আইনি কাঠামো নির্ধারণের জন্য এইচ.ডি শুরি'র তত্ত্বাবধানে 'শুরি কমিটি' নামে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশে তথ্য স্বাধীনতা আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে। শুরি কমিটির রিপোর্ট এবং খসড়া আইনটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৫] কিন্তু সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের মানদণ্ড নিরূপিত না হওয়ায় খসড়া আইনটি বেশ সমালোচিত হয় এবং তা দু' দুটি সরকারের কার্যকালের মধ্যের আর আইনসভায় উপস্থাপিত হয়নি। অবশেষে শুরি কমিটির খসড়া

---

[৮৩] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ.১২১

[৮৪] পূর্বোক্ত, পৃ.১২১

[৮৫] পূর্বোক্ত, পৃ.১২২

Dhaka University Institutional Repository

আইনটির ওপর পুনরায় কাজ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে এ সংক্রান্ত বিলটি পাঠানো হয় পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে। জুলাই ২০০১-এ কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের আগে নাগরিক সমাজের সঙ্গে কিছু মতবিনিময় করা হয় এবং কমিটির প্রতিবেদনে সরকারকে নাগরিক সমাজের সঙ্গে আরও মতবিনিময় করে বিলটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে বলে সুপারশ করা হয়। ২০০২ সালে 'জাতীয় তথ্য স্বাধীনতা বিল ২০০০ (The National Information Bill 2000)' আইনসভায় উত্থাপিত হয় এবং ২০০২ সালের ডিসেম্বরে এটি পাশ হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আইনটি বহুদিন পর্যন্ত প্রায়োগিক কার্যকারিতা লাভে সক্ষম হয়নি। ইতোমধ্যে জনদাবি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সরকার প্রাদেশিক পর্যায়ে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয় রেকর্ডপত্রাদি প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার বাস্তবায়ন সংবলিত প্রশাসনিক আদেশ জারি করে। অপরদিকে কোনো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এই পটভূমিতে ২০০৪ সালের মে মাসে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) সরকার ক্ষমতায় এলে তথ্য অধিকার আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। সর্বদলীয় সরকারের পক্ষে ইউপিএ সরকারি কর্মসূচির ন্যূনতম লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন তদারকির জন্য ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল (এনএসি) গঠন করে। এই কাউন্সিলে এনসিপিআরআই -এর দু'জন সদস্যসহ স্বনামধন্য পেশাজীবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এনএসি সিভিল সোসাইটি ও সরকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ শুরু করে এবং এসময় এনএসি তথ্য অধিকারের কার্যকর আইন প্রণয়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে[৮৬]।

২০০৪ এর ১৭ জুলাই কাউন্সিলের প্রথম সভায় এনএসি সদস্যবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের প্ল্যাটফরম থেকে জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং তারা নাগরিকদের তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার ডাক দেন। আলোচনাসমূহকে ফলপ্রসু করে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কমনওয়েলথ্ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) এনএসি এবং ক্যাবিনেটভুক্ত সংসদ সদস্যদের কাছে উল্লিখিত তথ্য স্বাধীনতা আইন পর্যালোচনাসহ সুপারিশমালা জমা দেন । প্রথম এনএসি সভার পরই অরুনা রায় প্রধান সরকারের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন যারা সুপারিশ করেছিলেন যে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তথ্য স্বাধীনতা আইনের সংশোধনী দাবি করে একটি পেপার জমা দেওয়া

---

[৮৬] পূর্বোক্ত, পৃ.১২২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এরপর বিভিন্ন মহলের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পুনঃসংশোধনীসহ 'কেন্দ্রীয় তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০২' পরিমার্জন করে এনএসি'র ৩১ জুলাই ২০০৪ তারিখের দ্বিতীয় সভায় তা পেশ করা হয়। এনএসির সভায় এনসিপিআরআই এর সুপারিশসহ খসড়াটি বিবেচনা করা হয় এবং 'তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০২' পুনঃসংশোধনীর সুপারিশ করা হয়। অতঃপর এনএসি'র দুজন সদস্য – অরুনা রায় ও জীন দ্রেজ – পূর্ববর্তী দুটি সভার পর্যালোচনা ও সুপারিশসমূহের আলোকে আইনটি আরও নবায়ন করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে এনসিপিআরআই এর পক্ষে জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলা দায়ের করা হলে শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় বেঁধে দেওয়া হয় এটি অবহিত করার জন্য যে কখন আইনটি ঘোষিত হবে এবং যদি তা না করা হয় সে অবস্থায় অন্তবর্তীকালীন প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করা হবে[৮৭]।

২০০৪ এর ১২ আগস্ট তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০২ এর সংশোধিত খসড়াটি প্রকাশ করা হয় এবং এনএসি'র তৃতীয় সভায় তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০২ সংশোধনের জন্য এনএসি চূড়ান্ত সুপারিশ গ্রহণ করে। এনএসি'র অনুমোদিত চূড়ান্ত খসড়াটি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর মাধ্যমে পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। অতঃপর তথ্য অধিকার আইন ২০০৪ (RTI Bill 2004) লোকসভার শীতকালীন সংসদে উত্থাপিত হয় ২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে। এরপর তা পাঠানো হয় আন্তঃ মন্ত্রণালয় জনস্বার্থ বিভাগ, আইন এবং বিচার বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। সিএইচআরআই বিল সংক্রান্ত একটি সম্পূরক প্রস্তাব পেশ করে ২০০৫ এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে। এরপর বিলটি লোকসভায় ফেরত আসে ২১ মার্চ ২০০৫। আরও পর্যালোচনার পর ১০ মে ২০০৫ তথ্য অধিকার বিলের সংশোধনীটি কার্যকর সুপারিশসহ লোকসভায় আবারও উত্থাপিত হয়। ১১ মে ২০০৫ লোকসভায় বিলটি পাশ হয় এবং ১২ মে রাজসভায় তা অনুমোদিত হয়। ১৫ জুন ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম তথ্য অধিকার বিল ২০০৫-এর অনুমোদন দেন[৮৮]। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার ১২০ দিনের মধ্যে সমস্ত আইনানুগ শর্ত বাস্তবায়ন সাপেক্ষে ২০০৫ সালের ১২ অক্টোবর থেকে আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করে।

বহু পর্যায়ে 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত ভারতের তথ্য অধিকার আইনটি বর্তমানে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সুফল ও ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

---

[৮৭] পূর্বোক্ত, পৃ.১২৩

[৮৮] পূর্বোক্ত, পৃ.১২৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৩. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক পটভূমি

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তথ্য অধিকার তথা স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়া ও তা প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয় বাংলাদেশ প্রেস কমিশনের এক প্রতিবেদনে। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে প্রবীণ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে এ প্রেস কমিশন গঠিত হয়েছিল। এ কমিশনে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্রের সম্পাদকবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিশন অনেক বৈঠক পরামর্শ শেষে ১৯৮৪ সালে সরকারের কাছে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশন রিপোর্টে ১০২টি সুপারিশ করে[৮৯]। কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সরকারি তথ্যক্ষেত্রে জনগণের অভিগম্যতার অনুকূলে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন' আইন করার সুপারিশ তুলে ধরা হয়। কমিশনের ১০২টি সুপারিশের মধ্যে ৪০ নম্বরে বলা হয় এভাবে:" *Freedom of Information : A legislation may be enacted providing that the Government should disseminate important information among the people and make records available to them for inspection on demand excepting those relating to national security*[90]."

নব্বুই-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ইস্যুতে লেখালেখিসহ জনসচেনতামূলক কিছু কিছু কর্মসূচি লক্ষ করা যায়। শুরু থেকেই এসব কার্যক্রমে যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বেসরকারি গণমাধ্যমসংস্থা ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) তাদের অন্যতম। এমএমসি তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনাসহ বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে বহুদিন ধরে[৯১]। এক পর্যায়ে গণমাধ্যমসংস্থাসহ গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট আরও বেশকিছু সংগঠন এ কাজে এগিয়ে আসে; এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবসসহ বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে বেশকিছু কর্মসূচি সংগঠিত ও বাস্তাবায়িত হতে দেখা যায়।

১৯৯৯ সালে একটি সেমিনার থেকে তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আইন প্রণয়নের কথা উঠে আসে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্টসহ আরও কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন, ভারতের কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইট্‌স ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরই), দিল্লি-এর সহযোগিতায়

---

[৮৯] প্রাগুক্ত, হাসান, আহমেদ,ফারুক, ১৯৯৬),পৃ.১৯

[৯০] পূর্বোক্ত,পৃ.৪৬

[৯১] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ.১২৫

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঢাকায় তিন দিনের ঐ সেমিনারের আয়োজন করে। এরকম একটি বড় ফোরাম থেকেই এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, গণমাধ্যমকর্মী, ও শিক্ষকরা প্রথম তথ্য অধিকারের দাবিকে সামনে নিয়ে আসেন[৯২]।

২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র' (আইসিসিপিআর)-এ অনুস্বাক্ষর করলে দেশের সকল নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির মৌলিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এবং ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চে কার্যকর হওয়া উল্লিখিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে ২০০২ সালের মধ্যে ১৪৯টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির পুরোটাই জাতিসংঘ প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর)-এর ১৯ ধারাকে সমর্থন করে।[৯৩]

উল্লিখিত প্রেস কমিশনের সুপারিশ, আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে বাংলাদেশের সম্মতি প্রদান এবং নাগরিক সমাজের দাবির পটভূমিতে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশন 'তথ্য অধিকার আইন-২০০২' শিরোনামে একটি কর্মপত্র প্রণয়ন করে। আর এই কর্মপত্রের সূত্র ধরেই মূলত বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবি আরও জোরদার হতে থাকে। আর এ পর্যয়ে উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দাতা সংস্থার পাশাপাশি দেশের বেসরকারি দাতা কনসোর্টিয়াম সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'কে এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে তা বোঝার জন্য ২০০৫ সালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে একটি জরিপ[৯৪] চালানো হয়। জরিপের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করা হয় যে, জনগণ তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝে এবং তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কেই বা তাদের অভিমত কী? দেখা গেল, অধিকাংশ মানুষই মনে করেন, তথ্য অধিকার অনেকটাই

[৯২] রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত, সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, জুন ২০১০, পৃ.৩

[৯৩] *জাতিসংঘের* মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং প্রোটোকল, ড. মো. রহমত উল্লাহ অনূদিত, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২০১২,পৃ.৪৯-৫০

[৯৪] 'Situational Analysis of Right to Information in Bangladesh: Challenges and Realities (Presented in a Seminar) Manusher Jonno Foundation, Dhaka, 5 September, 2005.

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যমের ব্যাপার এবং সাংবাদিকদের জন্য। তারা মনেই করে না যে, এটি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং উন্নয়নের একটি হাতিয়ার[৯৫]। এই মূল্যায়ন জরিপের ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা : চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতা' শীর্ষক একটি সেমিনার[৯৬] অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তথ্য অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য ঢাকায় দু'দিনব্যাপী (১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫) একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন[৯৭] অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অতিথিবৃন্দ এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বাংলদেশে একটি তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরা হয়। এরূপ এক পটভূমিতে আইন কমিশনের করা কার্যপত্রের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলে তথ্য অধিকার আইনের খসড়া তৈরির কাজ।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনটি কোর গ্রুপ গঠন করা হয়। অতঃপর আইনবিষয়ক কোর-গ্রুপ যে খসড়াটি তৈরি করে, সেটা নিয়ে সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী ও সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ে অনেকবার আলোচনা হয় এবং তা ওয়েবসাইট ও পত্রিকাতেও প্রকাশ করা হয়। আইনের খসড়াটি তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ড. শামসুল বারী, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. শাহদীন মালিক, অ্যাডভোকেট এলিনা খান, অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম[৯৮]। বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত সংযুক্ত করে ২০০৭ সালে খসড়াটি চূড়ান্ত হলে এর ওপর মুক্ত মতামত প্রকাশের বৈশ্বিক প্রচারাভিযান বিষয়ক সংস্থা 'ARTICLE 19' এবং দিলিস্থ কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইট্স ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) তাদের পর্যালোচনামূলক মতামত প্রদান করে।

২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে উল্লিখিত আইনের খসড়াটি বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আইন কমিশনের খসড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত (২০১০), পৃ.৪

[৯৬] মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, Rapid Assesment Report on Situation of Access to Information in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

[৯৭] কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইট্স ইনিশিয়েটিভ (CHRI) দিল্লি এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্মেলন 'RTI: National Regional Perspectives'

[৯৮] প্রাগুক্ত, রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত (২০১০), পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদ কিছু সুপারিশ করে। এসব সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়[৯৯]।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে 'গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সম্মেলনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অচিরেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এরপর তথ্য মন্ত্রণালয় খসড়ার ওপর নাগরিকদের মতামত গ্রহণের জন্য তা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করে[১০০]। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন।

মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' অন্যতম[১০১]।

২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখ রোববার জাতীয় সংসদে এই আইন উত্থাপিত ও পাস হয় এবং তা ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে ৬ এপ্রিল তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে আইনটি কার্যকর হয়। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই বছর ২ জুলাই তারিখে গঠিত হয় 'তথ্য কমিশন বাংলাদেশ'।

৫.৪ তথ্য অধিকারের বিভিন্ন পর্যায়[১০২]

তথ্য অধিকারের উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পটভূমি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, বিশ্বে তথ্য অধিকার আইন মূলত তিনটি

---

[৯৯] তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, পৃ. ৬৫

[১০০] প্রাগুক্ত, রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত (২০১০), পৃ.৫

[১০১] প্রাগুক্ত, তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, পৃ. ৬৫

[১০২] *Campaign on Citizen's right to inforrmation and CHRI Training Presentation on the Right to Information, powerpoint presentation, 2003,slide-8-10*

Dhaka University Institutional Repository

ধাপ বা পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার চর্চার সূচনাকারী দেশ সুইডেনের পথ ধরে বিশ্বের দেশে দেশে তথ্য অধিকার অর্জনের পর্যায়গুলোকে সংক্ষেপে এ অংশে বর্ণনা করা হলো।

৫.৪.১ প্রথম পর্যায়

সুইডেন এবং কলম্বিয়া সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য অধিকারকে আইনী স্বীকৃতিদানে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে যথাক্রমে ১৭৬৬ ও ১৮৮৮ সালে। সুইডিশ আইনে তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ, ন্যূনতম প্রতিরোধ, দ্রুত এবং বিনা খরচে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়। এরই মধ্যে মানবাধিকার হিসেবে তথ্য অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি মেলে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে ১৭৮৯ সালে। ফ্রান্সে 'জানার অধিকার' ধারণাটিকে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয় (যদিও তা রাষ্ট্রের উচ্চ শ্রেণীর সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ এবং তাদের কর্ম-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যায়)। নাগরিকদের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রথম ধাপে পথিকৃৎ হিসেবে এই তিনটি দেশকেই চিহ্নিত করা হয়।

৫.৪.২ দ্বিতীয় পর্যায়

মোটাদাগে ১৯৮৯ পর্যন্ত তথ্য অধিকার প্রণয়নকারী দেশসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। আমেরিকা, ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১ টি দেশে 'তথ্যের স্বাধীনতা আইন' প্রণীত হয় – যার সবগুলোই মূলত উন্নত বিশ্বের দেশ। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'র ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের আলোকে তথ্যের সন্ধান ও প্রাপ্তির স্বাধীনতা এবং কথা বলা ও অভিব্যক্তি প্রদান স্বাধীনতার অংশ – এই ভিত্তির ওপর এসব তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়)।

৫.৪.৩ তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৯০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নকারী মোট দেশের সংখ্যা ৮৬। এসব দেশের অধিকাংশ দেশই উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্গত; আর কিছু আছে উন্নত বিশ্বের বড় বড় দেশ। পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটলে এসব দেশেও তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। বেশির ভাগ আইনেই রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গকে সম্পৃক্ত করে সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের নীতি, সর্বনিম্ন রক্ষা, জনস্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া, স্বাধীন আপীল পদ্ধতি এবং তথ্য সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য স্বাধীন তথ্য কমিশনের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

একুশ শতকে এসে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব লক্ষ করা যায়। এই শতকে ইউরোপের গণ্ডি পেরিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একের পর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৫.৫. তথ্যের অধিকার : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং আইনগত ভিত্তি

বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক ও আইনী স্বীকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তিতে জনগণের তথ্য অভিগম্যতা, তথ্যের অধিকার তথা তথ্য স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। আর জাতিসংঘ শুরু থেকেই মুক্ত তথ্য ব্যবস্থাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির স্বীকৃতি মেলে। সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত ৫৯(১) রেজ্যুলেশনে উল্লেখ করা হয়: 'তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং যে সব স্বাধীনতার প্রতি জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সবগুলোরই অবস্থা যাচাইয়ের জন্য এটি একটি পরশ পাথর।'[১০৩]

জাতীয় পটভূমিকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর স্বীকৃতি এবং একইসঙ্গে তথ্য অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার সংক্রান্ত গৃহীত নীতিগুলোর ওপর প্রাসঙ্গিক আলোকপাত করলে তথ্য অধিকারের সর্বজনীন স্বরূপ ও মান সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

৫.৫.১ সংবিধানের আলোকে তথ্যের অধিকার

একটি দেশের আইনের মূল উৎস বা ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান। বিশ্বের অন্তত ৮০টি দেশের সংবিধানে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে বা সময়ান্তরে এ ধরনের অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, জাপান, কোরিয়া, ইসরাইল ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের বেশ ক'টি দেশের উচ্চতর আদালত তাদের সংবিধানে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অনুকূল নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে বাক্ ও ভাব প্রকাশ কিংবা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে[১০৪]।

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ.১৩৪

[১০৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম আধুনিক সংবিধান হওয়া সত্ত্বেও এর কোথাও তথ্য অধিকার কিংবা তথ্য অভিগম্যতাকে সরাসরি অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও জনগণের জানার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। একইভাবে ১১ অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যা ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের মর্যাদা ও জীবনের অধিকারকে সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে[১০৫]।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারের মধ্যে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা, মানহানি প্রভৃতি আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে এই অধিকার কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে[১০৬]।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে –

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।

সংবিধানের উল্লিখিত ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্ ও ভাব প্রকাশের এবং সর্বোপরি, সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে কোনোরূপ শর্ত ব্যতিরেকে। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তা কতিপয় যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, চিন্তা ও

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত (২০১০), পৃ.৬

[১০৬] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকের স্বাধীনতায় রাষ্ট্রের কোনোপ্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই; কিন্তু প্রয়োজনে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে চিন্তা ও বিবেকের প্রকাশকে (অর্থাৎ, বাক্ ও ভাব প্রকাশ এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে)[১০৭]।

'বাক্ স্বাধীনতা' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে শব্দের মাধ্যমে ধারণার প্রকাশ, বলা, লেখা বা ছাপানো বা রেডিও, টেলিভিশন বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ। মুক্ত ও অবাধ আলোচনা-সমালোচনা বাক্স্বাধীনতার অন্তর্গত এবং এর পরিধি 'ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি' যাবতীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। অন্যদিকে, 'ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা' বলতে 'ধ্বনি, লেখনি, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন অথবা অনুরূপ অন্য মাধ্যম দ্বারা ভাবপ্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজেরই নয়, অন্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেও বোঝায় এবং যা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, লাউডস্পিকার প্রভৃতি গণমাধ্যম সহযোগে প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে। আর সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা বলতে সংবাদমাধ্যমে তথ্য প্রকাশ, প্রচার বা সম্প্রচারের স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত[১০৮]।

সঙ্গতকারণে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চিন্তা, বিবেক, বাক্ ও ভাব প্রকাশের এবং সর্বোপরি, সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে তথ্যপ্রাপ্তির এবং তা প্রকাশের অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবিধানের উদার ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের মৌলিক স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই আমরা তথ্যের স্বাধীনতাও অর্জন করেছি[১০৯]।

৫.৫.২ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর), ১৯৪৮

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মতামত পোষণ ও প্রকাশ করার অধিকার বা স্বাধীনতার ব্যাপারটি এইমর্মে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে যেখানে বিনা হস্তক্ষেপে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে এই মতামত পোষণ ও প্রকাশ করা যাবে এবং যে কোনো মাধ্যমে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানানোর স্বাধীনতা থাকবে।

---

[১০৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

[১০৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

[১০৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্রের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers"*.[১১০]

৫.৫.৩ নাগরিক ও আন্তর্জাতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই চুক্তিটি গৃহীত হয়। 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ১৯ (২) নম্বর অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে : "প্রত্যেকেরই বাক স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। এই অধিকার শিল্পকলা বা নিজের পছন্দমতো কোনো মাধ্যমে মৌখিক, লিখিত বা মুদ্রিত আকারে সকল ধরনের তথ্য ও ধারণা অন্বেষণ, গ্রহণ এবং জানানোর স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে"।[১১১]

৫.৫.৪ সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৫

এই চুক্তিটি ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সাল থেকে কার্যকর হয়। 'সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৫'-এর পঞ্চম অনুচ্ছেদভুক্ত উপ-অনুচ্ছেদ ঘ-এর ৭ ও ৮ ধারা অনুযায়ী একই চুক্তির অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত মৌলিক দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকলের অধিকার এবং আইনের সামনে সকলে সমান – এই মর্মে *'চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'* এবং *'মতামত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার'* নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।[১১২]

৫.৫.৫ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে দুর্নীতি বিরোধী এই আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে তা বিশ্বের ৩০টি দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন লাভ করে। এই কনভেনশনের ধারা ১০ এর "পাবলিক রিপোর্টিং" অংশে সদস্য দেশসমূহকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে জনগণের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা সমুন্নত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।[১১৩]

467353

---

[১১০] *Freedom of Expression Toolkit, A guide for Student, Communication and Information, UNESCO, 2013, P.2*

[১১১] পূর্বোক্ত, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং প্রোটোকল, পৃ.৫৮

[১১২] পূর্বোক্ত,পৃ.৪২

[১১৩] David Banisar, *Freedom of Information Around the World 2006 : A Global Survey of Access to Government Information Laws*, Privacy International, London, UK: 2006, *P.8*

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৬ পরিবেশ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বিষয়ক রিও ঘোষণা/ ইউএনইসিই কনভেনশন

১৯৯২ সালে রিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের ঘোষণায় (ডিক্লারেশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) পরিবেশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহকে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিকে সমুন্নত এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে উন্নত করার নীতি গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়। এই ঘোষণার ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, "সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ক ইস্যুতে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং কার্যক্রমের তথ্যক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে – যা জনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এবং যেখানে তাদের সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তথ্যের অবাধ প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণে ও সচেতনতা বাড়াতে উৎসাহ যোগাবে এবং বিচার ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং প্রতিকারের কার্যকর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।"[১১৪] উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ওপর রিও ঘোষণার বিধান অনুমোদিত হয়, যেখানে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, 'তথ্যপ্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ টেকসই উন্নয়নের মূলকথা'।[১১৫]

৫.৫.৭ কমনওয়েলথ

সাবেক বৃটিশ শাসিত ৫৩টি দেশের আন্তঃসরকারি জোট কমনওয়েলথ ১৯৮০ সালে এর সদস্য দেশসমূহের নাগরিকদের জন্য তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য একটি রিজ্যুলেশন গ্রহণ করে।[১১৬] ১৯৯১ সালে গ্রহীত হয় হারারে কমনওয়েলথ ঘোষণা। হারারে ঘোষণায় মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনসহ জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি সামাজিক পরিম-লে অংশগ্রহণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে কমনওয়েলথ সচিবালয় তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল মনোনীত করে। অতঃপর বিশেষজ্ঞদল জানার অধিকার এবং তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে এ মর্মে কতিপয় নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন যে তথ্য পাওয়ার অধিকার একটি মানবাধিকার। এতে উল্লেখ করা হয়: "Freedom of information should be guranted as a legal and enforceable

---

১১৪ Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992; http//www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-lannex1.htm)

১১৫ প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ১৩৫-৩৬

১১৬ Baniser,David (২০০৬), *P.16*

Dhaka University Institutional Repository

right permitting every individual to obtain records and information held by the executitive, the legislative and the judicial arms of the state, as well as any government owned corporation and any other body carrying out public functions." [১১৭] উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ দলের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৯ সালের মে মাসে পোর্ট অব স্পেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ আইন মন্ত্রীদের সম্মেলনে তথ্য স্বাধীনতার ওপর নিম্নরূপ মৌলনীতি গৃহীত হয়:

১. কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোতে তথ্য স্বাধীনতার বিষয়টিকে আইনগত অধিকার হিসেবে উৎসাহিত ও জোরদার করা উচিত;
২. এক্ষেত্রে তথ্য অবমুক্ত করার অনকূলে বলিষ্ঠতর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক উন্মুক্ততার সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন;
৩. তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকতে পারে এমনসব তথ্যের তালিকা সঙ্কুচিত হওয়া উচিত;
৪. সরকারকে তথ্য সংরক্ষণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ;
৫. রেকর্ডপত্র ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তসমূকে নীতিগতভাবে স্বাধীন পর্যালোচনা করতে হবে ।[১১৮]

কমনওয়েল্থ সচিবালয় ২০০৩ সালে তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক মডেল বিল (Model Bill on Freedom of Information) তৈরি করে। এর খসড়াটি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের সংসদীয় পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত তথ্য স্বাধীনতা আইনের আলোকে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠানো হয় ।[১১৯]

৫.৫.৮ অন্যান্য চুক্তি ও স্বীকৃতি

আফ্রিকায় তথ্য অধিকারের স্বীকৃতির অনুকূলে মানবাধিকার বিষয়ক আফ্রিকান চার্টার খুবই স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জনগণের তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে [আর্টিক্যাল ৯(১) ।

---

[১১৭] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ১৩৭

[১১৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

[১১৯] Commonwealth secretariat, Freedom of Information Model Bill, May 2003);http:/www.cpahq.org/ CommonwealthFOIAAct pdf media public :aspx *(Freedom of Information Around the World 2006; David Baniser; P.15-16*

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, পশ্চিম আফ্রিকার ১৬টি দেশের অর্থনৈতিক জোট 'ECOWAS' চুক্তির আওতায় পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোকে গ্রামীণ জনগণ, নারী, যুবক এবং গণমাধ্যমে তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য।

এশিয়ায় অঞ্চলে এখন পর্যন্ত কোনো আঞ্চলিক মানবাধিকার ঘোষণা বা কৌশলপত্র প্রণীত না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা – সার্ক'র সোশ্যাল চার্টারে সরকারি-বেসরকারি খাতের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মূল্যকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ অঞ্চলে অগ্রপথিকের ভূমিকায় হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে যথাক্রমে ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে। বর্তমানে এশিয়ার ২৪টি দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তথ্য অধিকার সুসংহত করার অনকূলে টেকসই উন্নয়নের জন্য 'প্যাসিফিক প্ল্যান অব অ্যাকশন' অনুযায়ী স্বচ্ছতার মূল্যেবোধের ওপর স্বীকৃতি প্রদান করে। আর মানবাধিকার সুরক্ষায় ইউরোপিয় সনদ তথ্য অধিকারকে একটি বলিষ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করে (আর্টিকেল-১০)। এরই ধারাবাহিকতায় অফিসিয়াল নথিপত্রে প্রবেশের চুক্তি- ২০০৯ প্রণীত হয়। ইউরোপে বিশ্বের সর্বোচ্চ ৪১টি দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। আর এক্ষেত্রে বিশ্বে পথিকৃৎ দেশ হলো সুইডেন ।

উল্লিখিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ঘোষণা, চুক্তি – ইত্যাদি আন্তর্জাতিক দলিলের অধীনে এ পর্যন্ত বিশ্বের একশ'টি দেশে জাতীয় নিরাপত্তা, ব্যক্তি-নাগরিকের গোপনীয়তা রক্ষাসহ যুক্তিসংগত কিছু বিষয়ের তথ্য প্রকাশ না করার অধিকার সংরক্ষণ সাপেক্ষে সব ধরনের তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার আইনগত ভিত্তি বা স্বীকৃতির মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন প্রণীত হয়েছে।

৫.৬ তথ্যের ধারণায়ন

কোনো ঘটনা বা অবস্থার যথার্থ বা সত্যনিষ্ঠ ধারণাই হলো তথ্য। তথ্য হলো মানবীয় যোগাযোগের কেন্দ্রীয় উপাদান। শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থে তথ্য হলো 'বার্তা','বৃত্তান্ত' বা 'সংবাদ'। আর পারিভাষিক ও পরিপ্রেক্ষিতগত অর্থে 'তথ্য' কথাটির অর্থ বহুবিধ-বহুমাত্রিক। *তথ্য* কথার মর্মার্থ তাই নিছক একটি শব্দগত বা ভাষাগত প্রত্যয় কিংবা বস্তুগত ধারণার মধ্যেই সীমিত নয় ; ব্যাপক অর্থে তথ্য বা বার্তা হলো ভাব, ইশারা বা সংকেতের সমষ্টি – দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যা পারস্পরিক প্রভাবনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বা অভিব্যক্তি বোঝাতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ অর্থে 'তথ্য' বলতে সব ধরনের সংবাদ, সমাচার, বৃত্তান্ত, বিবরণ, প্রতিবেদন, দলিল, বই ইত্যাদিকে বোঝায়। আর সামগ্রিক অর্থে 'তথ্য' হচ্ছে সেসব বস্তু বা ধারণানিচয় যা অনিশ্চয়তা দূর করে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে নতুনতর জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। আইনী কাঠামোয় 'তথ্য' হচ্ছে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং রাষ্ট্রীয় পরিম-লে নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশিত ও গোপনীয় সকল কার্যক্রমের বৃত্তান্ত বা বিবরণ। প্রায়োগিক অর্থে, সরকারের বিভিন্ন কাজ ও সভার রেকর্ড ও বিবরণী, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের নকল, বিভিন্ন সরকারি নথির অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও হিসাব, কর্মপদ্ধতির বিবরণ, বিধি-বিধান, বিভিন্ন ওয়ার্কসাইটের মাপঝোক ও মানচিত্র – এসবই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত।[১২০]

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'তথ্য হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবেশ, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে সাধরণ বার্তা, ধারণা, ঘটনা, মতামত, চিত্র, উপাত্ত, মন্তব্য, অনুভূতি, জ্ঞানের ধারা ইত্যাদি, যা কাজের কিংবা কাজ-সংক্রান্ত পদক্ষেপের গতিশীলতা বাড়ায় বা কাজকে এগিয়ে নেয়'। [১২১]
বিভিন্ন দেশের 'তথ্য অধিকার আইন', 'তথ্য অভিগম্যতা আইন' কিংবা 'তথ্য স্বাধীনতা আইন'র ভাষ্যমতে, 'তথ্য' হলো "যেকোনো আকৃতিতে বিদ্যমান এমন কিছু যার মধ্যে রয়েছে উপদেশ, সার্কুলার, চুক্তি, উপাত্ত, ই-মেইল, ফাইল নোটিং, লগ বই, সামগ্রী, মডেল, স্মারক, মতামত, আদেশ, কাগজপত্র, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, রেকর্ড, রিপোর্ট, নমুনা, যেকোনো ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কোনো কাজ, আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, বই, পরিকল্পনা, মানচিত্র, ড্রইং, ডায়াগ্রাম, চিত্রে বা লেখচিত্রে বিধৃত কাজ, আলোকচিত্র, ফিল্ম, মাইক্রোফিল্ম, সাউন্ড রেকর্ডিং, ভিডিও টেপ, মেশিনে পাঠযোগ্য রেকর্ড এবং অবস্থা ও চরিত্র নির্বিশেষে যেকোনো প্রামাণ্য বস্তু এবং তার যেকোনো প্রতিলিপি এবং সমসাময়িক বলবৎ অন্য যেকোনো আইনের দ্বারা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনো বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কে যে তথ্য লাভ করতে পারে।" [১২২]

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে "তথ্য" অর্থে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকা- সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ,

---

[১২০] আমাদের তথ্য জানার অধিকার, বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪

[১২১] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, জোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ১

[১২২] পূর্বোক্ত,পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে; তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না [১২৩] ।

লক্ষণীয় যে, তথ্য অধিকার আইনে বর্ণিত হলেও প্রকাশিত সরকারি অনেক তথ্য আছে যা এই প্রয়োগ করে জানার দরকার হয় না। কারণ, তা সরকারের বিভিন্ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। তবে তথ্য অধিকার আইনে সরকারের এরকম প্রকাশিত তথ্য চেয়ে আবেদন করার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ নেই।[১২৪]

তথ্যের অন্তর্নিহিত বা গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, তথ্য হলো জ্ঞান। আর জ্ঞানের অপর নাম তাই ক্ষমতা। তথ্য যেমন মূল্যবান সম্পদ তেমনি তথ্যের রয়েছে অপরিসীম ক্ষমতা। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে সে-ই ততো বেশি ক্ষমতাবান। তথ্য ছাড়া মানবসভ্যতা অকল্পনীয়। তথ্য ছাড়া আমাদের জীবনও অচল। মানুষের জীবনে তথ্য তাই একাধারে 'জ্ঞান-ক্ষমতা-আলোর' অফুরন্ত উৎস – প্রতিনিয়ত যা জীবন-যাপনে অনিশ্চয়তা দূর করে দেয়; সরিয়ে দেয় মানবমনের দ্বিধাজাত যত অন্ধকার।

৫.৭ তথ্য অধিকার

'তথ্য অধিকার' বিষয়ের ওপর আলোচনার আগে 'অধিকার' কী – সে বিষয়টিও কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি। অধিকার অর্থ কল্যাণময় জীবনের প্রতিশ্রুতি; অধিকার এক ধরনের দাবি বা পাওনাও বটে। এই পাওনা বলতে মানবসত্তা বিকাশের কতিপয় সুযোগ-সুবিধার ন্যায়সঙ্গত দাবিকে বোঝায় । এটা মানুষের জন্মগত ও চিরন্তন দাবি – যা তার জন্ম নেওয়া ও সার্থকভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।[১২৫] সহজ কথায় মানুষ অন্যদের কাছে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা দাবি করতে পারে তাই হলো তার অধিকার। এই দাবির নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি রয়েছে। জন্মগ্রহণের পর মানুষের

---

[১২৩] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, এপ্রিল ৬, ২০০৯

[১২৪] পূর্বোক্ত, তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ, ,পৃ. ৯

[১২৫] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮),পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি দেয় সমাজ। আর দাবির গুরুত্ব অনুসারে রাষ্ট্র এর আইনি স্বীকৃতি দেয় এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। ফলে এই দাবি আইনগত অধিকারে পরিণত হয়। আর আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেসব অধিকারই 'মানবাধিকার' হিসেবে চিহ্নিত হয় যেগুলো মানবসত্তা বিকাশের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষই দাবি করতে পারে। কেননা, এসব অধিকার কোনো দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; তাই এগুলো মানুষের চিরন্তন ও সর্বজনীন অধিকার।[১২৬] *যেসব তথ্য* সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যার অভাবে এই অধিকারগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক নিরবচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলে।[১২৭]

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে বিনা হস্তক্ষেপে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্যের অধিকার তথা তথ্য অভিগম্যতার (তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানার স্বাধীনতা) অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এভাবে: Ò*...this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers (Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights).* "[128]

সর্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের আলোকে বলা যায়, তথ্যের অধিকার হলো তথ্য জ্ঞাপনের, তথ্য উৎপাদনের এবং উৎপাদিত তথ্যে শামিল হওয়ার অধিকার। বিশদভাবে বলতে গেলে এই অধিকার হলো মানুষের জানার অধিকার, জ্ঞান অন্বেষণের অধিকার, খোলামেলা আলোচনা ও মিথস্ক্রিয়ার অধিকার, জনস্বার্থযুক্ত যে কোনো তথ্য অনুসন্ধানের অধিকার এবং সর্বোপরি, ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার।[১২৯]

সামগ্রিক অর্থে তথ্যের অধিকার হলো নাগরিক জীবনে মানবাধিকার, ন্যায় বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি তথা পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার রাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্ষমতায়নের

---

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ.২১-২২

[১২৭] প্রাগুক্ত, রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত, (২০১০), পৃ. ১৫

[১২৮] *Freedom of Expression Toolkit, A guide for Student, Communication and Information, UNESCO, 2013, p. 2*

[১২৯] প্রাগুক্ত, রহমান, আমিনুর (২০১৩), পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র ও তার অঙ্গসংগঠন, রাজনৈতিক দল, দলের দায়িত্ব-নেতৃত্ব, জনপ্রশাসন এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইনের ভাষ্যমতে নাগরিকদের তথ্য অধিকার বলতে বোঝায়, জনপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে: পরিদর্শন করা, নোট ও উদ্ধৃতি নেওয়া, ডকুমেন্ট বা রেকর্ডের ফটোকপি বা প্রত্যয়নকৃত কপি পাওয়া, কোনো সামগ্রীর প্রত্যয়নকৃত নমুনা নেওয়া, তথ্য কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকলে ডিস্ক, ফ্লপি, টেপ, ভিডিও টেপ অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য পাওয়া ইত্যাদি। এই অধিকার আনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির যে কোনো সরকারি, আধাসরকারি কৃর্তপক্ষ কর্তৃক ধারণকৃত বা নিয়ন্ত্রিত তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে।[১৩০]

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২-এর সংজ্ঞাপর্বে তথ্য অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে : "তথ্য অধিকার" অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার"[১৩১]। আর আরটিআই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ভুক্ত চতুর্থ অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এভাবে : "এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে"[১৩২]। আমরা লক্ষ করি, তথ্য কমিশনের একাধিক বার্ষিক প্রতিবেদনে (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০ ও ২০১১) প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইনের গুরত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহের তালিকায় তথ্য অধিকারের একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে; এখানে বলা হয়েছে :" তথ্য অধিকার অর্থ - কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার যা ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/সিডি বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে।"[১৩৩] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য কমিশনের ব্যাখ্যার আলোকে 'তথ্য অধিকার' বলতে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে আবেদনকারীকে যথাযথ তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতাকে বুঝানো হয়েছে।

---

[১৩০] প্রাগুক্ত, ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর (২০০৮).পৃ. ২২

[১৩১] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, এপ্রিল ৬, ২০০৯

[১৩২] পূর্বোক্ত, পৃ.

[১৩৩] বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১০, তথ্য কমিশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা চলে, তথ্য অধিকার হলো বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্বের সমন্বিত এমন এক অধিকার – যেখানে একদিকে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় যেমন প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য অভিগম্যতার অধিকার রয়েছে, তেমনি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের চাহিদামাফিক তথ্য সরবরাহ করার। একইসঙ্গে নাগরিকদেরর অনুরোধের অপেক্ষা না করে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করাও আনুরূপ অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ।

৫.৮ তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণকল্পে প্রণীত এমন একটি জনবান্ধব আইন যা সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় দেশের প্রকৃত মালিক জনগণ। সে কারণে জনগণের জন্য, জনগণকে ঘিরে আবর্তিত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার রাষ্ট্রের নাগরিকদের রয়েছে। জনগণকে ঘিরে রাষ্ট্রের এই কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আর তাই জনগণের এই অধিকার ও ক্ষমতার প্রায়োগিক সুরক্ষা দিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়।

৫.৯ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন : পরিচিতি ও পর্যালোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদের আলোকে জনগণের জানার অধিকার প্রচ্ছন্নভাবে হলেও ভিত্তি পেয়েছে। সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদ উদারভাবে বিশ্লেষণ করলে জনগণের জানার অধিকারের অনকূলে সমর্থন বা স্বীকৃতি মেলে। আর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুযায়ী চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের বাক বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা তথা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়ায় তথ্যক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার অর্থাৎ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যপ্রাপ্তি এবং তথ্য ব্যবহারে জনগণের ক্ষমতার বিষয়টি পরোক্ষভাবে হলেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় দেশের জনগণের অর্থে ও স্বার্থে। রাষ্ট্রের জনগণের সম্পদ কাজে লাগিয়ে জনগণের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কাজ করে সরকার। প্রকৃত অর্থে সরকার এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের সেবক।

Dhaka University Institutional Repository

সংগত কারণে দেশ বা রাষ্ট্র কীভাবে চলছে তা জানার অধিকার নাগরিকদের আছে। আর তাই নাগরিকদের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত হলে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ বা স্বাধীন চলাচল নিশ্চিত করা গেলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রতিরোধের পাশাপাশি জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হবে –মূলত এমন ধারণা থেকেই সরকার পরিচালনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়।

৫.৯.১ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

"*তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন*" শিরোনামে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর প্রস্তাবনায় দেশের সংবিধান প্রদত্ত সকল নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টির উল্লেখপূর্বক মানুষের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক। তাই এ আইনে জনগণকে ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। আইনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।[১৩৪] ২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখ রোববার জাতীয় সংসদে এই আইন উত্থাপিত ও পাস হয় এবং তা ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে একই বছর ৬ এপ্রিল তারিখে আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৫.৯.২ তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সংবিধানে তথ্যক্ষেত্রে জনগণের অভিগম্যতার বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও স্বীকৃত। তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকাংশেই সে কথা উঠে এসেছে এভাবে: " যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা

[১৩৪] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ধারণাপত্র, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) , ঢাকা, জুলাই ২০১১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং যেহেতু সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল"[১৩৫] ।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতার অধীনে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে এবং একইসঙ্গে যা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অধিকারকেও স্বীকৃতি দেয় । নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দিতে প্রয়োজন মানুষের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করা; কেননা, জনগণ তথ্যক্ষেত্রে সহজ প্রবেশাধিকার পেলে তারা তাদের অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলো চর্চা করতে, মূল্যায়ন করতে এবং ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সমর্থ হয় । নাগররিক জীবনের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার যেহেতু রাষ্ট্রের নাগরিকদের রয়েছে, সেহেতু জনগণের দেওয়া অর্থ সরকার প্রত্যাশিত পথে ব্যয় করছে কি না, আবার জনগণের জন্য সরকার-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো সঠিককভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কি না সেসব বিষয়ে জনগণকে তথ্য জানার অধিকার দিতে এবং কোথাও কোনো অনিয়ম হলে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আইনটি প্রণীত হয় ।

৫.৯.৩ 'তথ্য' বলতে আইনে যা বোঝানো হয়েছে

প্রায়োগিক অর্থে, সরকারের বিভিন্ন কাজ ও সভার রেকর্ড ও বিবরণী, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের নকল, বিভিন্ন সরকারি নথির অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও হিসাব, কর্মপদ্ধতির বিবরণ, বিধি-বিধান, বিভিন্ন ওয়ার্কসাইটের মাপজোখ ও মানচিত্র – সবই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত । তবে, বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে "তথ্য" অর্থে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকা- সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং

[১৩৫] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে; তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৫.৯.৪ 'কর্তৃপক্ষ' বলতে আইনে যা বোঝানো হয়েছে

তথ্য অধিকার আইনে 'কর্তৃপক্ষ' বলতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে অন্ত র্ভুক্ত রয়েছে, সরকারের সব মন্ত্রণালয়; 'তথ্য প্রদান ইউনিট' অর্থ্যাৎ সরকারের যে কোনো মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোনো দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ; আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিদেশি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওসমূহ। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এসব কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাওয়া যাবে এবং তারা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দিতে বাধ্য। জনগণকে তথ্য দেওয়ার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নিযুক্ত থাকবে। তবে বিশেষ কিছু তথ্য এই বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকবে। আবার ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ বা সরকারি ও বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত হয়না এমন এনজিওগুলো এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বেনা।

৫.৯.৫ 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'

তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন যিনি তথ্য দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকবেন। আইনে এ ধরনের কর্মকর্তাদের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। জনগণ সরাসরি এই কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন করবেন। আবেদনে সাড়া দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা নিবেন। দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোনো কর্মকর্তার সহায়তা নিতে পারবেন এবং কোনো কর্মকর্তার কাছে এরূপ সহায়তা চাইলে এই আইনের আওতায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে এসব কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯.৬ যেসব বিষয়ে তথ্য চাওয়া যাবে না

যেসব বিষয়ে বিষয়ে তথ্য চাওয়া যাবে না বা যেসব বিষয়ে তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায়। তালিকায় এ রকম ২০টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, যেসব তথ্য প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখ-তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন হতে পারে; অন্য কোনো দেশ বা আন্ত র্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে, কোনো ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা বা ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে; কোনো আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; কোনো ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার (Intellectual Property Right) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ইত্যাদি। এই আইনের আওতায় যেসব বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়, সেসব বিষয়ের সুরক্ষা দিতে এই আইনে বলা হয়েছে যে, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যা-কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ (২০ টি বিষয়ে তথ্য) প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না। উল্লেখ্য যে, এই ধারার বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, এই আইনের ভাষ্য অনুযায়ী আটটি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাকে জনগণকে তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতামুক্ত রাখা হয়েছে।

৫.৯.৭ যেসব 'কর্তৃপক্ষ' এই আইনের আওতাভুক্ত নয়

তথ্য অধিকার আইনের ৩২ নম্বর ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই তথ্য অধিকার আইনটি প্রযোজ্য হবে না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, এসএসএফ, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও বিশেষ শাখা (এসবি), র‌্যাবের গোয়েন্দা সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) গোয়েন্দা সেল ইত্যাদি। এ বিষয়ে আইনের ৩২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।' তবে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি বা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্য নাগরিকদের দেওয়ার ব্যাপারে আইনের নির্দেশনা রয়েছে। এরূপ বিষয়ে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ আসলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তথ্য কমিশনের

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বানুমোদন নিয়ে অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সে তথ্য প্রদান করবে বলে আইনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫.৯.৮ তথ্য পেতে যা করতে হবে

কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো তথ্য জানতে হলে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। ই-মেইলের মাধ্যমেও তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদনে আবেদনকারীর নাম ঠিকানা, যে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তার সঠিক বর্ণনা, কীভাবে তথ্য গ্রহণ করবে - অর্থ্যাৎ, মুদ্রিত, ফটোকপি, লিখিত, ই-মেইল, ফ্যাক্স, সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি বা উপায়ে – তা আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে। আইনের ৮ (১) ধারায় এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।

৫.৯.৯ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মপ্রণালী

আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনো বিষয়ে তথ্যের আবেদন পাওয়ার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা যদি অন্য কোনো ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়, সেক্ষেত্রে তিনি সময় পাবেন ৩০ কার্যদিবস। জীবন, মৃত্যু, কারাগার থেকে মুক্তি-সম্পর্কিত তথ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রদান করতে হবে। তথ্যের সঙ্গে মূল্য সংশ্লিষ্ট হলে ৫ কার্যদিবসের মধ্যেই তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। আর আবেদনকৃত তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপারগ হলে কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যেই তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হবে। আইনের ৯ নম্বর ধারায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মপ্রণালী বর্ণনা করা আছে।

৫.৯.১০ তথ্য না পেলে যেখানে আপিল করতে হবে

তথ্য অধিকার আইনের ২ নম্বর ধারায় এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসারে, কোনো আবেদনকারী যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি আবেদন পাননি বা হারিয়ে গেছে বলে জানিয়ে দেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যে যদি আবেদনকারী খুশি না হন তবে সেক্ষেত্রে প্রতিকার চেয়ে আপিলের সুযোগ রয়েছে। এরূপক্ষেত্রে যে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ঠিক তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান বরাবর পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে আপিল করতে হবে। কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

আপিলের আবেদন করতে হবে। আপিল আবেদনে মূল আবেদনপত্রের অনুলিপি ও অন্যকিছু সংযুক্তি থাকলে তা সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৫.৯.১১ তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের বিধান অনুযায়ী একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে ২০০৯ সালের ১ জুলাই তথ্য কমিশন গঠিত হয়। তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন প্রধান তথ্য কমিশনার। এই আইন বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব তথ্য কমিশনের ওপরে অর্পিত। আইনটি ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে কি না, আইন অমান্য করা হলে তার প্রতিবিধানের জন্যই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করবে; সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। এক কথায় তথ্য চেয়ে কোনো আবেদনকারী তথ্য না পেলে বা প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে বা অন্য কোনো অভিযোগ থাকলে, প্রতিকারের জন্য আবেদনকারীর শেষ ভরসাস্থল হচ্ছে তথ্য কমিশন। কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করতে পারবে; প্রয়োজনে জরিমানাও করতে পারবে। তথ্য কমিশন মূলত একটি আধাবিচারিক (Quasi-judicial) সংস্থা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিশন দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। আইনের ১৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ নম্বর ধারায় তথ্য কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, ভূমিকা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

৫.১০ এক নজরে বিভিন্ন দেশে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন*

৫.১০.১ তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের প্রণীত আইনের শিরোনাম, দেশ ও সাল

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
১.	২০১২	ব্রাজিল	Access to Information Law
২.	২০১২	মাল্টা	Freedom of Information Act

*গবেষণাভিত্তিক বিভিন্ন উৎস-সূত্র থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক তৈরিকৃত; এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে: তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, পৃ.১০-১২; Access to information laws: overview and statutory goals. http://www.right2info.org/access-to-information-laws/20.05.2013; David Banisar, *Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws*, Privacy International, London, UK: 2006; Anshu Jain, *Access to Information within the Ambit of the Right to Information Act, 2005: Loopholes and Possible Remedies*, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab, 2011; Global Right to Information Rating, Centre for Law and Democracy; http://www.rti-rating.org/country_rating.php/20.05.2013

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
৩.	২০১২	ইয়েমেন	Law of the Right of Access to Information
৪.	২০১১	নাইজেরিয়া	Freedom of Information Act
৫.	২০১১	নাইজার	Law on Access to Administrative Documents
৬.	২০১১	মঙ্গোলিয়া	Freedom of Information Act
৭.	২০১১	এল সালভাদর	Law on Access to Public Information
৮.	২০১০	রাশিয়া	Federal Law on Providing Access to Information
৯.	২০১০	লাইবেরিয়া	The Freedom of Information Act
১০.	২০০৯	বাংলাদেশ	The Right to Information Act
১১.	২০০৯	কুক আইল্যান্ডস	The Official Information Act
১২.	২০০৯	উরুগুয়ে	Law on the Right of Access to Public Information
১৩.	২০০৯	পাপুয়া নিউ গিনি	National Information & Communications Technology - NICT Act Guinea
১৪.	২০০৫/৯	গুয়েতমালা	Law for Free Access to Public Information
১৫.	২০০৮	ইন্দোনেশিয়া	Freedom of Information Law
১৬.	২০০৮	চিলি	Law of Transparency and access to Public information
১৭.	২০০৭/৮	চীন	Open government information regulations
১৮.	২০০৮	ইথিওপিয়া	Freedom of Mass Media and Access to Information
১৯.	২০০৭	জর্ডান	Access to Information Law
২০.	২০০৭	নেপাল	The Right to Information Act
২১.	২০০৭	নিকারাগুয়া	Law on Access to Public Information
২২.	২০০৭	কেম্যান আইল্যান্ডস	Freedom of Information Law
২৩.	২০০৬	মেসিডোনিয়া	Law on Free Access to Information of Public Character
২৪.	২০০৬	হন্ডুরাস	Law on Transparency and Access to Public Information
২৫.	২০০৫	উগান্ডা	The Access to information Act
২৬.	২০০৫	জার্মানী	The Federal Act Governing Access to Information
২৭.	২০০৫	তাইওয়ান	Freedom of Government Information Law
২৮.	১৯৯৮	মন্টিনিগ্রো	Law on Free Access to Information

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
২৯.	২০০৫	ভারত	The Right to Information Act
৩০.	২০০৪	ইকুয়েডর	Organic Law on Transparency and Access to Information Law
৩১.	২০০৪	এন্টিগুয়া/বারবুডা	The Freedom of Information Act
৩২.	২০০৪	ডোমেনিকান রিপাবলিক	Law an Access to Information
৩৩.	২০০৪	বলিভিয়া	Transparency and Access to Government Information Law
৩৪.	২০০৪	সার্বিয়া	Law on Free Access to Information of Public Law on Free Access to Information of Public Importance
৩৫.	২০০৪/৬	সুইজারল্যান্ড	Federal Law on the Principle of Administrative Transparency
৩৬.	২০০৩	কসোভো	Law on Access to Official Documents
৩৭.	২০০৩	আর্জেন্টিনা	Access to public Information Regulation
৩৮.	২০০৩	আর্মেনিয়া	The Law of the Republic of Armenia on Freedom of Information
৩৯.	২০০৩	ক্রোয়েশিয়া	Act on the Right of Access to Information
৪০.	২০০৩	পেরু	Law of Transparency and Access to public Information
৪১.	২০০৩	সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডা	Freedom of Information Act
৪২.	২০০৩	শ্লোভেনিয়া	Act on the Access to Information of Public Character
৪৩.	২০০৩/৪	তুরস্ক	Law on the Right to Information
৪৪.	২০০২	অ্যাঙ্গোলা	Law on Access to Administrative Documents
৪৫.	২০০২/৪	জ্যামাইকা	The Access to Information Act
৪৬.	২০০২/৩	মেক্সিকো	Federal Law of Transparency and Access to Public Government Information
৪৭.	২০০২	পাকিস্তান	Freedom of Information Ordinance
৪৮.	২০০১/২	পানামা	Law on Transparency in Public Administration
৪৯.	২০০২	তাজিকিস্তান	Law of the Republic of Tajikistan on Information
৫০.	২০০২	জিম্বাবুয়ে	Access to Information and Protection of Privacy Act

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
৫১.	২০০১/২	বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা	The Freedom of Access to Information Act
৫২.	২০০১/২	পোল্যান্ড	Law on Access to Public Information
৫৩.	২০০১	এস্তোনিয়া	Public Information Act
৫৪.	২০০১	রোমানিয়া	Law Regarding the Free Access to Information of Public Interest
৫৫.	২০০০	বুলগেরিয়া	Access to Public Information Act
৫৬.	২০০০	মলদোভা	Law on Access to Information
৫৭.	২০০০/১	শ্লোভাকিয়া	Act on Free Access to Information
৫৮.	২০০০/১	দক্ষিণ আফ্রিকা	Promotion of Access to Information Act
৫৯.	২০০০/৫	যুক্তরাজ্য	The Freedom of Information Act
৬০.	২০০০/৫	আজারবাইজান	Law on Access to Information
৬১.	১৯৯৬/২০০০	লিথুয়ানিয়া	Law on the Provision of Information to the Public
৬২.	১৯৯৯	আলবেনিয়া	Law on the Right to Information over the Official Documents
৬৩.	১৯৯৯/০	চেক রিপাবলিক	Law on Free Access to Information
৬৪.	১৯৯৯/০	জর্জিয়া	General Administrative Code of Georgia [Chapter III Freedom of Information]
৬৫.	১৯৯৯/১	জাপান	Law Concerning Access to Information held by Administrative Organs.
৬৬.	১৯৯৯/০	লিখটেনস্টেন	The Information Act
৬৭.	১৯৯৯	ডাচ এন্টিলস	Law on Access to Information
৬৮.	১৯৯৯	ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	The Freedom of Information Act
৬৯.	১৯৯৯	আরুবা	Right to Information for Official Documents
৭০.	১৯৯৮/৯	ইসরায়েল	Freedom of Information Law
৭১.	১৯৯৮	লাটভিয়া	Law on Freedom of Information
৭২.	১৯৯৭	আয়ারল্যান্ড	Freedom of Information Act

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
৭৩.	১৯৯৬	আইসল্যান্ড	The Information Act
৭৪.	১৯৯৭/২০০৭	কিরগিজস্থান	Law on guarantees and free access to information
৭৫.	১৯৯৭	উজবেকিস্তান	Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information
৭৬.	১৯৯৭	থাইল্যান্ড	The Official Information Act
৭৭.	১৯৯৬/৮	দক্ষিণ কোরিয়া	Act on Disclosure of Information by Public Agencies
৭৮.	১৯৯৫/৮	হংকং	Code on Access to Information
৭৯.	১৯৯৪/২০০০	বেলিয	The Freedom of Information Act
৮০.	১৯৯৪	বেলজিয়াম	Law on the Right of Access to Administrative Documents
৮১.	১৯৯৩	পর্তুগাল	Law of Access to Administrative Documents
৮২.	১৯৯৩	কাজাখস্থান	Freedom of Information Act
৮৩.	১৯৯২	ইউক্রেন	Law on Access to Public Information
৮৪.	১৯৯২	স্পেন	Law on Rules for Public Administration
৮৫.	১৯৯২	হাঙ্গেরি	Protection of Personal Data and. Public Access to Data of Public Interest
৮৬.	১৯৯০	ইতালি	Law on Administrative Procedure and the Right of Access
৮৭.	১৯৮৭	অস্ট্রিয়া	Federal Law on the Duty to Furnish Information
৮৮.	১৯৮৬/৯৯	গ্রীস	Code of administrative procedure
৮৯.	১৯৮২/৮৩	নিউজিল্যান্ড	Official Information Act
৯০.	১৯৮২/৮৩	কানাডা	Access to Information Act
৯১.	১৯৮২	অস্ট্রেলিয়া	Freedom of information act
৯২.	১৯৭৮	নেদারল্যান্ড	Act on public access to government information
৯৩.	১৯৭৮	ফ্রান্স	Law on access to administrative documents
৯৪.	১৯৭৭	অ্যালান্ড	Act on the openness of government activities
৯৫.	১৯৭০	নরওয়ে	The Freedom of Information Act
৯৬.	১৯৭০	ডেনমার্ক	Access to public administration files act
৯৭.	১৯৬৬	যুক্তরাষ্ট্র	Freedom of Information Act

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও সালভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের শিরোনাম			
৯৮.	১৯৫১	ফিনল্যান্ড	Act on the openness of government activities
৯৯.	১৮৮৮	কলম্বিয়া	Law ordering the publicity of official acts and documents
১০০.	১৭৬৬	সুইডেন	Freedom of the Press Act

সারণি ৫.১ : আরটিআই আইন প্রণয়নকারী দেশ, সাল ও শিরোনাম

৫.১০.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর্যায়, প্রণয়নকাল ও মহাদেশ/অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান

পর্যায়ে		সাল	দেশের নাম	মহাদেশের নাম
প্রথম পর্যায়ে (৩টি)		১৭৬৬	সুইডেন	ইউরোপ
		১৮৮৮	কলম্বিয়া	দক্ষিণ আমেরিকা
		১৯৭৮	ফ্রান্স	ইউরোপ
দ্বিতীয় পর্যায়ে (১১টি)		১৯৫১	ফিনল্যান্ড	ইউরোপ
		১৯৬৬	যুক্তরাষ্ট্র	উত্তর আমেরিকা
		১৯৭০	নরওয়ে	ইউরোপ
		১৯৭০	ডেনমার্ক	ইউরোপ
		১৯৭৭	অ্যালান্ড	ইউরোপ
		১৯৭৮	নেদারল্যান্ড	ইউরোপ
		১৯৮২	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া
		১৯৮২/৮৩	কানাডা	উত্তর আমেরিকা
		১৯৮২/৮৩	নিউজিল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
		১৯৮৬/৯৯	গ্রীস	ইউরোপ
		১৯৮৭	অস্ট্রিয়া	ইউরোপ
তৃতীয় পর্যায়ে (৮৬টি)	নব্বইয়ের দশক (৩৩টি)	১৯৯০	ইতালি	ইউরোপ
		১৯৯২	ইউক্রেন	ইউরোপ
		১৯৯২	স্পেন	ইউরোপ
		১৯৯২	হাঙ্গেরি	ইউরোপ
		১৯৯৩	পর্তুগাল	ইউরোপ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে		সাল	দেশের নাম	মহাদেশের নাম
		১৯৯৩	কাজাখস্থান	এশিয়া
		১৯৯৪	বেলজিয়াম	ইউরোপ
		১৯৯৪/২০০০	বেলিজ	উত্তর আমেরিকা
		১৯৯৫/৮	হংকং	এশিয়া
		১৯৯৬	আইসল্যান্ড	ইউরোপ
		১৯৯৬/৮	দক্ষিণ কোরিয়া	এশিয়া
		১৯৯৬/২০০০	লিথুয়ানিয়া	ইউরোপ
		১৯৯৭	আয়ারল্যান্ড	ইউরোপ
		১৯৯৭	উজবেকিস্তান	এশিয়া
		১৯৯৭	থাইল্যান্ড	এশিয়া
		১৯৯৭/২০০৭	কিরগিজস্থান	এশিয়া
		১৯৯৮	লাটভিয়া	ইউরোপ
		১৯৯৮	মন্টিনিগ্রো	ইউরোপ
		১৯৯৮/৯	ইসরায়েল	এশিয়া
		১৯৯৯	ডাচ এন্টিলস	ইউরোপ
		১৯৯৯	ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	উত্তর আমেরিকা
		১৯৯৯	আরুবা	ইউরোপ
		১৯৯৯	আলবেনিয়া	ইউরোপ
		১৯৯৯/২০০০	চেক রিপাবলিক	ইউরোপ
		১৯৯৯/২০০০	জর্জিয়া	এশিয়া
		১৯৯৯/২০০০	লিখটেনস্টেন	ইউরোপ
		১৯৯৯/১	জাপান	এশিয়া
		২০০০	বুলগেরিয়া	ইউরোপ
		২০০০	মলদোভা	ইউরোপ
		২০০০/১	স্লোভাকিয়া	ইউরোপ
		২০০০/১	দক্ষিণ আফ্রিকা	আফ্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে		সাল	দেশের নাম	মহাদেশের নাম
		২০০০/৫	যুক্তরাজ্য	ইউরোপ
		২০০০/৫	আজারবাইজান	এশিয়া
	একুশ শতক (৫৩টি)	২০০১	এস্তোনিয়া	ইউরোপ
		২০০১	রোমানিয়া	ইউরোপ
		২০০১/২	বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা	ইউরোপ
		২০০১/২	পোল্যান্ড	ইউরোপ
		২০০১/২	পানামা	উত্তর আমেরিকা
		২০০২	পাকিস্তান	এশিয়া
		২০০২	তাজিকিস্তান	এশিয়া
		২০০২	জিম্বাবুয়ে	আফ্রিকা
		২০০২	অ্যাঙ্গোলা	আফ্রিকা
		২০০২/৩	মেক্সিকো	উত্তর আমেরিকা
		২০০২/৪	জ্যামাইকা	উত্তর আমেরিকা
		২০০৩	কসোভো	ইউরোপ
		২০০৩	আর্জেন্টিনা	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৩	আর্মেনিয়া	এশিয়া
		২০০৩	ক্রোয়েশিয়া	ইউরোপ
		২০০৩	পেরু	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৩	সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডা	উত্তর আমেরিকা
		২০০৩	স্লোভেনিয়া	ইউরোপ
		২০০৩/৪	তুরস্ক	এশিয়া
		২০০৪	ইকুয়েডর	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৪	এন্টিগুয়া/বারবুডা	উত্তর আমেরিকা
		২০০৪	ডোমেনিকান রিপাবলিক	উত্তর আমেরিকা
		২০০৪	বলিভিয়া	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৪	সার্বিয়া	ইউরোপ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে		সাল	দেশের নাম	মহাদেশের নাম
		২০০৪/৬	সুইজারল্যান্ড	ইউরোপ
		২০০৫	ভারত	এশিয়া
		২০০৫	উগান্ডা	আফ্রিকা
		২০০৫	জার্মানী	ইউরোপ
		২০০৫	তাইওয়ান	এশিয়া
		২০০৫/৯	গুয়েতমালা	উত্তর আমেরিকা
		২০০৬	মেসিডোনিয়া	ইউরোপ
		২০০৬	হন্ডুরাস	উত্তর আমেরিকা
		২০০৭	জর্ডান	এশিয়া
		২০০৭	নেপাল	এশিয়া
		২০০৭	নিকারাগুয়া	উত্তর আমেরিকা
		২০০৭	কেম্যান আইল্যান্ডস	উত্তর আমেরিকা
		২০০৭/৮	চীন	এশিয়া
		২০০৮	ইন্দোনেশিয়া	এশিয়া
		২০০৮	চিলি	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৮	ইথিওপিয়া	আফ্রিকা
		২০০৯	বাংলাদেশ	এশিয়া
		২০০৯	কুক আইল্যান্ডস	অস্ট্রেলিয়া
		২০০৯	উরুগুয়ে	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০০৯	পাপুয়া নিউ গিনি	অস্ট্রেলিয়া
		২০১০	রাশিয়া	এশিয়া
		২০১০	লাইবেরিয়া	আফ্রিকা
		২০১১	নাইজেরিয়া	আফ্রিকা
		২০১১	নাইজার	আফ্রিকা
		২০১১	মঙ্গোলিয়া	এশিয়া
		২০১১	এল সালভাদর	উত্তর আমেরিকা

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে		সাল	দেশের নাম	মহাদেশের নাম
		২০১২	ব্রাজিল	দক্ষিণ আমেরিকা
		২০১২	মাল্টা	ইউরোপ
		২০১২	ইয়েমেন	এশিয়া
○ ইউরোপ – ৪১ ○এশিয়া – ২৪ ○ উ. আমেরিকা – ১৫ ○ দ. আমেরিকা – ০৮ ○ আফ্রিকা – ০৭ ○ অস্ট্রেলিয়া – ০৪				

সারণি ৫.২ : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর্যায়, প্রণয়নকাল ও মহাদেশ/অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান

৫.১০.৩ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক আরটিআই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ*

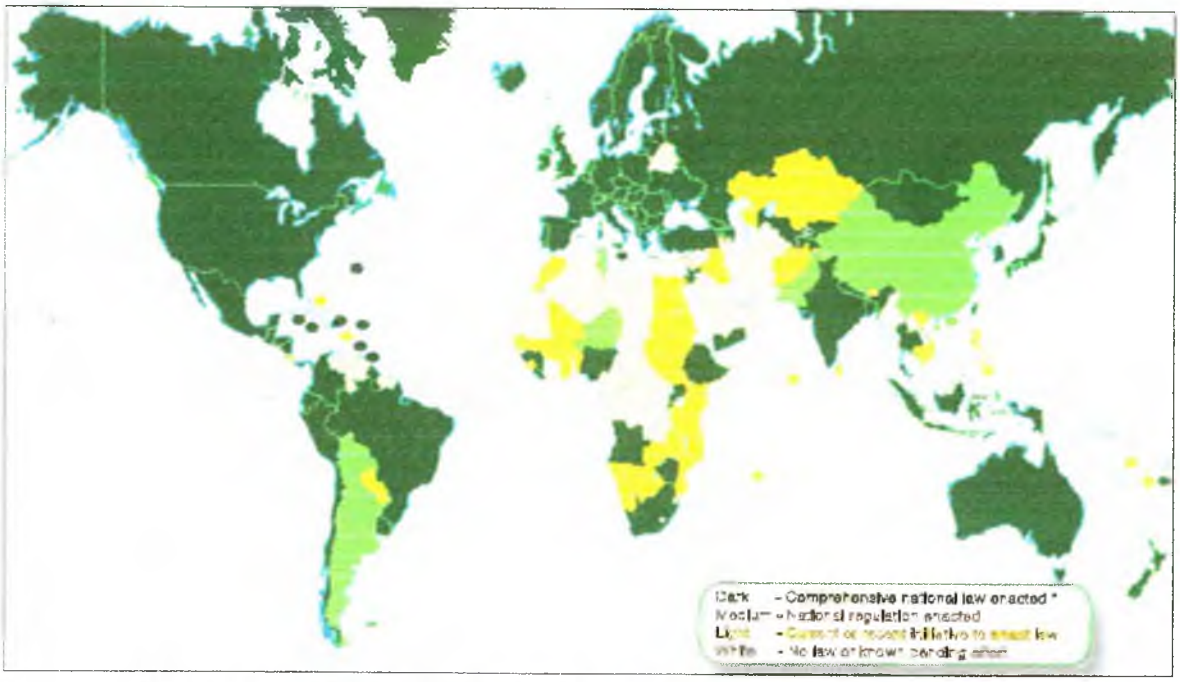

চিত্র ৫.১ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অভিগম্যতার তথ্য-চিত্র

* বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে: David Banisar, March 2013; *Not all national laws have been implemented or are effective. See http://www.article19.org/ Source : David Banisar, National Right to Information Laws, Regulations and Initiatives 2013 March 2013; Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1857498

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি

৬.১ ভূমিকা

জনগণের কাছে তথ্য পৌছাতে সংবাদ কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তথ্য পৌঁছে দেওয়াই তাদের পেশা। ফলে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তথ্য অধিকার প্রদানে কোনো আইন না থাকলে তথ্য অভিগম্যতা নিশ্চিত হয় না। বাংলাদেশেও ২০০৯ সালের পূর্বে তথ্য অধিকার প্রদানে কোনো আইন ছিল না। ফলে আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে সংবাদকর্মীদের অবস্থা কেমন ছিল – তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আলোচ্য অধ্যায়ে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী সময়ে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতা সম্পর্কে দুটি সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষক ২০০৬-২০০৭ সালে ৩৩০ জন সংবাদকর্মীর ওপর প্রথমোক্ত সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন। আর শেষোক্ত সমীক্ষাটি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার*; এই সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে।

এছাড়া, ২০০৭ সালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং যাঁদের কাছে তথ্য আছে – এমন ২২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা জানতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা এমএমসি পরিচালিত একটি সমীক্ষাও বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তার প্রাসঙ্গিক ফলাফল বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়।

বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রাথমিক সমীক্ষা, গভীরতর সাক্ষাৎকার এবং এমএমসি পরিচালিত একটি দ্বৈতীয়িক সমীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

৬.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি : মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে গবেষক সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা অনুধাবনের জন্য এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন। এখানে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক কিছু প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদকর্মীদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের প্রায়োগিক প্রবণতা, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং বাধাসমূহ নিরসনকল্পে কাঙ্ক্ষিত করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়। আর এ লক্ষ্যে প্রায় একবছর ধরে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়।

দেশের ৬টি বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো থেকে স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ৩৩০টি নমুনা-একক থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে প্রাক্-যাচাই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের যথার্থতা যাচাই করার জন্য ৩০ জন উত্তরদাতার মতামতের প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করা হয়; অতঃপর অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে উপাত্তের সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উল্লিখিত সংখ্যক নমুনা-একক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ অংশে উত্তরদাতার মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬.২.১ ভূমিকা : সাংবাদিকদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট –এই ৬ বিভাগ বিভাগ থেকে স্বেচ্ছাচয়িত দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভাগগুলো থেকে যথাক্রমে ৮০, ৭০, ৬০, ৬০, ৩৫ ও ২৫টি করে মোট ৩৩০টি নমুনা একক নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই সমীক্ষাকালে দেশে ৬টি বিভাগ ছিল। তখনকার রাজশাহী বিভাগে বর্তমান রংপুর বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬.২.১.১ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতা ৩৩০ জন সাংবাদিকের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকমাত্রায় দেখা যায় ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা স্নাতক পর্যায়ের, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২৯ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক ২৭ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার উত্তরদাতা ৪ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মাধ্যমিক	১৪	৪
উচ্চ মাধ্যমিক	৮৯	২৭
স্নাতক	১৩০	৪০
স্নাতকোত্তর	৯৭	২৯
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

৬.২.১.২ উত্তরদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা

উত্তরদাতা সাংবাদিকদের বয়সের ভিন্ন ভিন্ন দিকমাত্রা লক্ষ করা যায়। ছয় বিভাগের ৩৩০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৮-২৫ বছর বয়সী ছিলেন ১৫%, ২৬-৩৬ বয়সী ৫৬%, ৩৭-৪৭ বছর বয়সী ২৬% এবং ৪৮ বা তদুর্ধ্ব ছিল মাত্র ৩%।

বয়স সীমা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১৮-২৫	৫০	১৫
২৬-৩৬	১৮৪	৫৬
৩৭-৪৭	৮৬	২৬
৪৮+	১০	৩
মোট	৩৩০	১০০

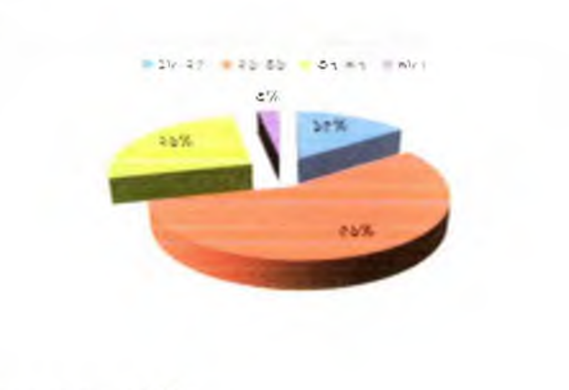

পাই চিত্র ৬.২ : উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

৬.২.১.৩ জেন্ডার পরিচিতি

উত্তরদাতা সাংবাদিকদের জেন্ডার বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় ৩৩০ জন উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষ ৯৩ শতাংশ এবং নারী ৭ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার বিন্যাস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	৩০৭	৯৩
নারী	২৩	৭
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.৩ : উত্তরদাতাদের জেন্ডার বিন্যাস

৬.২.১.৪ পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি

উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক অবস্থানে দেখা যায় রিপোর্টিং বিভাগে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ, সম্পাদকীয় বিভাগে রয়েছেন ১৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিভাগে রয়েছেন ৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

কর্মক্ষেত্র	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রিপোর্টিং	২৪৬	৭৪.৫
সম্পাদনা	৫৭	১৭.৩
অন্যান্য	২৭	৮.২
মোট	৩৩০	১০০.০

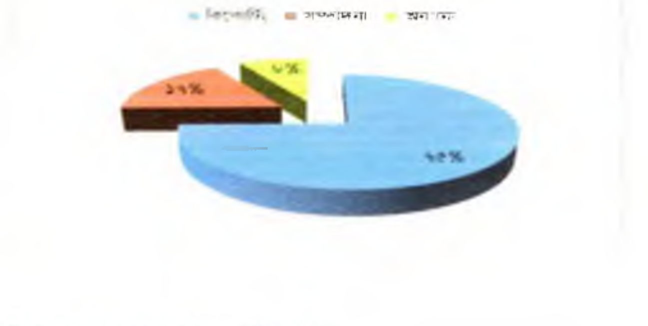

পাই চিত্র ৬.৪ : উত্তরদাতাদের পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি

৬.২.১.৫ উত্তরদাতাদের আয়ের দিকমাত্রা

আয়ের দিকমাত্রা অনুযায়ী উত্তরদাতাদের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫,০০০ টাকা মাসিক আয়ের রয়েছেন ৩৮ শতাংশ, ৫,০০০-১০,০০০ টাকা আয়ের ২৭ শতাংশ, ১০,০০১-১৫,০০০ টাকা আয়ের ১৪ শতাংশ, ১৫,০০১+ টাকা আয়ের ১১ শতাংশ; তবে উত্তরদাতাদের ১০ শতাংশ সংবাদকর্মী এক্ষেত্রে অনুত্তর ছিলেন।

মাসিক আয়-মাত্রা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
<= ৫০০০	১২৫	৩৮
৫০০১-১০০০০	৮৮	২৭
১০০০১-১৫০০০	৪৭	১৪
১৫০০১+	৩৬	১১
অনুত্তর	৩৪	১০
মোট	৩৩০	১০০

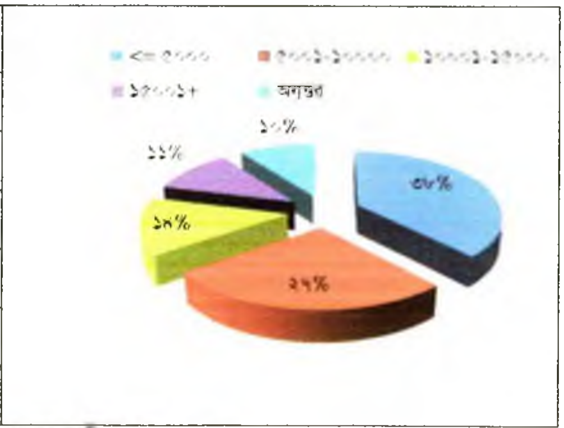

পাই চিত্র ৬.৫ : উত্তরদাতাদের মাসিক আয়-মাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২ তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার

সর্বোচ্চ ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার 'পেশাগত যোগাযোগ অধিকার' । তবে ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা একে 'সাধারণ নাগরিক অধিকার' বলে চিহ্নিত করেছেন; উত্তরদাতাদের ৭ শতাংশ বলেছেন 'মৌলিক অধিকার' ।

উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পেশাগত যোগাযোগ অধিকার	১৯৬	৫৯
সাধারণ নাগরিক অধিকার	৯৪	২৮
মানবাধিকার	১৬	৫
মৌলিক অধিকার	২৪	৭
ভিন্নমত (মন্তব্য)	০	০
মোট	৩৩০	১০০

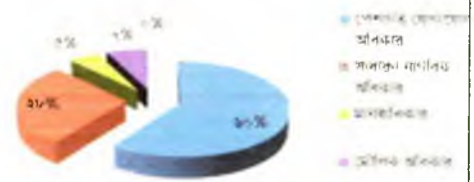

পাই চিত্র ৬.৬ : তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার   *উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর দিয়েছেন*

৬.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি

তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'জনগণের তথ্য জানার এবং গণমাধ্যমকর্মী তথা গণমাধ্যমসমূহের তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা'ই তথ্য ও যোগাযোগ অধিকার । ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'জনগণের তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার এবং তথ্য ও যোগাযোগক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণের অধিকার'ই তথ্য ও যোগাযোগ অধিকার ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
'জনগণের তথ্য জানার এবং গণমাধ্যমকর্মী তথা গণমাধ্যমসমূহের তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা	২২৪	৬৮
'জনগণের তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার এবং তথ্য ও যোগাযোগক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণের অধিকার	১০৬	৩২
ভিন্নমত (মন্তব্য)	০	০
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.৭ : তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি

৬.২.৪ বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশের বিদ্যমান যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতিকে 'সীমিত' বলেছেন ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা। 'নিয়ন্ত্রিত' বলেছেন ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা। 'অবাধ' বলেছেন ১৯ শতাংশ। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার অনেক সীমিত পর্যায়ে ছিল।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
অবাধ	৬২	১৯
সীমিত	১৩৬	৪১
নিয়ন্ত্রিত	১২১	৩৭
ভিন্নমত (মন্তব্য)	১১	৩
মোট	৩৩০	১০০

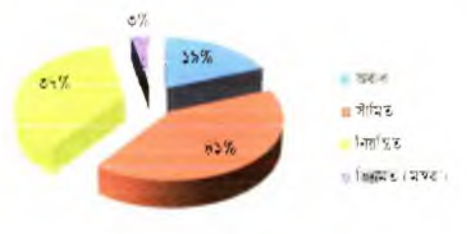

পাই চিত্র ৬.৮ : বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৫ বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রধান প্রধান বাধা

উত্তরাদাতা সাংবাদিকগণ বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা চিহ্নিত করেছে। প্রায় ৭১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে 'আমলাতান্ত্রিক' বাধা রয়েছে। প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক' বাধা রয়েছে। ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'আইনগত' বাধাকে চিহ্নিত করেছেন। উত্তরদাতাদের ৪০ শতাংশ বলেছেন 'মনস্তাত্ত্বিক' বাধা রয়েছে।

রেখা চিত্র ৬.১ : অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রধান প্রধান বাধা *উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর দিয়েছেন*

৬.২.৬ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

তথ্য ও যোগাযোগকর্মী তথা নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিত করতে দেশে এ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন ৯৭ শতাংশ উত্তরদাতা। আইন প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র ৩ শতাংশ উত্তরদাতা সংবাদকর্মী।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২২০	৯৭
না	১০	৩
মোট	৩৩০	১০০

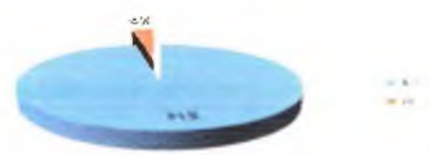

পাই চিত্র ৬.৯ : তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে আইনের প্রয়োজনীয়তা

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য দাতাদের মধ্যে যারা আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন অর্থাৎ 'হ্যাঁ' বোধক উত্তর দিয়েছেন তাদের কাছে আইনের ধরন সম্পর্কে আরো জানতে চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে 'তথ্য অধিকার আইন (*Right to Information Act*)' প্রণয়ন প্রয়োজন। এছাড়া 'তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার আইন (*Access to Information Act*)' প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন ২১ শতাংশ উত্তরদাতা।

মতামতের প্রতিফলন	শতকরা হার
তথ্য অধিকার আইন	৬২
তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার আইন	২১
তথ্যের স্বাধীনতা আইন	৭
উল্লিখিত বিষয়গুলোর সমন্বিত করে একটি আইন	১০
মোট	১০০

পাই চিত্র ৬.১০ : তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিতে যেরূপ আইন প্রণয়ন জরুরি

৬.২.৭ অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতে পদক্ষেপ

উত্তরদাতা সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ মনে করেন বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে 'বিদ্যমান আইনের সংস্কার প্রয়োজন'। প্রায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতার মতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের অনুকূলে নতুন আইন প্রণয়ন' প্রয়োজন। তবে 'বিদ্যমান গণমাধ্যম নীতি পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী নীতি ও ব্যবস্থা প্রবর্তন' প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রায় ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সর্বত্র 'ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু'র পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

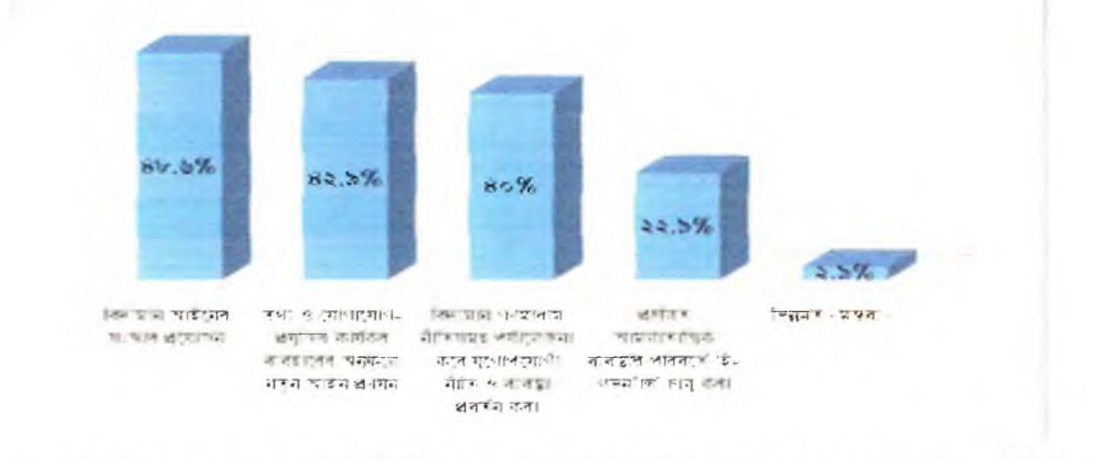

রেখা চিত্র ৬.২ : অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন * *উত্তরদাতাগণ একাধিক উত্তর দিয়েছেন*

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৮ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

যোগাযোগকর্মী হিসেবে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের প্রবণতা, প্রতিবন্ধকতা ও বিদ্যমান বাধাসমূহ নিরসনকল্পে কাঙ্ক্ষিত করণীয় সম্পর্কিত মতামতের নিম্নরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায় :

পেশাগত দায়িত্ব পালনে সংবাদকর্মীদের তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উত্তরদাতা সাংবাদিকগণ ৫টি পরিমাপক (গুণাত্মক) স্কেলে নিজ নিজ কর্ম প্রবণতা অনুযায়ী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

৬.২.৮.১ নিউজ রিপোর্টিং

তথ্যদাতা সংবাদকর্মীদের মতে নিউজ রিপোর্টিংয়ে তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য 'সব সময়' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। ১৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন 'অধিকাংশ সময়' নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয়।

মতামতের প্রতিফলন	শতকরা হার
সব সময়	৭৪
অধিকাংশ সময়	১৫
মাঝে মাঝে	৩
খুব কম	৩
কদাচিৎ	২
অনুত্তর	৩
মোট	১০০

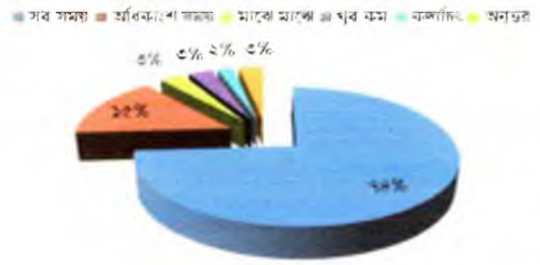

পাই চিত্র ৬.১১ : নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য তথ্য অভিগম্যতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৮.২ ফিচার

উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের ৩৪ শতাংশ মনে করেন 'ফিচার লেখা'র জন্য তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজন হয় 'মাঝে মাঝে'। 'অধিকাংশ সময়' প্রয়োজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ২৬ শতাংশ। তবে ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। এছাড়া 'সব সময়' প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন মাত্র ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

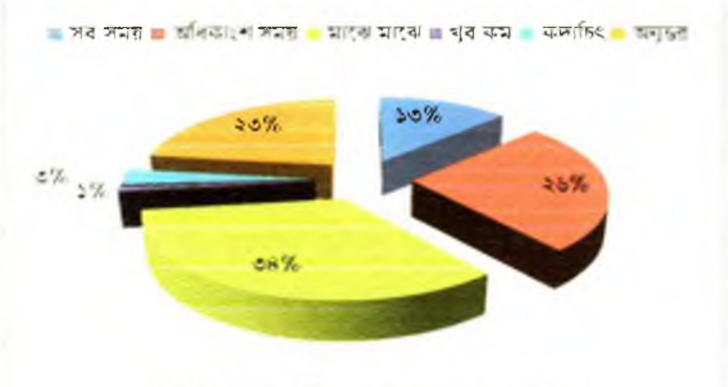

পাই চিত্র ৬.১২ : ফিচার-এর জন্য তথ্য অভিগম্যতা

৬.২.৮.৩ সংবাদ সম্পাদনা

তথ্যদাতা সংবাদকর্মীদের মতে সংবাদ সম্পাদনায়ও তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। সংবাদ সম্পাদনার জন্য 'মাঝে মাঝে' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয় বলে মনে করেন সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা। ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সংবাদ সম্পাদনায় 'সব সময়' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। তবে ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। আর 'খুব কম' বলে উল্লেখ করেন ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৮৪	২৫
অধিকাংশ সময়	৪৩	১৩
মাঝে মাঝে	৯৮	৩০
খুব কম	৪৭	১৪
কদাচিৎ	২	১
অনুত্তর	৫৬	১৭
মোট	৩৩০	১০০

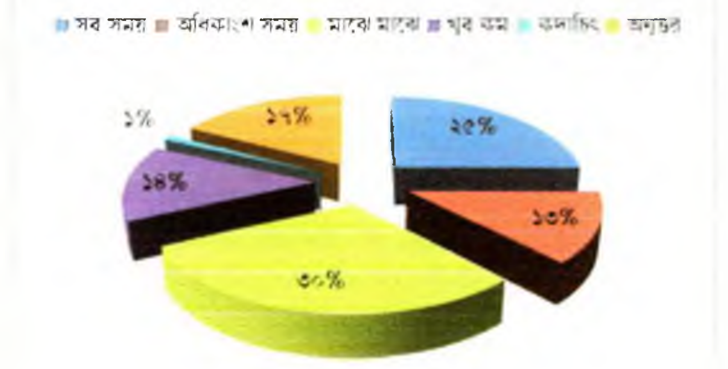

পাই চিত্র ৬.১৩ : সংবাদ সম্পাদনার জন্য তথ্য অভিগম্যতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৮.৪ সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় লেখার জন্য 'সব সময়' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয় বলে মনে করেন সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা। ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে ২০ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১১৮	৩৬
অধিকাংশ সময়	৫৯	১৮
মাঝে মাঝে	৪৬	১৪
খুব কম	২৩	৭
কদাচিৎ	১৮	৫
অনুত্তর	৬৬	২০
মোট	৩৩০	১০০

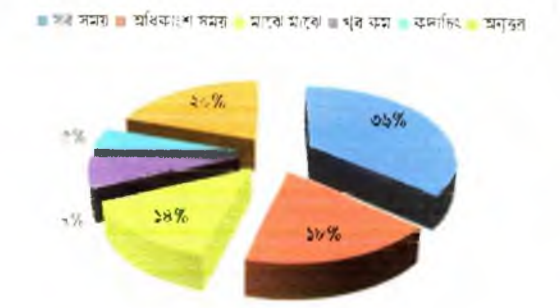

পাই চিত্র ৬.১৪ : সম্পাদকীয় লেখার জন্য তথ্য অভিগম্যতা

৬.২.৮.৫ উপসম্পাদকীয়

উপসম্পাদকীয় লেখার জন্য 'অধিকাংশ সময়' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয় বলে মনে করেন, সর্বোচ্চ ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' এ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৬২	১৯
অধিকাংশ সময়	১০৭	৩১
মাঝে মাঝে	৮৮	২৭
খুব কম	২৬	৮
কদাচিৎ	১২	৪
অনুত্তর	৩৫	১১
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১৫ : উপসম্পাদকীয় লেখার জন্য তথ্য অভিগম্যতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৮.৬ অন্যান্য

অন্যান্য কারণেও সংবাদকর্মীদের তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয় বলে মনে করেন উত্তরদাতারা। সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনকে 'মাঝে মাঝে' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৯	৩
অধিকাংশ সময়	২২	৭
মাঝে মাঝে	৯২	২৮
খুব কম	৩৬	১১
কদাচিৎ	৩৬	১১
অনুত্তর	১৩৫	৪১
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১৬ : অন্যান্য কারণে তথ্য অভিগম্যতা

৬.২.৯ সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

৬.২.৯.১ অকুস্থল/ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

সংবাদকর্মীরা নাগরিকদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে ঘটনাস্থলে থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' সরাসরি অকুস্থল/ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এবং ২১ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১৫৪	৪৭
অধিকাংশ সময়	৭০	২১
মাঝে মাঝে	৩০	৯
খুব কম	৪০	১২
কদাচিৎ	০	০
অনুত্তর	৩৬	১১
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১৭ : অকুস্থল/ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৯.২ সংবাদ-ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' এবং ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' সংবাদ বা ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' তথ্য সংগ্রহের জন্য সংবাদ-ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১১৮	৩৬
অধিকাংশ সময়	১০৮	৩৩
মাঝে মাঝে	৬৪	১৯
খুব কম	১৮	৫
কদাচিৎ	১০	৩
অনুত্তর	১২	৪
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১৮ : সংবাদ-ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

৬.২.৯.৩ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। ২২ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১৫৫	৪৭
অধিকাংশ সময়	৭২	২২
মাঝে মাঝে	৪৬	১৪
খুব কম	১৯	৬
কদাচিৎ	৭	২
অনুত্তর	৩১	৯
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.১৯ : প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৯.৪ সংবাদ সংস্থা বা ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগে সংবাদ সংস্থা বা ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য নেয়ার প্রবণতা কিছুটা কম। সর্বোচ্চ ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'খুব কম'ই সংবাদ বা ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য নেন। তবে ২১ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়', ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' সংবাদ সংস্থা ও ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য নেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৩৮	১২
অধিকাংশ সময়	৬৮	২১
মাঝে মাঝে	৬৪	১৯
খুব কম	১১২	৩৪
কদাচিৎ	২০	৬
অনুত্তর	২৮	৮
মোট	৩৩০	১০০

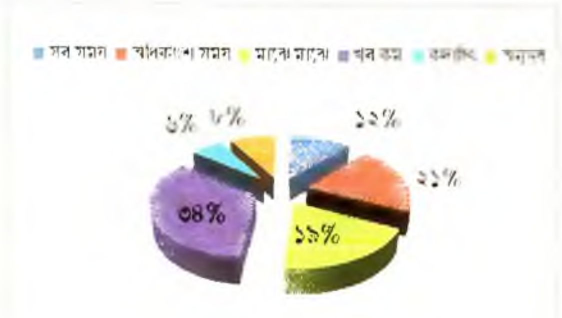

পাই চিত্র ৬.২০ : সংবাদ সংস্থা বা ফিচার সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

৬.২.৯.৫ সহকর্মী ও অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা সহকর্মী ও অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে 'মাঝে মাঝে' তথ্য সংগ্রহ করেন। ২২ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়'; ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে তথ্য নেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৫৭	১৭
অধিকাংশ সময়	৭২	২২
মাঝে মাঝে	১০৯	৩৩
খুব কম	৩৯	১২
কদাচিৎ	১৮	৫
অনুত্তর	৩৫	১১
মোট	৩৩০	১০০

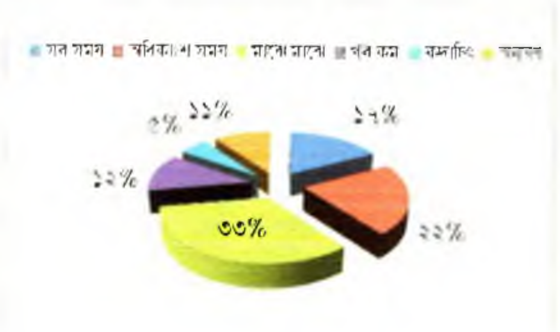

পাই চিত্র ৬.২১ : সহকর্মী ও অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৯.৬ ইন্টারনেট ব্রাউজ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা ইন্টারনেট ব্রাউজ করে 'মাঝে মাঝে' তথ্য সংগ্রহ করেন; ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এবং ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' ইন্টারনেটের সহায়তা নেন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৬৩	১৯
অধিকাংশ সময়	৭৮	২৪
মাঝে মাঝে	৯১	২৮
খুব কম	৪০	১২
কদাচিৎ	২৮	৮
অনুত্তর	৩০	৯
মোট	**৩৩০**	**১০০**

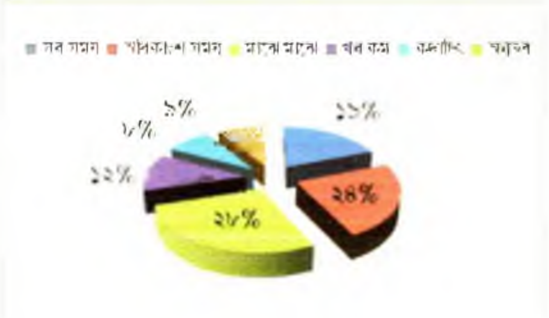

পাই চিত্র ৬.২২ : ইন্টারনেট ব্রাউজ করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

৬.২.৯.৭ প্রেস রিলিজ/হ্যান্ড আউট/ প্রেস নোট/ বিজ্ঞাপণ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা প্রেস রিলিজ/হ্যান্ড আউট/ প্রেস নোট/ বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে 'মাঝে মাঝে' তথ্য সংগ্রহ করেন । ১৫ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন ।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৩০	৯
অধিকাংশ সময়	৫১	১৫
মাঝে মাঝে	১৫৭	৪৮
খুব কম	৩৬	১১
কদাচিৎ	১২	৪
অনুত্তর	৪৪	১৩
মোট	**৩৩০**	**১০০**

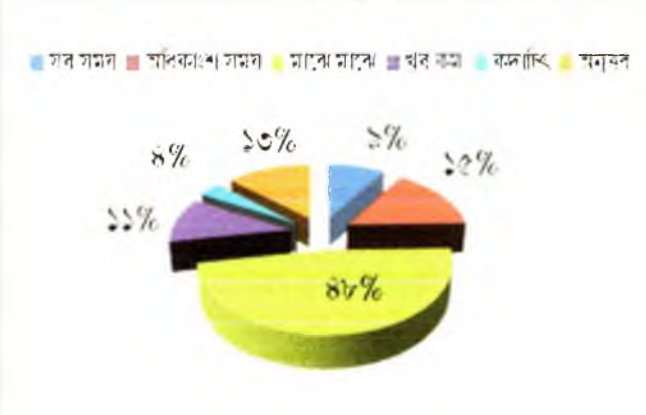

পাই চিত্র ৬.২৩ : প্রেস রিলিজ/হ্যান্ড আউট/ প্রেস নোট/ বিজ্ঞাপণ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৯.৮ অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

অন্যান্য সোর্স থেকে সর্বোচ্চ ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা 'খুব কম' অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	২৬	৮
অধিকাংশ সময়	৩৪	১০
মাঝে মাঝে	১১১	৩৪
খুব কম	৬১	১৮
কদাচিৎ	৩৫	১১
অনুত্তর	৬৩	১৯
মোট	৩৩০	১০০

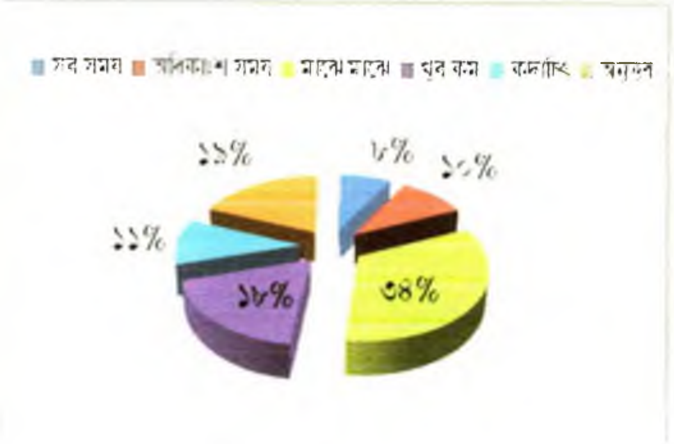

পাই চিত্র ৬.২৪ : উত্তরদাতাদের পেশাগত দায়িত্বপালনে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা : অন্যান্য সোর্স থেকে

৬.২.১০ 'তথ্য সংগ্রহ যোগাযোগে' ব্যয়িত সময়ের দিকমাত্রা

৬.২.১০.১ প্রাইমারি সোর্সের ক্ষেত্রে

প্রাইমারি সোর্স থেকে 'সব সময়' তথ্য সংগ্রহ করে ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এবং ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' বলে উল্লেখ করেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১৩৮	৪২
অধিকাংশ সময়	৯৭	২৯
মাঝে মাঝে	৬৩	১৯
খুব কম	৯	৩
কদাচিৎ	০	০
অনুত্তর	২৩	৭
মোট	৩৩০	১০০

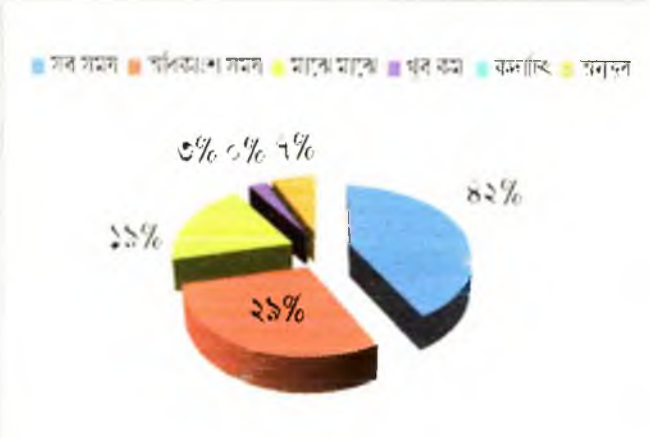

পাই চিত্র ৬.২৫ : প্রাইমারি সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ যোগাযোগে ব্যয়িত সময়

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১০.২ সেকেন্ডারি সোর্সের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা সেকেন্ডারি সোর্স (বার্তা সংস্থা, নিউজ ক্লিপিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহে 'মাঝে মাঝে' সময় দেন। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে ২২ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এবং ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা 'সব সময়' ব্যয় করেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৫৪	১৬
অধিকাংশ সময়	৭৩	২২
মাঝে মাঝে	১৬২	৪৯
খুব কম	২০	৬
কদাচিৎ	৬	২
অনুত্তর	১৫	৫
মোট	৩৩০	১০০

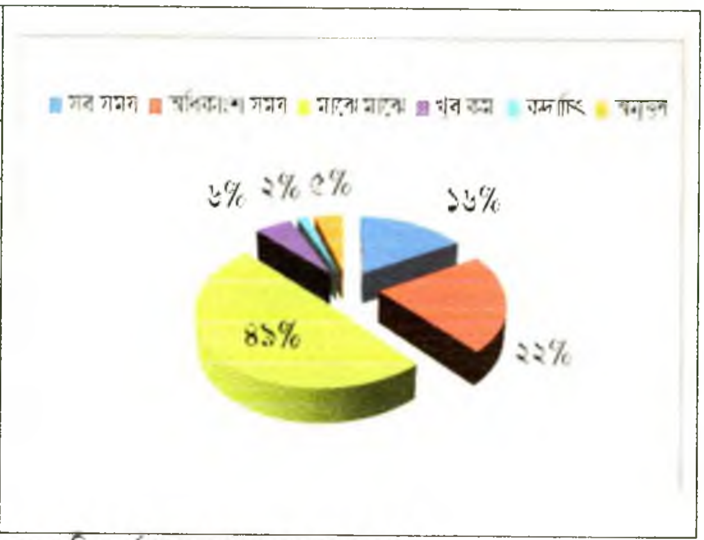

পাই চিত্র ৬.২৬ : সেকেন্ডারি সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহে সময় ব্যয়

৬.২.১০.৩ অন্যান্য সোর্সের ক্ষেত্রে

অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' সময় দেন। ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা 'খুব কম' এক্ষেত্রে সময় দেন। এক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	২৩	৭
অধিকাংশ সময়	২১	৬
মাঝে মাঝে	১০৭	৩২
খুব কম	৫৮	১৮
কদাচিৎ	৩৩	১০
অনুত্তর	৮৮	২৭
মোট	৩৩০	১০০

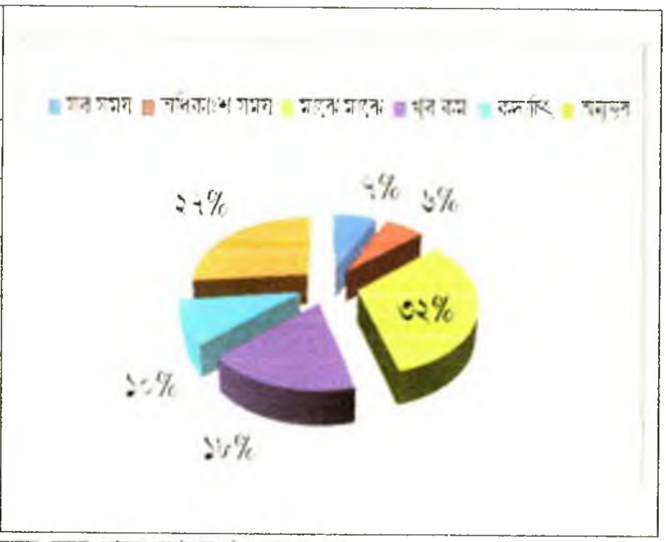

পাই চিত্র ৬.২৭ : অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে সময় ব্যয়

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন

৬.২.১১.১ তথ্য দিতে সোর্সের অস্বীকৃতি

৪০ শতাংশ উত্তরাদাতার মতে সোর্স 'মাঝে মাঝে' সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকার করে। ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে সোর্স 'অধিকাংশ সময়' সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৪২	১৩
অধিকাংশ সময়	১১৩	৩৪
মাঝে মাঝে	১৩২	৪০
খুব কম	১৭	৫
বলাচিং	০	০
অনুত্তর	২৬	৮
মোট	৩৩০	১০০

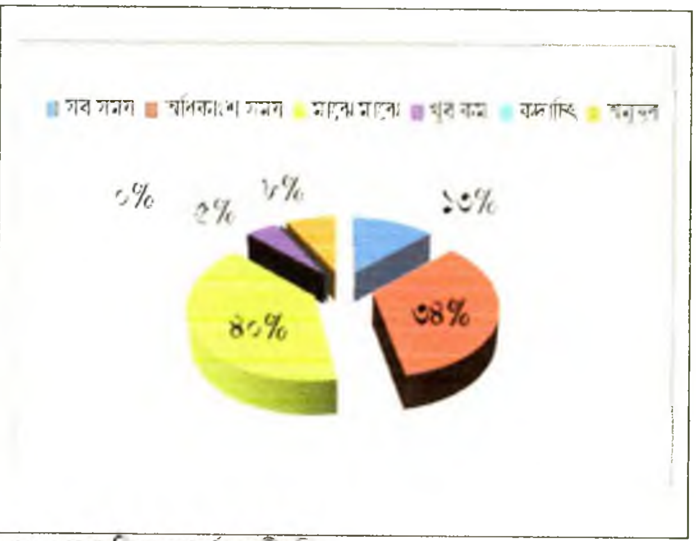

পাই চিত্র ৬.২৮ : তথ্য দিতে সোর্সের অস্বীকৃতি

৬.২.১১.২ কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে তথ্য না দেওয়া

সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ উত্তরদাতার মতে কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া 'সব সময়' সোর্স তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' ও ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' এ সমস্যায় পড়েন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৯২	২৮
অধিকাংশ সময়	৮৯	২৭
মাঝে মাঝে	৮১	২৫
খুব কম	২৪	৭
বলাচিং	১৮	৫
অনুত্তর	২৬	৮
মোট	৩৩০	১০০

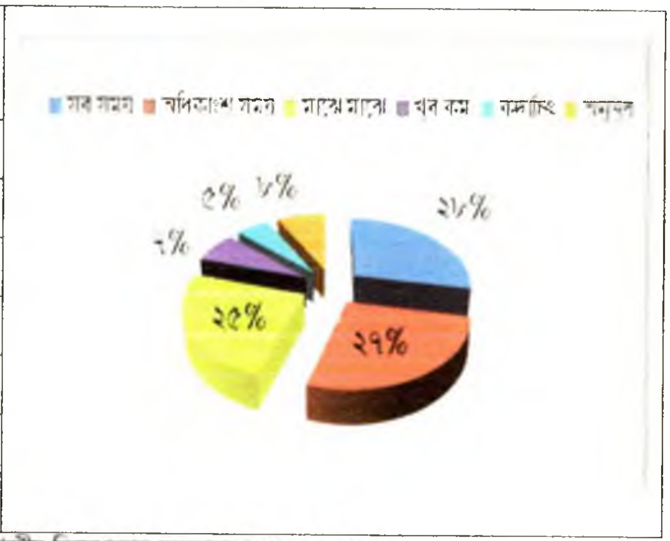

পাই চিত্র ৬.২৯ : কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে তথ্য না দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১.৩ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ অন্যান্য আইনগত বাধার অজুহাতে তথ্য প্রদান না করা

সর্বোচ্চ ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ অন্যান্য আইনগত বাধার অজুহাত দেখিয়ে 'অধিকাংশ সময়' সোর্স তথ্য প্রদানে বিরত থাকে। ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা 'মাঝে মাঝে' এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	১২	৪
অধিকাংশ সময়	১২৯	৩৯
মাঝে মাঝে	১১৪	৩৫
খুব কম	২৪	৭
কদাচিৎ	২০	৬
অনুত্তর	৩১	৯
মোট	৩৩০	১০০

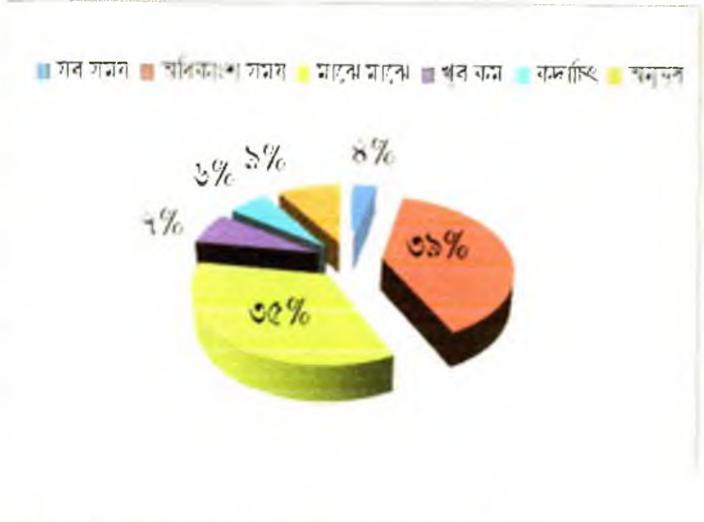

পাই চিত্র ৬.৩০ : অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ অন্যান্য আইনগত বাধার অজুহাত

৬.২.১১.৪ চাকুরীর নিরাপত্তা/জীবনের ঝুঁকি/সম্ভাব্য হয়রানির ভয়ে তথ্য না দেওয়া

সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার মতে চাকুরীর নিরাপত্তা/জীবনের ঝুঁকি/সম্ভাব্য হয়রানির কথা ভেবে সোর্স 'মাঝে মাঝে' তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ২৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে এ সমস্যার কারণে 'অধিকাংশ সময়' এবং ১৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে 'সব সময়' এ সমস্যার কারণে সোর্স তথ্য দেয় না।

মতামতের প্রতিফলন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৫৪	১৬
অধিকাংশ সময়	৭৮	২৪
মাঝে মাঝে	১০৮	৩৩
খুব কম	৩৬	১১
কদাচিৎ	২৭	৮
অনুত্তর	২৭	৮
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.৩১ : চাকুরীর নিরাপত্তা/জীবনের ঝুঁকি/সম্ভাব্য হয়রানির ভয়ে তথ্য না দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১.৫ মানসিকভাবে নির্ঝঞ্ঝাট থাকা

সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে দৃশ্যত নির্ঝঞ্ঝাট থাকার মানসিকতা থেকে সোর্স 'মাঝে মাঝে' তথ্য প্রদানে বিরত থাকে। ২৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে এ কারণে 'অধিকাংশ সময়' সোর্স তথ্য দিতে চায় না।

মতামতের প্রতিফলন	পদসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	৩২	১০
অধিকাংশ সময়	৯৭	২৯
মাঝে মাঝে	১০৭	৩২
খুব কম	৩৫	১১
কদাচিৎ	১১	৩
অনুত্তর	৪৮	১৫
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.৩২ : মানসিকভাবে নির্ঝঞ্ঝাট থাকা

৬.২.১১.৬ পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সোর্স 'মাঝে মাঝে' তথ্য প্রদান না করে এড়িয়ে যায়। ২২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে এ কারণে 'অধিকাংশ সময়' সোর্স তথ্য দেয় না।

মতামতের প্রতিফলন	পদসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	২৮	৮
অধিকাংশ সময়	৭৩	২২
মাঝে মাঝে	১৬২	৪৯
খুব কম	২২	৭
কদাচিৎ	০	০
অনুত্তর	৪৫	১৪
মোট	৩৩০	১০০

পাই চিত্র ৬.৩৩ : পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১.৭ আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অন্যান্য অজুহাত

৩৫ শতাংশ উত্তরদাতার মতে বিভিন্ন অজুহাতে জটিলতা সৃষ্টি করে সোর্স 'মাঝে মাঝে' তথ্য প্রদানে কালক্ষেপণ করে। ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা 'অধিকাংশ সময়' এ সমস্যার সম্মুখীন হন।

মতামতের প্রতিফলন	পদসংখ্যা	শতকরা হার
সব সময়	২৪	৭
অধিকাংশ সময়	৫৯	১৮
মাঝে মাঝে	১১৫	৩৫
খুব কম	৫২	১৬
কদাচিৎ	২৮	৮
অনুত্তর	৫৩	১৬
মোট	৩৩০	১০০

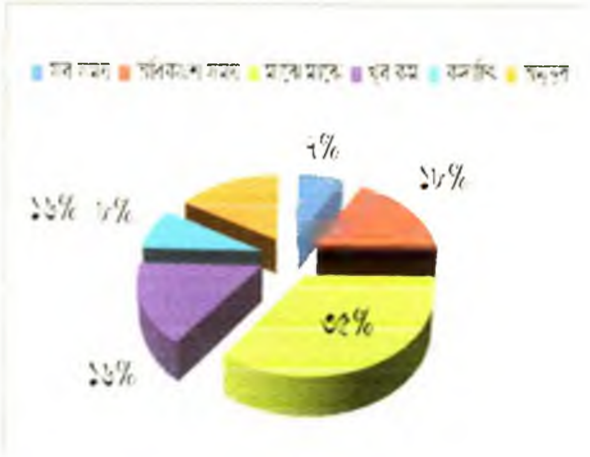

পাই চিত্র ৬.৩৪ : আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অন্যান্য অজুহাত

৬.৩ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব তথ্য অভিগম্যতা : গভীরতর সাক্ষাৎকার

বর্তমান গবেষণার প্রকৃতিগত বিষয় পরিধি এবং নাগরিক জীবনে এর বহুমাত্রিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি সরল দৈব-চয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, আইন বিশারদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম সংস্থা ও এনজিও সংগঠক পর্যায়ের মোট ২২ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের স্বরূপ, প্রবণতা এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে আইন প্রণয়নের সম্ভাব্যতা এবং আনুষঙ্গিক সুপারিশ ও দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণে যেসব বিষয়ে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্যে মিল লক্ষ করা যায় সংক্ষেপে সেসব দিক এ অংশে তুলে ধরা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.১ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিদ্যমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের বিদ্যমান অবস্থাকে বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার দাতাগণ 'সীমিত', 'হতাশাব্যঞ্জক', 'নাজুক', 'অনগ্রসর পর্যায়ের', 'নিম্ন পর্যায়ের', 'প্রাথমিক পর্যায়ের' প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করে বিদ্যমান অবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণায়িত করেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন সরকারি বা অন্যান্য বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তথ্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার আছে, না হলে সংবাদকর্মীরা কাজ করতেই পারতেন না।

তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যোগাযোগের অধিকার একটি সাংবিধানিক অধিকার। তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কারণ, যোগাযোগের ভিত্তি হলো তথ্য। কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। বর্তমানে দেশে তথ্য প্রাপ্তির আইনী অধিকার নেই বলে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত।

নাট্যপরিচালক আতিকুল হক চৌধুরীর মতে, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা বর্তমানে খুবই নাজুক পর্যায়ে রয়েছে; বলা যায় আঁতুড় ঘরে থাকার মত অবস্থায় আছে। রয়েছে হাজার বিধি-নিষেধ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এই সুবিধার ছিটেফোঁটাও পাচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও জানিপপ চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ মনে করেন, বাংলাদেশে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগের অধিকার খুব একটা অগ্রসর পর্যায়ে নেই। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা ও দেশে বিরাজমান অবস্থা নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সীমিত করেছে।

তথ্য প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার মনে করেন, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তা সরকারের 'সিক্রেটস অ্যাক্ট'-এর আওতায় বন্দী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের মতে, নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে আইনগত অধিকারের বাধ্যবাধকতা থাকা

Dhaka University Institutional Repository

দরকার। তবে বিদ্যমান রীতি-প্রথা এবং স্বাধীন প্রেসের একটা আবহ দেশে রয়েছে বিধায় সাংবাদিকগণ অনেক ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করে ফেলতে পারেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক (সাবেক) জগলুল আহমেদ চৌধুরী ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তার মতে, বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার এবং যোগাযোগের অধিকার অনুকূল পর্যায়ে রয়েছে। তবে সেটা পর্যাপ্ত নয়। অপরদিকে সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস-এর মতে, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

৬.৩.২ সংবাদকর্মীদের পেশাগত দায়িত্বপালনে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের আইনি স্বীকৃতি

পেশাগত দায়িত্ব পালনে সংবাদকর্মীদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্যের উৎস-সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি আইনগত অধিকার বা স্বীকৃতি থাকার অনুকূলে মতামত দিয়েছেন প্রায় সব সাক্ষাৎকারদাতা। তবে দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদক (সাবেক) জনাব নাঈমুল ইসলাম খান বলেছেন সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে আইনগত অধিকারের কোনো প্রয়োজন নেই। তার মতে, আইনগত অধিকার দেওয়া হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে এবং গণমাধ্যমকর্মীরা গোয়েন্দা হয়ে যাবে।

তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে সাংবাদিক আতাউস সামাদ (প্রয়াত) বলেন, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার প্রাপ্তির অধিকার প্রশ্নে বিবেচনা করতে হবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার কে চাচ্ছে? কী তথ্য চাচ্ছে? মামলা পরিচালনার জন্য একজন উকিলের তথ্য দরকার; প্রতিবেদন তৈরিতে রিপোর্টারের তথ্য দরকার; রিপোর্টার বা নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আদায়ের আইন হতে পারে। এরকম আইন হলে নাগরিকরা তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাবে।

সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার মনে করেন, কেবল সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মীই নয় সবারই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। এটা এ কারণেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে যেন সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এমএমসি'র নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু'র মতে, পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনুকূলে আইনগত অধিকার থাকা উচিত। এ অধিকার না থাকলে তারা নিজেদের অধিকার ব্যক্ত করতে পারেনা। সাংবাদিকরা অবশ্য নাগরিকদেরই অংশ। সে কারণে তাদের যে আইনগত অধিকার, তা নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

এপি'র ব্যুরো প্রধান ফরিদ হোসেনের মতে, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের বিশেষ অধিকার থাকা প্রয়োজন ও জরুরি। সুশাসন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে ও দুর্নীতি বন্ধে এ ধরনের অধিকার থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সাংবাদিকতার শিক্ষক অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম যুক্তরাষ্ট্রের একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, দেশটির কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে উৎস-সূত্র প্রকাশ না করার অধিকার সাংবাদিকদের রয়েছে। যেগুলোতে নেই তারাও এটা মেনে চলেন। এতে তথ্য জোগাড় করতে সুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও এ ধরনের আইনগত অধিকার থাকা প্রয়োজন।

সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌসও মত দেন, এ ধরনের আইনগত অধিকার থাকার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এটি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সাংবাদিকরা অন্য কোনো খাতে তা ব্যবহার করতে না পারে। অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিকরা তথ্যের অপব্যবহার করছেন। এটা যেন না হয়।

জগলুল আহম্মেদ চৌধুরীর মতে, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের আইনগত অধিকার প্রয়োজন এই কারণে যে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগে সহায়ক। তবে এটা সর্বক্ষেত্রে অবারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এনটিভির নির্বাহী প্রযোজক (নিউজ অপারেশন্স, সাবেক) শামসুদ্দিন হায়দার ডালিমের মতে, অবশ্যই আইনগত স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। এতে দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে সাংবাদিকরা আইনি সুরক্ষা পাবেন এবং নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৩ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের আবশ্যকতা

অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতা একমত পোষণ করেন যে, একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সদস্য হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার দরকার রয়েছে। তাদের মতে, তথ্য প্রদানে নাগরিকদের চাহিদা মেটানো উচিত; তথ্য গোপন রাখার ভেতরে কোন ফায়দা নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম বলেন, নাগরিকদের আইনগত অধিকার থাকা দরকার। অন্যদিকে নাগরিককেও আলোকিত মানুষ হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌসের মতে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বয়স খুব বেশি নয়। গণতন্ত্র এখানে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সমাজ ব্যবস্থায় তথ্য পাওয়ার অধিকার একটা প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জানার অধিকার দিতে হবে। কারণ, তাদের কাজ-কর্ম জনজীবনে একটা বড় প্রভাব ফেলে।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, একজন নাগরিক সাংবিধানিক অধিকারে দেশের স্বীকৃত এবং প্রকৃত মালিক। তাই দেশের কার্যক্রমে তার কার্যকর অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্যের প্রয়োজন। তাই নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার মনে করেন, কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই নয়; কার্যত, একুশ শতকে তথ্যই হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি।

ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু বলেন, গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন হওয়া দরকার। যেখানে অন্য অধিকারের সুযোগ কম সেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়; জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৪ বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে বিদ্যমান যেসব প্রতিবন্ধকতা

সাক্ষাৎকারদাতারা বেশকিছু বিষয়কে অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করে রাখার সংস্কৃতি ইত্যাদি।

অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ, ব্রিটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত চলে আসা বিভিন্ন আইনে সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদের নিবৃত করা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, মাস্তানি, প্রভাবশালীদের চাপ এবং ক্ষমতাসীনদের উদাসীনতাকে অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর মতে, অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দরিদ্রতা। দরিদ্রতার কারণে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। আর শিক্ষা না থাকলে তথ্য সবার কাছে পৌছায় না। তাছাড়া আইনী বাধা এবং দুর্নীতিকেও তিনি অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে মনে করেন।

তবে বদিউল আলম মজুমদারের মত হচ্ছে, আইনগত বাধার বাইরে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে- মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। দপ্তরগুলোর কর্মকর্তাদের মানসিকতাই হচ্ছে, সবকিছু গোপন করে রাখতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার যোগ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, সরকারি দপ্তরগুলো ও সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকা বেশকিছু আইন। যেমন : দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন। এ ধরনের আইনের কারণে তথ্য গোপন করে রাখার প্রবণতা বাড়ছে।

অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের আইন সংশোধনে বিগত সরকারগুলোর ব্যর্থতা, অসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংশোধনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমতের অভাবকে অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকের বিভাগীয় সম্পাদক (মহিলা অঙ্গণ) মিজ ফরিদা ইয়াসমিন মনে করেন, সরকার রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বন্ধ করতে বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। এটাও একটা বড় প্রতিবন্ধকতা।

অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে অন্যান্য সাক্ষাৎকারদাতাদের সঙ্গে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে দৈনিক আমাদের সময় সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারকে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে, প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তার মতে, তথ্যাধিকার আইন না থাকায় বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, পৃথিবীর যেসব দেশে তথ্য অভিগম্যতার আইন আছে সেখানেও সমস্যা রয়েছে।

৬.৩.৫ তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক গণযোগাযোগ ব্যবস্থার অনুকূলে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও করণীয়

সাক্ষাৎকারদাতাদের বেশিরভাগই মন্তব্য করেন, উন্নত গণযোগাযোগ প্রশ্নে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এই বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রস্তুতি দূর্বল ও নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তিকে সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে দেওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগানো উচিত বলে সাক্ষাৎকারদাতারা মনে করেন।

সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস মনে করেন, বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিতে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই তুলনায় বাংলাদেশ বর্তমানে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কাজেই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বাংলাদেশকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বারের মত হচ্ছে, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগে যোগ দিয়ে বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির প্রথম সিড়িতে পা রেখেছে। তবে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল সেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক। একই প্রসঙ্গে সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের প্রস্তুতি অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে। সবাই যখন ফসল ঘরে

Dhaka University Institutional Repository

তুলছে তখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আরও ১০-১২ বছর আগে আমরা সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগে যুক্ত হতে পারলে আজ আমরা অনেক এগিয়ে যেতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহর অভিমত, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের চটজলদি কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যেমন: তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রাম পর্যায়ে পৌছানো, প্রযুক্তি বিপণন ব্যবস্থাকে দরিদ্রবান্ধব করা ইত্যাদি। বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমানও মনে করেন, তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রাম পর্যায়ে পৌছে দিয়ে এ ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন যেমন জরুরি তেমনি তথ্য মহাসড়কগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক আবুল মনসুর আহাম্মদ মনে করেন, পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে; একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে উপযোগী করে তুলতে বাংলাদেশকে একটি সমন্বিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা এখনই গ্রহণ করতে হবে।

৬.৩.৬ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত আইনসমূহের সংস্কার প্রয়োজন

অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতার মতামত হচ্ছে, বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগের অধিকার প্রয়োগের প্রশ্নে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, বেতার লাইসেন্স ও টেলিগ্রাফ আইন ইত্যাদি বড় অন্তরায়। তাদের মতে, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ এ ধরনের যেসব আইন রয়েছে তা বাতিল করা আবশ্যক। তা না হলে আইনগুলোতে সংস্কার এনে এসব আইন যাতে সাধারণ নাগরিকদের তথ্য অধিকার বাধাগ্রস্থ না করে সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

দৈনিক বাংলার সাবেক নগর সম্পাদক ও কলাম লেখক ফজলুল করিমও এসব আইনকে বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগের অধিকার প্রয়োগের প্রশ্নে বড় অন্তরায় বলে মনে করেন। তিনি মত দেন, তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে; এ নিয়ে রাজপথে

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন জোরদার হলে অনেক আগেই বাংলাদেশে আইনগুলোর সংস্কার করে নতুন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হতো।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন বলেন, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ এ ধরণের যেসব আইন রয়েছে তাতে কেবল সংস্কার নয়; এসব আইন বাতিল করে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা জরুরি। সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান ও অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ মনে করেন, বেতার লাইসেন্স ও বেতার টেলিগ্রাফ আইনের মতো পুরোনো আইনগুলো সংস্কার করা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের বিভাগীয় সম্পাদক (মহিলা অঙ্গন) মিজ ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের দোহাই দিয়ে অধিকাংশ কর্মকর্তা তথ্য দিতে চান না। এখানে একটা মনস্তাত্ত্বিক বাধা কাজ করে। তাই এ ধরনের আইন বাতিল বা সংস্কার করা দরকার বলে তিনি মনে করেন। অবশ্য, বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হলে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের আর কার্যকারিতা থাকবেনা।

সাংবাদিকতার শিক্ষক শেখ আবদুস সালাম মনে করেন, স্বাধীন সংবাদপত্রের পথে যেসব বাধা রয়েছে সেগুলো দূর করে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা খুবই জরুরি।

৬.৩.৭ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আওতা (জুরিসডিকশন) বিস্তৃত হওয়া জরুরি

সাক্ষাৎকারদাতাদের অনেকেই প্রেস কাউন্সিলকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে এর আওতাভূক্ত করা প্রয়োজন বলে মতামত জানিয়েছেন।

সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী বলেন, প্রেস কাউন্সিলের আওতা সম্প্রসারিত হওয়া জরুরি। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কাউন্সিলকে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। সত্যিকারের পেশাদারিত্বের লোকজনকে কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এমএমসির নির্বাহী পরিচালক কামরুল আহসান মঞ্জুও মনে করেন, প্রেস কাউন্সিলের বিস্তৃতি ঘটানো দরকার। সংবাদপত্রের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকেও এর আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।

সাংবাদিকতার শিক্ষক শেখ আবদুস সালাম ও রোবায়েত ফেরদৌস মনে করেন, প্রেস কাউন্সিলের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে তার আগে সব মাধ্যমের সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনবিদ, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে একটা সমন্বয়ন রক্ষা করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

তবে অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ মনে করেন, প্রেস কাউন্সিলের আওতার সম্প্রসারণের চেয়ে এর কাঠামোগত সংস্কার করা বেশি জরুরি। তাদের মতে, অনেক গণমাধ্যম প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মানে না। সেক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিলকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

৬.৩.৮ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' খসড়া কর্মপত্রের পর্যালোচনা সম্পন্ন করে জাতীয় সংসদে তা বিল আকারে উপস্থাপনের তাগিদ

বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতা দেশে একটি যুগোপযোগী তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেছেন। খসড়াটিকে অনেকেই ভালো বলেছেন। আবার কেউ কেউ মন্দের ভালো হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাক্ষাৎকারদাতাগণ আশা প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে এর খসড়া ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে এবং তা আইন আকারে পাস হবে।

সুজনর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ড. শেখ আবদুস সালাম মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের অবশ্যই দরকার রয়েছে। তবে আপাতত আইনের যে খসড়া কর্মপত্রটি তৈরি হয়েছে, তার ওপর আরও পর্যালোচনা করার দরকার। আর এ লক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মী, আইনবিদ, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আইনের বিষয়গুলোকে সমন্বয় করে একটি কার্যকর আইন প্রণয়ন করা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ মনে করেন, একটি যুগোপযোগী ও নাগরিক-বান্ধব তথ্য অধিকার আইন হওয়া জরুরি।

নাট্য পরিচালক আতিকুল হক চৌধুরী মনে করেন, এ ধরনের আইন অবশ্যই প্রয়োজন। তাঁর মতে, অধিক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করবে – এমনই আইন হওয়া দরকার যাতে করে সাধারণ মানুষ যে কোনো অবস্থা থেকে সত্যিকারের তথ্য পাওয়ার অধিকার পায়।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন খসড়াটিকে মন্দের ভালো হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আইনটি যত দ্রুত সম্ভব সংসদে উপস্থাপন করা দরকার। এ প্রসঙ্গে নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের আইন আছে। আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অনুরূপ একটা আইন হবে এবং পরবর্তী সংসদেই আইনটি পাস হয়ে যাবে।

ড. আবুল মনসুর-এর পর্যবেক্ষণ হলো, আইন কমিশনে তথ্য অধিকার আইন ২০০২ খসড়াটির ধারা ১৪ এবং ধারা ১৯ (৭) এর মাধ্যমে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্যে প্রবেশাধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই তথ্যক্ষেত্রে সহজ প্রবেশাধিকারের অনুকূলে আইন প্রণয়ন জরুরি। আর কামরুল হাসান মঞ্জু'র প্রত্যাশা হলো, প্রস্তাবিত আইনটি অবশ্যই জনগ্রাহ্যপূর্ণ হতে হবে। তবে আইনের যে খসড়াটি হয়েছে তা সকল পেশাজীবি মাধ্যমের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিমার্জন করা জরুরি।

অন্যদিকে, বিএনএনআরসি'র সিইও বজলুর রহমানের অভিমত হলো, গণযোগাযোগ কর্মীদের জন্য আলাদা আইনের দরকার নেই। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন-২০০২-এর যে খসড়াটি তৈরি হয়েছে তা অবিলম্বে আইন আকারে পাস করা দরকার।

৬.৩.৯ প্রস্তাবিত আইনের আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাংশই জনস্বার্থে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনে দায়ী ব্যক্তিদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকার অনুকূলে মতামত দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ মতামত দেন, তথ্যদানে বিরত থাকা বা তথ্য দিতে অস্বীকার করাকে এই আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে অর্থদ-সহ বিভিন্ন মাত্রার শাস্তির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শেখ আবদুস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন, তথ্য অধিকার আইনেই এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা থাকতে পারে এবং সে আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ড. আবুল মনসুর-এর বক্তব্য হলো, যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে বিরত থাকবে বা অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তথ্য গোপন করাকে একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

কামরুল হাসান মঞ্জু ও এএইচএম বজলুর রহমান মনে করেন, কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান থাকতে হবে। আর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ'র মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা কিংবা অর্থদ- কার্যকর করা যেতে পারে। রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, জরিমানা করা যায়; তবে এখানে যে শাস্তির ব্যাপারটা কার্যকর হবে তা আরও শক্ত হওয়া উচিত।

৬.৩.১০ প্রস্তাবিত আইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনমত গঠন ও জনসচেতনতায় করণীয়

প্রায় সকল উত্তরদাতা প্রস্তাবিত আইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনমত গঠনের অনুকূলে মতামত দেন। জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজসহ সমাজের নানা অংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন তারা। নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে একটি কার্যকর ও জনবান্ধব আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেছেন সাক্ষাৎকারদাতারা।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ড. শেখ আবদুস সালাম, ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী, ফরিদ হোসেন ও ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখের মূল বক্তব্য হলো, রাজনৈতিক দলের সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী, আইনবিদ, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থার লোকজনের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা, সেমিনার, সংলাপসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক দিকগুলো সম্পর্কে জনমত গঠন ও জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

কামরুল হাসান মঞ্জু বলেন, সমাজের সব স্তরের মানুষ এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হতে পারে। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে আইনের একটা খসড়া তৈরি করে সেটি স্থানীয় পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া এবং এর ওপর মতামত নেওয়া যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। পাশাপাশি, এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সংলাপ হতে পারে। এ মতামতগুলো সমন্বয় করে জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের সেমিনার করে সেটাকে পূর্ণরূপ দেওয়া যেতে পারে। সরকার নিজেই যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে ভাল হয়। সরকার যদি না পারে তাহলে সরকারের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে অন্যান্য সংস্থা-সংগঠনের উদ্যোগেও তা হতে পারে। সরকারকে তারা এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে বা প্রস্তাব দিতে পারে।

ড. বদিউল আলম মজুমদারের মতে, আইন প্রণয়নে আমাদের প্রস্তুতি খুব একটা নেই। আইন কমিশন একটা খসড়া করেছে। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং এনজিওদের সঙ্গে এটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬.৩.১১ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ

বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাংশের বক্তব্য হলো, নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের পথে কোনোপ্রকার বাধা থাকা কাম্য নয়। তথ্য গোপন করলে কিংবা স্বাভাবিক তথ্যপ্রবাহে বাধা দিলে দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় যেমন বেড়ে যায়, তেমনি সমাজে তথ্য বিকৃতিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বাভাবিক কারণে, গোটা বিশ্ব যেখানে অবাধ তথ্য প্রবাহের সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে তো আমরা তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতির মধ্যে ঘুর-পাক খেতে পারি না। তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতা বা প্রবেশাধিকারের অনকূলে পৃথিবীর দেশে দেশে আইন হচ্ছে; আমাদের দেশেও অনুরূপ আইন হওয়া জরুরি।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় তথ্যের অধিকার একটি বড় ধরনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তথ্যের অধিকারকে সংস্কৃতির মধ্যে ধারণ বা লালন করার ব্যাপার আছে। অনেক দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ উন্নত হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা তত উন্নত নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্নত বিধায় নাগরিকদের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে তা সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে একটি অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, বাংলাদেশের সমস্যা হলো, অনেক ভাল ভাল আইন এখানে হয়। আইন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই আইনের বাস্তবায়ন হয় না। বাংলাদেশে যদি এই মুহূর্তে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়, খুব ভাল হয়। কারণ, আমাদের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তথ্য কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে সেটা সনাতনী ব্যবস্থায় রয়ে গেছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আইন পাশ হলে প্রাচীন তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় খুব বেশি কাজ হবে না। তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নত করা এবং সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে জনগণকে সচেতন করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আইন বাস্তবায়ন করা হলে তা সফল হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।

সাক্ষাৎকারদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে একটি সমন্বিত জাতীয় যোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। সাংবাদিক ফরিদ হোসেনের মতে, তথ্য-যোগাযোগ ও তথ্য প্রবাহকে অধিকতর উদার ও উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এটা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

ড. আবুল মনসুর এর পর্যবেক্ষণ হলো, তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে গণমাধ্যম নীতি, গণমাধ্যম রেগুলেটরি বিষয়ে তেমন জানা-শুনা নেই; যদিও তারা তাদের দৈনন্দিন দায়িত্বের অংশ হিসেবে এগুলোর ওপর কাজ করে থাকেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে পড়াশুনা আছে এমন প্রার্থীদেরকে নিয়োগ দিলে তারা সক্ষম কর্মী হিসেবে জনগণকে তথ্য সরবরাহে কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন।

সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্বপালন প্রশ্নে তথ্য প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতার তাগিদ তুলে ধরে সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে সাংবাদিকদের অনেক ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে সরকারের সহযোগিতা, পুলিশ ও বিভিন্ন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা। জনগণের স্বার্থের অনুকূলে এসব ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পেলে তারা সঠিক রিপোর্ট করতে পারেন।

অধিকাংশ উত্তরদাতা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার, অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ড. শেখ আবদুস সালাম, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, সাংবাদিক ফরিদ

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, এমএমসি'র নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু প্রমুখের বক্তব্যের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বেরিয়ে এসেছে :

- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের অনুকূলে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া দরকার;
- তথ্য অধিকার আইনটি হবে অবশ্যই একটি জনগ্রাহ্যপূর্ণ ও জনবান্ধব আইন;
- শুধু তথ্য অধিকার আইন থাকলেই চলবে না; এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা; অন্যথায় অন্য অনেক আইনের মতো এই আইনটিও অকার্যকর হয়ে যেতে পারে;
- আইন প্রণয়ন ও ব্যবহারের অনুকূলে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে;
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে জনসংযোগ কর্মকর্তা যারা আছেন, তারা যেন মানুষকে তথ্য দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন;
- পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হলে তাৎক্ষণিক তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
- আমাদের দেশে সাংবাদিকতা পেশায় এখন অনেক নারী এসেছে। তারা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানসিক নির্যাতনের শিকার এবং আরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া জরুরি।
- প্রেস কাউন্সিলের বিচারিক আওতা (জুরিসডিকশন) বিস্তৃত করে সর্বোচ্চ শাস্তি তিরস্কারের পরিবর্তে আরও কঠোর বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে প্রেস কাউন্সিলের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উন্নয়নের জন্য একটি সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক ও কার্যকরী তথ্য কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ 'তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' – একটি সমীক্ষার* পর্যালোচনা

৬.৪.১ ভূমিকা:

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অভিগম্যতার স্বরূপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে ২০০২ সালে প্রকাশিত বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টারের একটি গবেষণা জরিপ প্রাসঙ্গিক হওয়ায় গবেষকের সমীক্ষার পাশাপাশি এই গবেষণাটিকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তার প্রয়োজনীয় অংশটুক বর্তমান অংশে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহে কী কী ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে সংস্থাটির গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উঠে আসে। গবেষণাটিতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা বা প্রশোধিকারের কিছু কিছু সমস্যা যেমন চিহ্নিত হয়েছে তেমনি সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় বা দিক-নির্দেশনাও এসেছে এই গবেষণা থেকে।

এ গবেষণায় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের সুযোগ, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত গবেষণা প্রতিবেদনটিতে তথ্য প্রাপ্তির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং একই পটভূমিতে বাংলাদেশের অবস্থা এবং সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.৪.২ তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতার চিত্র

কর্মক্ষেত্রে উপকূলীয় সাংবাদিকরা তথ্যসূত্রের সঙ্গে কী ধরনের যোগাযোগ রাখেন, তথ্যসূত্রের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদেরকে কী ধরনের সহযোগিতা করা হয় তা যাচাই করতে সংস্থাটি বেশ কিছু প্রশ্নে সাংবাদিকদের কাছ থেকে তথ্য নেয়। যেমন: সাংবাদিকরা সংবাদসূত্রসমূহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কি-না? – এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৩ শতাংশ সাংবাদিকই জানান তাঁরা সংবাদ সূত্রসমূহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। অন্যদিকে মাত্র ৪ শতাংশ সংবাদসূত্রসমূহের সঙ্গে

* *তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০২*

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না। বাকি ৩৩ শতাংশ সংবাদসূত্রসমূহের সঙ্গে 'মাঝে মাঝে' তাঁরা যোগাযোগ রাখেন।

সংবাদসূত্রের সঙ্গে সাংবাদিকরা কীভাবে যোগাযোগ রাখেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪৪ শতাংশ সাংবাদিক জানান, তাঁরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে তথ্যসূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; ২৮ শতাংশ সরাসরি সাক্ষাতের পাশাপাশি টেলিফোনের মাধ্যমে এবং ১৮ শতাংশ সাংবাদিক সরাসরি, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ডাক যোগাযোগের মাধ্যমে সূত্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

তথ্যসূত্রসমূহ সাংবাদিকদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করেন? –এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ করা যায়, ২৮ শতাংশ তথ্যসূত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করে। অসহযোগিতা করে ২৫ শতাংশ উৎস-সূত্র। এছাড়া-সহযোগিতা অসহযোগিতা দু'ধরনের সম্পর্কই রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা।

সংস্থাটি দেখতে পায়, উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ সব সময়ই সব ধরনের উৎস-সূত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন বা রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে অনুপাতে জনগুরুত্ব সম্পন্ন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন না। এক্ষেত্রে উৎস-সূত্রগুলো সাংবাদিকদের সহযোগিতার চেয়ে অসহযোগিতাই বেশি করেন।

তথ্যসূত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কি-না			কীভাবে যোগাযোগ রাখেন				তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যসূত্রের ব্যবহার			
হ্যাঁ	না	মাঝেমধ্যে	ফোন+সরাসরি	ফোন+ডাক+সরাসরি+ফ্যাক্স	সরাসরি	উত্তর নেই	সহযোগিতামূলক	অসহযোগিতামূলক	উভয়ই	উত্তর নেই
৬৩.৪১%	৪.০৬%	৩২.৫২%	২৮.৪৫%	১৭.০৮%	৪৩.০৯%	১১.৩৮%	২৮.৪৬%	২৫.২০%	৪২.২৮%	৪.০৭%

সারণি- ৬.১ : তথ্যসূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪.৩ তথ্য প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকার তথ্য-চিত্র

উপকূলীয় জেলাগুলোতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ সাংবাদিকদের তথ্যসূত্রের একটি বড় ভা-ার। এসব তথ্যক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকরা কী ধরনের সহযোগিতা পান সে সম্পর্কে তথ্য পেতে সমীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থাটি সাংবাদিকদের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চান – যার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো: সংস্থাগুলোর সহযোগিতার ধরন কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে সংস্থাটি দেখতে পায় 'ভালো' সহযোগিতা পান বলে মত দিয়েছেন ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা। ৬০ শতাংশ সাংবাদিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকে 'মোটামুটি' সহযোগিতা পান। তবে স্থানীয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কোনো ধরনের সহযোগিতা 'করে না' বলে উত্তর দেন ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ধরন কী? এ প্রশ্নের উত্তরে সংস্থাটি দেখতে পায়, সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো 'উন্নয়নমূলক' তথ্য প্রদান করে। এরপরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ধরনে রয়েছে 'আইন-শৃঙ্খলা অবনতি'। অতঃপর স্থান পেয়েছে 'দুর্ঘটনা'সহ 'অন্যান্য' সমস্যা। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তথ্যের ধরনে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য অনুপস্থিত।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তাবৃন্দ কেমন সহযোগিতা করেন				এসব প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত বেশির ভাগ তথ্য কী ধরনের?					
ভালো	মোটামুটি	করেন না	উত্তর নাই	উন্নয়নমূলক	আইন-শৃঙ্খলা অবনতি	দুর্ঘটনা	নানারকম সমস্যা	অন্যান্য	উত্তর নাই
১৭.৮৮%	৬০.১৬%	১৮.৬৯%	৩.২৫%	৪২.২৭%	২৬.০১%	১২.১৯%	১১.৩৮%	৪.০৬%	৪.০৬%

সারণি ৬.২ : তথ্য প্রদানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা

৬.৪.৪ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সাংবাদিকদের চাহিদানুযায়ী তথ্যের প্রয়োগ, সন্তুষ্টি ও সমস্যা

সাংবাদিকবৃন্দ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিদানুযায়ী তথ্য পান কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে দেখতে পাওয়া যায়, ৭২ শতাংশ তথ্যদাতাই চাহিদানুযায়ী তথ্য পান না। এক্ষেত্রে তারা

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাদের 'সাংবাদিক-ভীতি', গাফিলতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত এবং সাংবাদিকদের মূল্যায়ন না করার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

প্রাপ্ত তথ্যে সাংবাদিকরা সন্তুষ্ট কি না? এমন প্রশ্নে এমএমসি দেখতে পায়, ৭৬ শতাংশ সাংবাদিক প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট নন। এক্ষেত্রে তথ্যদাতা সাংবাদিকরগণ উল্লেখ করেন, তথ্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নয়, দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে মনগড়া তথ্য দেওয়া হয়, অনিয়ম ও ব্যর্থতার তথ্য এড়িয়ে যাওয়া হয় ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন কিনা? এমন প্রশ্নের তথ্যে দেখা যায়, ৭২ শতাংশ উত্তরদাতাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন, কর্মকর্তাদের চাকুরি-ভীতি, তথ্য প্রদানে অনীহা ও গাফিলতি, প্রভাবশালী মহলের দৌরাত্ম্য, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের অজুহাত, হলুদ সাংবাদিকতার প্রভাবে তথ্য পেতে তারা সমস্যার সম্মুখীন হন।

চাহিদানুযায়ী তথ্য পান কি?			প্রাপ্ত তথ্যে কি সন্তুষ্ট?			তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন কি?		
হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	হ্যাঁ	না	উত্তর নাই
২৫.২০%	৭২.৩৫%	২.৪৩%	২৩.৫৮%	৭৬.৩০%	০.১২%	৭১.৫৪%	২৫.০১%	২.৪৩%

সারণি ৬.৩ : সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সাংবাদিকদের চাহিদানুযায়ী তথ্যের প্রয়োগ, সন্তুষ্টি ও সমস্যা

৬.৪.৬ ভুক্তভোগীদের তথ্য প্রদান

ভুক্তভোগী উৎস-সূত্রের কাছ থেকে সাংবাদিকরা কী ধরনের সহযোগিতা পান? এমএমসি'র এমন গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৭৩ শতাংশ জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা তাদেরকে খোলাখুলিভাবে তথ্য জানান না।

ভুক্তভোগীরা খোলাখুলি তথ্য জানান কি?		
হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
২৪.৩৯%	৭৩.১৮%	২.৪৩%

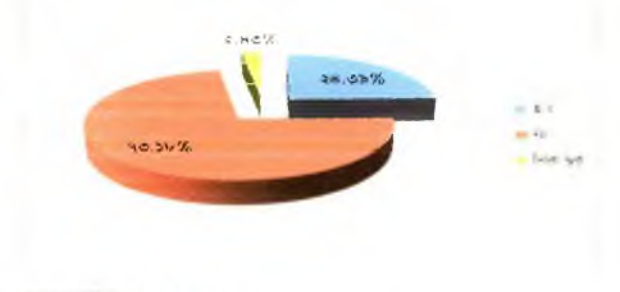

পাই চিত্র ৬.৩৫ : ভুক্তভোগীদের তথ্য প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

ভুক্তভোগীদের খোলাখুলিভাবে তথ্য না জানানোর কারণ হিসেবে সাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা, স্থানীয় প্রভাবশালী সমাজপতিদের ভয়, পত্রিকায় প্রকাশ হলে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা, মান-সম্মান হারানোর ভয়, ভুক্তভোগীদের অশিক্ষা, নাগরিক সচেতনতাবোধের অভাব, নিজেকে ঝামেলামুক্ত রাখার প্রবণতা, থানা পুলিশের ভয় ইত্যাদি বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেন।

৬. ৪.৭ সাংবাদিকদের আত্ম-অবরোধ

নিরপেক্ষ ও অবাধ তথ্য প্রচারে অনেক সময় সাংবাদিকরা ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। অনেক সময় তারা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বা নিরাপত্তার স্বার্থে অনেক তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না অথবা অনুরূপক্ষেত্রে তথ্য অভিগম্যতা থাকলেও তা প্রকাশ করেন না। এ বিষয়েও এমএমসি গবেষণা এলাকার তৃণমূল সাংবাদিকদের কাছে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক সাংবাদিকদেরকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে কোনো বাধার সম্মুখীন করে কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে এমএমসি দেখতে পায়, কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা সাংবাদিকগণ তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে আত্ম-অবরোধের মধ্যে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মতে, এ অবস্থায় তথ্য প্রকাশ করলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হওয়া, ভুল বোঝাবুঝি এবং সূত্র-উৎস হারানোর আশঙ্কা থাকে।

সাংবাদিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে কি না– এ সম্পর্কে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ উত্তরদাতার অভিমত হলো, রাজনৈতিক বিশ্বাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁদের মতে, সাংবাদিকদের রাজনৈতিক পরিচয় জানলে তথ্যসূত্র তথ্যদানে গড়িমসি করেন, অন্যদলের লোক তথ্য দিতে চায় না, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমস্যার সৃষ্টি করেন, নিজ দলের নেতারাও সহজভাবে নিতে পারেন না, বিভিন্ন ধরনের হুমকি আসে ইত্যাদি।

সংগৃহীত সব তথ্য সাংবাদিকরা প্রকাশ করতে পারেন কি না – এমন প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিক উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ ৬৪ শতাংশই 'না-সূচক' মতামত জানিয়েছেন। অর্থাৎ সাংবাদিকরা তথ্য পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রকাশ করতে পারেন না। প্রকাশ করতে না পারার কারণ হিসেবে তারা–প্রভাবশালীদের চাপ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ, অন্যান্য হুমকি, নিরাপত্তাহীনতা, পত্রিকার নীতিমালা, তথ্যসূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে কি-না			সাংবাদিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে কি-না			সংগৃহীত সকল তথ্যই কি সাংবাদিক প্রকাশ করতে পারেন		
হ্যাঁ	না	উত্তর নেই	হ্যাঁ	না	উত্তর নেই	হ্যাঁ	না	উত্তর নেই
৬১.৭৮%	৩৩.৩৩%	৪.৮৭%	৪৩.০৮%	৫০.৪০%	৬.৫০%	৩৪.১৪%	৬৪.২২%	১.৬২%

সারণি ৬.৪ : সাংবাদিকদের আত্ম-অবরোধ

৬.৫ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি : সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা অনুধাবনের জন্য ৩৩০ জন সাংবাদিকের ওপর পরিচালিত গবেষকের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি পর্যায়ের ২২ জনের সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য এবং আরটিআই আইন প্রণয়নের পূর্বে পরিচালিত বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা এমএমসি'র জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত – এই তিন পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের সার-সংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করা হলোঃ

৬.৫.১ সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা : মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের সারকথা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি : সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের সার-সংক্ষেপ

১. সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারকে উত্তরদাতা সাংবাদিকদের বেশিরভাগই 'পেশাগত যোগাযোগ অধিকার' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যরা এরূপ অধিকারকে 'সাধারণ নাগরিক অধিকার', 'মৌলিক অধিকার' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

২. তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, 'জনগণের তথ্য জানার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি, গণমাধ্যমকর্মী তথা সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য জানানোরও দায়বদ্ধতা'রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. উত্তরদাতা সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি অনেকটাই 'সীমিত' এবং 'নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে ছিল।

৪. বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অন্তরায় ও বাধা চিহ্নিত করা যায়। উত্তরদাতা সাংবাদিকগণ এসব অন্তরায় ও বাধাকে 'মনস্তাত্ত্বিক' 'রাজনৈতিক', 'আমলাতান্ত্রিক' ও 'আইনগত' বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা একে 'রাজনৈতিক' এবং ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে 'আইনগত বাধা রয়েছে বলে মনে করেন।

৫. নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিত করতে দেশে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৮৯ শতাংশ। এক্ষেত্রে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা (৬২ শতাংশ) 'তথ্য অধিকার আইন (*Right to Information Act*)' শিরোনামে আইন প্রণয়নের পক্ষে তাদের মতামত জানিয়েছেন। আর প্রায় এক পঞ্চমাংশ (২১ শতাংশ) উত্তরদাতা 'তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার আইন (*Access to Information Act*)' শিরোনামে আইনের পক্ষে তাঁদের মত দিয়েছেন।

৬. উত্তরদাতা সাংবাদিকদের অধিকাংশই মনে করে, বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে 'বিদ্যমান আইনের সংস্কার, নতুন আইন প্রণয়ন' এবং 'বিদ্যমান গণমাধ্যম নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী নীতি ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা' প্রয়োজন।

৭, উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৭৪ শতাংশই মনে করেন, নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য 'সব সময়' তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। তবে ফিচার ও উপসম্পাদকীয়-সম্পাদকীয় লিখতে এবং সংবাদ সম্পাদনার জন্যও যোগাযোগের প্রয়োজন হয়।

৮. পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিকাংশ সাংবাদিকই সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তবে সংবাদ-ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তারা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯. উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৪২ শতাংশই প্রাইমারি সোর্স বা সংশ্লিষ্ট সংবাদ-ঘটনার উৎস-সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে সম্পূর্ণ সময় দিয়ে থাকেন;

১০. তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকবৃন্দ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেক সময় তথ্যদাতা বিভিন্ন অযুহাতে জটিলতা সৃষ্টি করে তথ্য প্রদানে কালক্ষেপণ করেন। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ কিছু কিছু আইনগত বাধা-বিপত্তির অযুহাত দেখিয়ে তথ্য না দেওয়ার মত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদেরকে। লক্ষ করা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই সোর্স সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকার করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যদাতা তথ্য না দিয়ে নানাভাবে হয়রানি করেন। চাকুরির নিরাপত্তা, জীবনের ঝুঁকি ইত্যাদির কথা বলেও সোর্স অনেক সময় তথ্য দিতে চান না। এছাড়া, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেও তথ্যদাতাদের কাছ থেকে তথ্য পেতে সাংবাদিকদেরকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৬.৫.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব তথ্য অভিগম্যতা : গভীরতর সাক্ষাৎকার সার-সংক্ষেপ

গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, আইন বিশারদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম সংস্থা ও এনজিও সংগঠক পর্যায়ের ২২ জনের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের সার-সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১.বাংলাদেশে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ ও যোগাযোগ অধিকারের বিদ্যমান অবস্থাকে বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারদাতাগণ 'সীমিত', 'হতাশাব্যাঞ্জক', 'নাজুক', 'অনগ্রসর পর্যায়ের', 'নিম্ন পর্যায়ের', 'প্রাথমিক পর্যায়ের' প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেন। কেউ কেউ বিদ্যমান পরিস্থিতিকে মোটামুটি অনুকূল বললেও 'দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন'সহ অন্যান্য আইন বিদ্যমান থাকায় তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মতামত দেন।

২. সাক্ষাৎকারদাতাদের প্রায় সকলেই পেশাগত দায়িত্ব পালনে সংবাদকর্মীদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্যের উৎস-সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি আইনগত অধিকার বা স্বীকৃতি দেওয়ার অনুকূলে মতামত দিয়েছেন। পাশাপাশি, তাদের অভিমত হলো, কেবল সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মীই নয় সবারই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সদস্য হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেন অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতা। তাদের মতে, তথ্য প্রদানে নাগরিকদের চাহিদা মেটানো উচিত; তথ্য গোপন রাখার ভেতরে কোনো ফায়দা নেই।

৪. বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সাক্ষাৎকারদাতাগণ বেশকিছু বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করে রাখার সংস্কৃতি ও মানসিকতা ইত্যাদি।

৫. সাক্ষাৎকারদাতাদের বেশিরভাগই মনে করেন, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক গণযোগাযোগ ব্যবস্থার অনুকূলে ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশ অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রস্তুতি এখন দুর্বল ও নিম্নস্তরে রয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তিকে সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে দেওয়ার যেসব সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগানো উচিত বলে সাক্ষাৎকারদাতাগণ মনে করেন।

৬. পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে বাংলাদেশকে একটি সমন্বিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত।

৭. অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতার মতামত হচ্ছে, বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগের অধিকার প্রয়োগের প্রশ্নে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ যেসব আইনগত বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা নিরসন করার পাশাপাশি, সময়ের দাবি পুরানো আইনগুলোতে সংস্কার এনে বিদ্যমান আইন যাতে সাধারণ নাগরিকদের তথ্য অধিকার বাধাগ্রস্থ না করে সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

৮. ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে প্রেস কাউন্সিলের আওতাভুক্ত করে একে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন সাক্ষাৎকারদাতাদের অনেকেই।

৯. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' খসড়াটিকে অনেকেই ভালো বলেছেন। আবার কেউ কেউ একে 'মন্দের ভালো' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতা দেশে একটি

Dhaka University Institutional Repository

যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মী, আইনবিদ, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনার পরামর্শ এসেছে তাদের পক্ষ থেকে।

১০. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনে দায়ী ব্যক্তিদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রাখার অনুকূলে সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাংশই মতামত দিয়েছেন।

১১. প্রস্তাবিত আইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনমত গঠনের অনুকূলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজসহ সমাজের নানা অংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংগঠনকে এগিয়ে আসার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেছেন।

১২. সাক্ষাৎকারদাতাদের সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তথ্য গোপন করলে কিংবা স্বাভাবিক তথ্যপ্রবাহে বাধা দিলে দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় যেমন বেড়ে যায়, তেমনি সমাজে তথ্য বিকৃতিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে কারণে, নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের পথে কোনোপ্রকার বাধা থাকা কাম্য নয়। স্বাভাবিক কারণে, গোটা বিশ্ব যেখানে অবাধ তথ্য প্রবাহের সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতির মধ্যে বাংলাদেশকে ঘুর-পাক খেলে চলবে না। তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতা বা প্রবেশাধিকারের অনুকূলে পৃথিবীর দেশে দেশে আইন হচ্ছে; আমাদের দেশেও অনুরূপ আইন হওয়া জরুরি। আর সে লক্ষ্যে আইনকে ফলপ্রসূ করতে সম্মিলিতভাবে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নত করা প্রয়োজন।

৬.৫.৩ 'তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' – সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে তথ্য ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অভিগম্যতার স্বরূপ সন্ধানে গণমাধ্যম বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা এমএমসি'র গবেষণা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে-উপাত্তের প্রাসঙ্গিক সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. তথ্যক্ষেত্রে উপকূলীয় সাংবাদিকগণ তথ্যসূত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন বা রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে অনুপাতে জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে তারা সক্ষম হন না। এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রগুলো সাংবাদিকদের সহযোগিতার চেয়ে অসহযোগিতাই বেশি করেন। সাংবাদিকগণ সংবাদসূত্রসমূহের সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। তবে, তথ্যসূত্রসমূহ সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশিরভাগক্ষেত্রেই 'সহযোগিতা' ও 'অসহযোগিতার' ক্ষেত্রে মিশ্র-আচরণ করে থাকেন। দেখা যায়, মাত্র ২৮ শতাংশ তথ্যসূত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করেন। আর এক্ষেত্রে তথ্যসূত্রের ২৫ শতাংশ সরাসরি অসহযোগিতা করেন।

২. অধিকাংশ সাংবাদিক সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকে 'মোটামুটি' সহযোগিতা পান বলে মতামত দিয়েছেন। তবে 'ভালো' সহযোগিতা পান বলে মত দিয়েছেন মাত্র ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ধরনে লক্ষ করা যায়, সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, প্রতিষ্ঠানগুলো 'উন্নয়নমূলক' তথ্য প্রদান করে। কিন্তু তথ্যের ধরনে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য অনুপস্থিত।

৩. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে লক্ষ করা যায়, ৭২ শতাংশ উত্তরদাতাই চাহিদানুযায়ী তথ্য পাননা। এক্ষেত্রে তারা কর্মকর্তাদের সাংবাদিক-ভীতি, গাফিলতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত এবং সাংবাদিকদের মূল্যায়ন না করার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

৪. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট নন উত্তরদাতা ৭৬ শতাংশ সাংবাদিক। তাদের ভাষ্যমতে, প্রাপ্ত তথ্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নয়, দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে মনগড়া তথ্য দেওয়া হয়, অনিয়ম ও ব্যর্থতার তথ্য এড়িয়ে যায় ইত্যাদি।

৫. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা সাংবাদিক। কর্মকর্তাদের চাকুরি-ভীতি, তথ্য প্রদানে অনীহা ও গাফিলতি, প্রভাবশালী মহলের দৌরাত্ম্য, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের অজুহাত, হলুদ সাংবাদিকতার প্রভাবকে এক্ষেত্রে তারা সমস্যা বা বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৬. উত্তরদাতাদের ৭৩ শতাংশের মতে, ভুক্তভোগীরা তাদেরকে খোলাখুলিভাবে তথ্য জানান না। কারণ হিসেবে তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও সমাজ-নেতাদের ভয়, পত্রিকায় প্রকাশ হলে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা, মান-সম্মান হারানোর

Dhaka University Institutional Repository

ভয়, ভুক্তভোগীদের অশিক্ষা, নাগরিক সচেতনতাবোধের অভাব, নিজেকে ঝামেলামুক্ত রাখার প্রবণতা, থানা পুলিশের ভয় ইত্যাদি বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেন।

৭. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচরীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় ৬২ শতাংশ সাংবাদিকই তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আত্ম-অবরোধের সম্মুখীন হন। তাদের মতে, এ অবস্থায় তথ্য প্রকাশ করলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হওয়া, ভুল বোঝাবুঝি এবং সূত্র-উৎস হারানোর আশঙ্কা থাকে।

৮ উত্তরদাতাদের ৫০ শতাংশের অভিমত হলো, রাজনৈতিক বিশ্বাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সাংবাদিকদের রাজনৈতিক পরিচয় জানলে তথ্যসূত্র তথ্যদানে গড়িমসি করেন, অন্যদলের লোক তথ্য দিতে চায় না, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমস্যার সৃষ্টি করেন, নিজ দলের নেতারাও সহজভাবে নিতে পারেন না, বিভিন্ন ধরনের হুমকি আসে ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন উত্তরদাতা সাংবাদিকবৃন্দ।

৯. উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৬৪ শতাংশের ভাষ্যমতে সাংবাদিকরা তথ্য পেলেও অনেক ক্ষেত্রে তা প্রভাবশালীদের চাপ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, অন্যান্য হুমকি, পত্রিকার নীতিমালা, তথ্যসূত্রের গোপনীয়তা, রক্ষা করতে না পারা ইত্যাদি কারণে তাঁরা তা প্রকাশ করতে পারে না।

১০.উত্তরদাতা সাংবাদিকদের সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশে বলা হয়েছে, "সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ। কেননা, জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব।[১৩৬] গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, অধিকাংশ সাংবাদিকই বিভিন্ন হুমকি, নির্যাতন ও রাজনৈতিক চাপের কারণে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। অধিকাংশ সাংবাদিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে চাহিদানুযায়ী তথ্য পান না। এছাড়া তথ্য সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব, তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতা, সরকারি -বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার অভাবসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে এই গবেষণাপত্রে।

[১৩৬] ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, *তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা

৭.১ ভূমিকা

তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে তথ্য অধিকার আইন পরবর্তী অবস্থা বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্ববহ। কেননা, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা, তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং নাগরিক জীবনে এর প্রায়োগিক দিকমাত্রা আগের তুলনায় কী মাত্রায় বদলেছে তার স্বরূপ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ জরুরি। তাছাড়া, সাংবাদিক তথা নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার বিদ্যমান অবস্থা, নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব, এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং আইনে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা ও সংগতি-অসংগতির নানা দিক অনুধাবনে এরূপ একটি সমীক্ষা পরিচালনা নানা বিবেচনায় গুরুত্বের দাবি রাখে। সংগত কারণে এসব দিকের সামগ্রিক তথ্যচিত্র সংবলিত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর মাঠ পর্যায়ের এই সমীক্ষার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মী তথা নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণকল্পে ২৮০ জন সংবাদকর্মীর কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ অংশে উল্লিখিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.২ জনমিতিক তথ্য

৭.২.১ বয়স

সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ৬১ শতাংশের বয়স ২৬-৩৬ বছর। এছাড়া ৩৭ থেকে ৪৭ বছর বয়সের রয়েছেন প্রায় ২৩ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের সংবাদকর্মীবৃন্দ। এদের সংখ্যা প্রায় ১৪ শতাংশ। তবে ৪৮ বছর বয়সের উর্ধ্বে তথ্যদাতাদের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতা সংবাদকর্মীর মধ্যে ২৬ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যেই অধিংকাশ উত্তরদাতার বয়স।

Dhaka University Institutional Repository

বয়সের দিকমাত্রা	রিপোর্টিং		এডিটিং		সম্পাদকীয় ও ফিচার		অনলাইন		অন্যান্য		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বয়স												
১৮-২৫	১৩	১১.৩	১৪	১৫.৪	১	৩.৪	৮	২৫.০	২	১৫.৪	৩৮	১৩.৬
২৬-৩৬	৭৩	৬৩.৫	৫৬	৬১.৫	১৬	৫৫.২	২১	৬৫.৬	৬	৪৬.২	১৭২	৬১.৪
৩৭-৪৭	২৭	২৩.৫	২০	২২.০	১০	৩৪.৫	৩	৯.৪	৪	৩০.৮	৬৪	২২.৯
৪৮ -তদূর্ধ্ব	২	১.৭	১	১.১	২	৬.৮	০		১	৭.৭	৬	২.২
মোট	১১৫	১০০.০	৯১	১০০.০	২৯	১০০.০	৩২	১০০.০	১৩	১০০.০	২৮০	১০০.০

সারণি৭.১ : বয়সের দিকমাত্রা

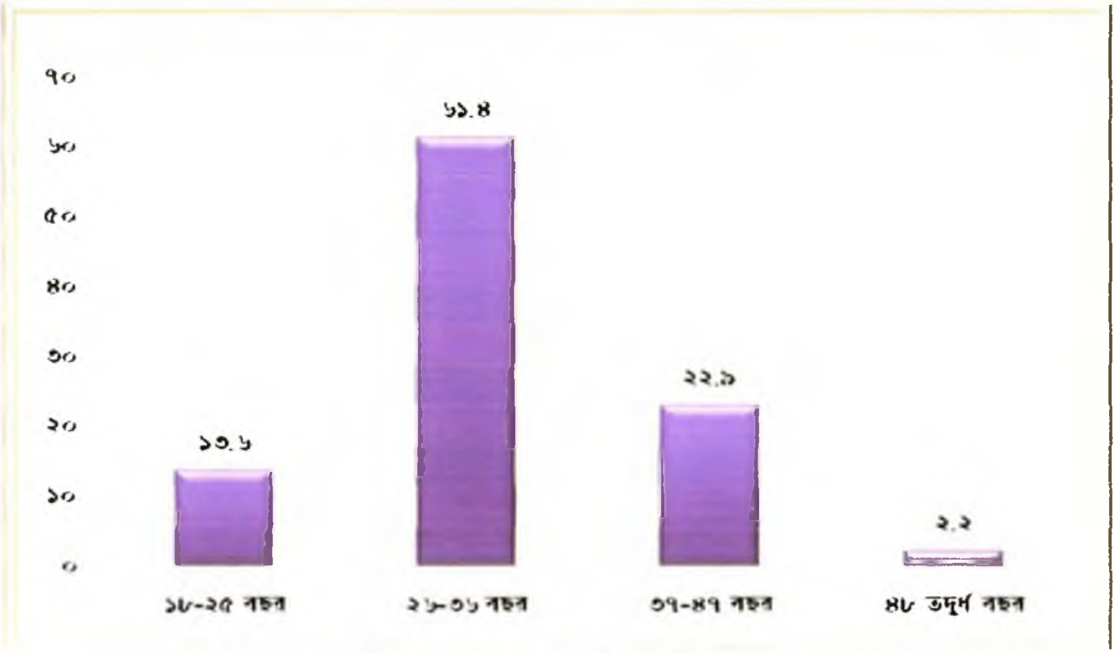

রেখা চিত্র ৭.১ : মোট উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

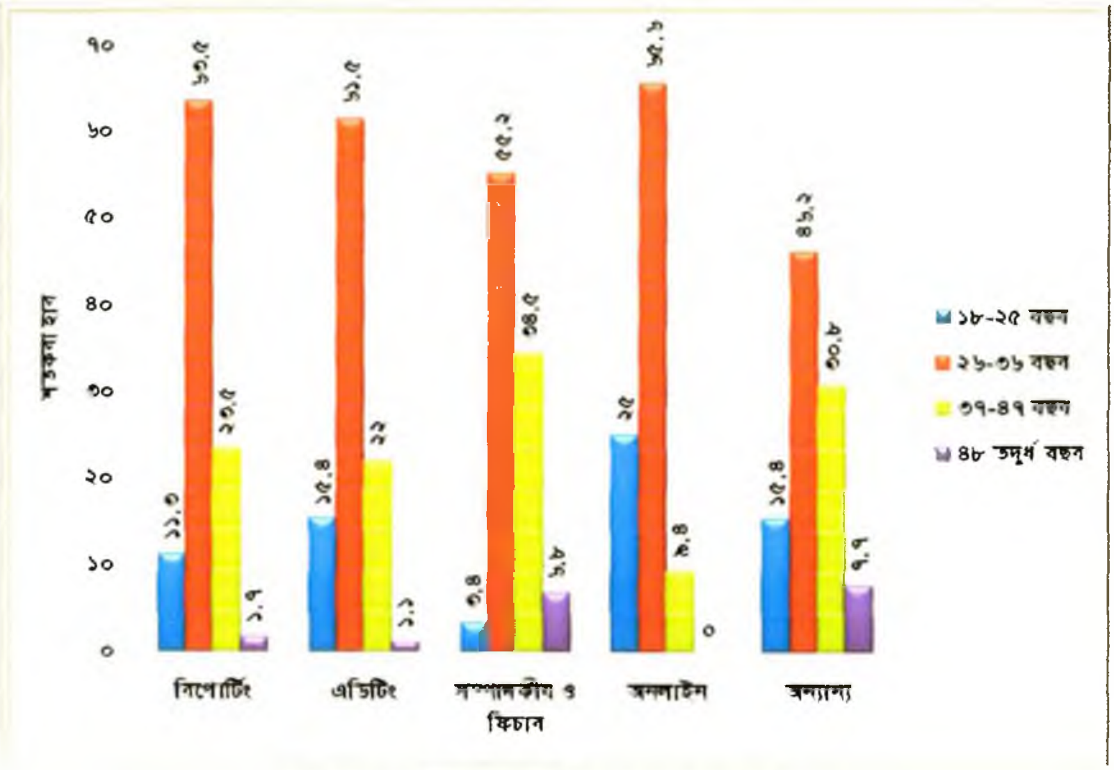

রেখা চিত্র ৭.২ : বিভাগ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস

৭.২.২ জেন্ডার

তথ্যদাতা সংবাদকর্মীদের জেন্ডার বিন্যাসে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ৮৯ শতাংশ পুরুষ ও ১১ শতাংশ নারী। সাধারণভাবেও সংবাদমাধ্যমে জেন্ডারের এ ধরনের চিত্রই দেখা যায়। তবে, ধীরে ধীরে গণমাধ্যমে নারী কর্মীদের সংখ্যা বাড়ছে।

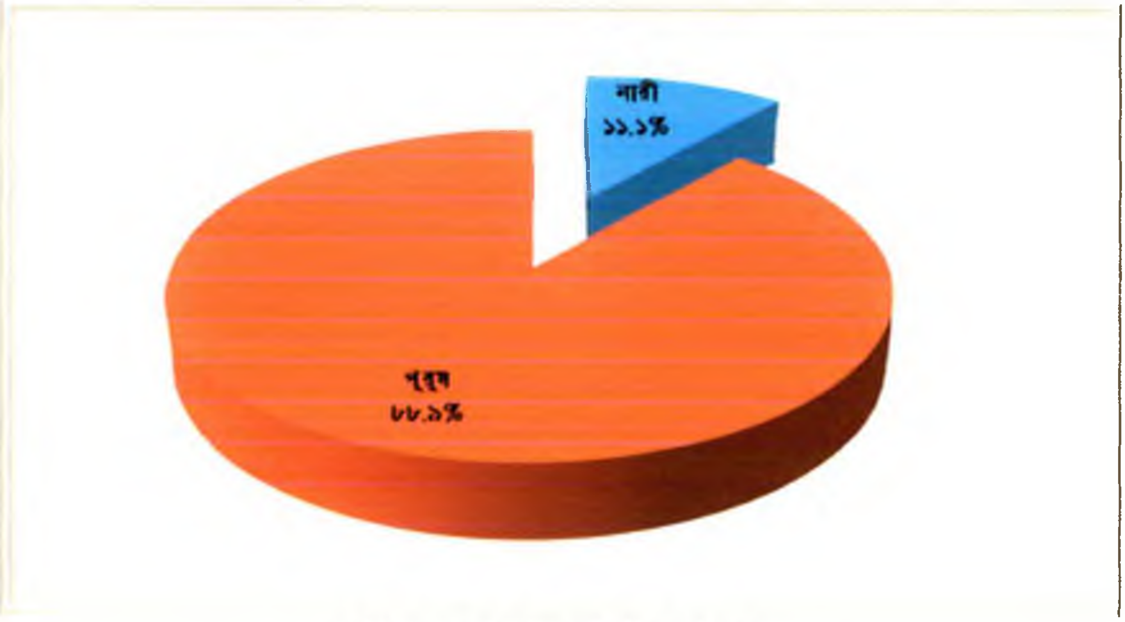

পাই চিত্র ৭.১ : সব উত্তরদাতার জেন্ডার বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

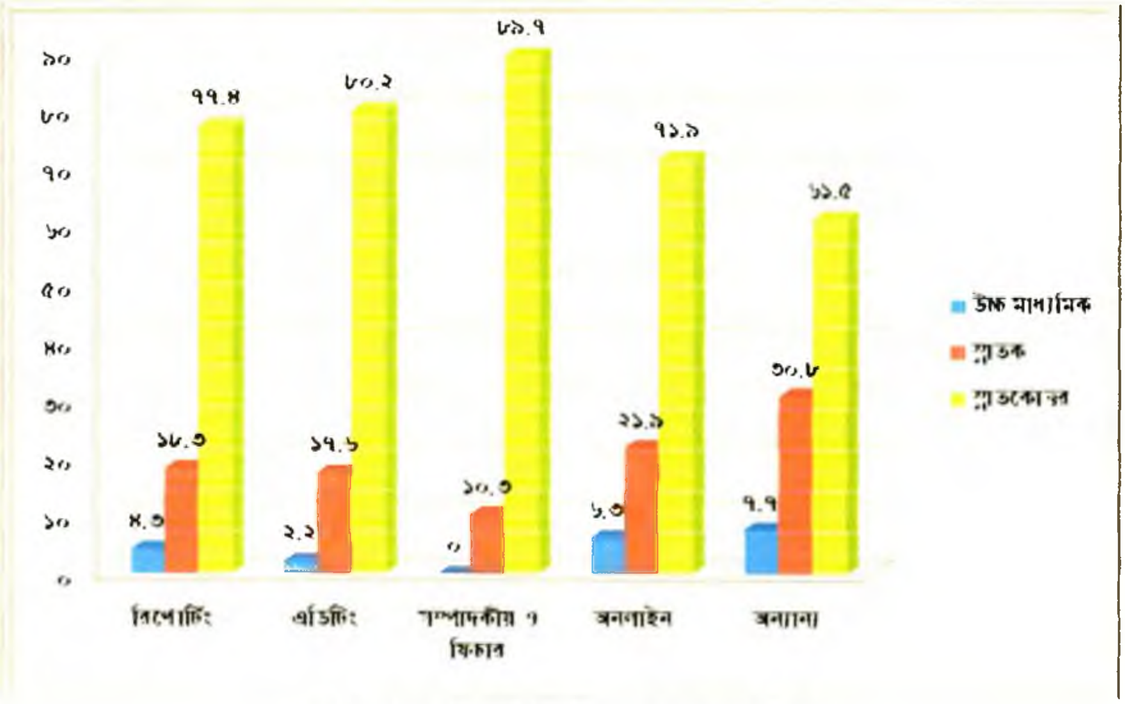

রেখা চিত্র ৭.৩ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতার জেন্ডার বিন্যাস

৭.২.৩ শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। স্নাতক পর্যায়ে রয়েছেন ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ উত্তরদাতা। দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিতদের হার কমে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

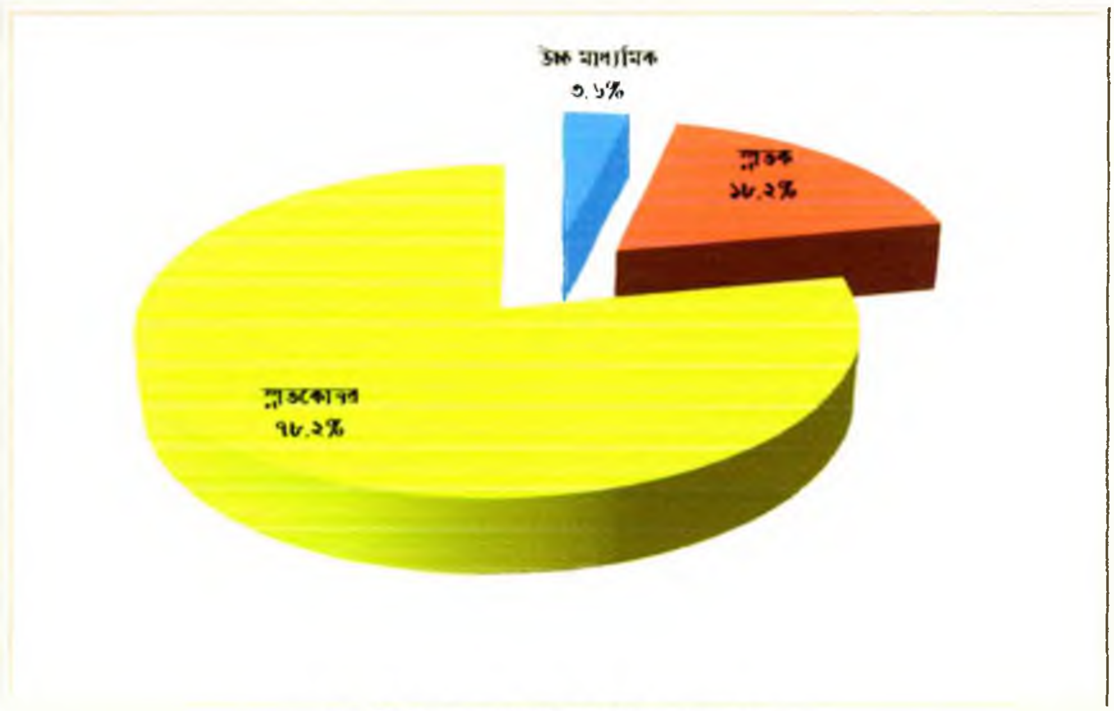

পাই চিত্র ৭.২ : সব উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

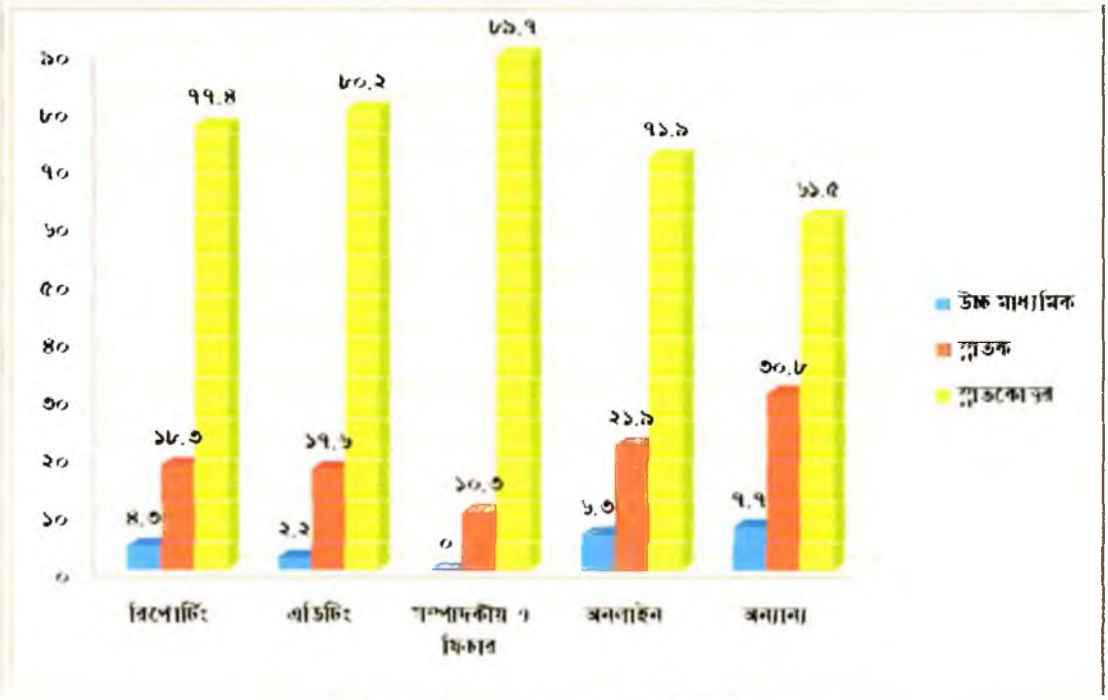

রেখা চিত্র ৭.৪ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

৭.২.৪ মাসিক আয়

উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশের মাসিক আয় ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে। ১০ হাজার থেকে ২০ হাজারের আয়ের উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের

Dhaka University Institutional Repository

হার ২৬ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার আয়ের মধ্যে রয়েছেন প্রায় ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা। ৪০ থেকে ৫০ হাজার আয়ের উত্তরদাতার সংখ্যা প্রায় ৯ শতাংশ। তবে ৫০ হাজারের ওপর আয় করেন এমন উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের সংখ্যাও কম নয়। ১০ শতাংশের বেশি সংবাদকর্মী মাসের ৫০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি বেতন পান। অন্যদিকে, উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের প্রায় ৭ শতাংশের বেতন ১০ হাজার টাকারও কম।

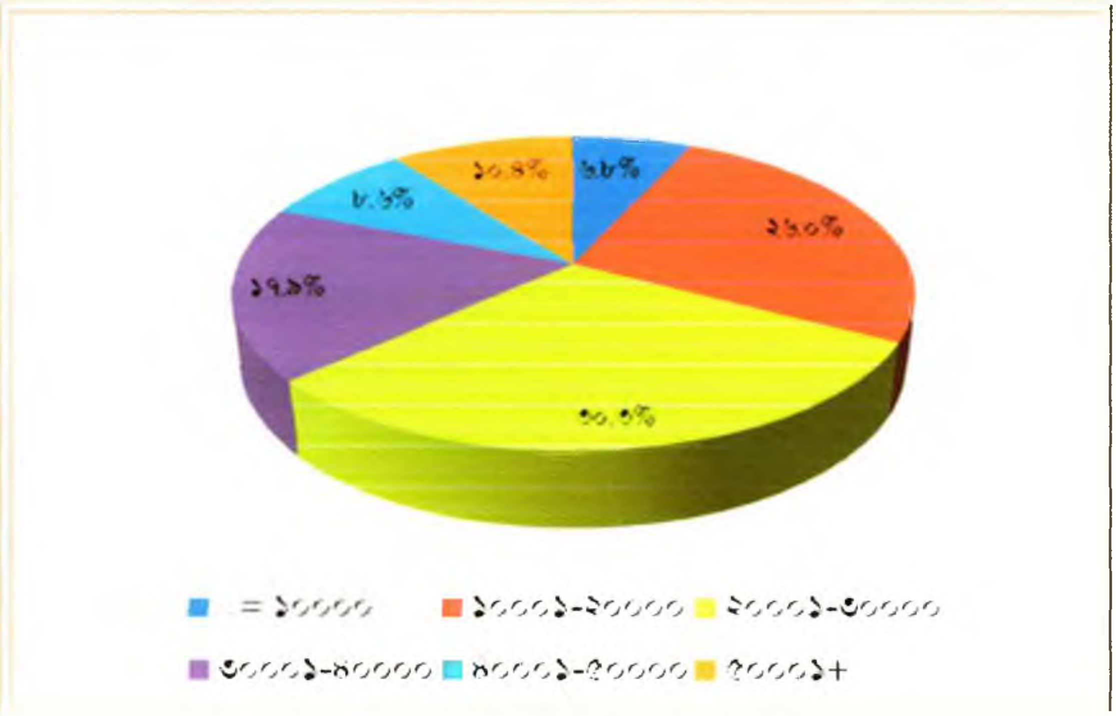

পাই চিত্র ৭.৩ : সব উত্তরদাতার মাসিক আয়ের বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

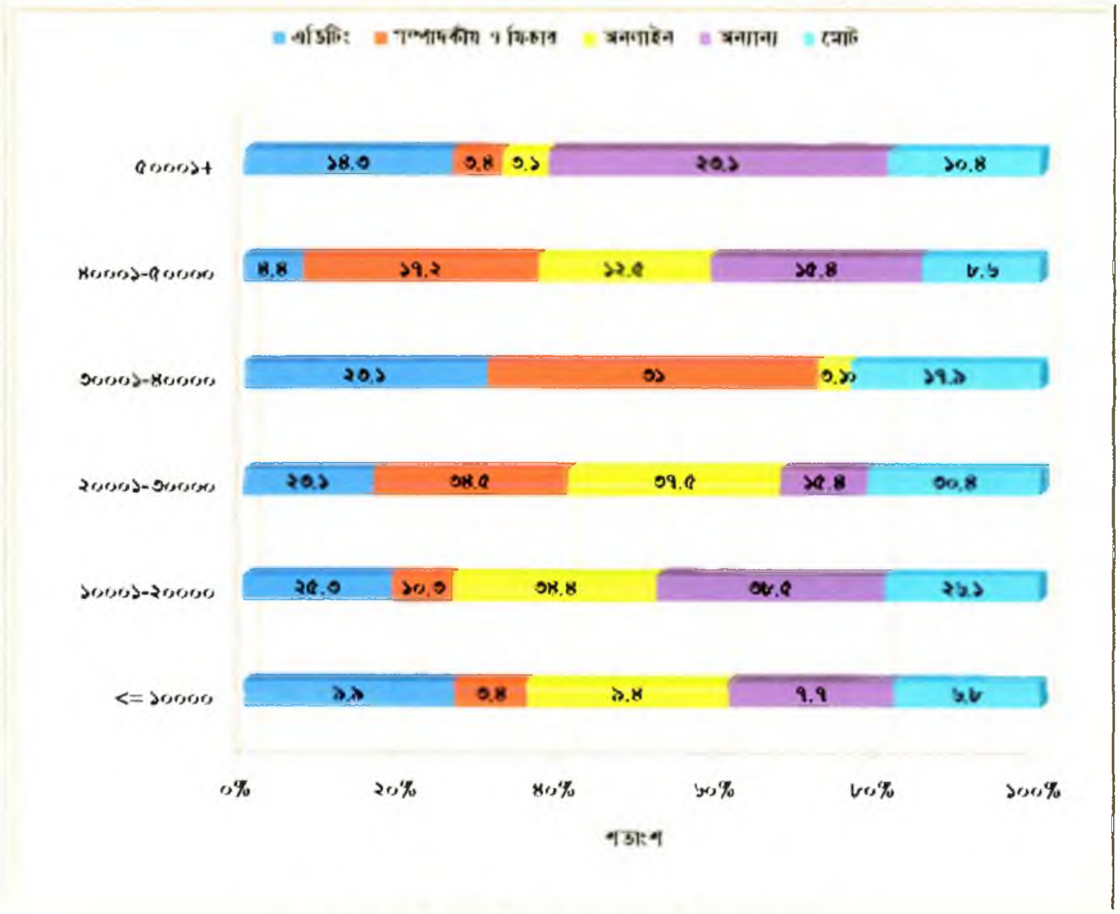

রেখা চিত্র ৭.৫ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতার মাসিক আয় বিন্যাস

৭.২.৫ সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা

উত্তরদাতাদের সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪ শতাংশের অভিজ্ঞতা ১-৭ বছরের। ৮-১২ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ১৬ শতাংশের, ১৩ থেকে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা ১৮ শতাংশের এবং ১৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ উত্তরদাতার।

অভিজ্ঞতার মাত্রা	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
১-৩ বছর	২২.৬	২৪.২	৬.৯	৩১.৩	১৫.৪	২২.১
৪-৭ বছর	২৫.২	১৭.৬	১৭.২	৩১.৩	১৫.৪	২২.১
৮-১২ বছর	১৭.৪	১৭.৬	১০.৩	১৫.৬	৭.৭	১৬.১
১৩-১৮ বছর	২০.০	২০.৯	১০.৩	৯.৪	২৩.১	১৮.২
১৯-২৫ বছর	৭.০	৯.৯	২৭.৬	১২.৫	৭.৭	১০.৭
২৬ থেকে তদূর্ধ্ব	৭.৮	৯.৯	২৭.৬	০	৩০.৮	১০.৭

সারণি ৭.২ : উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

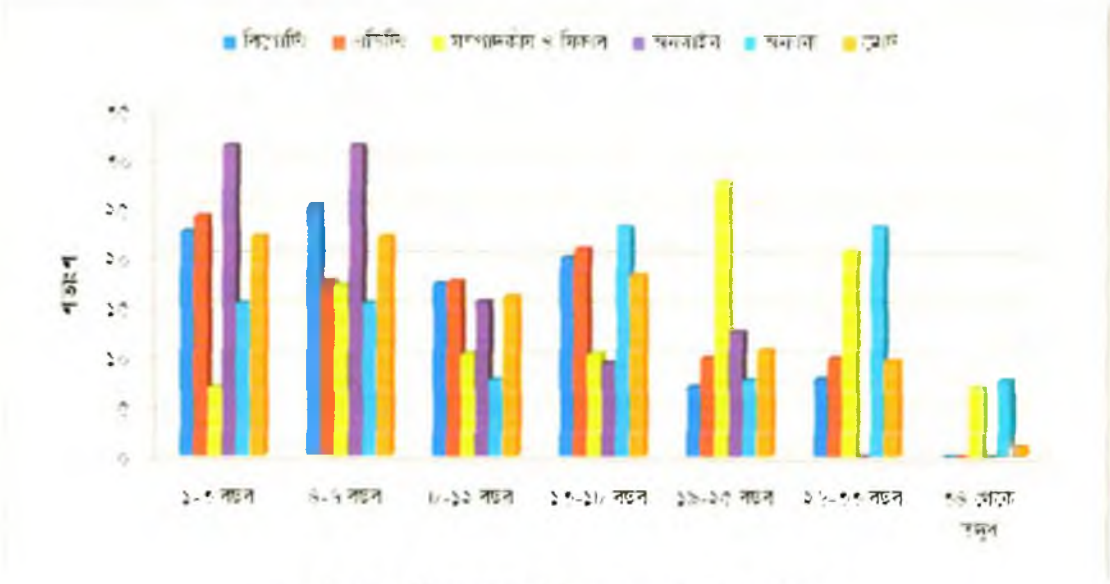

রেখা চিত্র ৭.৬ : বিভাগ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতার বিন্যাস

৭.৩ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ সম্পর্কে মতামত

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নিম্নরূপ ৫টি বক্তব্যে তাঁরা মতামত প্রদান করেন।

৭.৩.১ 'তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব'

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ উল্লিখিত বক্তব্যটির সঙ্গে একমত এবং ৩৭ শতাংশ বক্তব্যটির সঙ্গে মোটামুটি একমত; অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব। এখানে আরও দেখা যাচ্ছে যে, ১১ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত নয় এবং ১৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতার এই বক্তব্যটির বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব এই বক্তব্যের পক্ষে উত্তরদাতা সাংবাদিকগণ অধিকমাত্রায় মতামত তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

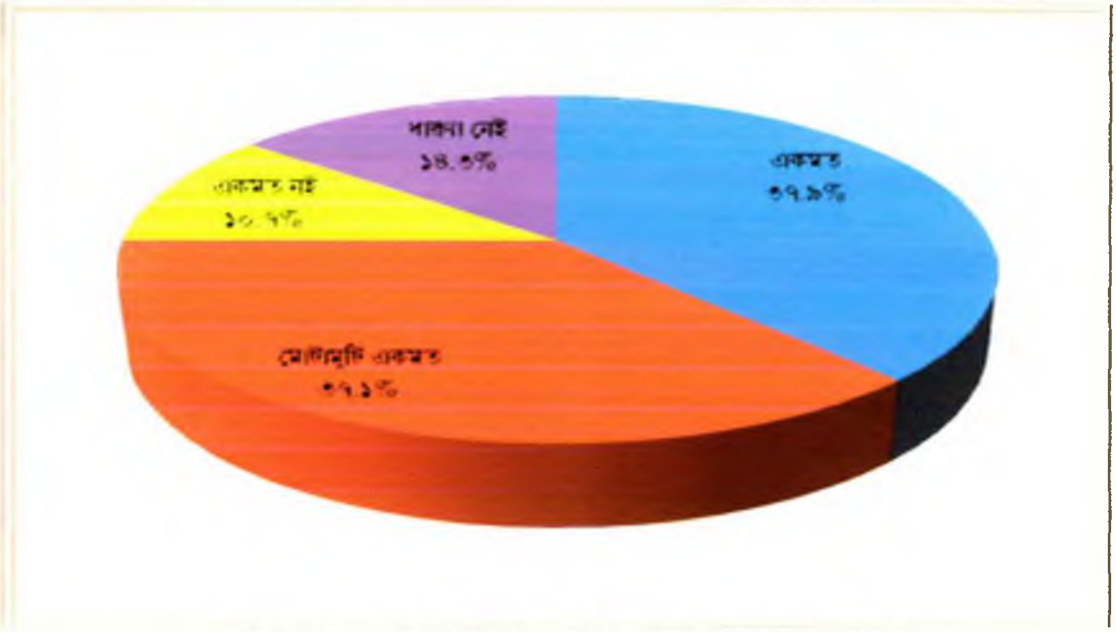

পাই চিত্র ৭.৪ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-১-এ উত্তরদাতাদের মতামত

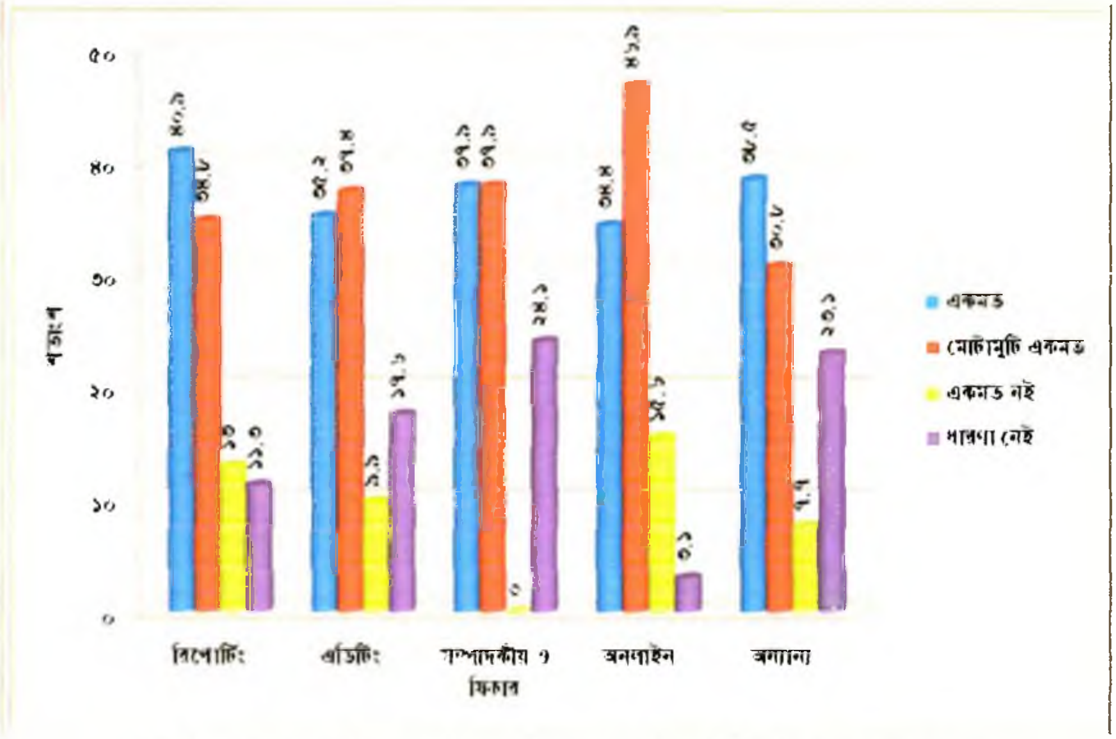

রেখা চিত্র ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-১-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.৩.২ 'আইনের ফলে জনগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে'

সমীক্ষার ফলাফলে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০ শতাংশ উল্লিখিত বক্তব্যটির সঙ্গে একমত এবং ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে মোটামুটি একমত; অর্থাৎ ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন, এই আইনের সুবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের পক্ষে পাওয়া সহজ হয়েছে। তবে প্রায় ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত নন; অর্থাৎ তারা মনে করেন, এই আইনের সুবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের পক্ষে পাওয়া সহজ হয়নি এবং ১৯ শতাংশ উত্তরদাতার এই বক্তব্য বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। এক্ষেত্রে আইনটির ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের পক্ষে পাওয়া সহজ হয়েছে কি না সে বিষয়ে সংমিশ্র একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। কেননা, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা সরাসরি এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা ধারণা নেই বলে উত্তর এড়িয়ে গেছেন।

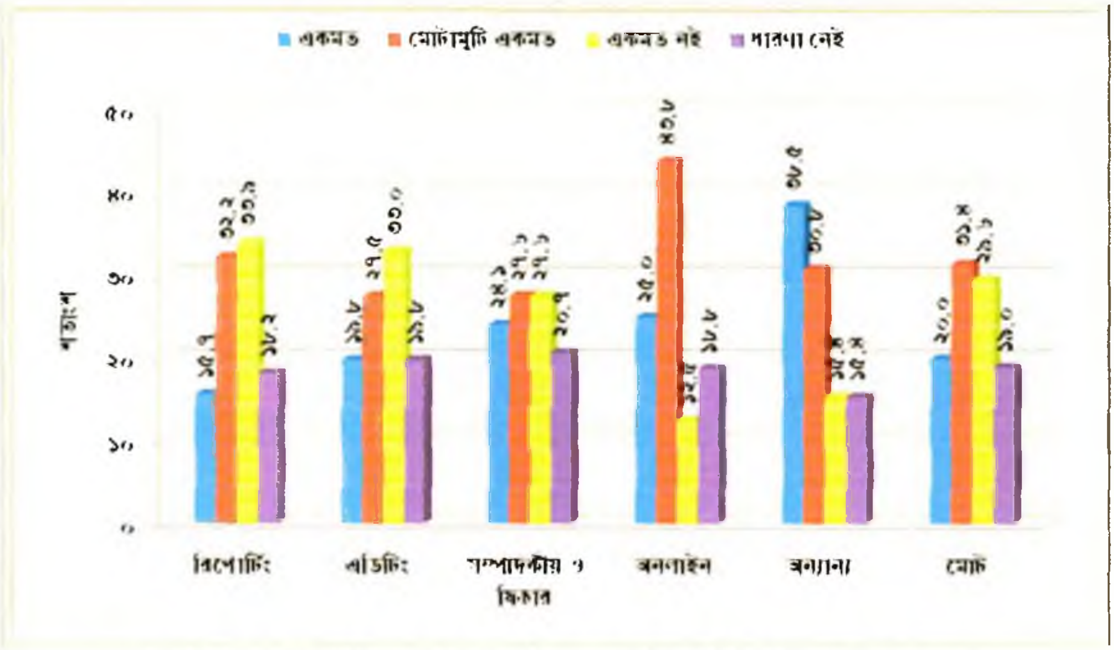

রেখা চিত্র ৭.৮ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-২-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.৩.৩ সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ *'সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনায়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক'* – বক্তব্যটির সঙ্গে একমত এবং ৩৮ শতাংশ মোটামুটি একমত; অর্থাৎ ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে আইনটি সহায়ক। তবে, ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত নন এবং ১৫ শতাংশ উত্তরদাতার এই বক্তব্যটির বিষয়ে কোনো ধারণা দেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা আনয়নে আইনটি সহায়ক এই বক্তব্যের পক্ষে উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকগণ অধিকমাত্রায় মতামত তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক বলে প্রতীয়মান হয়।

উত্তর/মন্তব্য	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
একমত	৩৪.৮	৩১.৯	৪১.৪	৩১.৩	৩০.৮	৩৩.৯
মোটামুটি একমত	৩৯.১	৩৮.৫	৩৪.৫	৩১.৩	৪৬.২	৩৭.৯
একমত নই	১৭.৪	৯.৯	১০.৩	৯.৪	৭.৭	১২.৯
ধারণা নেই	৮.৭	১৯.৮	১৩.৮	২৮.১	১৫.৪	১৫.৪

সারণি ৭.৩ : সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

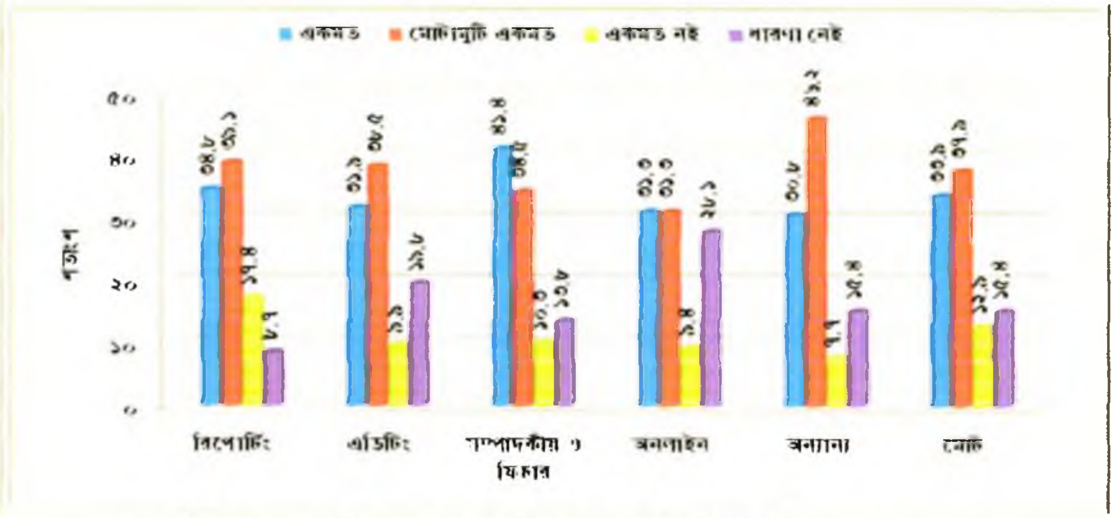

রেখা চিত্র ৭.৯ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৩-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.২.৪ আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য দেওয়ায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির যথার্থতা

'*আইনে বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে*'–*এরূপ* বক্তব্যের সঙ্গে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ একমত এবং ২৮ শতাংশ মোটামুটি একমত; অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এ আইনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে। তবে, ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত নন এবং ২১ শতাংশ উত্তরদাতার এই বিষয়ে কোনো ধারণা দেননি। অর্থাৎ ধারণা করা যায় যে, এ আইনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর/মন্তব্য	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
একমত	৩৬.৫	৩০.৮	২৭.৬	৪০.৬	৪৬.২	৩৪.৬
মোটামুটি একমত	২৩.৫	৩৩.০	৩৪.৫	২১.৯	৩০.৮	২৭.৯
একমত নই	২১.৭	১১.০	১৭.২	১৫.৬	১৫.৪	১৬.৮
ধারণা নেই	১৮.৩	২৫.৩	২০.৭	২১.৯	৭.৭	২০.৭
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সারণি ৭.৪ : আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য দেওয়ায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির যথার্থতা

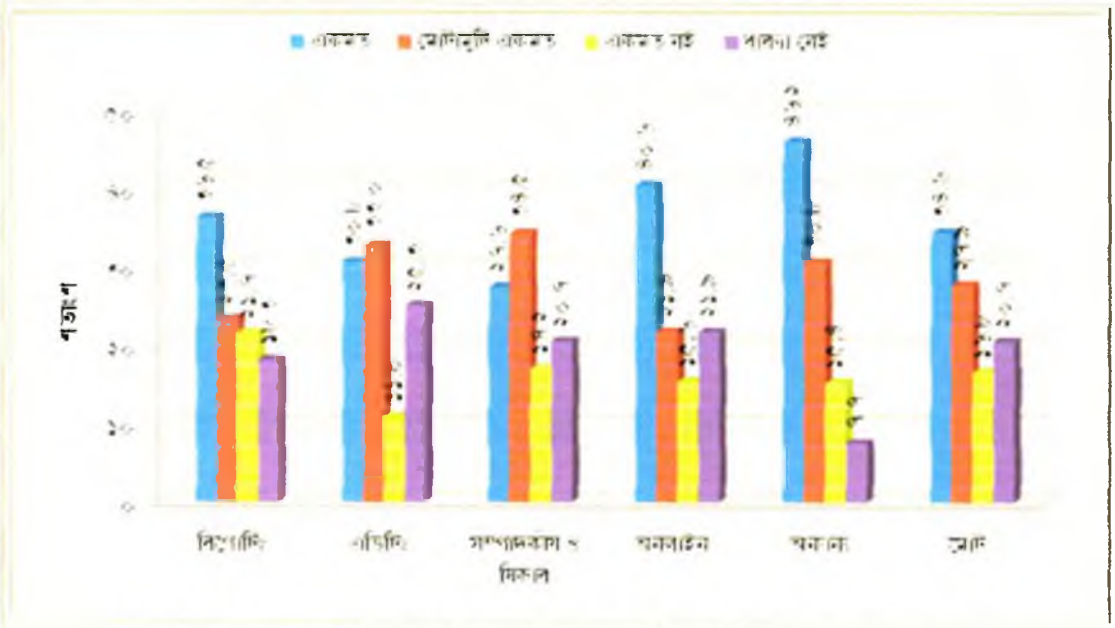

রেখা চিত্র ৭.১০ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৪-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.৩ .৫ 'অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক'

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ *'অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক'*– এই বক্তব্যটির সঙ্গে একমত এবং ৩৬ শতাংশ মোটামুটি একমত; অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক। এছাড়া ১১ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত নন এবং ২৩ শতাংশ উত্তরদাতার বক্তব্য বিষয়ে কোনো ধারণা দেননি। সার্বিক বিবেচনায় অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক হয়েছে বলেই মনে করছেন তথ্যদাতা সংবাদকর্মীবৃন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর/মন্তব্য	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
একমত	৩২.২	২৫.৩	৩৭.৯	৩১.৩	২৩.১	৩০.০
মোটামুটি একমত	৩৬.৫	৩৫.২	২৪.১	৩৭.৫	৫৩.৮	৩৫.৭
একমত নই	১৩.৯	৮.৮	৬.৯	১৫.৬		১১.১
ধারণা নেই	১৭.৪	৩০.৮	৩১.০	১৫.৬	২৩.১	২৩.২
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সারণি ৭.৫ : অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আরটিআই আইনের ভূমিকা

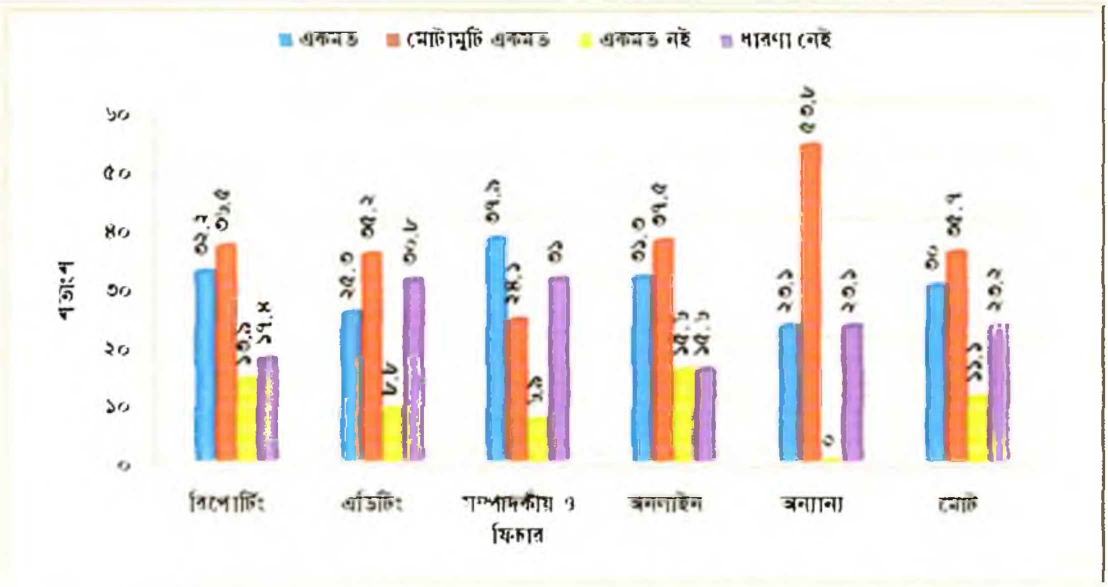

রেখা চিত্র ৭.১১ : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বক্তব্য-৫-এ বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.৪ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর ইতিবাচক দিক

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই আইনটি বেশ সহায়ক বলে মনে করেন ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনের কারণে নাগরিক সেবাদানকারী সংস্থার লোকজনের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা আইনটিকে নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে সহায়ক বলে মনে করেন। আর ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে সুশাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইন সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

এই আইনের সুবাদে তথ্যক্ষেত্রে জনগণের মালিকানা স্বীকৃতি পেয়েছে মনে করেন ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা। এই আইন কার্যকর হলে ঘুষ-দুর্নীতি কমবে মনে করেন ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা; ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এটি খুব তাৎপর্যবহ আইন। আর এই আইনের সুবাদে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজ আগের তুলনায় সহজ হয়েছে বলে মনে করেন ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা। অপরদিকে মাত্র ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার কাজ আগের তুলনায় সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়েছে।

সুতরাং উত্তরদাতাদের অভিমত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আইনটির ইতিবাচক দিকগুলোতে উত্তরদাতা সাংবাদিকগণ অধিকমাত্রায় মতামত তুলে ধরেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অনুকূলে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ইতিবাচক সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

উত্তরদাতাদের মতামত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
এই আইনের সুবাদে তথ্যক্ষেত্রে জনগণের মালিকানা স্বীকৃতি পেয়েছে	৪৯.৬	৪১.৮	৩৭.৯	৫৯.৪	৫৩.৮	৪৭.১
জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এটি খুব তাৎপর্যবহ আইন	৪৪.৩	৩৩.০	২৭.৬	৪৬.৯	৪৬.২	৩৯.৩
এই আইনটি নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে সহায়ক	৫৫.৭	৩৮.৫	৪৪.৮	৪৩.৮	৫৩.৮	৪৭.৫
সুশাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইন সহায়ক	৫১.৩	৩৮.৫	৪১.৪	৫০.০	৫৩.৮	৪৬.১
এই আইন কার্যকর হলে ঘুষ-দুর্নীতি কমবে	৫১.৩	৩৮.৫	৩৭.৯	৫৬.৩	৫৩.৮	৪৬.৪
সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই আইনটি বেশ সহায়ক	৬৩.৫	৫০.৫	৪৮.৩	৫৯.৪	৫৩.৮	৫৬.৮
এই আইনের সুবাদে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজ আগের তুলনায় সহজ হয়েছে	৪০.৯	৩৫.২	২০.৭	৪৬.৯	৪৬.২	৩৭.৯
সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার কাজ আগের তুলনায় সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়েছে	২৬.১	২৯.৭	১৭.২	৪০.৬	৩০.৮	২৮.২
তথ্য অধিকার আইনের কারণে নাগরিক সেবাদানকারী সংস্থার লোকজনের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে	৫৩.০	৪৭.৩	৪৮.৩	৫৬.৩	৬১.৫	৫১.৪

সারণি ৭.৬ : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক দিকসমূহ *একাধিক উত্তর

৭.৫ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর দুর্বল দিক

সমীক্ষায় প্রাপ্ত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতা সংবাদকর্মীবৃন্দ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বেশকিছু দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছেন। নাগরিক সেবার দায়িত্বে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণই এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন এবং এই আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ খুব কম জানেন বলে মনে করেন ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও সাধারণ মানুষকে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে এবং এর ব্যবহার বিষয়ে সচেতন না করেই এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করেন ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা।

বর্তমানে আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায় বলে মনে করেন ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা। তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলেও নাগরিক জীবনে তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি মনে করেন ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতার অভিমত হলো, এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়-সীমার কথা বলা হয়েছে (যেমন : দিবস, কর্মদিবস, তৃতীয় পক্ষ থেকে তথ্য পাওয়া ইত্যাদি) সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

সুতরাং উত্তরদাতাদের অভিমত বিশ্লেষণে লক্ষ করা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনটির কিছু কিছু দুর্বল দিক রয়েছে এবং আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নে যেসব প্রায়োগিক দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে সেসব দিক উত্তরদাতাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

উত্তরদাতাদের মতামত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
সাধারণ মানুষকে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে এবং এর ব্যবহার বিষয়ে সচেতন না করেই এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে	৭১.৩	৬৭.০	৫৮.৬	৭৮.১	৬৯.২	৬৯.৩
নাগরিক সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণই এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন	৮৩.৫	৮০.২	৬৯.০	৭৫.০	৮৪.৬	৮০.০
এই আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ খুব কম জানেন	৮০.৯	৭৫.৮	৭৫.৯	৮৭.৫	৮৪.৬	৭৯.৬
তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলেও নাগরিক জীবনে তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি	৫৫.৭	৫১.৬	৫১.৭	৫৬.৩	৪৬.২	৫৩.৬
বর্তমানে আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায়	৭৮.৩	৪৫.১	৪১.৪	৪৬.৯	৬১.৫	৫৯.৩
প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য না দেওয়ার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ	৪৮.৭	৩১.৯	২৭.৬	২১.৯	৫৩.৮	৩৮.২
এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়সীমার	৪২.৬	৪৯.৫	৪১.৪	৪৩.৮	৪৬.২	৪৫.০

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মতামত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
কথা বলা হয়েছে (যেমন : দিবস, কর্মদিবস, তৃতীয় পক্ষ থেকে তথ্য পাওয়া ইত্যাদি) সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট						
আইনে জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের বিধান সম্পর্কে কিছু বলা নেই	৩৩.০	২৭.৫	৩১.০	৩১.৩	৩৮.৫	৩১.১
এই আইনে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান না রেখে এক ধরনের শাস্তি থাকলে ভালো হতো	২২.৬	১৮.৭	২৭.৬	১৮.৮	৩০.৮	২১.৮
সংবিধান ও দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন সাংঘর্ষিক কি না তা আরও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ছিল	৩৭.৪	৩৯.৬	৩৪.৫	৩৪.৪	৩০.৮	৩৭.১

সারণি ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল দিকসমূহ *একাধিক উত্তর

৭.৬ তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য

সংবাদ মাধ্যমের সংবাদকর্মীদের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর মূল লক্ষ্য সম্পর্কে মতামতের নেওয়া হয়। মতামত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা। ২৯ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আরটিআই আইনের মূল লক্ষ্য। আর ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের অভিমত হলো, সেবাদানকারী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করাই এই আইনের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ যেসব তথ্য প্রকাশ করতে চান না, জনগণের চাহিদা মাফিক সেসব তথ্য প্রকাশে বাধ্য করাও এই আইনের লক্ষ্য বলে মনে করেন ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

উত্তরদাতাদের মতামত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	৩৯.১	৪৮.৪	৬২.১	৩৭.৫	৩০.৮	৪৩.৯
রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা;	২৬.১	৩০.৮	৩১.০	৩৭.৫	২৩.১	২৯.৩
কর্তৃপক্ষ যেসব তথ্য প্রকাশ করতে চান না জনগণের চাহিদামাফিক সেসব তথ্য প্রকাশে বাধ্য করা;	১৯.১	১৭.৬	২০.৭	৯.৪	৩০.৮	১৮.২
সেবাদানকারী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা;	২১.৭	২৬.৪	১০.৩	৩৭.৫	২৩.১	২৩.৯

সারণি ৭.৮ : আরটিআই আইনের মূল লক্ষ্য *একাধিক উত্তর?

Dhaka University Institutional Repository

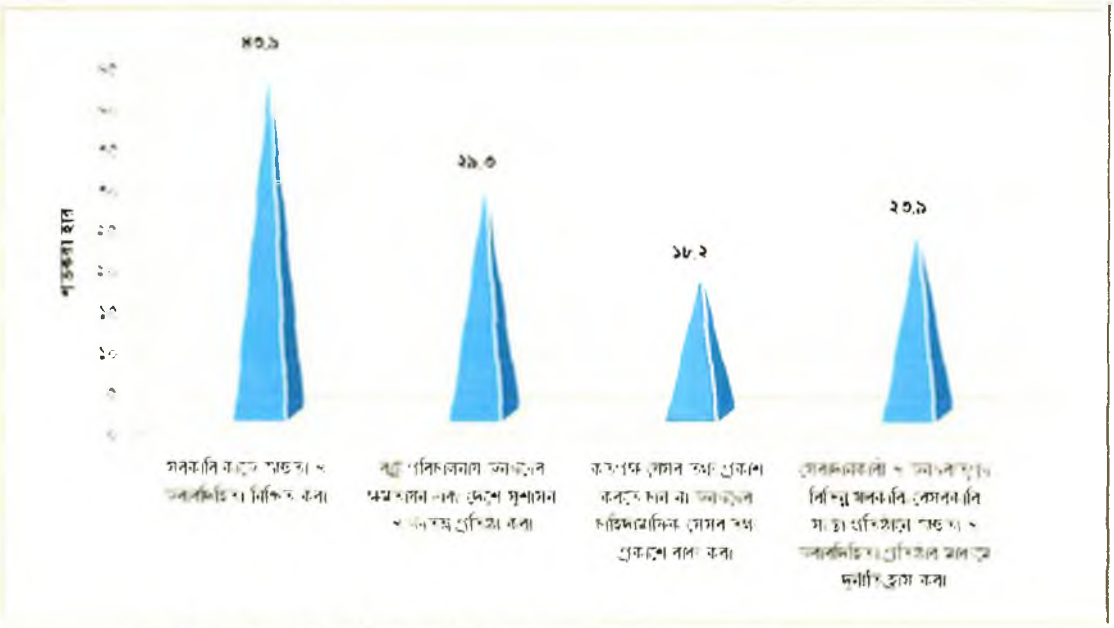

রেখা চিত্র ৭.১২ : তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

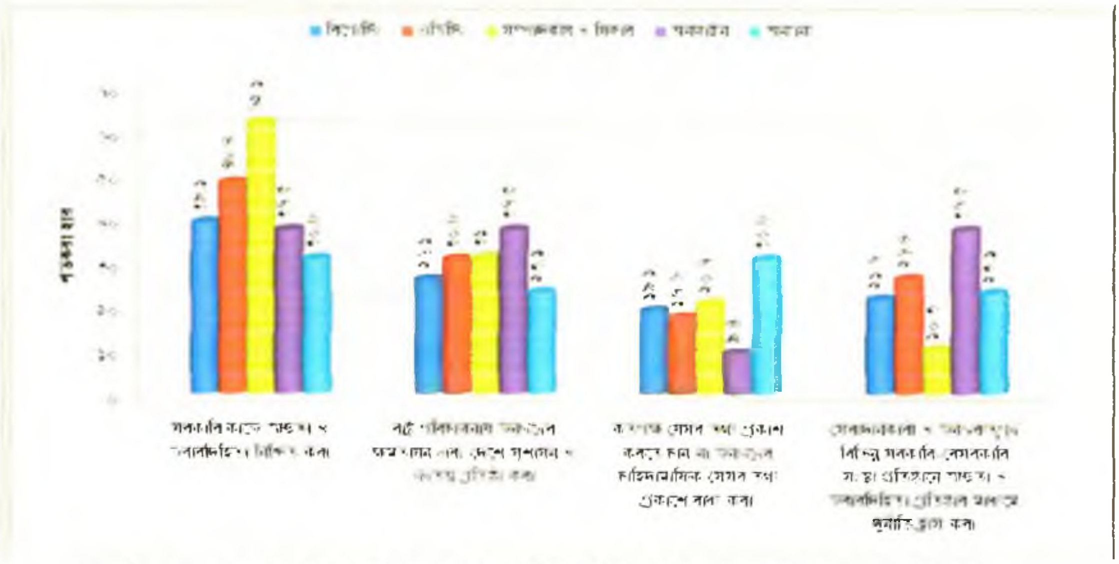

রেখা চিত্র ৭.১৩ : তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য বিষয়ে বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

৭.৭ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রশাসনের সার্বিক গতিশীলতায় প্রভাব

উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের দেওয়া মতামতের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই আইন প্রয়োগের তিন বছরে *জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে* – এরূপ বক্তব্যের পক্ষেই বেশি মতামত এসেছে। সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিমত সমর্থন করেছেন। এছাড়া ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, অবস্থা আগের মতই আছে।

গত তিন বছরে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করেন মাত্র ১০ শতাংশ উত্তরদাতা। অপরদিকে, মাত্র ৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন অবস্থার অবনতি হয়েছে। আর ১০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তাদের এ বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ আইন প্রয়োগের ফলে গত তিন বছরে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না।

পরিবর্তনের দিকমাত্রা	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে	৬.১	১৩.২	৩.৪	২১.৯	৭.৭	১০.০
কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে	৪২.৬	৩৭.৪	৫১.৭	৪০.৬	৪৬.২	৪১.৮
অবস্থার অবনতি হয়েছে	৩.৫	৩.৩	০	০	০	২.৫
আগের মতই আছে	৩৮.৩	৩৭.৪	৩১.০	১৮.৮	৪৬.২	৩৫.৪
ধারণা নেই	৯.৬	৮.৮	১৩.৮	১৮.৮	০	১০.৪

সারণি ৭.৯ : আইন প্রয়োগের তিন বছরে জনপ্রশাসনিক গতিশীলতা

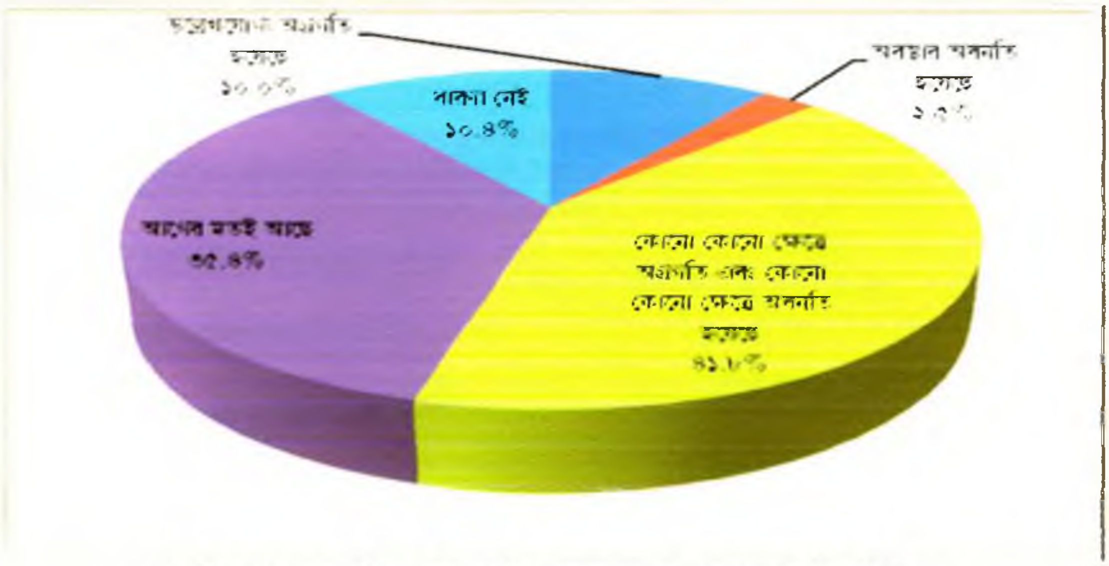

পাই চিত্র ৭.৫ : তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রশাসনের সার্বিক গতিশীলতা

Dhaka University Institutional Repository

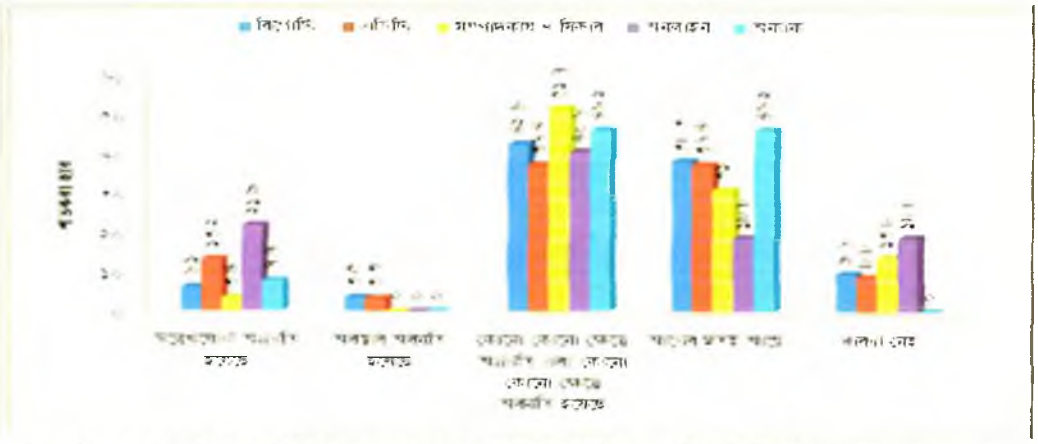

রেখা চিত্র ৭.১৪ : আইন কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রশাসনিক গতিশীলতা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামত

৭.৮ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কীরূপ পরিবর্তন এসেছে – এ বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৫ শতাংশ মনে করেন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও এই আইন প্রণীত হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা তেমন বৃদ্ধি পায়নি এবং অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মনে করেন যথাক্রমে ২৫ ও ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে ৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তাঁদের এ বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিক তথা নাগরিকদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে আইনটির একটি ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনটি বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের পথ সুগম করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

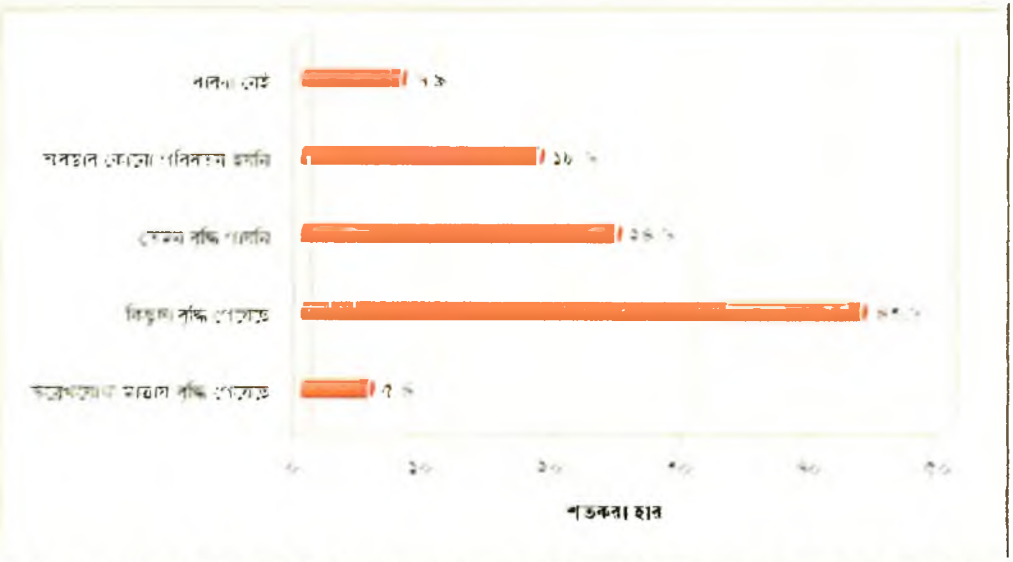

রেখা চিত্র ৭.১৫ : আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার : উত্তরদাতাদের মতামতে প্রতিফলন

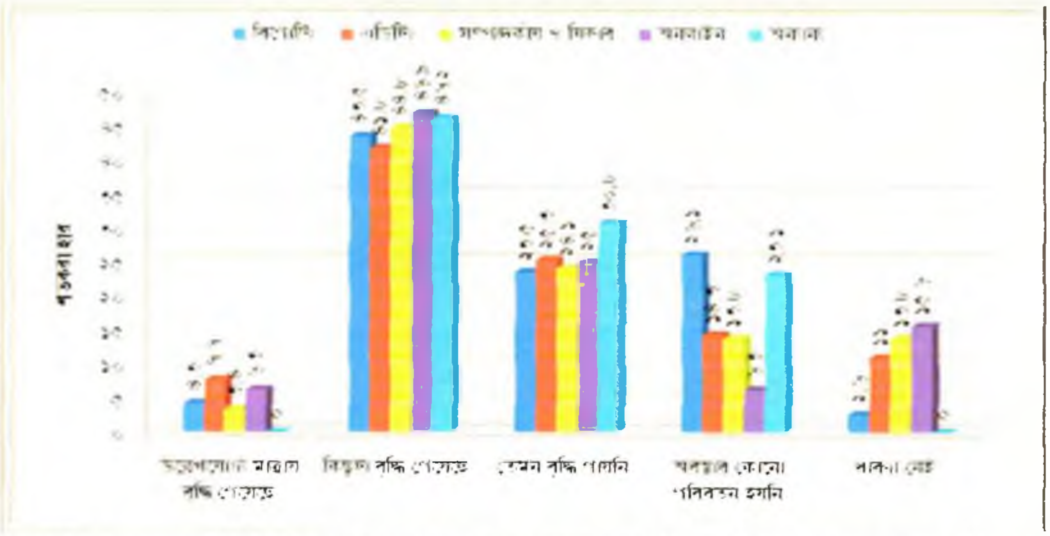

রেখা চিত্র ৭.১৬ : আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার : উত্তরদাতাদের মতামতে প্রতিফলন

৭.৯ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কীরূপ ভূমিকা রাখছে –এ সম্পর্কে উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে মোটামুটি ভূমিকা রাখছে এবং ৮ শতাংশ মনে করেন ভালো ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে কোনো ভূমিকাই রাখছে না। তবে ১০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের এ বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনটি বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

রেখা চিত্র ৭.১৭ : সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

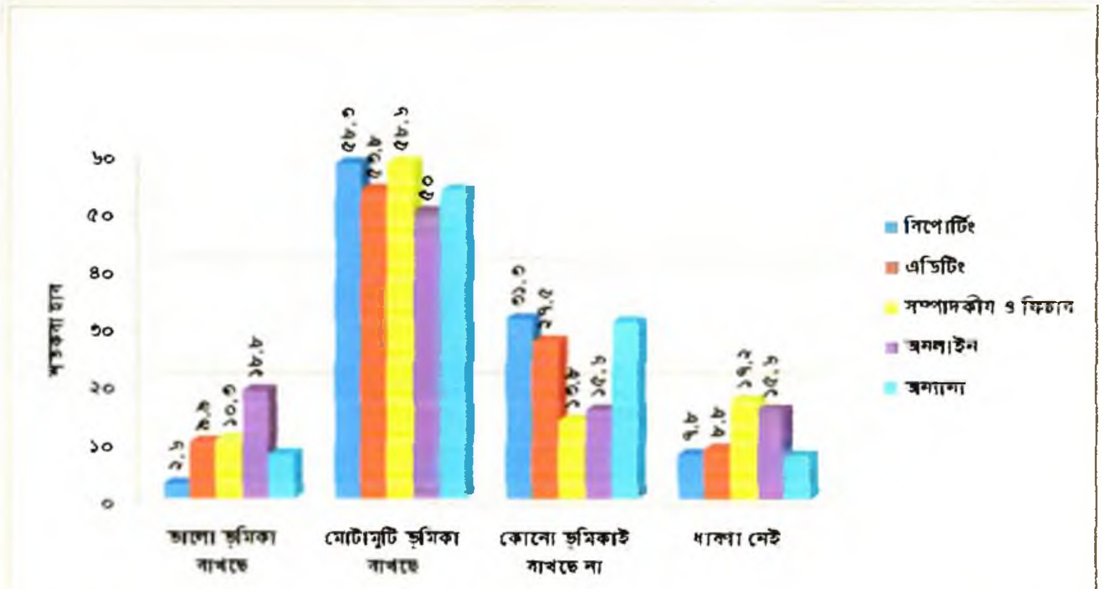

রেখা চিত্র ৭.১৮ : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরটিআই আইনের ভূমিকা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

৭.১০ তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে

তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে কি না– এমন তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এ আইনের ফলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে। তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া তথ্য জানার প্রবণতা বেড়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা।

তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে, স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের অধিকার চর্চার সুযোগ এসেছে এবং জীবনমান উন্নয়নে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বলে যথাক্রমে ৩৬ শতাংশ, ৩৪ শতাংশ এবং ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা দিচ্ছে না বলে মনে করেন মাত্র ১২শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও লক্ষ করা যায়, সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনা, ফিচার, অনলাইন ইত্যাদি বিভাগের তুলনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন অর্থাৎ রিপোর্টিং বিভাগের সংবাদকর্মীদের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইনের ফলে স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের অধিকার চর্চায় অধিকতর সুযোগ তৈরি করেছে।

উত্তরদাতাদের অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে	৬৩.৫	৬২.৬	৬২.১	৬৫.৬	৫৩.৮	৬২.৯
আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে	৭৪.৮	৬১.৫	৬২.১	৬৮.৮	৬৯.২	৬৮.২
তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে	৩৭.৪	৩৯.৬	২০.৭	৪৩.৮	২৩.১	৩৬.৪
জীবনমান উন্নয়নে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে	২৫.২	২৮.৬	২০.৭	৩৪.৪	৩০.৮	২৭.১
তথ্য জানার প্রবণতা বেড়েছে	৫০.৪	৫১.৬	৪৪.৮	৫৩.১	৬১.৫	৫১.১
স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের অধিকার চর্চার সুযোগ এসেছে	৩৬.৫	২৯.৭	৩১.০	৩১.৩	৫৩.৮	৩৩.৯
কোনো সুবিধা দিচ্ছে না	১৭.৪	৭.৭	৬.৯	৩.১	২৩.১	১১.৮

সারণি- ৭.১০ : আরটিআই আইনের সুবাদে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব * *একাধিক উত্তর এসেছে*

Dhaka University Institutional Repository

৭.১১ পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন

পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইনটি কতটা সহায়ক – এমন প্রশ্নোত্তরে ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তথ্য না পেলে সাংবাদিকবৃন্দ আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন। এই আইনের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে বলে মনে করেন ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর পেশাগত দায়িত্ব পালনে আইনটি বেশ সহায়ক এবং সাংবাদিকরা সহজেই তথ্য পেতে পারেন বলে মনে করেন যথাক্রমে ৪২ এবং ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা।

অপরদিকে, ২৯ শতাংশ উত্তরদাতার অভিমত হলো, এই আইনের ফলে সাংবাদিকবৃন্দ কয়েকটি ক্ষেত্রে (এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য) তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার হারিয়েছেন।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, পেশাগত দায়িত্বপালনে আরটিআই আইনের ফলে সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে; একইসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মনে করেন, এই আইনটির ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত হয়েছে।

উত্তরদাতাদের অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
সাংবাদিকরা সহজেই তথ্য পেতে পারেন	৩৫.৭	৪০.৭	২৪.১	৪৩.৮	৩৮.৫	৩৭.১
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে	৫৩.৯	৪৫.১	৩৪.৫	৬২.৫	৩০.৮	৪৮.৯
তথ্য না পেলে সাংবাদিকরা আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন	৬৯.৬	৫৮.২	৫৫.২	৫৩.১	৩০.৮	৬০.৭
সাংবাদিকরা কয়েকটি ক্ষেত্রে (এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য) তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার হারিয়েছেন	৩০.৪	২৫.৩	২৭.৬	২৫.০	৫৩.৮	২৮.৯
পেশাগত দায়িত্বপালনে নতুন কোনো সুবিধা পাবেন না	২০.০	১৮.৭	১৭.২	১৫.৬	২৩.১	১৮.৯
পেশাগত দায়িত্বপালনে আইনটি বেশ সহায়ক	৪৫.২	৩৬.৩	৩৭.৯	৪৬.৯	৫৩.৮	৪২.১
পেশাগত দায়িত্বপালনে আইনটি মোটেই সহায়ক নয়	১১.৩	৫.৫	৬.৯	৩.১	.০	৭.৫

সারণি- ৭.১১ : সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা * *একাধিক উত্তর*

Dhaka University Institutional Repository

৭.১২ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সংবাদকর্মীগণ যে ধরনের রিপোর্ট করতে পারেন

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন দুর্নীতি দমন বিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক। আরটিআই আইন জনসচেতনতা তৈরিতে এবং সুশাসন সহায়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা।

এছাড়াও এই আইনটি মানবাধিকার সুরক্ষায় ও অপরাধ দমনে সহায়ক বলে মনে করেন যথাক্রমে ৪৭ ও ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা। আর উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও আরটিআই আইনটি সহায়ক বলে মনে করেন ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরিতে এই আইনটিকে সংবাদকর্মীগণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী সম্পাদনা, ফিচার, অনলাইন ইত্যাদি বিভাগের তুলনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন, অর্থাৎ রিপোর্টিং বিভাগের সর্বোচ্চ ৫৭ শতাংশ সংবাদকর্মীবৃন্দ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের ফলে দুর্নীতি ও অপরাধ দমনে সহায়ক বিভিন্ন অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরিতে সুবিধা হচ্ছে।

রিপোর্টিংয়ের ধরন	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক রিপোর্ট	৫৩.০	৬০.৪	৬২.১	৫৯.৪	৫৩.৮	৫৭.১
দুর্নীতি দমন বিষয়ক রিপোর্ট	৭০.৪	৫৮.২	৫১.৭	৫৯.৪	৬১.৫	৬২.৯
অপরাধ দমনে সহায়ক রিপোর্ট	৪৫.২	৩৫.২	৪১.৪	২৮.১	৪৬.২	৩৯.৬
সুশাসন সহায়ক রিপোর্ট	৬১.৭	৫০.৫	৪৪.৮	৪৬.৯	৬৯.২	৫৫.০
মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্ট	৪৩.৫	৩৯.৬	৫১.৭	৬৫.৬	৬৯.২	৪৬.৮
উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্ট	৩৩.০	২৫.৩	১০.৩	১৮.৮	৩০.৮	২৬.৪

সারণি ৭.১২ : আরটিআই আইন ব্যবহার করে যে ধরনের রিপোর্ট হতে পারে ** একাধিক উত্তর এসেছে*

৭.১৩ আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের চিত্র

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে নিজে, সহকর্মী কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠান এপর্যন্ত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেছে কি না – এমন প্রশ্নোত্তরে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, তাঁদের বা তাঁদের পরিচিত জনের মধ্যে এই আইনের আওতায়

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন করার অভিজ্ঞতা আছে। তবে ৪৫ শতাংশের এ জাতীয় কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং ২২ শতাংশ উত্তরদাতার এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতার কথা জানা নেই। সংবাদকর্মীদের কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের উত্তরদাতাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়, সর্বোচ্চ ৪৩ শতাংশ রিপোর্টিং বিভাগের উত্তরদাতার বা তাদের পরিচিতজনের এই আইনের আওতায় আবেদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

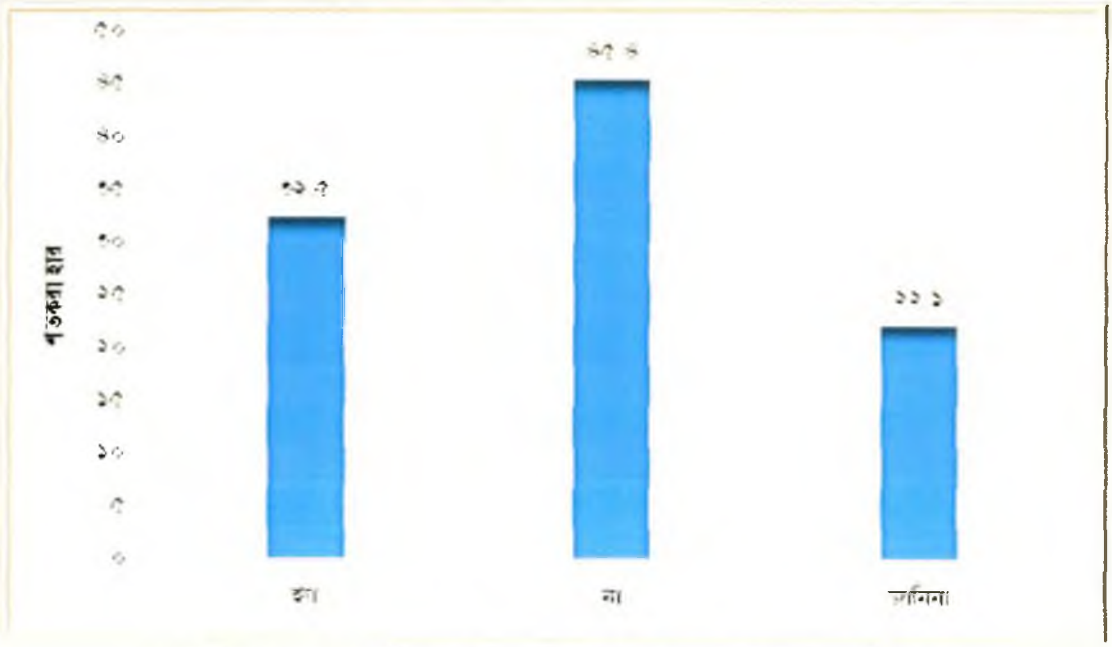

রেখা চিত্র ৭.১৯ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার অভিজ্ঞতা

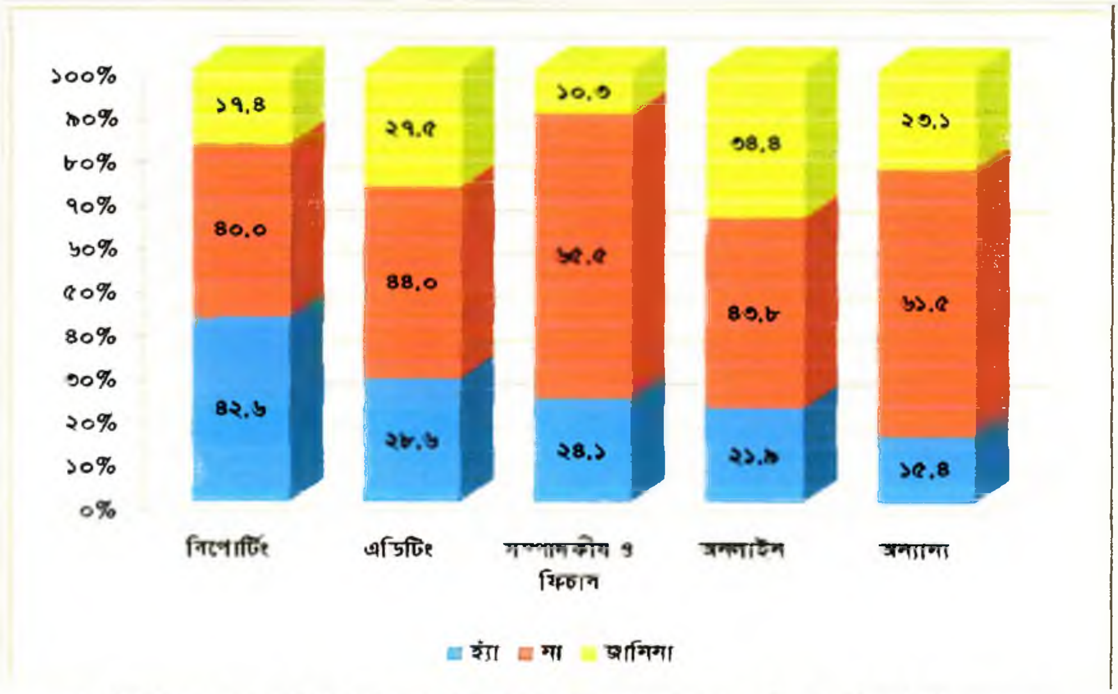

রেখা চিত্র ৭.২০ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার অভিজ্ঞতা : বিভাগভিত্তিক মতামত

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৪ আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের ফলাফল

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আরটিআই আইনের আওতায় সরকারি-বেসরকারি অফিসে আবেদন করে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়েছেন মাত্র ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা। আরও লক্ষ করা যাচ্ছে, কর্মকর্তাগণ তথ্য দিতে কালক্ষেপণ এবং গড়িমসি করেছেন এমন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪৫ এবং ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৯ শতাংশ) উত্তরদাতা বলেছেন, কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যায়নি এবং ১৫ শতাংশ বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি অফিস থেকে তথ্য দিতে অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আরটিআই আইন হওয়া সত্ত্বেও এখনও সাংবাদিক তথা নাগরিকদের তথ্য পেতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

সংবাদকর্মীদের কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় যে, সম্পাদনা, ফিচার, অনলাইন ইত্যাদি বিভাগের তুলনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন, অর্থাৎ রিপোর্টিং বিভাগের সংবাদকর্মীগণ বলেছেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের পর এখনও তথ্য পেতে তাঁদেরকে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বক্তব্য/অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া গেছে	২৬.৫	৪২.৩	৪২.৯	২৮.৬	.০	৩১.৯
কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যায়নি	২৮.৬	২৬.৯	৪২.৯	২৮.৬	.০	২৮.৬
তথ্য দিতে কালক্ষেপন করেছে	৫৩.১	৩৮.৫	৪২.৯	১৪.৩	৫০.০	৪৫.১
তথ্য দিতে গড়িমসি করেছে	৩২.৭	২৬.৯	২৮.৬	১৪.৩	.০	২৮.৬
তথ্য দিতে অপারগতা/অস্বীকৃতি জানিয়েছে	২০.৪	৩.৮	১৪.৩	১৪.৩	৫০.০	১৫.৪

সারণি ৭.১৩ : আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদনের ফল

৭.১৫ তথ্য দিতে কর্মকর্তাদের অপারগতা-অস্বীকৃতি জানানোর কারণ

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রস্তুত নেই – তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই – এমন উত্তর পেয়েছেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে (দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কারণে) তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, অন্য পক্ষ/তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় এবং তথ্য অধিকার আইনের আওতায় (তথ্য অধিকারের আওতামুক্ত হওয়ায়) অনুরূপ তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা নেই – তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন যথাক্রমে ৩১, ১৭ ও ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকৃতির কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই	১৮	৫১.৪
কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রস্তুত নেই	২০	৫৭.১
অন্য পক্ষ/তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়	৬	১৭.১
সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে (দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কারণে) তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না	১১	৩১.৪
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় (তথ্য অধিকারের আওতামুক্ত হওয়ায়) অনুরূপ তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা নেই	৫	১৪.৩

সারণি ৭.১৪ : তথ্য দিতে কর্মকর্তাদের অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জানানোর কারণ

৭.১৬ অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের তথ্য সংগ্রহে আরটিআই আইনের প্রয়োগে সাংবাদিকদের ভূমিকা

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে এই আইনের মাধ্যমে কোনো কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত করে এই আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় ভূমিকা রাখা যায় বলে মনে করেন ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে আবেদন করে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে এই আইনটির চর্চায় ভূমিকা রাখা যায় বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা।

একইভাবে, তথ্য কমিশন তথ্য না দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দিলে গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে সে ব্যাপারে রিপোর্টিং করে এই আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে তথ্য সংগ্রহ কাজে সাংবাদিকবৃন্দ আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রয়োগের ক্ষেত্র	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে আবেদন করে/ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে	৫৭.৪	৪২.৯	৪৮.৩	৬৮.৮	১৫.৪	৫১.১
কোনো কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত করে	৬০.০	৬১.৫	৪৪.৮	৪০.৬	৩০.৮	৫৫.৪
সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে সে ব্যাপারে রিপোর্টিং করে	৪৭.৮	৪৪.০	৪৮.৩	৪০.৬	৪৬.২	৪৫.৭
তথ্য কমিশন তথ্য না দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দিলে গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করে	৪৮.৭	৪৮.৪	৪১.৪	৪০.৬	৩০.৮	৪৬.১

সারণি ৭.১৫ : অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের তথ্য সংগ্রহে আরটিআই আইনের প্রয়োগে সাংবাদিকদের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৭ তথ্য সংগ্রহে রিপোর্টারগণ যাঁদের কাছে আবেদন করবেন

তথ্য সংগ্রহে রিপোর্টারগণ কাদের কাছে আবেদন করবেন –এরূপ প্রশ্নের উত্তরে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'কে তথ্যের উৎস মনে করেন ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে 'তথ্য কর্মকর্তা'র কথা বলেছেন ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং তথ্য কমিশনকে তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ১২, ৯ ও ৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

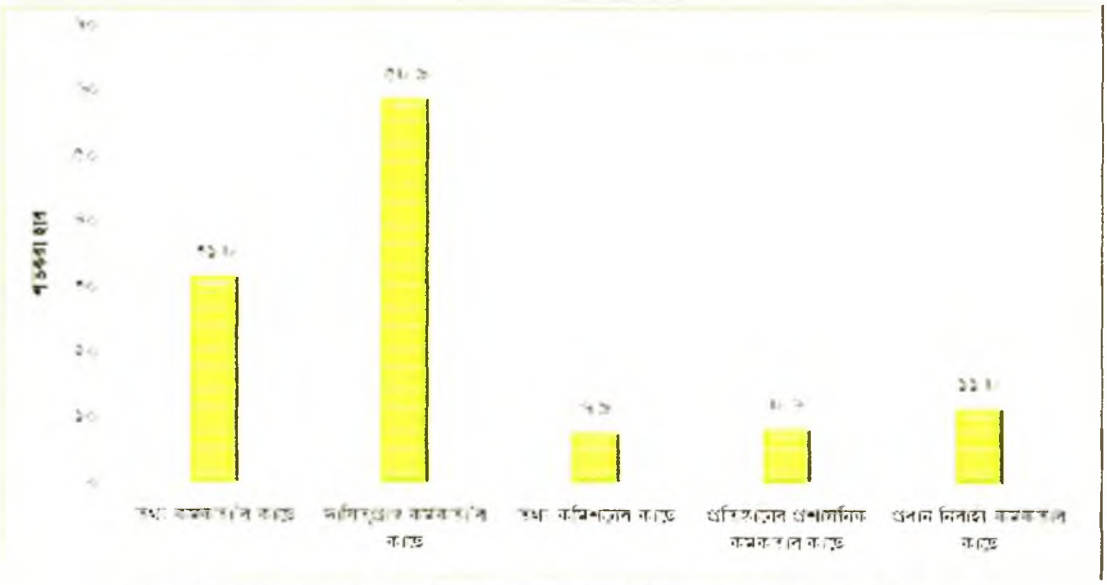

রেখা চিত্র ৭.২১ : তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎস সম্পর্কে মোট উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস

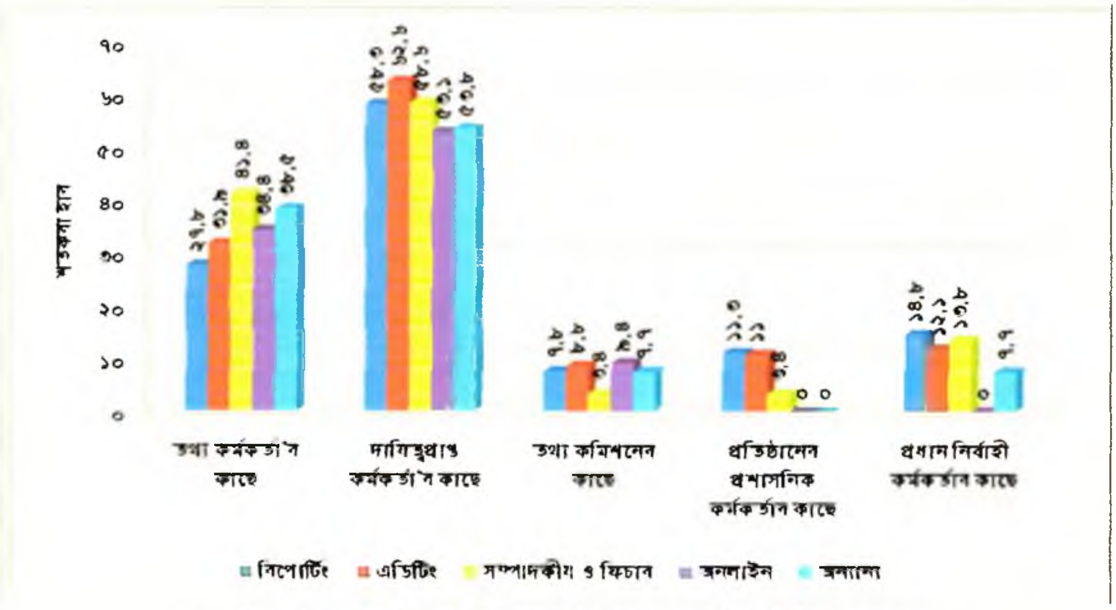

রেখা চিত্র ৭.২২ : তথ্য সংগ্রহে উৎস সম্পর্কে উত্তরদাতাদের বিভাগভিত্তিক মতামত

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৮ আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে উত্তরদাতাদের বক্তব্য

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের যে তালিকা রয়েছে সে সম্পর্কে উত্তরদাতারা বেশ কিছু মতামত দিয়েছেন। সর্বোচ্চ ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। এছাড়াও বর্তমান তালিকাটি ছোট হলে আইনটি আরও সময়োপযোগী হতো বলে মনে করেন ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা। অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে এবং অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৩০ এবং ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য এই তালিকায় বাইরে রাখা উচিত ছিল এবং তালিকায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সংক্রান্ত পয়েন্টটি না রাখলে ভালো হতো বলে মনে করেন যথাক্রমে ১৬ এবং ১০ শতাংশ উত্তরদাতা।

জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে উত্তরদাতাদের বক্তব্য	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ	৪১.৭	৩৪.১	৩১.০	৪৩.৮	৩০.৮	৩৭.৯
অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে	২৭.০	১৫.৪	২৪.১	২৮.১	১৫.৪	২২.৫
বর্তমান তালিকাটি ছোট হলে আইনটি আরও সময়োপযোগী হতো	৩৬.৫	৩৩.০	৩৭.৯	২৫.০	৫৩.৮	৩৫.০
অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে	৩২.২	২৭.৫	৩১.০	৩৪.৪	২৩.১	৩০.৪
মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের তথ্য এই তালিকায় বাইরে রাখা উচিত ছিল	১৬.৫	১৪.৩	২০.৭	১৮.৮	৭.৭	১৬.১
তালিকায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সংক্রান্ত পয়েন্টটি না রাখলে ভালো হতো	৬.১	১১.০	১০.৩	১৮.৮	১৫.৪	১০.০

সারণি ৭.১৬ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

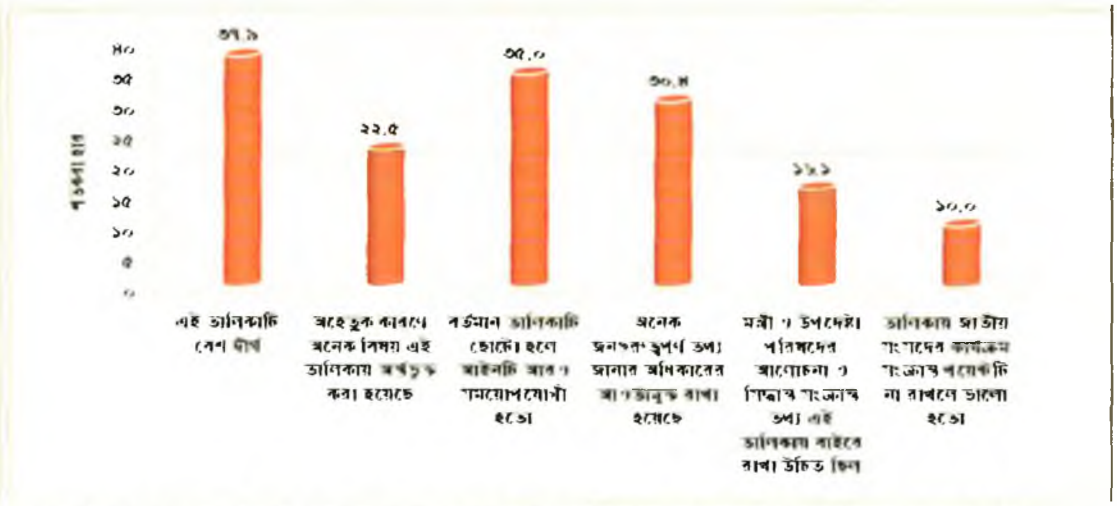

রেখা চিত্র ৭.২৩ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে মন্তব্যের প্রতিফলন

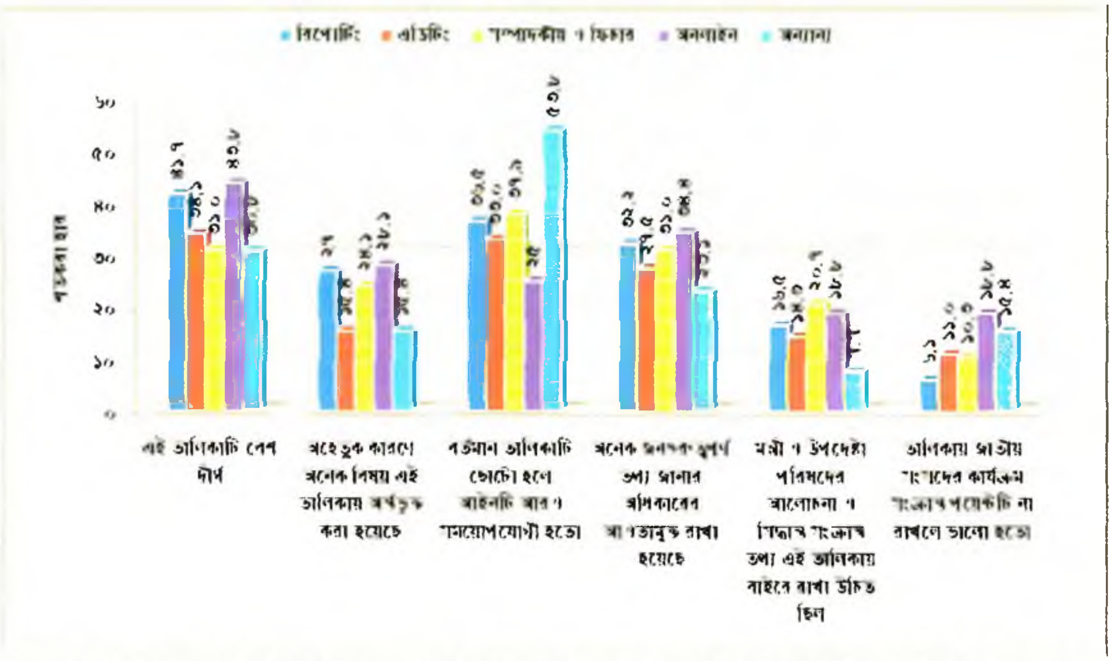

রেখা চিত্র ৭.২৪ : আরটিআই আইনের ৭ নম্বর ধারায় জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের বিষয়ে বিভাগভিত্তিক মতামত

৭.১৯ অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধে করণীয়

অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে 'তথ্য অধিকার আইনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে' বলে মনে করেন প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে প্রায় ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই'।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য/অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
তথ্য অধিকার আইনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে	৫০.৪	২৯.৭	৫৫.২	৩৪.৪	৩০.৮	৪১.৪
দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি গুরুত্ব পাবে	১৩.০	১২.১	১৩.৮	১২.৫	২৩.১	১৩.২
সর্বশেষ/সাম্প্রতিক আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে	১৫.৭	১৩.২	১০.৩	১২.৫	২৩.১	১৪.৩
এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই	২৫.২	৪৫.০	২০.৭	৪০.৬	২৩.০	৩৪.১

সারণি ৭.১৭ : অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধে করণীয় *একাধিক উত্তর

৭.২০ তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে প্রায় ২৯ শতাংশ বলেছেন সমন্বয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

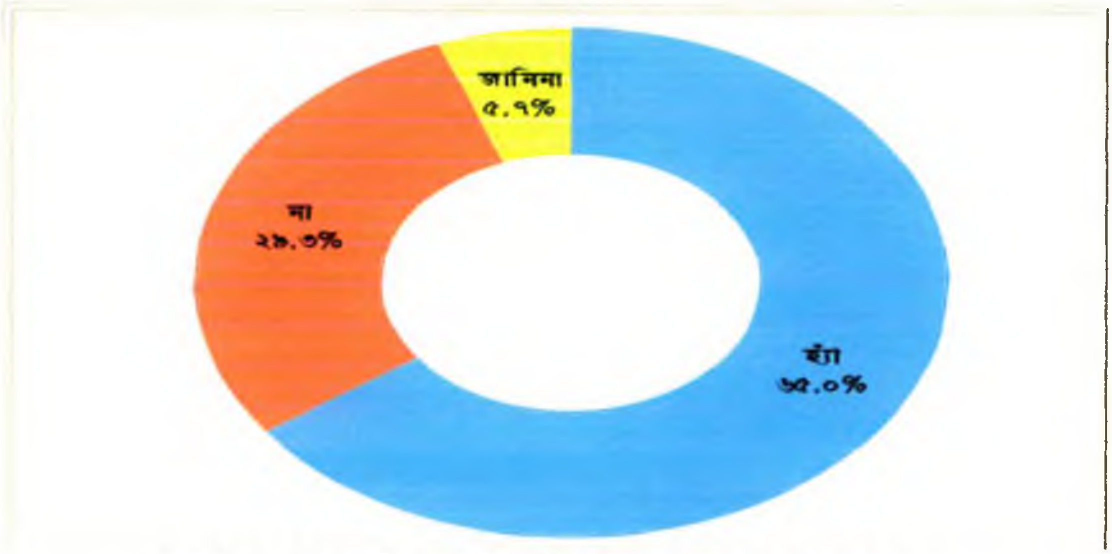

পাই চিত্র ৭.৬ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয়

Dhaka University Institutional Repository

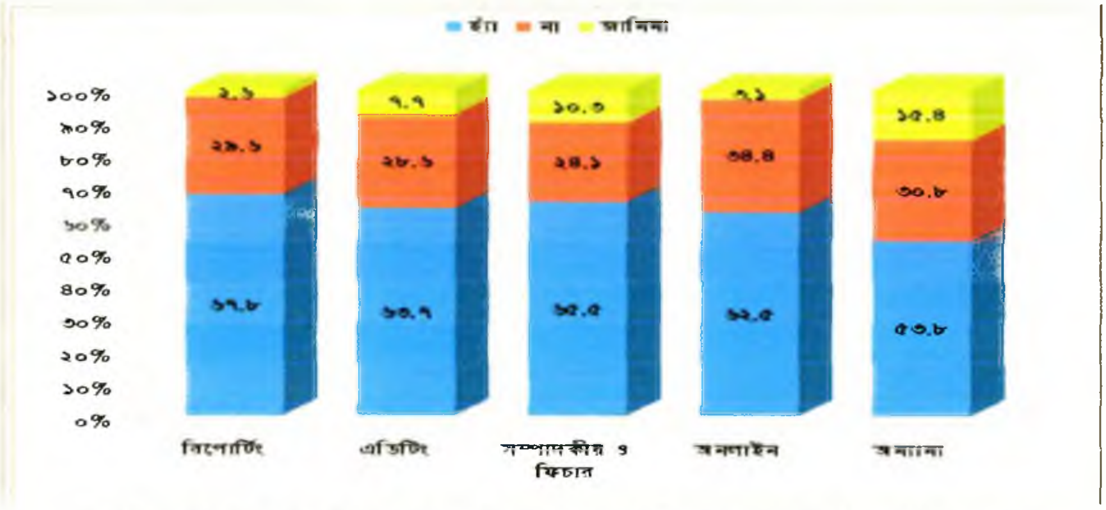

রেখা চিত্র ৭.২৫ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয় : বিভাগভিত্তিক মতামত

যাঁরা মনে করেন এ দুই ধরনের আইনের সমন্বয় প্রয়োজন, তাদের প্রায় ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন 'স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ দুই ধরনের আইনের সমন্বয় প্রয়োজন'। উত্তরদাতাদের প্রায় ৬৪ শতাংশ মনে করেন, 'দুর্নীতি রোধের অভিন্ন লক্ষ্যে দুই ধরনের আইনের ভূমিকা সাংঘর্ষিক না হয়ে পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন'। প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ' নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজ করতে' আইনগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

বক্তব্য/অভিমত	শতকরা হার
দুর্নীতি রোধের অভিন্ন লক্ষ্যে দুই ধরনের আইনের ভূমিকা সাংঘর্ষিক না হয়ে পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন	৬৪.২
স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমন্বয় প্রয়োজন	৭৩.৬
অন্যান্য আইনের ওপর তথ্য অধিকার আইনকে প্রাধান্য দিতে সমন্বয় প্রয়োজন	৫২.২
নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজ করতে	৬২.১

সারণি ৭.১৮ : তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক আইনসমূহের সমন্বয় প্রয়োজনীয়তা *একাধিক উত্তর

৭.২১ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতি প্রবণতার মাত্রা

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতায় কী মাত্রায় হেরফের হচ্ছে – এ সম্পর্কিত মতামতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই আইন প্রয়োগের ফলে দুর্নীতির মাত্রায় কোনো হেরফের হয়নি অর্থাৎ পরিস্থিতি আগের মতোই আছে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার এই বিষয়ে ধারণা নেই । তবে ১২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন আগের চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কমেছে; অন্যদিকে মাত্র ৫ শতাংশ বলেছেন আগের চেয়ে বেড়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই আইনের ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

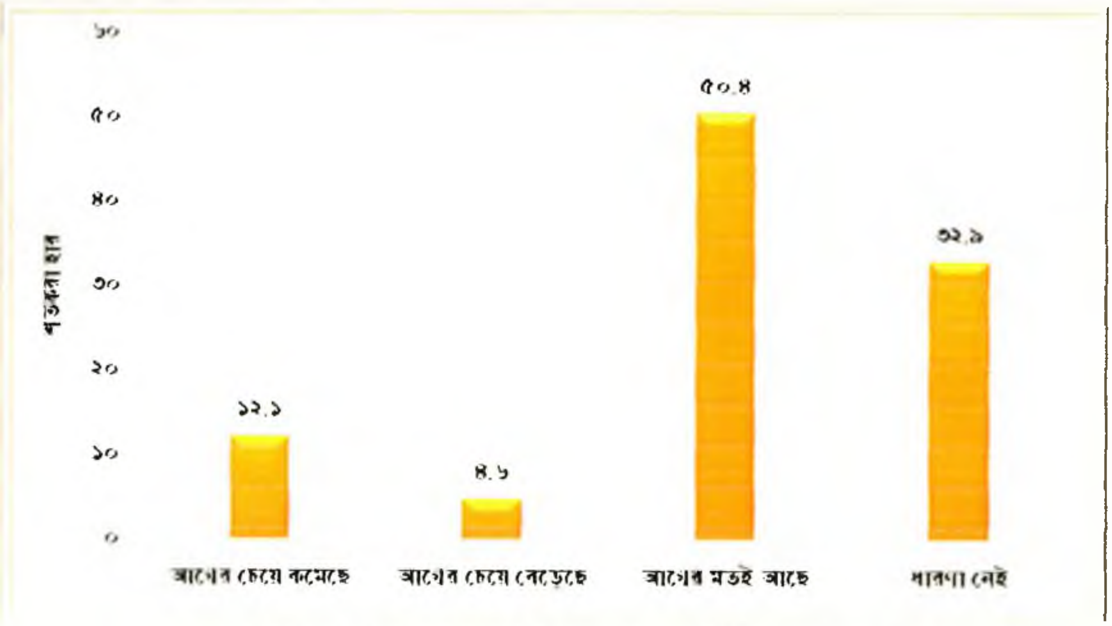

রেখা চিত্র ৭.২৬ : তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির প্রভাবক মাত্রা

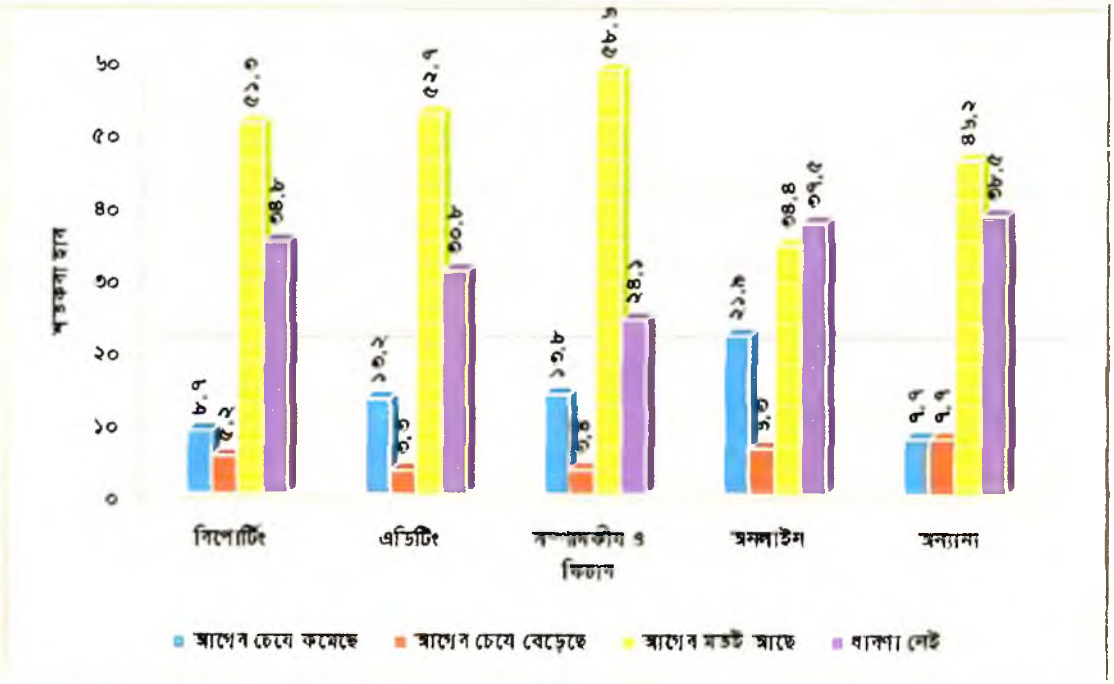

রেখা চিত্র ৭.২৭ : তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির প্রভাবক মাত্রা : বিভাগভিত্তিক মতামতের তথ্যচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

৭.২২ তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না – এমন প্রশ্নের জবাবে মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ বলেছেন যে, সীমাবদ্ধতা আছে এবং বাকি ১১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই।

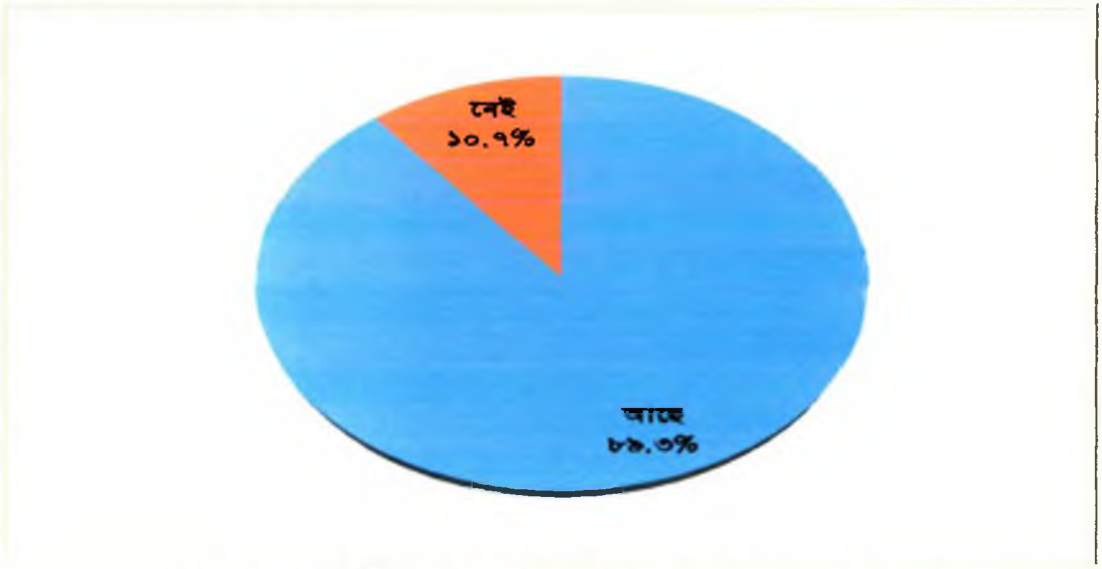

পাই চিত্র ৭.৭ : তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

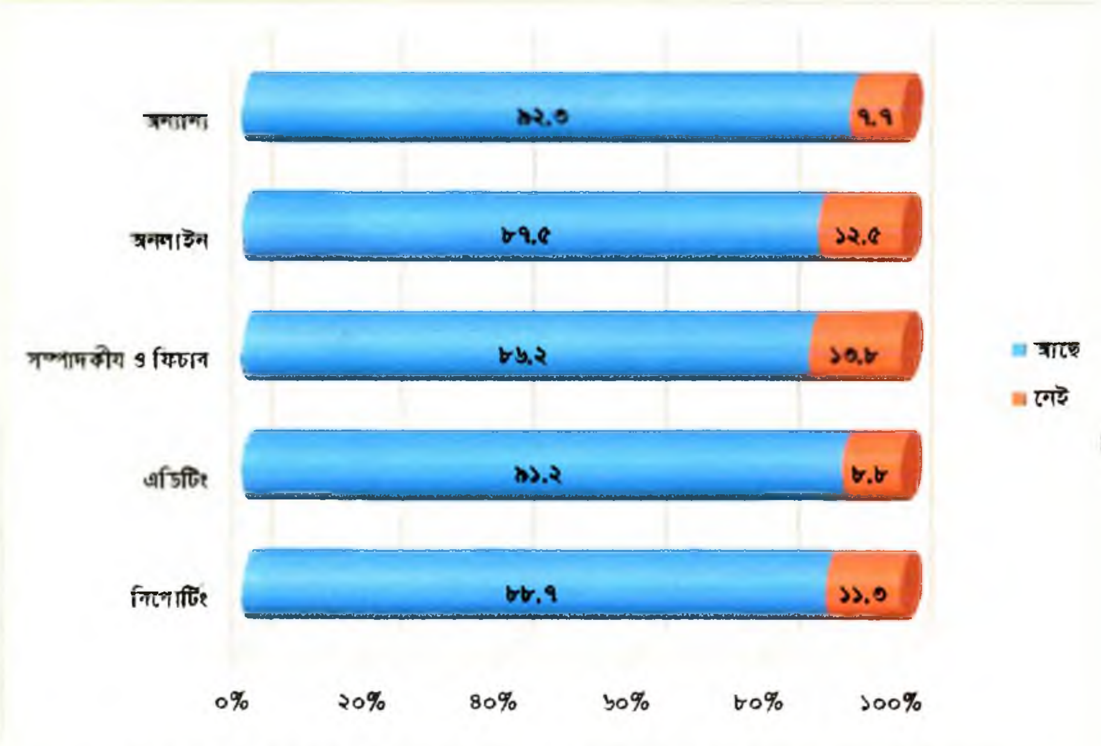

রেখা চিত্র ৭.২৮ : তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন এই আইনের সীমাবদ্ধতা আছে, তাদের মতামতের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চাইলে ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, এই আইনের ব্যবহার বা প্রয়োগে জটিলতা রয়েছে। তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন অপারগ বলে মনে করেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। ৫২ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, এই আইনে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান-প্রধান কিংবা কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট নয়। জনদাবি থেকে আরটিআই আইনটি প্রণীত হয়নি (যেমনটি হয়েছে ভারতে) এবং তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে শাস্তির পরিমান কম বলে মনে করেন যথাক্রমে ৪৬ এবং ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইনে বিচারের রায় পাওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে।

আইনের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
জনদাবি থেকে আইনটি প্রণীত হয়নি (যেমনটি হয়েছে ভারতে)	৪৫.১	৪৪.৬	৪৮.০	৬৪.৩	৮.৩	৪৫.৬
এই আইনের ব্যবহার/প্রয়োগে জটিলতা রয়েছে	৮০.৪	৭৪.৭	৬৪.০	৭৫.০	৬৬.৭	৭৫.৬
তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন অপারগ	৭০.৬	৫৭.৮	৬০.০	৬৪.৩	৫৮.৩	৬৪.০
এই আইনে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান-প্রধান/কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট নয়	৫৫.৯	৫১.৮	৫২.০	৪২.৯	৫০.০	৫২.৪
তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে শাস্তির পরিমান কম	৫২.৯	৩৪.৯	৩৬.০	৪২.৯	৫৮.৩	৪৪.৪
বিচারের রায় পাওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে	২০.৬	১০.৮	১৬.০	২১.৪	৮.৩	১৬.৪

সারণি ৭.১৯ : আরটিআই আইনের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা : উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন * একাধিক উত্তর এসেছে

৭.২৩ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

আরটিআই আইন বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে চাইলে ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতাই এই আইন বাস্তবায়নের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাদের ৬৫ শতাংশ জানিয়েছেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবই আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতাকে এই আইন বাস্তবায়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগই আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এভাবে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে আরটিআই আইন বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতা	৭১.৩	৬৮.১	৬৯.০	৬৮.৮	৬১.৫	৬৯.৩
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব	৬৯.৬	৬৯.২	৫৮.৬	৫০.০	৪৬.২	৬৫.০
চাহিদামাফিক তথ্য প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব	৪৬.১	৪৭.৩	৩৭.৯	৪৩.৮	৩৮.৫	৪৫.০
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতা	৬৭.০	৬১.৫	৫৫.২	৬৮.৮	৫৩.৮	৬৩.৬
তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ	৩৫.৭	২৭.৫	৩১.০	৩৭.৫	৪৬.২	৩৩.২

সারণি ৭.২০ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

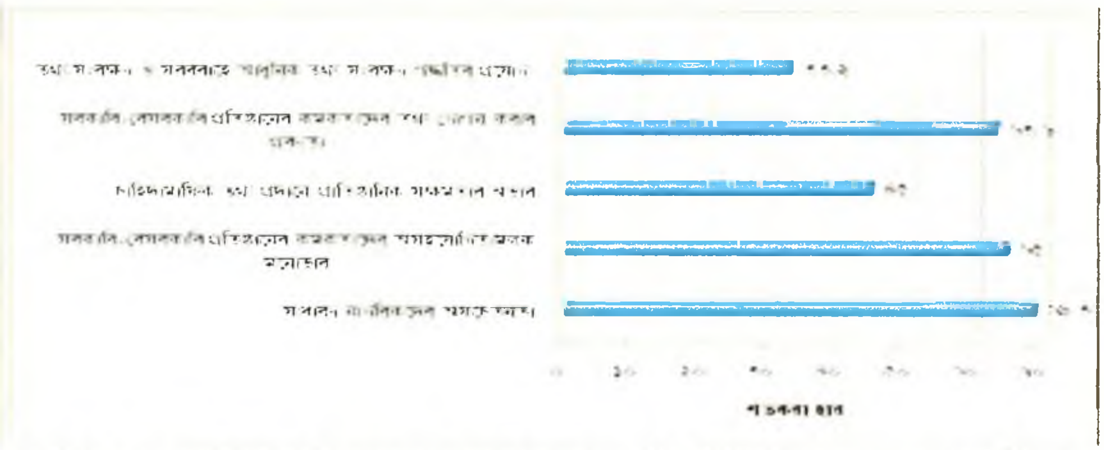

রেখা চিত্র ৭.২৯ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন

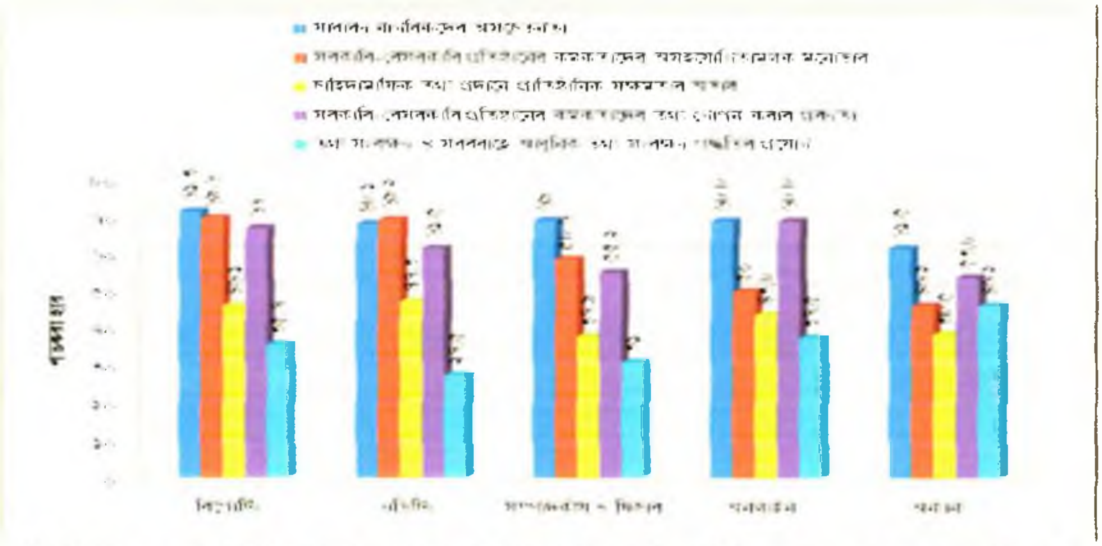

রেখা চিত্র ৭.৩০ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মন্তব্যের প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

৭.২৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন উত্তরদাতা সংবাদকর্মীবৃন্দ। কমিশন জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। 'কমিশনের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হবে' বলে মতামত দিয়েছেন ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশন অনেকটাই অকার্যকর এবং এটি রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রায় ২০ শতাংশ উত্তরদাতা।

বক্তব্য/অভিমত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে	১৪১	৫০.৪
তথ্য কমিশনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে	৫৭	২০.৪
কমিশনের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হবে	৯৪	৩৩.৬
অন্যান্য	৪	১.৪
মন্তব্য নেই	৯৪	৩৩.৬

সারণি ৭.২১ : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা * একাধিক উত্তর এসেছে

৭.২৫ বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে মতামত

বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে বেশ কিছু মতামত দিয়েছেন সংবাদকর্মীবৃন্দ। 'তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা উচিত' বলে মনে করেন প্রায় ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতর ও অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল' বলে মত জানিয়েছেন প্রায় ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি' বলে মনে করেন প্রায় ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, 'বর্তমান কমিশনে সরকারি আমলাদের প্রাধান্য বেশি'।

বক্তব্য/অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতর ও অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল	৫৬.৫	৫০.৫	৫১.৭	৪৩.৮	৬৯.২	৫৩.২
বর্তমান কমিশনে সরকারি আমলাদের প্রাধান্য বেশি	৫৩.০	৪০.৭	৩১.০	৪৬.৯	৫৩.৮	৪৬.১
কমিশনের মুখ্য ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা	৫৬.৫	৪৮.৪	৪১.৪	৬৫.৬	৬১.৫	৫৩.৬
প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে (যেমন: দুর্নীতির তথ্য) কমিশন কোনো নির্দেশনা দেয়নি	৩৩.০	২২.০	৩১.০	১২.৫	৩৮.৫	২৭.১
তথ্য কমিশনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি	৫০.৪	৫৪.৯	৪৪.৮	৫০.০	৩৮.৫	৫০.৭

সারণি ৭.২২ : বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত: * একাধিক উত্তর এসেছে

Dhaka University Institutional Repository

৭.২৬ তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয় সম্পর্কে মতামত দেন উত্তরদাতাগণ। আরটিআই আইন বাস্তবায়নের জন্য 'জনগণের মাঝে এই আইন সম্পর্কে প্রচার করা উচিত' বলে মনে করেন ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও 'গণমাধ্যমে তথ্য পাওয়ার উপায় সহজভাবে জানানো'র মাধ্যমে এই আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন প্রায় ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান' বিষয়ে মত দিয়েছেন ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া 'নিজস্ব টিম গঠন করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা' এবং 'জাতীয় তথ্যভা-ার গঠন করা' বিষয়ে মত দিয়েছেন প্রায় ৪৫ উত্তরদাতা।

বক্তব্য/অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
জনগণের মাঝে এই আইন সম্পর্কে প্রচার করা	৮৭.৮	৮৪.৬	৮২.৮	৭৫.০	৯২.৩	৮৫.০
গণমাধ্যমে তথ্য পাওয়ার উপায় সহজভাবে জানানো	৬৮.৭	৬৪.৮	৬২.১	৭১.৯	৬৯.২	৬৭.১
তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান	৬০.০	৫৬.০	৫৫.২	৫৩.১	৬১.৫	৫৭.৫
দেশব্যাপী সফর করে জনগণকে সচেতন করা	৩৬.৫	২৮.৬	২৭.৬	২১.৯	৩০.৮	৩১.১
নিজস্ব টিম গঠন করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা	৫০.৪	৪০.৭	২০.৭	৬২.৫	৪৬.২	৪৫.৪
জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা	৪৭.০	৩৮.৫	৪৮.৩	৫০.০	৫৩.৮	৪৫.০

সারণি ৭.২৩ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়* *একাধিক উত্তর এসেছে*

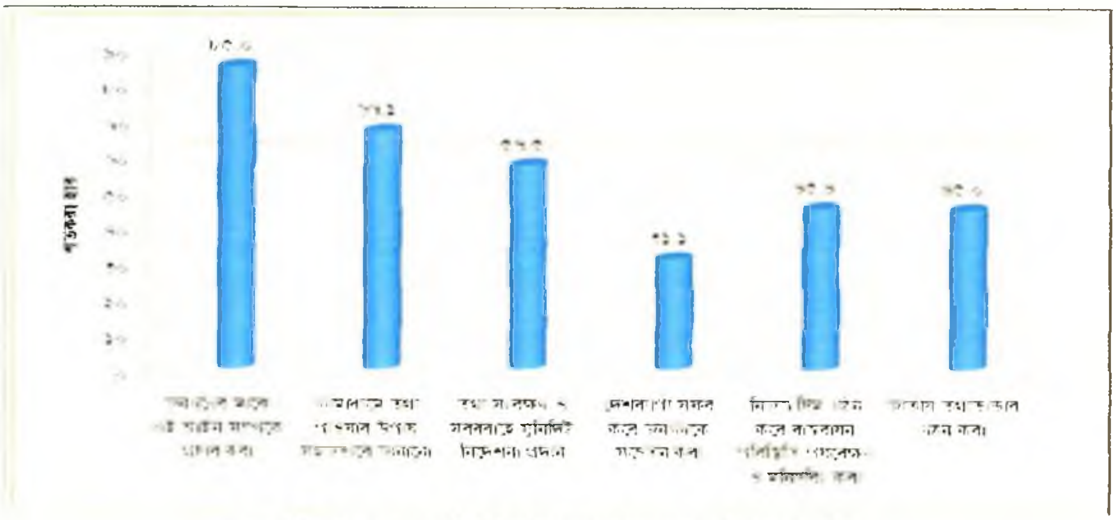

রেখা চিত্র ৭.৩১ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয়

Dhaka University Institutional Repository

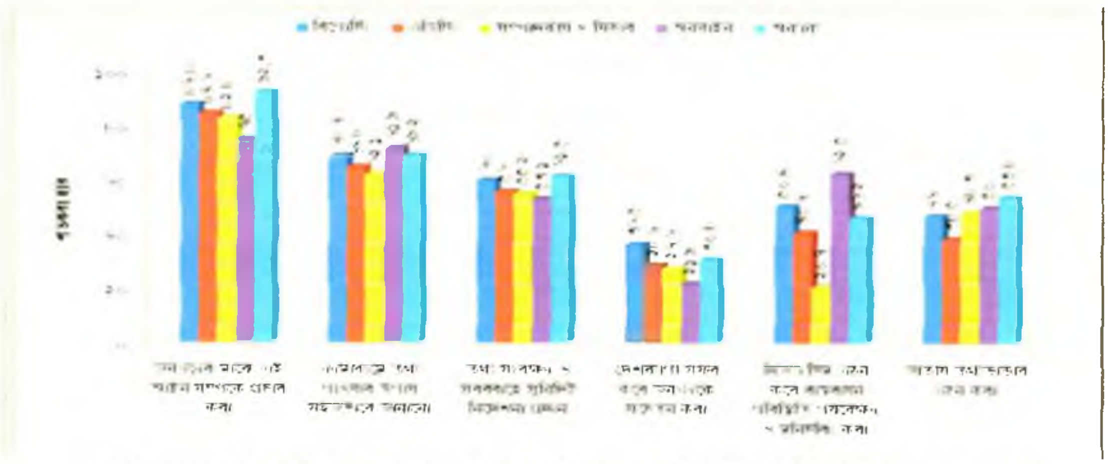

রেখা চিত্র ৭.৩২ : আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয় : বিভাগভিত্তিক উত্তরদাতাদের মন্তব্য

৭.২৭ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে উৎসাহী করার উপায়

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে কীভাবে আরও উৎসাহী করা যায় এমন বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। 'গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় এমনটি মনে করেন প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও 'সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা' যায় বলে মনে করেন প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা। 'সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে' এবং 'গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা।

বক্তব্য/অভিমত	রিপোর্টিং	এডিটিং	সম্পাদকীয় ও ফিচার	অনলাইন	অন্যান্য	মোট
গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে	৭৯.১	৮১.৩	৭৫.৯	৭৫.০	৯২.৩	৭৯.৬
সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার আয়োজন করে	৭১.৩	৫৭.১	৫১.৭	৪৬.৯	৬৯.২	৬১.৮
সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে	৫৪.৮	৪৫.১	৫৮.৬	৪৬.৯	৫৩.৮	৫১.১
গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করে	৫৩.৯	৪৫.১	৪৪.৮	৫৬.৩	৬৯.২	৫১.১
মাঠপর্যায়ের কর্মকা- পরিচালনা করে	৪০.৯	৩৬.৩	৩১.০	৪৩.৮	৩৮.৫	৩৮.৬
সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে	৪৫.২	৩১.৯	২৪.১	৪৩.৮	৩৮.৫	৩৮.২

সারণি ৭.২৪ : নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে উৎসাহী করার উপায়* *একাধিক উত্তর এসেছে*

Dhaka University Institutional Repository

৭.২৮ নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন হতে পারে – এ বিষয়ে উত্তরদাতা সংবাদকর্মীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। উত্তরদাতাদের ৬২ শতাংশই মনে করেন, গণমাধ্যম 'তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে'। প্রায় ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, গণমাধ্যম 'আইনটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন' করতে পারে। উত্তরদাতাদের প্রায় ৩৬ শতাংশ মনে করেন, গণমাধ্যম 'আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে' নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে পারে।

বক্তব্য/অভিমত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আইনটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা	১৬৫	৫৮.৯
তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে	১৮২	৬২.০
আইনটি প্রয়োগ না হলে তা প্রকাশ করতে পারে	৯৪	৩৩.৬
আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে	১০১	৩৬.১
কোন মন্তব্য করেননি	৫৭	২০.৪

সারণি ৭.২৫ : নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের ভূমিকা * *একাধিক উত্তর এসেছে*

৭.২৯ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে পরামর্শ

সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ এসেছে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে। পরামর্শের তালিকা বিন্যাস্ত করার পর লক্ষ যায়, সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'। 'সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে সেবা দানকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন' বলে মনে করেন ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা। 'সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহযোগিতার মাত্রা বাড়াতে হবে' বলে উল্লেখ করেছেন প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা অভিমত জানিয়েছেন, 'গোপনীয়তার নামে তথ্য প্রদানে বাধা দেওয়া চলবে না'। প্রায় ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, 'তথ্য আইন বাস্তবায়নে বাধা এবং বাধা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রতিবেদন তুলে ধরা' প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য/অভিমত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন	১৮৬	৬৬.৪
সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহযোগিতার মাত্রা বাড়াতে হবে	১২৫	৪৪.৫
সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে সেবা দানকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন	১৫৪	৫৫.০
গোপনীয়তার নামে তথ্য প্রদানে বাধা দেওয়া চলবে না	১২০	৪২.৮৪
সংবাদকর্মী ও গণমাধ্যমকে সম্মিলিতভাবে আইনটি চর্চার মাধ্যমে আইনটি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে হবে	৬৩	২২.৪৯
তথ্য আইন বাস্তবায়নে বাধা এবং বাধা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রতিবেদন তুলে ধরা	৯৪	৩৩.৫৫
তথ্য কমিশনের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক উন্নয়ন করে একযোগে কাজ করা	৫৭	২০.৪
গণমাধ্যমের ওয়েব ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য উপাত্ত বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা	৯৩	৩৩.২৩
কোনো মন্তব্য করেননি	১০১	৩৬.১

সারণি ৭.২৬ : সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে উত্তরদাতাদের পরামর্শ * *একাধিক উত্তর*

সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সার-সংক্ষেপ

১. বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে মাঠপর্যায়ের ২৮০ জন সংবাদকর্মীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা রিপোর্টিং বিভাগের, ১১৫ জন। এছাড়া উত্তরদাতাদের মধ্যে সম্পাদনা বিভাগের সাংবাদিক ৯১ জন, সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভাগের ২৯জন, অনলাইন বিভাগের ৩২ জন এবং অন্যান্য বিভাগের ১৩ জন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ পুরুষ এবং ১১ শতাংশ নারী। ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতার পেশাগত অভিজ্ঞতা ১ থেকে ৭ বছরের মধ্যে আর ৮ থেকে ১২ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রায় ১৬ শতাংশের। এছাড়া ২৬ বছর বা তার বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যাও অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

২. সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ (৭৫ শতাংশ) উত্তরদাতার ভাষ্য অনুযায়ী 'তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব', উত্তরদাতাদের ৩৮ শতাংশ এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত এবং ৩৭ শতাংশ বক্তব্যটির সঙ্গে মোটামুটি একমত;

৩. 'আরটিআই আইনের ফলে জনগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে' ২০ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যটির সঙ্গে একমত এবং ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা বক্তব্যের সঙ্গে মোটামুটি একমত; সুতরাং অর্ধেকেরও বেশি (৫১ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন যে, আরটিআই আইনের সুবাদে জনগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে।

৪. *'সরকারি-বেসরকারি কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা আনায়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক'* – এই বক্তব্যের সঙ্গে ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা একমত এবং ৩৮ শতাংশ মোটামুটি একমত; সতরাং অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭২ শতাংশ) মনে করেন যে, সরকারি-বেসরকারি কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা আনায়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক।

৫. *'আইনে বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে'–এরূপ* বক্তব্যের সঙ্গে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ একমত এবং ২৮ শতাংশ মোটামুটি একমত; সুতরাং অধিকাংশ উত্তরদাতার (৬৩ শতাংশ) ভাষ্য অনুযায়ী আরটিআই আইনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে।

৬. *'অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক'*– এই বক্তব্যে একমত ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা এবং ৩৬ শতাংশ এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত; সুতরাং (৬৬ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক।

৭. সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই আইনটি বেশ সহায়ক বলে মনে করেন ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। তথ্য অধিকার আইনের কারণে নাগরিক সেবাদানকারী সংস্থার লোকজনের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শতাংশ উত্তরদাতা আইনটিকে নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে সহায়ক বলে মনে করেন। আর ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে সুশাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইনটি সহায়ক। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অনুকূলে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ইতিবাচক সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

৮. নাগরিক সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণই এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন এবং এই আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ খুব কম জানেন বলে মনে করেন ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা ভাষ্যমতে, বর্তমান আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায়। তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলেও নাগরিক জীবনে তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি মনে করেন ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতার বক্তব্য হলো, এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়-সীমার কথা বলা হয়েছে সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। সুতরাং উত্তরদাতাদের অভিমত অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইনটির বেশ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে।

৯. সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা। ২৯ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্যমতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আরটিআই আইনের মূল লক্ষ্য।

১০. উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ থেকে ধারণা পাওয়া যায়, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি। উত্তরদাতাদের বড় অংশের ভাষ্য অনুযায়ী আরটিআই আইন প্রয়োগের তিন বছরে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে।

১১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কীরূপ পরিবর্তন এসেছে – এরূপ প্রশ্নোত্তরে ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. উত্তরদাতা সংবাদকর্মীদের ৫৬ শতাংশ মনে করেন, এই আইন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে মোটামুটি ভূমিকা রাখছে।

১৩. উত্তরদাতাদের ৬৮ শতাংশের বক্তব্য হলো, এ আইনের ফলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে। তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে বলে মনে করেন প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা। আর তথ্য জানার প্রবণতা বেড়েছে বলে মতামত জানিয়েছেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং লক্ষ করা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

১৪. পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তথ্য না পেলে সাংবাদিকবৃন্দ আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন। এই আইনের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে বলে মনে করেন ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর পেশাগত দায়িত্ব পালনে আইনটি বেশ সহায়ক বলে মনে করেন ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা। অপরদিকে, এক তৃতীয়াংশ (২৯ শতাংশ) উত্তরদাতার অভিমত হলো, এই আইনের ফলে সাংবাদিকবৃন্দ কয়েকটি ক্ষেত্রে (এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য) তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার হারিয়েছেন।

১৫. প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন দুর্নীতি দমন বিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক। এছাড়া, আরটিআই আইন জনসচেতনতা তৈরিতে এবং সুশাসন সহায়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা। লক্ষ করা যায়, অন্যান্য বিভাগের তুলনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন, অর্থাৎ রিপোর্টিং বিভাগের সর্বোচ্চ ৫৭ শতাংশ সংবাদকর্মীবৃন্দ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের ফলে দুর্নীতি ও অপরাধ দমনে সহায়ক বিভিন্ন অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরিতে সুবিধা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার নিজের বা তাঁদের পরিচিত জনের মধ্যে এই আইনের আওতায় আবেদন করে তথ্য চাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে ৪৫ শতাংশের এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং ২২ শতাংশ উত্তরদাতার অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতার কথা জানা নেই। সর্বোচ্চ ৪৩ শতাংশ রিপোর্টিং বিভাগের উত্তরদাতার বা তাদের পরিচিতজনের এই আইনের আওতায় আবেদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

১৭. আরটিআই আইনের আওতায় সরকারি-বেসরকারি অফিসে আবেদন করে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়েছেন মাত্র ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা। আরও লক্ষ করা যাচ্ছে, কর্মকর্তাগণ তথ্য দিতে কালক্ষেপণ কিংবা গড়িমসি করেছেন এমন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪৫ এবং ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আরটিআই আইন হওয়া সত্ত্বেও এখনও সাংবাদিক তথা নাগরিকদের তথ্য পেতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে

১৮. 'তথ্য প্রস্তুত নেই', 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই' – আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। আর দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না – তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন অন্তত ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা।

১৯. অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে এই আইনের মাধ্যমে কোনো কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিত করে এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে আবেদন করে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে এই আইনটির চর্চায় ভূমিকা রাখা যায় বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৫ ও ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। আর তথ্য কমিশন তথ্য না দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দিলে গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করে কিংবা সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে সে ব্যাপারে রিপোর্টিং করে এই আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং লক্ষণীয় যে, যাচ্ছে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে তথ্য সংগ্রহ কাজে সাংবাদিকবৃন্দ আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

২০. সরকারি-বেসরকারি অফিসে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'কে তথ্যের উৎস মনে করেন ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহে উৎস-সূত্র হিসেবে 'তথ্য কর্মকর্তা'র কথা উল্লেখ করেছেন ।

২১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের তালিকা প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ ; বিদ্যমান তালিকাটি ছোট হলে আইনটি আরও সময়োপযোগী হতো বলে মনে করেন ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া, অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে এবং অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৩০ এবং ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

২২. অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে 'তথ্য অধিকার আইনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে' বলে মনে করেন প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে প্রায় ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই' ।

২৩. তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা । আর যাঁরা মনে করেন এ দুই ধরনের আইনের সমন্বয় প্রয়োজন, তাদের প্রায় ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন 'স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ দুই ধরনের আইনের সমন্বয় প্রয়োজন'। উত্তরদাতাদের প্রায় ৬৪ শতাংশ মনে করেন, 'দুর্নীতি রোধের অভিন্ন লক্ষ্যে দুই ধরনের আইনের ভূমিকা সাংঘর্ষিক না হয়ে পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন'।

২৪. আরটিআই আইন প্রয়োগের ফলে দুর্নীতির মাত্রায় কোনো হেরফের হয়নি; অর্থাৎ পরিস্থিতি আগের মতোই আছে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং ধারণা করা হচ্ছে যে, এই আইনের ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৮৯ শতাংশের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আর যাঁরা মনে করেন এই আইনের সীমাবদ্ধতা আছে, তাদের ৭৬ শতাংশ বলেছেন, এই আইনের ব্যবহার বা প্রয়োগে জটিলতা রয়েছে। তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন অপারগ বলে মনে করেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। ৫২ শতাংশ উত্তরদাতার পর্যবেক্ষণ মতে, এই আইনে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান-প্রধান কিংবা কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট নয়।

২৬. আরটিআই আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতাকেই আইন বাস্তবায়নের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাদের ৬৫ শতাংশ বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবই আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতাকে আরটিআই আইন বাস্তবায়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩৩ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগই আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

২৭. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্যকমিশন জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। 'কমিশনের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হবে' বলে মতামত দিয়েছেন ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

২৮. 'তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত ও সচেতন করা উচিত' বলে মনে করেন প্রায় ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতর ও অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল' বলে মতামত জানিয়েছেন ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি' বলে মনে করেন প্রায় ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার পর্যবেক্ষণে 'বর্তমান কমিশনে সরকারি আমলাদের প্রাধান্য বেশি'।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. আরটিআই আইন বাস্তবায়নের জন্য 'জনগণের মাঝে এই আইন সম্পর্কে প্রচার করা উচিত' বলে মনে করেন ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান' আবশ্যক বলে মতামত জানিয়েছেন ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও 'সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা' যায় বলে মনে করেন প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা। সর্বোপরি, 'সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে' এবং 'গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা।

৩০. উত্তরদাতাদের ৬২ শতাংশই মনে করেন, গণমাধ্যম 'তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে'। 'গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় বলে মনে করেন ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, গণমাধ্যমে 'আইনটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন' করা যেতে পারে। উত্তরদাতাদের প্রায় ৩৬ শতাংশ মনে করেন, গণমাধ্যম 'আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে' নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে পারে।

৩১. সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ এসেছে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে। পরামর্শের তালিকায় লক্ষ করা যায়, সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'। 'সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে সেবাদানকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন' বলে মনে করেন ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা। 'সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহযোগিতার মাত্রা বাড়ানো প্রয়োজন' মনে করেন প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা। আর প্রায় ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বাধা এবং বাধা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রতিবেদন তুলে ধরা' প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৮

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী গভীরতর সাক্ষাৎকার

৮.১ ভূমিকা

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাঁদের কাছে উপযুক্ত তথ্য রয়েছে এমন ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে মুখোমুখি বসে আনুষ্ঠানিক কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁদের গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তথ্য অধিকার বিষয়ক রিপোর্টিংয়ে অভিজ্ঞ সংবাদকর্মী, সংবাদমাধ্যম নেতা, নাগরিক সমাজের নেতা, শিক্ষক ও যোগাযোগবিদ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, আইনজীবী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান, তথ্য কমিশনের সদস্য, তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংস্থার প্রধান ও তথ্য প্রযুক্তিবিদ।

৮.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৮.২.১ তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার অবস্থা

গভীরতর সাক্ষাৎপ্রদানকারী উত্তরদাতাগণ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ফলে মানুষের তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে, যেটা এর আগে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। তবে অধিকাংশ মানুষই এ আইনটি সম্পর্কে এখনও জানেন না। তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। কোনো কোনো উত্তরদাতা মনে করেন, সাধারণ মানুষ সচেতন না হলেও সমাজের একটি অংশ এ আইন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আবার, অনেক সরকারি কর্মকর্তা এখনও এই আইনটি সম্পর্কে জানেন না। নিয়মানুযায়ী, প্রত্যেকটি সরকারি অফিসে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে অনেক অফিসেই তা নেই। এ কারণে মানুষ তথ্য চেয়েও অনেক সময় তা পাচ্ছে না। আবার সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য গোপন রাখার প্রবণতাটা এখনও প্রকট। এর সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তো রয়েছেই। তবে এই আইনের ফলে যেসব সরকারি কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাঁদের তথ্য কমিশনের মাধ্যমে আইনী বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসার একটা ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান দিক রয়েছে – একটি হলো এর চাহিদার দিক এবং অন্যটি হলো এর সরবরাহের দিক। আইনটি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানেন না বলেই এই আইনের আওতায় তথ্য চাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে না। মানুষকে সচেতন করার জন্য যে পরিমাণ প্রচার দরকার তা অপ্রতুল। আবার শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণে আইনটি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও কম। অনেক শিক্ষিত মানুষও এই আইন সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। আর তথ্যের চাহিদা বাড়লে তখন সরবরাহের দিকটাও সম্প্রসারিত হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানের মানসিকতা ও তথ্য প্রদানের সক্ষমতা তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

কিছু উত্তরদাতা মনে করেন, এই তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়নে সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে উপকার পাচ্ছেন। তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার বাড়ছে। পাশাপাশি, তথ্যক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বৈশাখী টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল মনে করেন, এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁর ভাষ্যমতে, অনেকের ধারণা, এ আইনটা প্রণীত হয়েছে শুধু সাংবাদিকদের জন্য। তবে দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান মনে করেন, আইনটি তৈরিই হয়েছে নাগরিকদের জন্য। তাঁর মতে, নাগরিকবৃন্দ তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করে তথ্য নেবেন এ চেষ্টা এখনও সফল হচ্ছে না। তাই মূলত নাগরিকদের পক্ষে সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইনকে প্রয়োগ করবেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে নাগরিকরা সেই অধিকার ভোগ করবেন –এটাই স্বাভাবিক।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি নেতা শওকত মাহমুদ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনটি পাস হওয়ার পর অপসাংবাদিকতা, হলুদ সাংবাদিকতা যেভাবে বেড়ে গেছে – এটাকে কাউন্টার করার জন্য তথ্য অধিকার আইনটি সেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না।

৮.২.২ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য অর্জনের দিকমাত্রা

উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন যে, তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য ছিল, মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই আইন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তিন বছর পরেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি বলে উত্তরদাতারা মনে করছেন। আবার অনেকে মনে করেন, আইনটি মূল্যায়নের জন্য তিন বছর সময় যথেষ্ট নয়। তবে, একজন উত্তরদাতা এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, তিন বছরে এ আইনটা যতটা কার্যকর হয়েছে, বাংলাদেশের অন্য কোনো আইনের ক্ষেত্রে তা এক'শ বছরেও হয়নি। উত্তরদাতাগণ মনে করেন যে তথ্য অধিকার আইনের ফলে সর্বস্তরের জনগণ সার্বিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন এটা বলা যাবে না; তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ (রিইব)-এর চেয়ারম্যান, ড. শামসুল বারী বলেন, আইনটি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ভুল ছিল। আইনটি প্রণয়নের পূর্বে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করা হয়নি। মূল জনগোষ্ঠীকে সচেতন না করলে আইনটি কখনোই কার্যকর করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানের বক্তব্য হলো, তথ্য অধিকার আইন যে প্রণীত হয়েছে এটাই বড় ব্যাপার। সুশাসন আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো আইনই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে না।

উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশের বক্তব্য হলো, আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রচার চালাতে সরকার এবং এনজিওদের যতটা কাজ করার দরকার ছিল তা করা হয়নি। আইনটির মূল লক্ষ্য অর্জনে এটা একটা বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে এমএমসি'র নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু বলেন, আইনটি প্রণয়নের পূর্বে যতটা উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, প্রণয়নের পরে সেটি আর চোখে পড়ছে না।

৮.২.৩ জবাবদিহি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আরটিআই আইনের কার্যকারিতা

গভীরতর সাক্ষাৎকারদানকারী বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের ফলে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে তার চর্চা হচ্ছে না। তবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম-এর ভাষ্যমতে, জবাবদিহিতার সংস্কৃতি কিছুটা হলেও গড়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য না দিলে তাঁকে জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে সে ধরনের ঘটনার সংখ্যা খুবই কম বলে তিনি মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ উত্তরদাতার বক্তব্য হলো, জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করতে আইনটি সহায়ক। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করছে জনগণের সচেতনতা ও ব্যবহারের ওপর। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা এবং তথ্য না দেওয়ার প্রবণতা বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ থেকে কর্মকর্তাদের বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে। উত্তরদাতাগণ এ আইনটির যথাযথ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের একটি অংশ মনে করেন, তথ্য না দেওয়ার অনুকূলে অন্যান্য আইনী বিধিবিধান বহাল থাকলেও তথ্য অধিকার আইনটিই প্রাধান্য পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই যারা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নন, তারা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ সেসব আইনের বরাত দিয়ে তথ্য না দেওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করে চলেছেন।

কিছু উত্তরদাতা জানিয়েছেন, আইনটির ফলে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কাজের স্বচ্ছতা কিছুটা হলেও নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যেসব উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো সেসব তথ্য মানুষ জানতে পারত না ; সেই পরিস্থিতিতে এখন পরিবর্তন এসেছে। এখন ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে। ফলে মানুষ জানতে পারছে কোন কাজে কতটা বরাদ্দ থাকছে।

রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারী মনে করেন, এই আইনটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, গত তিন বছরে এই আইনটিকে এগিয়ে নিতে কোনো রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসেনি। কোন দলই এই আইনটিকে নিজেদের করে নিতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এই আইনের কার্যকারিতার কোনো নমুনাই তিনি এ পর্যন্ত দেখছেন না। অন্যদিকে এমআরডিআই'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা আফরোজ বলেন, আইনটি হওয়ার ফলে এখন পুরো প্রক্রিয়াতে কর্মকর্তাদের খাপসই করানোর কাজ শুরু হয়েছে। যেমন : মন্ত্রণালয়ের মিটিংগুলোতে অন্তত একঘন্টা করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলতে সচিবদের বলা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আমলারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৪ আরটিআই আইন বাস্তবায়নের তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে এর প্রভাব

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনোরূপ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন কি না জানতে চাইলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তারা মনে করছেন, এটার জন্য অনেক সময় লাগবে। সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল মনে করেন, নতুন সংস্কৃতি চালু হতে আরও ১০/১৫ বছর সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে পুরোনো মানসিকতার কর্মকর্তাগণ অবসরে যাবেন; আর তরুণরা সেসব জায়গায় প্রবেশ করবেন। এসব তরুণ কর্মকর্তাগণ এখন তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। ফলে তাঁরা দায়িত্বশীল পদে আসলে একটা পরির্বতন আসবে। নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের মানসিকতায় তাৎপর্যবহ কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর মতে, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যেটা হয়েছে, তা হলো কর্তৃপক্ষ অন্তত আবেদনপত্রটি গ্রহণ করে একটি নম্বর দিচ্ছে, স্ক্যান করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটি ডিজিটাল হচ্ছে।

তবে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। অনেক সরকারি অফিসে এখন স্বপ্রণোদিত হয়ে সিটিজেন চার্টার ও নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এমনকি অনেক অফিস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে তথ্য-সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। ফলে গ্রামীণ পর্যায়ের লোকজন সচেতন হতে পারছেন।

তবে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস-এর ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইন পাসের পর রাষ্ট্রের গুণগত দিক দিয়ে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না; বরং, অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। কোনো কোনো উত্তরদাতা মনে করেন, সরকারি অফিসের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারের সদিচ্ছাটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথ্য আদান-প্রদানের সংস্কৃতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার একটা দুর্বল দিক হচ্ছে, এখানে জনগণের অংশগ্রহণ কম। ভোট দেওয়ার পর পরবর্তী পাঁচ বছরে তাদের আর কোনো কিছু করার থাকে না। প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা দূর করা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, সাধারণ মানুষ সরকারি অফিসগুলোতে তথ্য পেতে গিয়ে অনেক ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছে। এসব সংস্থার লোকজনের মানসিক কাঠামো অনেকটা সামন্তবাদী কিংবা ঔপনিবেশিক মানসিকতার মধ্যেই রয়ে গেছে। এই গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে আরটিআই অ্যাক্ট একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর আগে নাগরিকরা তথ্য চাইতে পারত না; এখন আইন হওয়াতে নাগরিকবৃন্দ তথ্য চাইতে পারছে; আমি বলব, যে এটা অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা। ধীরে ধীরে হলেও একটা পরিবর্তন আসছে।

৮.২.৫ তথ্য অধিকার আইন পরবর্তী তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতার দিকমাত্রা

তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার পর তথ্য অভিগম্যতার পরিধি বাড়লেও আইনটির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে মানুষের ধারণা না থাকা এবং তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে তথ্যক্ষেত্রে মানুষের প্রবেশাধিকারের মাত্রা তেমনটি বাড়েনি বলে মনে করেন অধিকাংশ উত্তরদাতা।

তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, আমি বলব, সরকারি অফিসগুলো আগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে। সেখানে সাধারণ মানুষ তথ্য চাইতে গিয়ে অনেক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। আর সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, দেশের কোনো আইনই নাগরিকদের পক্ষে কাজ করছেনা। তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের জন্য হলেও নাগরিকেদের কাছে এ আইন কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে সেটি ভেবে দেখার বিষয়; আর একটি বিষয় হলো আইনের কিছু ফাঁক-ফোকরের কারণে কেউ নথি চাইলে বা ঐ প্রসঙ্গের নথিতে কে কী মন্তব্য লিখেছেন সেটা দেওয়া হয় না। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কারণে অনেকে আবেদন করে মাঝপথে এসে তাঁরা হতাশ হয়ে যান। অবশ্য নাগরিকদের পক্ষে কোনো কোনো এনজিও তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদন করে নাগরিকদের অনেক বিষয়ে তথ্য জানতে সাহায্য করছে।

তবে উত্তরদাতাদের অনেকের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর অতি সাধারণ মানুষও তথ্য চাইতে পারছেন; ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি, ভিজিএফ, প্রতিবন্ধীদের ভাতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে কোনো দুর্নীতি হচ্ছে কি না – সেসব বিষয়ে মানুষ এখন তথ্য জানতে পারছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৬ সংবাদকর্মীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন কতটা সহায়ক

সাংবাদিকদের দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না বলে মনে করেন উত্তরদাতাগণ। তবে তাঁদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান মনে করেন, আগে যেখানে সাংবাদিকগণ প্রতিবেদনে উৎস-সূত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্বস্তসূত্র, নির্ভরযোগ্যসূত্র ইত্যাদি শব্দমালা ব্যবহার করতেন, এখন এই আইন যেহেতু তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেহেতু সাংবাদিকগণ এখন নাম-পরিচয়হীন সোর্সের পরিবর্তে সঠিক উৎস-সূত্র ব্যবহার করতে পারছেন।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস এই আইনটিকে সাংবাদিকতার জন্য সহায়ক উল্লেখ করে বলেন, একজন সংবাদকর্মী বাস্তবতার গভীরে তথ্য খুড়তে নানারকম কৌশল-পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। আর যেসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এই আইন ব্যবহার করে সুফল পেতে পারেন। আগে তথ্য চাওয়া ও দেওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে একটা দ্বিধা ও ভয়ের ব্যাপার কাজ করত, বর্তমানে সেই দ্বিধা ও ভয়ের জায়গাটিই অধিকার আদায়ের জায়গায় পরিণত হয়েছে।

সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান মনে করেন তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের জন্য সহায়ক হলেও আইন প্রণয়নোত্তর এই সময়টা ছিল 'মিডিয়া ফেনোমেনার'। ফলে কাজের মূল্যায়নের জায়গা থেকে একজন সাংবাদিকের পদোন্নয়নে রিপোর্টিং-উৎকর্ষ যতটা না সহায়ক হয়েছে তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে – সে অন্য কোনো নতুন মিডিয়ায় গেলেই তাঁর পদোন্নতি ঘটছে। মিডিয়ার এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ড অতিক্রমে সাংবাদিকবৃন্দ এই আইন নিয়ে তেমন কাজ করেনি। তবে সবাই ভালো কাজের দিকে মনোযোগী হচ্ছেন। আমরা যদি সাংবাদিকদের ভালো ভালো রিপোর্টের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করি তাহলে একজন সাংবাদিক ভালো পুরস্কারের লক্ষ্য নিয়ে ভাল রিপোর্ট করবেন।

সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ বলেন, তথ্য অধিকার আইনটি অবশ্যই সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অনুকূলে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। তবে সাংবাদিকসমাজ ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার আইনটির খুব একটা চর্চা করছেন না; বরং তথ্য অধিকার আইনটি পাস হওয়ার পর অপসাংবাদিকতা, হলুদ সাংবাদিকতা ইত্যাদি আগের তুলনায় বেড়ে গেছে।

৮.২.৭ তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল ও সবল দিক

গভীরতর সাক্ষাৎকারকালে অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেন, তথ্য অধিকার আইনের একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পান না। ফলে দৈনন্দিন প্রতিবেদনের জন্য এই আইন ব্যবহারের সুযোগ নেই। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের সুযোগ নিয়ে ২০ দিন বা তারও বেশি দিন ধরে কালক্ষেপন করার সুযোগ নিচ্ছেন। আবার আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যেসব বিষয়ের তথ্য দেওয়াকে বাধ্যবাধকতামুক্ত রাখা হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্য এই আইন প্রণয়নের পূর্বে সাংবাদিকবৃন্দ সহজেই পেতে পারতেন; কিন্তু আইন প্রণয়নের পর তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতামুক্ত হওয়ার ফলে সেসব ক্ষেত্রের তথ্য পাওয়া এখন কঠিন হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন উত্তরদাতাদের একটি অংশ।

আরটিআই আইনের একটি বিশেষ দুর্বলতা উল্লেখ করে সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, আবেদনকৃত কোনো তথ্যের ফটোকপির মূল্য কোন খাতে বা কোন অ্যাকাউন্টে জমা হবে বর্তমান আইনে তা স্পস্ট করা নেই; এ অজুহাত দেখিয়েও অনেকে তথ্য দেয় না।

আইনের সবল দিক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কোনো কোনো উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন, আইনটির সবল দিক হচ্ছে, আগে তথ্য চেয়ে না পেলে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা সহায়তা পাওয়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এই আইনের সুবাদে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সহায়তা পাওয়ার স্বীকৃতি ও সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো রিপোর্ট হয়েছে বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। উল্লেখ করার মতো কিছু উদাহরণও এসেছে বর্তমান গবেষণার গভীরতর সাক্ষাৎকারে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে মানিকগঞ্জের প্রথম আলোর সাংবাদিক অরূপ রায়ের তথ্য কমিশনে করা অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে এবং তাঁরা এক পর্যায়ে তথ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া তথ্য কমিশনে অভিযোগের শুনানি শেষে কমিশনের রায়ে একজন সিভিল সার্জন কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের সবল দিকের প্রতি আলোকপাত করে উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে সাংবাদিকগণ তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছেন ।

তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম বলেন, যেহেতু এখনও আইনটি যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ হচ্ছে না। সে কারণে ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু হলেই আইনটির ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে ।

৮.২.৮ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকগণ যেসব রিপোর্ট করতে পারেন

অধিকাংশ উত্তরদাতারা মনে করেন, এই আইনটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গভীরতর (ইনডেপথ্) ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং, যেমন : সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, আয়-ব্যয়, সরকারি-আধা সরকারি-বেসরকারি প্রভৃতি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন করা যেতে পারে। উত্তরদাতাদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন, এ আইনটি ব্যবহার করে সাংবাদিকগণ দুর্নীতি, ভূমি অধিগ্রহণ, হত্যা ও মানবাধিকার বিষয়ের ওপর রিপোর্ট করতে পারেন ।

উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেছেন, আইনটি ব্যবহার করে সাংবাদিকগণ জরুরি নাগরিক সেবা খাতের দুর্নীতি, ভূমি অধিগ্রহণ, হত্যা ও মানবাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা বিষয়গুলোর ওপর রিপোর্ট করতে পারেন। উত্তরদাতা একজন সাংবাদিক নেতা বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়ে অনেক সাংবাদিক মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন। কিন্তু অনেক হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি। সেসব বিচারের কী অবস্থা বা কোথায় আটকে আছে – সেগুলো নিয়েও অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা যেতে পারে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, আমাদের দেশে মানবাধিকার, সুশাসন, জেন্ডার ইত্যাদি নিয়ে সবসময় ভাসা-ভাসা আলোচনা হয়। সাংবাদিকগণ এখন এই আইনের সুযোগ নিয়ে এসব বিষয়ের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন করতে পারেন ।

সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নীতি ও মানবাধিকার বিষয়ে গভীরতর বা অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করা যেতে পারে; এমনকি আমাদের যেসব গণমাধ্যম যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু সংবেদনশীল সংবাদ (যেমনঃ

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মা সেতু নির্মাণে দুর্নীতি নিয়ে) প্রকাশ করছে – এসব ক্ষেত্রে এই আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করা যেতে পারে। এছাড়াও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গিয়ে যেসব সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়েছেন, যাঁদের কারও বিচার হয়নি – তাঁদের বিচার ব্যবস্থা কোথায় আটকে আছে সেসব নিয়েও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যেতে পারে।

আর আরটিআই আইনের আওতায় রিপোর্টিং প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, তথ্য অধিকার আইন কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে-কি-হচ্ছে না তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করতে সাংবাদিকবৃন্দ নিজেরাই বিশেষ রিপোর্টিংয়ের লক্ষ্যে এ আইনটিকে ব্যবহার করতে পারেন।

৮.২.৯ সাংবাদিকের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা

অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকারের জন্য সহায়ক বা অনুকূল হলেও পেশাগত ঝুঁকি বা নিরাপত্তার প্রশ্নে তেমন সহায়ক নয়। তবে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু এই আইনের আওতায় যথেষ্ট নির্ভরশীল তথ্যসূত্র ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে রিপোর্ট করার সুযোগ রয়েছে, সে কারণে আগের তুলনায় এসব ক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তাগত ঝুঁকি এখন কিছুটা হলেও কমেছে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ হলমার্কের দুর্নীতি উদঘাটনের বিষয়টিকে উদাহরণ সামনে নিয়ে এসেছেন।

প্রথম আলোর সাংবাদিক অরূপ রায় মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সংবাদকর্মীর পেশাগত নিরাপত্তার কোনো সম্পর্ক নেই। সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল মনে করেন, আইন দিয়েই কেবল সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি কমানো যাবে না। হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট বা অন্য কোনো আইনও পেশাগত ঝুঁকি কমানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা বা ঝুঁকি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পেশাগত ঝুঁকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিক নির্যাতনের সংখ্যার পরিবর্তে নির্যাতন ও ঝুঁকির কার্যকারণ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়িত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের বেশির ভাগ ঘটনাই মূলত রাজনৈতিক। এখানে পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক দল সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

দেখে। পেশাগতভাবেও যেমন একজন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হতে পারেন তেমনি ব্যক্তিগত কারণেও সাংবাদিকদের নির্যাতনের শিকার হতে দেখা যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতার পরিচয়টি এসে যায়। আবার অনেক সময় বিকৃত এবং অসত্য তথ্য গণমাধ্যমে পরিবেশিত হওয়ায় সেটিও তার পেশাদারিত্বের মধ্যে পড়ে না। সে কারণে সাংবাদিক নির্যাতনের সংখ্যা বা মাত্রা দিয়ে সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তায় এ আইনটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যথার্থ হবে না।

৮.২.১০ তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন (হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট) : প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন

তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতাই মনে করেন, তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এ আইনটি যথেষ্ট ভালো; তবে এ আইনটি এখনও মানুষের কাছে পরিচিত নয়। হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট সম্পর্কে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম-এর মূল্যায়ন হলো, এ আইনটি কার্যকর হচ্ছে বলে আমি মনে করি না; মানুষ জানেই না যে আমাদের দেশে হুইসেল ব্লোয়ার আইন নামে একটি আইন পাশ হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এপি'র ব্যুরো চিফ ফরিদ হোসেন মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সুরক্ষা আইনটি সম্পর্কযুক্ত। তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত এ আইনটির ভালো দিক হলো – যারা তথ্য দিচ্ছে বা যারা তথ্য ব্যবহার করছেন তারা কিছুটা হলেও স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি হলমার্কের অর্থ কেলেঙ্কারির উদাহরণ টেনে বলেন, হলমার্কের প্রতিবেদনটি তথ্য অধিকার আইনের অধীনে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে না হলেও হুইসেল ব্লোয়ার টাইপের কেউ হয়তো তথ্য দেওয়ার ফলেই এই বিশাল অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনাটি ফাঁস হয়েছে।

প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক মিজানুর রহমান খান-এর পর্যবেক্ষণেও আইনটির কোনোরূপ প্রয়োগ চোখে পড়ছে না। প্রয়োগ হলে অনেক ভালো কাজ হতো। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সাবেক রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এপিএসের ড্রাইভার আজমের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন এ আইনের আওতায় আজমকে সুরক্ষা দিয়ে তার কাছ থেকে অর্থ কেলেঙ্কারির আলোচিত ওই ঘটনার প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারত।

প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ বলেন, আরটিআই আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। কারণ, তথ্য চাইতে গেলে সাংবাদিকের ওপর হামলা করা হয় – তো এর প্রতিকার কি? সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করতে কোনোরূপ প্রোটেকশন আছে কি? সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধের জন্যই বরং একটা আইন প্রণয়নের দরকার আছে। সুরক্ষা আইনে কাভার করছে না বিধায় এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন দরকার।

কম্পিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার এ প্রসঙ্গে বলেন, শুধুমাত্র সুরক্ষা আইন তথ্য প্রদানকারীর নিরাপত্তা বিধান করতে যথেষ্ট নয়; আইন একটা আশ্রয় নেওয়ার জায়গা হয়ত তৈরি করে; কিন্তু আমাদের মতো দুর্বল গণতন্ত্রের দেশগুলোতে আইনের আশ্রয় নেওয়ার আগেই বিপদ ঘটে যায়।

৮.২.১১ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের দিকমাত্রা

অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন খুব একটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাঁদের মতে, যেহেতু কর্মকর্তাগণ দীর্ঘদিন ধরে তথ্য গোপন করা তথা তথ্য না দেওয়ার চিরাচরিত সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছেন। তাই এই অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন আশা করা যায় না। একজন উত্তরদাতা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনই দেখা যাচ্ছে না। তবে অনেকে মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে হলেও বদলাচ্ছে।

তবে তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম-এর মতে, সরকারি অফিসগুলো আগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে; সাধারণ মানুষ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যাঁরা তথ্য দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেটা সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি সংস্থা হোক – তাদের মানসিক কাঠামো কিন্তু ঐ সামন্তবাদী কিংবা ঔপনিবেশিক মানসিকতার মধ্যেই রয়ে গেছে।

পিআইবি মহাপরিচালক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, কোনো প্রয়োজনে সরকারি কর্মকর্তাগণ তথ্য দিচ্ছেন না, কেন দিচ্ছেন না – এটা সুনির্দিষ্ট নয়; কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কীরূপ পরিবর্তন ঘটছে, সমীক্ষা না চালিয়ে অনুমানে বলা যায় না। এক্ষত্রে তথ্য কমিশনের যে ধরনের অ্যাডভোকেসি ও কর্ম-কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন তা তাঁরা করছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.১২ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ও আরটিআই আইন

সাক্ষাৎকারদাতাদের অনেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিকে সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, এই কর্মসূচি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্যে দৃশ্যত সমন্বয় দেখা না গেলেও এদের একটি অপরটির পরিপূরক।

এ প্রসঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার রূপকার হিসেবে পরিচিত তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, তথ্যপ্রাপ্তিকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার মাধ্যমে আমরা এটা বলার চেষ্টা করছি যে, মানুষ তার মৌলিক অধিকার যেন বুঝে পেতে পারে। সুতরাং এটি আমি মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি বলবৎ করার চেষ্টা চলছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, তথ্য প্রযুক্তিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। ডিজিটাল বাংলাদেশ যদিও একটি রাজনৈতিক শ্লোগান, বাস্তবে এটি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যই প্রযোজ্য। এটি বাস্তবায়ন করার জন্য সকল কাজেই তথ্যের উপযোগিতা রয়েছে। জীবনমান উন্নয়নের জন্য তথ্যের দরকার। সে কারণে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রশ্নে ঐক্যমত প্রয়োজন। আর এজন্য চাই তথ্য অধিকারের কার্যকর বাস্তবায়ন।

এপি'র ব্যুরো চিফ ফরিদ হোসেন বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত একটি সমন্বিত বিষয় বা কর্মসূচি। কিন্তু বাস্তব ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে এর সমন্বয় চোখে পড়ছে না। বিচ্ছিন্নভাবে দেশের ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে, যাদের আত্মীয়-পরিজন বিদেশে থাকে তাদের সঙ্গে স্কাইপের ভিডিওকলের মাধ্যমে যোগাযোগ হচ্ছে, পরীক্ষার সময়সূচি বা ফলাফল জানার মতো ক্ষেত্রগুলোতেই এর সীমিত প্রয়োগ রয়েছে। আমি বলব, তথ্য অধিকার আইন কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্ত বায়নের জন্য সহায়ক। এর সুবাদে আপনি সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতেও পাবেন, আবার সিটিজেন চার্টারেও এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য আপনার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি। নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে এটা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বাস্তবায়ন কিন্তু সরকারের রাজনৈতিক প্রাধিকার কর্মসূচিরই অংশ। তথ্য অধিকার আইনটিও এই সরকারের গুরুতেই প্রণীত হয়। তবে এ দুটো বিষয়কে সরকার শুরুর দিকে যতটা গুরুত্বসহকারে নিয়েছিল পরে সেভাবে তা গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু দুটোকে একে অপরের পরিপূরক করা গেলে তা থেকে জনসাধারণ উপকৃত হতে পারতো।

তবে তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, আমি বলব, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-কার্যক্রমের ন্যায় তথ্য অধিকার আইন সমান রাজনৈতিক গুরুত্ব না পেলেও তথ্য অধিকার আইনের প্রচার-প্রচারণার কাজ কিন্তু থেমে নেই। এটি তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের ফোকাসটা রাজনৈতিকভাবে যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে সেভাবে তথ্য অধিকার গুরুত্ব পাচ্ছে না।

৮.২.১৩ আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর দুর্নীতির মাত্রা কমেছে কি না

আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর দুর্নীতির মাত্রা কমেছে কি না এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের বক্তব্যে মোটামুটি তিন ধরনের উত্তর বেরিয়ে এসেছে : কিছুটা কমেছে, আগের মতই আছে এবং আগের চেয়ে দুর্নীতি আরও বেড়েছে।

তবে অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, দুর্নীতি করতে হলে তথ্য গোপন রাখার দরকার পড়ে। আর তথ্যের প্রকাশ যত বেশি হবে এবং এর প্রবাহ যত অবাধ হবে ততই দুর্নীতি বেরিয়ে পড়বে। ফলে তখন দুর্নীতির মাত্রা বা প্রবণতা কমতে বাধ্য। আবার উত্তরদাতাদের দু-একজন মনে করেন, এখন দুর্নীতির মাত্রা আরও বেড়েছে। তবে যাঁরা মনে করেন যে, দুর্নীতির মাত্রা কমেছে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনের ফলে এখন তথ্য গোপন রাখা যাচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে বেশি বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। কারণ বড় বড় দুর্নীতির অধিকাংশ ঘটনাই এখন প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে।

ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম ও সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল প্রায় একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁদের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ায় প্রশাসন এখন অনেক সজাগ। কারণ, যেকোনো সময় যে কেউ তথ্য চাইতে পারে। তাই সহজে কেউ দুর্নীতির সুযোগ নিতে চাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল হলমার্ক কেলেঙ্কারির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, ব্যাংকে হয়তো আগেও এরকম দুর্নীতি হয়েছে। তবে তখন এগুলো গণমাধ্যমে আসার তেমন সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখন তথ্য অধিকার আইনের কারণে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ইচ্ছা করলেও গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন মনে করেন, দুর্নীতি আগের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। যেমনঃ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় গ্রামের একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাঁচ কেজি গম পাওয়ার কথা থাকলেও হয়ত সে পাচ্ছে সাড়ে চার কেজি। আগে প্রশ্ন করলে বলা হতো, পরিবহন খরচ আছে, ঘুষ দিতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই আইন হওয়ার পর কোন খাতে কত খরচ হচ্ছে তা জানা যাচ্ছে। তার মানে তথ্য গোপনের সুযোগ থাকছে না। স্থানীয় এনজিওগুলো এক্ষেত্রে জনগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করছে।

তবে রিপোর্টিংয়ে আরটিআই আইন ব্যবহারে অভিজ্ঞ প্রথম আলো'র সাংবাদিক অরূপ রায় বলেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সমাজে দুর্নীতির মাত্রা ও প্রবণতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন আসেনি। কারণ আমি বলব, সাংবাদিকদের মধ্যে খুঁজে দেখলে ১০ ভাগ সাংবাদিকও খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা আরটিআই আইন ব্যবহার করে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকারভাবে সাংবাদিকবৃন্দ এ আইন ব্যবহার করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করলে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসতে বাধ্য।

প্রায় একই কথা ধরনের ধারণা পাওয়া গেছে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের বক্তব্যে। সাদেকা হালিম বলেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সমাজে দুর্নীতির মাত্রা ও প্রবণতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি না। আর মিজানুর রহমান বলেন, আমার কথা বললে হয়তো হতাশার মতো শুনাবে। ২০১০ এর জানুয়ারি মাসে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিবছর আমি দেখছি, যারাই মানবাধিকার কমিশনে আসছেন প্রায় সবাই দরিদ্র মানুষ এবং তারা হয়তো থানায় গেছেন মামলা করতে। কিন্তু মামলাটির এজাহার কিংবা জিডি করার জন্য থানাকে পয়সা দিতে হচ্ছে কিংবা দুর্নীতির আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সুতরাং দুর্নীতি বেড়েছে-কি-কমেছে – এটা খুব বড় মানে তৈরি করে না। সুতরাং আমার কাছে যে তথ্য আছে কিংবা আমার দেখ-ভাল করার যে

Dhaka University Institutional Repository

জায়গাগুলো, সেখানে দুর্নীতি কমেছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না বা দুর্নীতি কমার কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত কারও কাছে পাইনি।

আরটিআই আইন পরবর্তী দুর্নীতি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার মনে করেন, দুর্নীতি বর্তমানে আরও বেড়েছে। এটা প্রকট হয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং বিরাট আকারে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার মানসিকতার অভাব। তিনি বলেন, দলীয়করণের ফলে আমাদের ব্যুরোক্রেসির মান দিন দিন অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। দলীয়করণের মাধ্যমে নিজের পছন্দের, নিজের দলের কিংবা আনুগত্যের লোককে নিয়োগ দেওয়া ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এসব কারণে, আমাদের বাস্তবায়ন সক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

তবে অ্যাডভোকেট সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান বলেন, দুর্নীতির মাত্রা কমেছে-কি-কমেনি তা মূল্যায়ন করার সময় এখনও আসেনি। এখন আইনটির বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আপনি যখনই কোনো বিষয়ে তথ্য চাইবেন তখনই সরকারি যন্ত্রগুলো অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠবে। কর্মকর্তারা অনেক সতর্ক হয়ে নথিপত্র তৈরি করবে।

৮.২.১৪ আরটিআই-এর ৭ নম্বর ধারা সম্পর্কে মতামত

উত্তরদাতাদের অনেকেই মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় তথ্য না দেওয়ার তালিকা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, তালিকা দীর্ঘ না ছোট তা কেবল চর্চার মধ্য দিয়েই মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তাঁদের মতে, যেগুলোর ক্ষেত্রে অধিকার দেওয়া হয়েছে আগে সেই অধিকার বাস্তবায়নেই মনযোগী হতে হবে। তবে কারও কারও মতে, ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য না দেওয়ার তালিকা আরও ছোট করে সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের নীতিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, বাস্তব প্রয়োজনে এই তালিকা পর্যালোচনা করে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে একে আরও বাস্তবানুগ করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতামুক্ত তালিকার পরিসর ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সার্বভৌমত্ব প্রতিরক্ষার বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আমি মনে করি, এখানে বেশি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় যে ওই তালিকা আরও সীমিত হওয়া দরকার।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, হ্যাঁ আমি অনেক মিটিং-এ বলি তালিকা হয়তো বড়। বাস্তবতা হচ্ছে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো রাষ্ট্র দিতে চাইবে না। কিন্তু এখানেই অপশন থাকতে পারতো যে ওইসব প্রতিষ্ঠান যদি নিজে থেকে তথ্য দেয় তাহলে তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেমন: ধরুন মিয়ানমারের সঙ্গে কাঁটা তারের বেড়ার ব্যাপার হয়তো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয় বলে তথ্য না দিতে পারে; কিন্তু কত টাকা ট্যাক্স কমলো সে তথ্য দিতে তো কোনো অসুবিধা দেখি না।

সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল এ প্রসঙ্গে বলেন, সংবিধান সম্মত সকল প্রতিষ্ঠানের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তবে আমি মনে করি, আইনে যতটুকু আছে সেগুলোর বেশি বেশি প্রয়োগ করা দরকার। তারপর যে ৮টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য না দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে সেসব সংস্থা যেমন, ডিবি, র‍্যাব কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্ব-প্রণোদিত হয়ে তথ্য দিচ্ছে।

আর প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক মিজানুর রহমান খান বলেন, বিষয়টি আসলে আপেক্ষিক। আইনের ৭ নম্বর ধারার মাধ্যমে তথ্যের অধিকার সংকুচিত হয়েছে কি হয়নি সেটা নির্ভর করে আমাকে যতখানি প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা আমি কতখানি বাস্তবে পাচ্ছি তার ওপর।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, তথ্য না দেওয়ার যে তালিকা আছে তার ফলে জনগণের অধিকার সংকুচিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। প্রধান কথা হলো, আমাদের তথ্য অধিকার প্রয়োগে যেতে হবে। সাংবাদিকবৃন্দ কীভাবে তথ্য আরও দ্রুততার সঙ্গে পেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে, জনবল ও দক্ষতা বাড়াতে হবে, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্স আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাই এদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকারও আমাদের রয়েছে। তবে সব তথ্য তো আর জানা যাবে না। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু তথ্য অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। তবে সাম্প্রতিক সময়ের অস্ত্র ক্রয় নিয়ে আইএসপিআর কর্তৃক সাংবাদিকদের তথ্য দেওয়ার উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, আমি বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছি। ফলে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইন দেখার সুযোগ পেয়েছি। জার্মানির তথ্য অধিকার আইনে দেখেছি সেখানে ৮টি পয়েন্টে আমাদের ২০টি পয়েন্টের কথা বর্ণনা করা আছে। কিন্তু তাতে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পূর্বের তুলনায় কোনোভাবে সংকুচিত হচ্ছে সেটা বলা যাবে না।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমি মনে করি, এ আইনের ৭ নম্বর ধারায় জনগণের অধিকারের কিছু কিছু বিষয়কে সংকুচিত করা হয়েছে। আমি একেবারেই বিশ্বাস করি, কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে তথ্য দেওয়া উচিত। অথবা ধরুন, কারও ব্যক্তিগত বা একেবারে পারিবারিক বিষয়, যেগুলো মানুষের ব্যক্তি অধিকারের মধ্যে পড়ে, সেগুলো ব্যতীত জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করা উচিত। কারণ, তথ্য জানা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।

৮.২.১৫ আরটিআই-এর সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

উত্তরদাতাগণ মনে করেন, সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, তথ্য কমিশনের নেতৃত্ব সংকট এবং আমলাতান্ত্রিকতা আরটিআই আইন বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়া আইনের আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য না পাওয়াও একটা সীমাবদ্ধতা বলে মনে করেন কোনো কোনো উত্তরদাতা। অন্যদিকে উত্তরদাতাগণ যে বিষয়গুলোকে আরটিআই আইন বাস্তবায়নের পথে মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেসবের মধ্যে রয়েছে, তথ্য না দেওয়া বা গোপন রাখার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের চিরাচরিত মানসিকতা ও আইনটির ব্যবহার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। তাঁদের মতে, তথ্য অধিকার আইনকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। জনগণকে সচেতন করতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, আইনটিতে তেমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, এ আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো আমলাতান্ত্রিকতা। তথ্য না দেওয়ার সংস্কৃতিতে যারা বেড়ে উঠেছে বা সারা জীবন কাটিয়েছে সেই আমলাকে এনে যদি তথ্য কমিশনের পুরোধা বানিয়ে দেওয়া হয়, তারা মনে করে তথ্য লুকানো থাকুক– সেটাই চাওয়া হচ্ছে। সবই যেন কেবল লোক দেখানো বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাডভোকেট সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেন, তথ্য না পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে চলা তথ্য না দেওয়ার একটি সংস্কৃতি – আমলাদের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক চাপ ও সদিচ্ছার অভাব। এছাড়া ক্ষমতাবান বা বড় কোনো রাজনৈতিক নেতা যখন এর সঙ্গে জড়িত থাকেন তখন তথ্য পাওয়া যায় না।

সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস-এর বক্তব্য হলো, কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা কাটাতে হবে। কমিশনকে আমলামুক্ত করতে হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল, সেটাকে ঠিক করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকর প্রশিক্ষণের আওতায় এনে এ আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে।

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতাকে আইনটি বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে হবেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক করা সম্ভব হচ্ছে না; যেমন : মন্ত্রী যদি মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হন, তাহলে সেক্ষেত্রে সচিব দায়িত্ব নিতে চান না।

এমআরডিআই'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা আফরোজ-এর পর্যবেক্ষণ হলো, সরকারি অফিস কিংবা বেসরকারি অফিস – কোথাও আমাদের রেকর্ড সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটা ভালো নেই। দপ্তরগুলোতে এমন ভালো কোনো অবকাঠামো নেই যে দীর্ঘদিন আগের নথিপত্র অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে। অনেকক্ষেত্রে সংরক্ষণাগারটা এমন জায়গায় করা থাকে যেখানে বৃষ্টির পানি বা অন্য কারণে নথিপত্রগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কয়েক বছর আগের তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তা দিতে পারবেন না।

সাংবাদিক অরূপ রায় বলেন, কিছু কিছু বিষয়ে, যেমনঃ আসামি কারাগারে মারা গেছে, এ সংক্রান্ত তথ্য যদি তাৎক্ষণিকভাবে না পাওয়া যায় কিংবা থানা হাজতে কয়জন আসামি আছে, কী কী অপরাধে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ক'জনকে চালান করা হয়েছে, মামলা নম্বর কত, বাদিকে – এসব বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে তথ্য প্রদানের বিধান না থাকা আইনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে তথ্য কমিশনের কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, তথ্য অধিকার আইনের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তথ্য কমিশনের নেতৃত্ব সংকটকে তিনি এই আইন বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন।

আরটিআই আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক মিজানুর রহমান খান বলেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি বলব যে, আমাদের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র না থাকাটাই হচ্ছে এক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ।

সীমাবদ্ধতার বিষয়ে বলতে গিয়ে কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে বলব, রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণকে তথ্য না দেওয়া ও না জানানোর সংস্কৃতি এবং জনগণের দিক থেকে সচেতনতার অভাব ও তথ্য না পাওয়ার বাস্তবতা।

আর তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হয় আরটিআই-এর মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের আমলাতন্ত্র। এদের মানসিকতাটা পরিবর্তন করাটাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ। বাকি জায়গাগুলো আসলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। সরকারের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার যে প্রতিফলনটা রয়ে গেছে সেটা হলো তথ্য না দেওয়া, তথ্য গোপন করা। সেটা হচ্ছে, জনগণকে তার তথ্যের মালিক – এই জায়গা থেকে না দেখা। এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় না বাকি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা কঠিন হবে।

৮.২.১৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এবং এর সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এই আইনকে প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উত্তরদাতাগণ তথ্য কমিশনের সক্রিয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা তথ্য কমিশনকে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির ওপর তাগিদ দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন, তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়ায়, ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং জনবল কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বলতা থাকায় তাঁরা আরটিআই বাস্তবায়নে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারছেন না। এ কারণে কমিশন একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারছে না।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেন, তথ্য কমিশন যে খুব বলিষ্ঠ বা শক্তিশালী তা বলা যাবে না। তারা কিন্তু একটি ভালো অবকাঠামোর মধ্যে থেকেও ভালো কাজ করতে পারছেন না। তাদের যে জনবল আছে বা বাজেট আছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। কারণ গত দুই বছরেই তাদের যে বাজেট তা পুরোপুরি খরচ করতে পারেনি। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথা প্রোগ্রেসিভ ধারায় নিয়ে যেতে তথ্য কমিশনকেই একটি বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিতে হবে।

সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আমি মনে করি কমিশনে যাঁরা রয়েছেন, তাদের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই বলেন আর বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানই বলেন কোনোটাই কার্যকর থাকে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের যে তথ্য কমিশন রয়েছে, তথ্য কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত কারা, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন কি না সেটা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। তথ্য কমিশন গঠনে যে সার্চ কমিটি হয়েছিল তারা কমিশনার নির্বাচনে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করায় কমিশনের সাংবিধানিক পদে এমন এক ব্যক্তি নিয়োগ পেয়েছিলেন যার বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ ছিল। সেই ব্যক্তির নিয়োগ ও বরখাস্তের দুটো ঘটনা ঘটেছিল বেআইনীভাবে। যোগ্যতম ব্যক্তির পরিবর্তে যদি দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য ব্যক্তি তথ্য কমিশনে নিয়োগ পায় তাহলে এই আইন যতই থাকুক, সত্যিকার অর্থে এর বাস্তবায়ন ও সুফল নাগরিকরা কখনো পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অ্যাডভোকেট সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান মনে করেন, তথ্য কমিশন এখনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দেওয়া আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষ সহজে আমলে নেয় না। এছাড়া ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা বড় কোনো রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে কোনো তথ্য দিতে তাঁরা গড়িমসি করে বা টালবাহানা করে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ-এর (রিইব) চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারী মনে করেন, তথ্য কমিশনের কাজ হবে পুরো দেশ চষে বেড়ানো; জনমত সৃষ্টি করা। জনগণকে এই আইন সম্পর্কে অবহিত করতে তাদেরই নেতৃত্ব নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব-সংকটকেই কমিশনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকার করে কমিশনার সাদেকা হালিম বলেন, তথ্য কমিশন অনেকটাই আমলাতান্ত্রিক। তাঁরা কোনোভাবেই আইনের বাইরে জনবান্ধব হয়ে কাজ করতে চান না।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান মনে করেন, নাগরিকের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাকে তথ্য পাওয়ায় সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের একটি ইতিবাচক ও শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। আমি একটি জাতীয় তথ্যভা-ার গঠন করতে তথ্য কমিশনের বিরাট রকমের একটি ভূমিকা দেখতে পাই। আমি বলতে দ্বিধা করব না যে, পদ্মা সেতুর মতো জায়গাতে তথ্য কমিশন গঠনমূলক ও সত্য-তথ্য পরিবেশন করে আকর্ষণীয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে, তথ্য কমিশন বিশ্ব ব্যাংকের কাছে এবং দুদকের কাছে তথ্য চাইবে এবং দুদক সরকারের কাছে তথ্য চাইবে যে, দুর্নীতি দমন আইনের আওতায় দুদককে সরকারের এই তথ্যগুলো দিতে হবে জাতীয় স্বার্থে। একটি জাতির মান-সম্মান, একটি জাতির আকাঙ্ক্ষা,স্বপ্ন যেখানে চুরমার হতে যাচ্ছে সেখানে তথ্য কমিশন তথ্য উপেক্ষা করে যাচ্ছে কিংবা তথ্য কমিশন চুপচাপ বসে থাকবে – এটা তো হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমি দায়বদ্ধ কি না তখন আমি সেখানে প্রমাণ করে দেখব "অনেক সময় মরিয়াও প্রমাণ করিতে হয় আমি মরি নাই"। এজন্য তথ্য কমিশনকে আমলামুক্ত রাখতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বারের মতে, কোনো কমিশনই ভালো কাজ করে না; তা মানবাধিকার কমিশনই বলি, আর দুর্নীতি দমন কমিশনই বলি– কেবল তিরস্কারমূলক অথবা পরামর্শ দেওয়ার জন্য কমিশন গঠন করে পর্যবেক্ষণ করাই মনে হয় না যথেষ্ট। বাস্তবে আমরা ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত এ আইন প্রয়োগ করে এসেছে সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকায় কমিশনকে আমরা দেখতে পাইনি। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কমিশনকে কোনো কাজ করতে দেখিনি।

সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, তথ্য কমিশন যদি প্রতি বছর আরটিআই আইনে ১০০ জনকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার জন্য ৫০ হাজার করে টাকা দেয় তাহলে সেটা হবে এক বিশাল অর্জন। এছাড়া তাঁরা প্রতিবছর অ্যাওয়ার্ড গিভিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.১৭ তথ্য অধিকার আইন ফলপ্রসূ করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা

উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে গণমাধ্যমের গঠনমূলক ভূমিকার ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন। তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে উত্তরদাতাদের অনেকেই এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই আইন ব্যবহার করে সংবাদপত্রে রিপোর্ট, ফিচারধর্মী সংবাদ ও সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়-কলাম প্রকাশ করে এবং সম্প্রচার মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য অধিকার বিষয়ের ওপর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশনের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে প্রচারধর্মী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে গণমাধ্যম।

তবে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন-পরবর্তী গত তিন বছরের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেছেন, গত তিন বছরে তথ্য অধিকার নিয়ে গণমাধ্যম কিছু কাজ করলেও তা সন্তোষজনক নয়। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য গণমাধ্যমগুলো আগে যে রকম গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছিল, আইন প্রণীত হওয়ার পর তাদের সেই জোরালো ভূমিকা আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। অধিকাংশ উত্তরদাতা গণমাধ্যমকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানবাধিকার বিষয়ের মতো আরটিআই আইন ফলপ্রসূ করার ব্যাপারেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার তাগিদ তুলে ধরেছেন।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যর্থতা রয়েছে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মিডিয়া নিজে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রতিবেদন করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও তথ্য অধিকারের বিষয়ে সচেতন করতে উৎসাহিত করতে পারে।

গণমাধ্যমের ভূমিকার সমালোচনা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রায় একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিমত হলো, গণমাধ্যম এখন সস্তা, জনপ্রিয় ও বিনোদনধর্মী সংবাদ-অনুষ্ঠানগুলোর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে; কিন্তু সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নাগরিকদের তথ্য অধিকারের বিষয়ে তারা প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। ড. মজুমদার বলেন, মিডিয়ার মূল ফোকাস এখন বিনোদন ও ব্যবসায়িক মুনাফার দিকে থাকায় তথ্য অধিকারের মতো বিষয়ের দিকে মনোযোগ কম। টেলিভিশন চ্যানেলে তথ্য অধিকার নিয়ে টক-শোসহ ধারাবাহিক প্রোগ্রাম থাকতে পারত। আবার, সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সপ্তাহে একটা পাতা থাকতে পারত। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এবং গণমাধ্যমের মালিকদের মাঝেও এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। এছাড়া সংবাদকর্মীদেরও এ বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান দেওয়া প্রয়োজন।

একই প্রসঙ্গে ড. মিজানুর রহমান বলেন, জনগণের অংশগ্রহণের দিক থেকে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাই না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এখনকার মিডিয়া হাউজগুলো সবাই বাণিজ্যিক বিপণীতে পরিণত হয়ে গেছে। তারা জনগণের স্বার্থকে বড় মনে না করে অর্থনৈতিক লাভের স্বার্থকে মূখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে নেয়। ফলে মিডিয়া এখন নিরপেক্ষ ও জনস্বার্থ থেকে দূরে সরে গেছে। তারা জনগণের চেয়ে মূলধনের প্রাপ্তিকে বড় করে দেখে। কিন্তু আমরা যদি জাতীয় সমস্যাটাকে তুলে ধরে এর সমাধানের বিষয়গুলোকে সামনে আনতে পারতাম, তাহলে কাজটি অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতে পারত। তিনি আরও বলেন, সংবাদকর্মীরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত নয়; জনগণের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হলো সে বিষয়ে মিডিয়ার যেন কোনো মাথা ব্যাথা নেই। মিডিয়ার মাথাব্যাথা হলো, আইনটিকে ব্যবহার করে তাদের নিজেদের স্বার্থ কীভাবে উদ্ধার করা যায় সেটা নিয়ে।

সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, আমার মনে হয় গণমাধ্যম এই আইনটা হওয়ার আগে যতটা জোরালো ভূমিকা রেখেছিল আইন হওয়ার পরে ততটা ভূমিকা রাখছে না। এ আইনটা হয়ে যাওয়ার পর গণমাধ্যম আইনটি বাস্তবায়ন কীভাবে হচ্ছে বা প্রয়োগে কোথাও ব্যত্যয় হচ্ছে কি না – সেসব বিষয়ে যদি ফলোআপ করত কিংবা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করত তাহলে খুব ভালো হতো। এখানে বড় রকমের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি আইনটি জনগণের সামনে তুলে ধরতে রেডিও, টেলিভিশন, অনলাইন মাধ্যমগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে রিপোর্ট করতে পারে, বিভিন্ন টক-শো'র আয়োজন করতে পারে; এমনকি সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম বিটিভি ও বেতারের ভেতর থেকেও তথ্য অধিকারকে থিম ধরে তারা গান-নাটক ও প্রামাণ্য তথ্য-চিত্র প্রচার করে অনেক ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।

পিআইবির মহাপরিচালক অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, মিডিয়ার কাজ হলো, ছিন্নমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তথ্য পরিবেশনের ভূমিকা নিশ্চিত করা। এই সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের উচিত ছিল মিডিয়া অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গণমাধ্যম সম্পাদকদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বসা। সেখানে আরটিআই আইনকে কীভাবে ফলপ্রসূ করা যায়, একে অপরকে সহায়তা করা যায় – সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

৮.২.১৮ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ

উত্তরদাতাগণ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আরও যেসব মন্তব্য ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন সেসব এ অংশে তুলে ধরা হলো :

ড. শামসুল বারী : এই আইনটি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশাসন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন বছরে এই আইনটিকে এগিয়ে নিতে কোনো রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসেনি। সরকারকে কাবু করার জন্যে বিরোধী দলগুলোর এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ যদি কথায় কথায় আবেদন করত তাহলে সরকার ও সরকারি প্রশাসন কিন্তু এতদিনে দিশেহারা হয়ে যেত। কিন্তু কোনো দলই এই আইনটিকে নিজেদের করে নিতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক সংগঠনগুলোকে জনগণকে সচেতন করতে হবে। আইনটি সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সালিম সামাদ : গণমাধ্যম ও সরকারিভাবে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে এবং একই সঙ্গে চর্চা করতে হবে।

অরূপ রায় : আরটিআই আইনে তথ্য পাওয়ার পর প্রতিবেদন ও ফলোআপ করা। এই আইনের বলে তথ্য পাওয়ার বিষয় গণমাধ্যমে প্রকাশ করা। আরটিআই আইনের ওপর নাটিকা আকারে কিংবা প্রামাণ্য তথ্য-চিত্র নির্মাণ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তথ্য না দিলে কর্মকর্তাদের সাজা পেতে হয় তার তথ্যচিত্র ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমেও তথ্য দেওয়ার মানসিকতা পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন ও অবগত করা। তথ্য কমিশনে অভিযোগ প্রদানের ফলে এর সুরাহার বিষয় এই সেবাটি পেতে প্রতি বিভাগে ১টি করে তথ্য কমিশন অফিস চালু রাখা এবং কমিশনে নিরপেক্ষ নির্দলীয় লোক নিয়োগ দেওয়া।

ড. বদিউল আলম মজুমদার : আমাদের এনজিওগুলো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বা অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া। মানুষের তথ্য অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারেও তারা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। তারা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে, বেসরকারি সংস্থাকে বাধ্য করতে পারে ভলানটারি ডিসক্লোজারের ব্যাপারে। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। তারা সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে বাধ্য করতে পারে। তারা জনকল্যাণে কাজ করবে – দলীয় কল্যাণে নয়; জনকল্যাণে সিদ্ধান্ত নিবে – দলীয় কল্যাণে নয়; এরকম অনেক ব্যাপারেই তারা ভূমিকা নিতে পারে।

মিজানুর রহমান খান : সংবাদকর্মী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন : সুশীল সমাজ , এনজিও – তাদের উচিত হবে বেশি বেশি এ আইনের চর্চা করা। আমার জানা মতে, বহু প্রতিষ্ঠানের ডেজিগনেটেড যে তথ্য কর্মকর্তা আছে, তাঁর কাছে খুব বেশি চিঠি পৌছায় না; তথ্য চাওয়ার অভ্যাস ও চর্চার মধ্য দিয়েই কিন্তু এগুলোর বিকাশ হবে – কোনো ঘোষণা দিয়ে এটা হবে না;

কামরুল হাসান মঞ্জু : তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে এবং কমিশনের উদ্যোগে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার চালাতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার ফোরামের সঙ্গেও তারা যৌথভাবে কাজ করতে পারে। তথ্য মেলা করা, তথ্য ফোরাম করা ইত্যাদি কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনিটর করা দরকার। যে প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে তথ্য দিচ্ছে কি না এবং মাসে তারা কয়টা কেস পরিচালনা করল – এরকমভাবে তারা যদি মনিটর করে তাহলে এর প্রভাবটা বোঝা যাবে। সরকারকেই এসব ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ এইচ এম বজলুর রহমান : গণমাধ্যমকর্মীদের আরও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি আগ্রহী ও আপোসহীন হতে হবে। যাঁরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করেন, তাঁদের জন্য এই আইনটা একটা মোক্ষম হাতিয়ার। বিভাগীয় শহরে তথ্য কমিশন কার্যালয় থাকা উচিত।

দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস : শুধু একটা আইন পাস করলেই যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না তা নয়; এটা মানুষের মূল্যবোধ ও স্বকীয় সত্তার ভেতরে প্রবেশ করাতে হবে। এটা তার অভীগামী মূল্যবোধের একটি অংশ হতে হবে। তথ্য কমিশনের সক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলে সেখানে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করতে হবে। তথ্য এমনভাবে প্রস্তুত অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যেন চাইলেই তা তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। চাহিদামাফিক তথ্য পেতে জনগণের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে সরকারকে একটি মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে যেন

Dhaka University Institutional Repository

চলমান কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যায় এবং জনগণের তথ্য-সেবা সুনিশ্চিত করা যায়।

ড. মিজানুর রহমান : তথ্য কমিশনের ভিত্তিমূল আরও মজবুত হওয়া দরকার; কেননা, আমরা যেভাবে এগোচ্ছি সেটা যদি সমান্তরালভাবে এগোতে হয় তাহলে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে যে আরটিআই আইনটি হয়েছে তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা না বাড়ালে আমাদের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

রোবায়েত ফেরদৌস : কমিশনের কাঠামোকে পাল্টাতে হবে, এটাকে আমলামুক্ত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে রেডিও, টিভি, বেতার, পথনাটক, গণনাটক –এমনকি বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সবাইকে সংযুক্ত করে এই আইনের সুফল বুঝাতে হবে সবাইকে। একইসঙ্গে কীভাবে এই আইনটাকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় হাতে-কলমে সেই প্রশিক্ষণটাও যদি দেওয়া যায়, আমার মনে হয় এটা স্কুল-কলেজ পর্যায় থেকে শুরু করা উচিত। নতুন বা পরবর্তী প্রজন্মকে এরূপ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। একাজে কমিশনের কাঠামো পাল্টাতে হবে; পাশাপাশি, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে আরও যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করতে হবে। নিরন্তরভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে করে এর কোথাও ঘাটতি আছে কি না – কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলে তথ্য দিচ্ছে-কি-দিচ্ছে না ইত্যাদি ব্যাপারে সময়ানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া যায়।

ফরিদ হোসেন : তথ্য অধিকার আইনটির যে বিশাল এক শক্তি আছে সেই গুরুত্বটা সমাজের সাধারণ মানুষ, নাগরিক সমাজ কিংবা সাংবাদিক – কেউই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না। আরটিআই আইন কিন্তু সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে অ্যাটোম বোমার কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোও এই আইনটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তথ্য কমিশনও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না। এই আইনের আওতায় এখন পর্যন্ত মাত্র একজন লোকের শাস্তি হয়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে আইনটি রাজনৈতিক ভাবে এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সুরাইয়া বেগম : আমাদের দেশে তথ্য কমিশনে একজন প্রধান কমিশনারসহ তিনজন মাত্র কমিশনার এবং শুনানির ক্ষেত্রে তিনজনকেই একসঙ্গে থাকতে হয়; এ বিষয়টিকে সহজতর করা উচিত। আমার মতে, বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগে একজন করে কমিশনার নিয়োগ দেওয়া উচিত।

ড. সাদেকা হালিম : হলদে সাংবাদিকতা পরিহার করে সংবাদকর্মীদের সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করতে হবে; আর আমাদের গণমাধ্যমে আরটিআই আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

মনজুরুল আহসান বুলবুল : সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে; সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যে কোনো প্রতিবেদনে সাংবাদিক নিজের মতামত দিতে পারেন না। তাঁকে সকলের মতামত নিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সাংবাদিকতায় একটি পক্ষ নিতে গিয়ে সাংবাদিক আর একটি পক্ষের বিরাগভাজন হয়ে যান। এক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরি এবং এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই প্রেস সংক্রান্ত কোর্সগুলো থাকতে পারে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ আর প্রতিনিয়ত কর্মক্ষেত্রে অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকবৃন্দ বিশেষ করে তরুণরা আরও শানিত হবে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমনঃ পিআইবি, নিমকো, পিএটিসি, সমন্বিতভাবে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতন করে তুলতে ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান : গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় তথ্যের অধিকার একটি বড় ধরনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি অনুঘটক হিসেবেও কাজ করে। তথ্যের অধিকারকে 'সংস্কৃতির মধ্যে ইমপ্লাই' করার ব্যাপার আছে। অনেক দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে তত উন্নত নয়। আমাদের সংস্কৃতি উন্নত তাই তথ্যের অধিকার সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে একটি অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজে দেবে।

অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে হয়; এখানেও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন হয়েছে। এখন আইনটি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করতে হবে। অনুরূপ আন্দোলন কর্মকা-ের মাধ্যমে আইনটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও উন্নত করতে হবে। তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে একটি সমন্বিতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ হবে এবং এটিকে অব্যাহত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। এটিকে সমন্বিত মডেল হিসেবে দাঁড় করতে হবে। আমাদের দেশে এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করতে পারে – যেখানে সুশাসন তথা আইনের শাসনের পাশাপাশি এক কথায় এর সঙ্গে সব ধরনের অধিকার সমন্বিত থাকবে।

শওকত মাহমুদ : তথ্য কমিশন আর মিডিয়ার নীতি কিন্তু এক নয়; তারপরও যদি কমিশন চেক অ্যান্ড ব্যালান্স করে সমন্বয়কের ভূমিকায় কাজ করে তাহলে আরটিআই আইনকে আরও কার্যকররূপে প্রয়োগ করা সম্ভব।

৮.৩ সাক্ষাৎকারের সার-সংক্ষেপ

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাদের কাছে উপযুক্ত তথ্য রয়েছে এমন ২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ মানুষ – এমনকি অনেক সরকারি কর্মকর্তা এখনও এই আইনটি সম্পর্কে জানেন না; আর আইনটি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানেন না বলেই এই আইনের আওতায় তথ্য চাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে না। তবে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলেও সমাজের একটি অংশ এ আইন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় মানুষের তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে, যেটা এর আগে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা এবং তথ্য না দেওয়ার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এখনও বিদ্যমান; তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে উপকার পাচ্ছেন এবং আগের চেয়ে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে;

২. তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আর এই আইন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হয়েছিল; কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তিন বছর পরেও কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি ; আইন প্রণয়নের পূর্বে আরটিআই আইনের ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

যতটা উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল পরে সেটি আর চোখে পড়েনি। আর এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যাপারে প্রচার চালাতে সরকার ও এনজিওদের যতটা কাজ করার দরকার ছিল তা করা হয়নি বিধায় আইনটির মূল লক্ষ্য অর্জনে এটা একটা বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। তবে আইনটি মূল্যায়নের জন্য তিন বছর সময় যথেষ্ট নয়;

৩. জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি সহায়ক এবং প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে অনুরূপ সংস্কৃতির চর্চা লক্ষ করা যাচ্ছে না; তথ্য না দেওয়ার অনুকূলে অন্যান্য আইনী বিধিবিধান বহাল থাকলেও তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই যাঁরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নন, তারা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ নানা বাধা-বিপত্তির কথা বলে তথ্য না দেওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করে চলেছেন। এছাড়া, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতিজাত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তথ্য না দেওয়ার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান।

৪. আইন বাস্তবায়নের তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন পরিস্থিতিতে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায়, যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকা- বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দের তথ্য মানুষ জানতে পারত না সেই পরিস্থিতিতে এখন ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য না দিলে তাঁকে জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে; তবে সে সুযোগ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুবই কম। সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষ সরকারি অফিসগুলোতে তথ্য চাইতে গিয়ে এখনও অনেক ভোগান্তিতে পড়ছেন।

৫. তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার পর তথ্য অভিগম্যতার পরিধি কিছুটা বাড়লেও আইনটির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে মানুষের ধারণা না থাকা এবং তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে তথ্যক্ষেত্রে মানুষের প্রবেশাধিকারের মাত্রা তেমনটি বাড়েনি। তবে উত্তরদাতাদের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর অতি সাধারণ মানুষও এখন তথ্য চাইতে পারছেন; ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি, ভিজিএফ, প্রতিবন্ধীদের ভাতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে কোনো দুর্নীতি হচ্ছে কি না – সেসব বিষয়ে মানুষ এখন তথ্য জানতে পারছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাংবাদিকদের দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না; তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া, আগে যেখানে সাংবাদিকগণ প্রতিবেদনে উৎস-সূত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্বস্তসূত্র, নির্ভরযোগ্যসূত্র ইত্যাদি শব্দমালা ব্যবহার করতেন। এখন এই আইন যেহেতু তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেহেতু সাংবাদিকগণ এখন নাম-পরিচয়হীন সোর্সের পরিবর্তে সঠিক উৎস-সূত্র ব্যবহার করতে পারছেন। সার্বিক অর্থে তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অনুকূলে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

৭. তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের সুযোগ নিয়ে অকারণে কালক্ষেপন করার সুযোগ নিচ্ছেন। আবার আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যেসব বিষয়ের তথ্য দেওয়াকে বাধ্যবাধকতামুক্ত রাখা হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্য এই আইন প্রণয়নের পূর্বে সাংবাদিকবৃন্দ সহজেই পেতে পারতেন; কিন্তু আইন প্রণয়নের পর অনুরূপ তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আবেদনকৃত কোনো তথ্যের ফটোকপির মূল্য কোন খাতে বা কোন অ্যাকাউন্টে জমা হবে বর্তমান আইনে তা স্পস্ট করা নেই;

৮. আইনটির সবল দিক হচ্ছে, আগে তথ্য চেয়ে না পেলে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা সহায়তা পাওয়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এই আইনের সুবাদে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সহায়তা পাওয়ার স্বীকৃতি ও সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে সাংবাদিকগণ এখন অনেকাংশে তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছেন।

৯. তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গভীরতর (ইনডেপথ্) ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং, যেমনঃ সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, আয়-ব্যয়, সরকারি-আধা সরকারি-বেসরকারি প্রভৃতি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন করা যেতে পারে। এছাড়া, সংবাদকর্মীবৃন্দ জরুরি নাগরিক সেবা খাতের দুর্নীতি, ভূমি অধিগ্রহণ, হত্যা ও মানবাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা বিষয়গুলোর ওপরও রিপোর্ট করতে পারেন। যেসব গণমাধ্যম যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু সংবেদনশীল সংবাদ (যেমনঃ পদ্মা সেতু নির্মাণে দুর্নীতি নিয়ে) প্রকাশ করছে – এসব ক্ষেত্রে আরটিআই আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। সর্বোপরি, তথ্য অধিকার আইন কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে-কি-হচ্ছে না তা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করতে সাংবাদিকবৃন্দ নিজেরাও স্পেশাল রিপোর্টিংয়ের অংশ হিসেবে এ আইনটিকে ব্যবহার করতে পারেন।

১০. তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকারের জন্য সহায়ক বা অনুকূল হলেও পেশাগত ঝুঁকি বা নিরাপত্তার প্রশ্নে তেমন সহায়ক নয়। তবে এই আইনের আওতায় যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে রিপোর্ট তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আগের তুলনায় এসব ক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তাগত ঝুঁকি এখন কিছুটা হলেও কমেছে। উত্তরদাতাদের বক্তব্য মতে, আইন দিয়েই কেবল সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি কমানো যাবে না। এক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা বা ঝুঁকি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

১১. তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এ আইনটি সহায়ক হলেও তথ্য প্রদানকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ আইন যথেষ্ট নয়; তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সুরক্ষা আইনটি সম্পর্কযুক্ত। তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত এ আইনটির ভালো দিক হলো – যাঁরা তথ্য দিচ্ছে বা যাঁরা তথ্য ব্যবহার করছেন তারা কিছুটা হলেও স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবেন। তবে মূল সমস্যা হলো, এ আইনটি এখনও মানুষের কাছে পরিচিত নয়। তাছাড়া, আইনটির কোনোরূপ প্রয়োগও চোখে পড়ছে না। প্রয়োগ হলে অনেক ভালো কাজ হতে পারত। উত্তরদাতাদের মূল বক্তব্য হলো, হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট বা অন্য কোনো আইন সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি কমানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

১২. তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন খুব একটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, যাঁরা তথ্য দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেটা সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি সংস্থা হোক – তারা দীর্ঘদিন ধরে তথ্য গোপন করার সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠায় এবং অনুরূপ সংস্কৃতি রক্ষা করে চলার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করায় এই অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন আশা করা যায় না। তবে উত্তরদাতাদের অনেকেই বলেছেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে হলেও বদলাচ্ছে।

১৩. উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর মধ্যে দৃশ্যত সমন্বয় দেখা না গেলেও এদের একটি অপরটির পরিপূরক। তথ্য অধিকার আইন

Dhaka University Institutional Repository

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ন্যায় তথ্য অধিকার আইন সমান রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের ফোকাসটা রাজনৈতিকভাবে যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে সেভাবে তথ্য অধিকার গুরুত্ব পাচ্ছে না। তবে এ দুটো বিষয়কে সরকার শুরুর দিকে যতটা গুরুত্বসহকারে নিয়েছিল পরে সেভাবে তা গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু দুটোকে একে অপরের পরিপূরক করা গেলে তা থেকে জনসাধারণ বেশি করে উপকৃত হতে পারতো।

১৪. আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পর দুর্নীতির মাত্রা কমেছে কি না এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের বক্তব্যে মোটামুটি তিন ধরনের উত্তর বেরিয়ে এসেছে : দুর্নীতি কিছুটা কমেছে, আগের মতই আছে এবং আগের চেয়ে দুর্নীতি আরও বেড়েছে। তবে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেছেন, দুর্নীতির মাত্রা কমেছে-কি-কমেনি তা মূল্যায়ন করার সময় এখনও আসেনি।

১৫. উত্তরদাতাদের অনেকেই মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় তথ্য না দেওয়ার তালিকা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। উত্তরদাতাদের একাংশের বক্তব্য হলো, ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য না দেওয়ার তালিকা আরও ছোট করে সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের নীতিকে উৎসাহিত করা যেতে পারত। কারও কারও ভাষ্যমতে, আইনের ৭ নম্বর ধারায় জনগণের অধিকারের কিছু কিছু বিষয়কে সংকুচিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে তথ্য দেওয়া উচিত। কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন, কারও ব্যক্তিগত বা একেবারে পারিবারিক বিষয়, যেগুলো মানুষের ব্যক্তি অধিকারের মধ্যে পড়ে, সেগুলো ব্যতীত জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করা উচিত। কারণ, তথ্য জানা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।

১৬. উত্তরদাতাগণ মনে করেন, সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, তথ্য কমিশনের নেতৃত্ব সংকট এবং আমলাতান্ত্রিকতা আরটিআই আইন বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অপরদিকে, জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য না পাওয়াকে কোনো কোনো উত্তরদাতা আরটিআই আইনের একটা বড় একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তথ্য না দেওয়া বা গোপন রাখার ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের চিরাচরিত মানসিকতা এবং আইনটির ব্যবহার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াকেও উত্তরদাতাগণ চ্যালেঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতাকেও কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সর্বোপরি, আরটিআই আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সক্ষমতা ও নেতৃত্ব সংকটকেও উত্তরদাতাদের কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১৭. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এবং এর সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মানুষের অধিকার রক্ষায় আইনের কার্যকর প্রয়োগে কমিশনকে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি। উত্তরদাতাদের ভাষ্যমতে, তথ্য কমিশন এখনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। কারণ, তথ্য কমিশন অনেকটাই আমলাতান্ত্রিক এবং এখানে নেতৃত্বেরও সংকট রয়েছে। কমিশন গঠন প্রক্রিয়ায়, ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং জনবল কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার দুর্বলতা বিদ্যমান থাকায় তাঁরা আরটিআই বাস্তবায়নে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারছেন না। আর এসব কারণে কমিশন একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় আবির্ভূত হতে পারছে না। নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে তথ্য পাওয়ায় সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের একটি ইতিবাচক ও শক্তিশালী ভূমিকা থাকার কথা; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়, তাদের দেওয়া আদেশ ও নির্দেশনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ সহজে আমলে নিচ্ছে না।

১৮. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে গণমাধ্যমের গঠনমূলক ভূমিকার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই একমত পোষণ করেছেন। উত্তরদাতাদের অনেকেই এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই আইন ব্যবহার করে সংবাদপত্রে রিপোর্ট, ফিচারধর্মী সংবাদ ও সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়-কলাম প্রকাশ করে এবং সম্প্রচার মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য অধিকার বিষয়ের ওপর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশনের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে প্রচারধর্মী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে গণমাধ্যম। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের অনুকূলে গণমাধ্যমগুলো আগে যেরূপ গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছিল, আইন কার্যকর হওয়ার পর তাদের সেই জোরালো ভূমিকা আর লক্ষ করা যাচ্ছে না।

১৯. তথ্য অধিকার আইন প্রসঙ্গে উত্তরদাতাগণ যেসব মন্তব্য ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায়, তাঁরা মনে করছেন আইনটি প্রণয়নের ফলে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিক তথা সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুললেও বাস্তব ময়দানে আইনটিকে

Dhaka University Institutional Repository

আরও ফলপ্রসূ করে তুলতে সরকার, তথ্য কমিশন, এনজিও, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষসহ সবাইকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। উত্তরদাতাদের অনেকে মনে করেন, আইনটিতে তথ্য না দেওয়ার যে তালিকা রয়েছে, সেটা বেশ দীর্ঘ। এটা কমিয়ে আনা যেত। তবে স্বস্তির জায়গা হচ্ছে, এই আইনটি কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ফোকাস দল আলোচনা

৯.১ ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী অবস্থায় সবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণে সহায়ক গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি) পদ্ধতির গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রয়োগযোগ্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান গবেষণায় ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে তিন ক্যাটাগরিতে মোট তিনটি দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়। প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুদ্রণ মাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার সংবাদকমীবৃন্দ; দ্বিতীয় দলে ছিলেন অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের সংবাদকর্মীবৃন্দ এবং তৃতীয় দলটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সংবাদকর্মীবৃন্দ। প্রতিটি দলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৮ থেকে ১২ জন।

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকগণ তথ্য অধিকার আইন এবং এই আইনের প্রায়োগিক বাস্তব পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তিনটি দলে ১২ থেকে ১৫টি প্রশ্নের মধ্যে আলোচনা আবর্তিত হয়। প্রশ্ন এবং সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত বিস্তারিতভাবে অনুলিখিত হয়েছে। প্রশ্নগুলোকে কোডিং করে সবার আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ এই পর্বে সন্নিবেশন করা হলো :

৯.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৯.২.১ তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় সামগ্রিক তথ্য অভিগম্যতায় এর প্রভাব

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের আনেকে বলেন, অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে সরকার আইনটি করলেও

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, অনেকেরই আইনটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই বা তারা জানেন না। ফলে আইনটি সেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা; আরটিআই আইনটি এখনো বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ততটা প্রচার চালানো হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এ আইনের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে খুব সামান্যই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে আইন প্রণয়নের পর সার্বিক পরিস্থিতিতে যে আগের অবস্থা থেকে খুব বেশি পরিবর্তন এসেছে তা বলা যাবে না।

আলোচনায় সাংবাদিকবৃন্দ আইন প্রণয়নের পূর্বাপর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, এই আইন প্রণীত হওয়ার আগে তাঁরা দৈনন্দিন ঘটনার সাদামাটা সংবাদ, আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করতেন। অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবেদন (যেমন : অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, অপরাধ প্রতিবেদন ইত্যাদি) করতে হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হতো, সে সূত্রের নাম গোপন রাখতে হতো। এ ক্ষেত্রে সূত্র অনেক সময়ই অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ তৈরি হলেও তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পরেও কিন্তু এই পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কারণ, এই আইন ব্যবহারে সাংবাদিকবৃন্দ এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। ফলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে আইনটির ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও তার যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছেনা। তথ্য অধিকার আইনকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের সম্ভাবনার তুলনায় সাংবাদিকরা অনেকটাই পিছিয়ে আছেন।

আবার, অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের ভিন্নতর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বলেন, আইন হওয়ার পূর্বে সাংবাদিকদের সরকারি অফিসে গিয়ে তথ্য চাওয়ার কোনো আইনগত অধিকারই ছিল না। তবে এখন তাদের জন্য একটি আইনগত একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে, যা দাপ্তরিক তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিক তথা সাধারণ মানুষকে সাহস ও প্রক্রিয়াগত সুবিধা দিচ্ছে। ফলে আগের চেয়ে এখন তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বাড়ছে। আগে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে তথ্য লুকানোর সংস্কৃতিটা প্রবল ছিল। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হওয়ার পর এখন তাঁরা কিছু কিছু তথ্য দেওয়া শুরু করেছেন। তবে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচকদের একজন এবিষয়ে বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন, তথ্য অধিকার আইনটি হওয়ার পর তথ্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বা অভিগম্যতা খুব একটা বাড়েনি। আইনগতভাবে তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক কর্মকর্তা সেটি জানেন না। কারণ, তাদেরকে সেভাবে সচেতন বা প্রশিক্ষিত করা যায়নি। তাই আইনটি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

অংশগ্রহণকারীদের একজন উল্লেখ করেন, আইনটি প্রণয়নো ব্যাপারে নাগরিক সমাজ, এনজিও বা অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি, সাংবাদিকদেরও সম্পৃক্ততা ছিল। তবে তৃণমূল পর্যায় থেকে এই আইনের জন্য গণদাবি সেভাবে উঠে আসেনি। আইন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত কিছু কিছু এনজিও এর ওপর কাজ করছে। কোনো কোনো এনজিও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাংবাদিকদের আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে এবং এনজিওকর্মীরা স্থানীয় পর্যায়ের মানুষকে তথ্য অধিকারের বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। এ বিষয়ে অপর একজন অংশগ্রহণকারী মনে করেন, যেহেতু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ভূমিকাই ছিল অগ্রণী – সব শ্রেণীর মানুষের সম্পৃক্ততা ছিলনা; গণমানুষের সম্পৃক্ততা না থাকার কারণেই মূলত আরটিআই আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত খুব একটা সফলতা দেখা যায়নি। তবে তথ্য অধিকার আইনের অনুকূলে বিভিন্ন অফিসে স্বপ্রণোদিত হয়ে সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে তথ্য জানানো হচ্ছে। এতে মানুষ জানতে পারছে যে, তারা এসব দপ্তরে কী কী সেবা পেতে পারে। তথ্য প্রাপ্তি যে একটা নাগরিক অধিকার – সে ধারণা এখন তাদের মাঝে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন ইংরেজি দৈনিকে কর্মরত এমন একজন সাংবাদিক দলগত আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার আইনের ওপর একটি প্রশিক্ষণে তাদের দেখানো হয়েছিল কীভাবে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়। সেখানে লস অ্যাঞ্জেল্স টাইমস পত্রিকার একজন সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকরা কীভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং অধিকার অর্জন করতে পারেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়।

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার সংস্কৃতিটা কর্মকর্তাদের মাঝে এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তারা আগের মতই তথ্য গোপন করার মানসিকতা আঁকড়ে ধরে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকক্ষেত্রে, কর্মকর্তারা সেসব তথ্য দ্রুত দিয়ে দিচ্ছেন, যেটা প্রকাশ পেলে তাঁরা সুবিধা পান। তবে যেখানে তাঁদের কোনো স্বার্থ নেই অথবা ক্ষতি হতে পারে, সে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা গড়িমসি করছেন।

৯.২.২ তথ্য অধিকার আইনের সবল ও দুর্বল দিক

তথ্য অধিকার আইনের সবল দিক অনেক। আইনটা খুব যুগোপযোগী এবং জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য সহায়ক। এটা এমন একটা আইন যা সরকার প্রয়োগ করে না, জনগণ প্রয়োগ করে। সরকারি-বেসরকারি তথ্যক্ষেত্রে সব পেশার মানুষের তথ্য অভিগম্যতায় আইনটা সহায়ক এবং তা মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একটি মোক্ষম হাতিয়ার। সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনটা একটা ভালো হাতিয়ার। রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে একজন সোর্স অনেক সময় ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতে পারে। এটা এড়ানো যেতে পারে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে। এর ব্যবহার দুর্নীতি রোধে কাজ করা ব্যক্তিদের সুবিধা দেবে আর দুর্নীতি পরায়ণ ও তথ্য গোপনকারীদের সমস্যায় ফেলবে।

অংশগ্রহণকারী একজন নারী সাংবাদিক মনে করেন, এই আইনের ইতিবাচক দিক হলো, এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার আইনি স্বীকৃতির জায়গা তৈরি হয়েছে, যেটা আগে ছিল না। আইনের ফলে অধিকাংশ অফিসেই একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। আবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আপিল করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনে কেউ আটক সংক্রান্ত কোনো তথ্য চাইলে, তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তথ্য দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের নেতিবাচক দিকও কম নয়। এই আইনের ফলে জনস্বার্থযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের তদন্তাধীন কোনো ঘটনা তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা লুকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আবার তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কেউ যদি তথ্য না দেয় সেক্ষেত্রে আইনগত বিচার ব্যবস্থার দিক থেকে আইনে তেমন কঠোর কিছু প্রতিকার রাখা হয়নি। অবশ্য, তথ্য অধিকার আইনের দুর্বলতা বা সবলতা বিচারের সময় এখনও আসেনি। আইনটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আনতে অনেক সহায়ক হলেও এর সুফল

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর করছে সুফলটা জনগণ কতটা পাচ্ছে বা কতটা পাওয়ার মত গণতান্ত্রিক কর্ম-পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার ওপর।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারও কারও মতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর তথ্য পেতে সাংবাদিকদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি, আগে কোনো দপ্তরে গিয়ে তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য দিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন এভাবে তথ্য চাইলে তারা তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে বলেন। আর এভাবে আবেদন করে তথ্য পাওয়াটা দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

৯.২.৩ সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতায় গুণগত পরিবর্তন

তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছে কি না সে সম্পর্কে বার্তা সংস্থায় কর্মরত এক সাংবাদিকের বলেন, আইন হওয়ার ফলে তথ্য চাওয়ার একটা আনুষ্ঠানিক মেকানিজম পাওয়া গেছে। যে কেউ এখন তথ্য চাইতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বিজিএমইএ ভবনের প্রসঙ্গ সামনে নিয়ে আসেন।

তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে একজন সিনিয়র রিপোর্টার তাঁর ব্যক্তিগত উদাহরণ টেনে বলেন, '৯৬ এর নির্বাচনকালীন একটি ঘটনা ছিল এরকম: প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রুদ্ধদ্বার বৈঠক। কেউ কোনো তথ্য পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় এক সাংবাদিক তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধুর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যেটা তার পত্রিকার ব্যানার করে। যথারীতি মার্কিন দূতাবাস থেকে প্রতিবেদনটির বিষয়ে প্রতিবাদ আসে। তখন তার চাকরি নিয়েই টানাটানি। অনির্ভরযোগ্য সোর্স যে বাস্তবে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে এটা তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। বর্তমান আরটিআই আইনের আওতায় নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্র ব্যবহারের একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লিগ্যাল ব্যাপারে, যেমন: জমিজমা বা অন্যান্য কাজে, এমনকি সরকারি অফিসের কেউ তথ্য না দিলে, তখন তথ্য অধিকার আইনের বলে তাঁরা তা সংগ্রহ করতে পারেন এবং যথাযথভাবে তথ্য-সূত্র ব্যবহার করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার বিষয়ে রিপোর্ট করার অভিজ্ঞতা আছে একজন মন্তব্য করেন, আগে যারা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কথা বলে তথ্য গোপন রাখতে পারতেন, তথ্য অধিকার আইনের ফলে এখন তা আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ সরকারি অফিসে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রিন্ট মিডিয়ার এক সিনিয়র রিপোর্টার বলেন, তথ্য না দেওয়ার কারণে একজন সিভিল সার্জনকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে তথ্য গোপন করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে তথ্য চাইলেই প্রদান করা হবে– প্রতিষ্ঠানগুলো মানসিকভাবে এরকম হতে এখনই প্রস্তুত নয়। সাংবাদিকদের জন্য সুখবর হলো, আইনটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে; যদিও তাৎক্ষণিক সংবাদ পরিবেশন বা দৈনন্দিন ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এটি তেমন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে না।

৯.২.৪ স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরটিআই আইন

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দ বলেন, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরেও এ বিষয়ে তাঁরা খুব একটা পরিবর্তন তেমন দেখছেন না; কারণ সরকারি অফিসে এখনও তথ্য গোপন করার মানসিকতা রয়েই গেছে। এই মানসিকতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে না পারলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না। একজন সাংবাদিক জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাইলে তিনি বলে দিচ্ছেন, তার কাছে কোনো তথ্য নেই, অমুকের কাছে যান। আবার তাঁর কাছে গেলে তিনি বলছেন, জনসংযোগের কাছে যান, আমি এখন ব্যস্ত আছি, পরে আসেন। কিন্তু সাংবাদিকের তথ্য দরকার তাৎক্ষণিকভাবে। এখন যদি তাকে আবেদনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দপ্তর থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি কোনো তারিখ অনুযায়ী তথ্য পেতে হয় তাহলে তো সাংবাদিকতা করা সম্ভব নয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ বলেন, ভিন্নমাত্রায় আগের তুলনায় দুর্নীতি এখন বেড়েছে। আগে হতো লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি, এখন হচ্ছে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি; সংখ্যার বিচারে না বাড়লেও মাত্রার বিচারে দুর্নীতি বেড়েছে, যেমনঃ সাম্প্রতিককালে বহু হাজার কোটি টাকার অনেকগুলো দুর্নীতির ঘটনা আমরা জেনেছি। বলা যায়, গত ২০ বছর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন দায়িত্ব মূলত সরকারের – জনগণের নয়; নাগরিকদের এই অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু সরকার যদি সেটা বাস্তবায়ন না করে তবে নাগরিকবৃন্দ চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন মিডিয়ার এক নারী সাংবাদিক বলেন, এখন হাজার হাজার কোটি টাকার যেসব দুর্নীতির কথা জানা যাচ্ছে, এটা সম্ভব হয়েছে অনেকটা তথ্য অধিকার আইনের কল্যাণেই। 'হুইসেল ব্লোয়ার টাইপের' লোকজন এসব খবর ফাঁস করে দিচ্ছেন। এখন নিউ মিডিয়া হয়েছে, অনলাইন সাংবাদিকতাও বিকশিত হয়েছে। ফলে একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটল সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু হালনাগাদ হয়ে যাচ্ছে। অনলাইন মিডিয়া জানতে পারছে বলে সবাই তা তাৎক্ষণিকভাবে জেনে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে যে জিনিসটা প্রয়োজন তা হলো সঠিক তথ্য-সূত্র উদঘাটন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন। আর এ ব্যাপারে তদন্তের স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও মিডিয়াকে অনেকক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বলেন, এই আইনটা মূলত অনুসন্ধানীমূলক সংবাদের জন্যই প্রযোজ্য – হার্ড নিউজের জন্য নয়। তথ্য অধিকার আইনের জন্য তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল মূলত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রয়োজনেই। কারণ, জনগণ তথ্য সচেতন হয়ে এখনই সবাই তথ্য চাইতে শুরু করবে সেটা আশা করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত বা তথ্য কর্মকর্তাকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই কাজ করতে হয়। তবে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের পাশাপাশি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি যদি তৈরি করা যায় সেক্ষেত্রে এমনিতেই জবাবদিহিতা চলে আসবে। মোট কথা, যতক্ষণ না তথ্য গোপনীয়তা ও দুর্নীতি করার মানসিকতা না কমবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবক্ষেত্রের তথ্য পাওয় সহজ হবে না। তাদের কাজে যদি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকে তাহলে তথ্য দিতে সমস্যা থাকবে না। যখন জবাবদিহিতা থাকবে ঠিক তখনই শুদ্ধতা আসবে।

৯.২.৫ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মীবৃন্দ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তথ্য অধিকার আইনকে হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সংবাদকর্মী বলেন, কারও সম্পর্কে বা কোনো অফিসে অনিয়মের বিষয়ে কেউ অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর সেই তথ্যগুলোকে যাচাই করতে গিয়ে তিনি আসল দুর্নীতিটা ধরে

Dhaka University Institutional Repository

ফেললেন; শুরুতে তথ্য যাচাই করতে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা নিয়ে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়; কিন্তু যদি তথ্য অধিকার আইনটা জানা থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কাজটা করতে যাওয়া হচ্ছে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন হাতে থাকে বা ওয়েবসাইট ভিজিট করা যায়, তখন সাংবাদিকের হাতে সুনির্দিষ্ট করে তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়। কিছু উত্তর পাওয়া গেলেও কিছু উত্তর কেন পাওয়া গেল না – সে প্রশ্নটি করা যেতে পারে এবং প্রশ্নের উত্তর না পেলে কিংবা উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পারলে তখন তথ্য কমিশনের কাছে যাওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে।

একজন আলোচক বলেন, আগে ব্যক্তিগত খাতিরের কারণে অনেক সময় তথ্য বের করার সুযোগ থাকত; কিন্তু বর্তমানে আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করতে গেলে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয়। কারণ কোনো সরকারি অফিসের একজন কর্মকর্তার নামে অভিযোগ করলে পরবর্তীকালে তারা ওই সাংবাদিককে সে অফিসে ঢুকতে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আলোচক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, এক সাংবাদিক পেট্রোবাংলায় ঢুকতে গেলে তাকে প্রথমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে পরিচয় পেয়ে তাঁকে চেয়ারম্যানের পিএস অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে বলেন যে, চেয়ারম্যান সাহেব কথা বলবেন না, ব্যস্ত আছেন। এভাবে যেখানে একজন সাংবাদিককে অফিসেই ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেখানে তারা কীভাবে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করবে? এ পর্যায়ে অন্য আলোচকবৃন্দ বলেন, এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে তথ্য নেওয়া যেতে পারে; আর সহযোগিতা না করলে আইনের প্রতিটা ধাপ অতিক্রম করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে তার শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে হবে।

আলোচকদের কারও কারও ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার প্রবণতা বেশ কম। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ আইনে যে বিষয়গুলো বেশি সুরক্ষা দেবে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার জন্য সেগুলোকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার জন্য যে সময় ও আর্থিক সামর্থের প্রয়োজন সেটা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। ফলে যে রিপোর্ট করার জন্য তথ্য অধিকার আইনে সুরক্ষা বেশি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার ক্ষেত্রে সেই রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের সংখ্যাও বেশি। মিডিয়া অফিসগুলো কী ধরনের রিপোর্ট চায় তার ওপর এসবের অনেক কিছু নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

করে। প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিদিন কোথায় কী হলো তা প্রকাশ করে; কিন্তু এসকল ঘটনার আরও গভীরে যাওয়ার প্রবণতা খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে তথ্য না দেওয়াটা আমাদের মানসিক দুর্বলতা, বিশেষ করে অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত। এই দুর্নীতির কারণে কোনটা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনুমতি দেবেন আর কোনটা দেবেন না সেটি বুঝতে না বুঝতে বেশি সময় চলে যায়। তাছাড়া, আমাদের নীতি নির্ধারকদের তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা না থাকায় তারা আন্তর্জাতিক পরিম-লে অন-লাইনে তথ্য বিনিময়ে ভয় পায়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, আইন প্রণেতারাই অনেক সময় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের ভীতি, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ভীতি – এর সবকিছুর পেছনেই কাজ করছে দুর্নীতি, যা লুকানোর জন্যই তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি করা হয়। এই বাস্তবতায় তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে একটা ভালো দিক হলো – আইনগত ভিত্তি তৈরি হওয়ায় অন্তত কথা বলার ক্ষেত্রে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। এ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হলে জনগণ এর সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত হবে এবং জনগণের জানার অধিকারের জায়গাটি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপপাশি, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আলোচকদের মতে, তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ বা সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। দৈনন্দিন তাজা খবর সংগ্রহে এ আইনটির তেমন কোনো কার্যকারিতা না থাকলেও অনুসন্ধানী ও অন্যান্য গভীরতর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা এ আইনটা ব্যবহার করতে পারেন। টিভি চ্যানেলের একজন সাংবাদিক বলেন, গভীরতর সংবাদ করতে গেলেই কিন্তু এই আইনটিকে ব্যবহার করা যায়। কারণ, যখন কোনো ডেপ্‌থ নিউজ বা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে যাওয়া হয়, তখন নেপথ্য তথ্য বা পটভূমিমূলক অংশগুলো আগে না জানলে কার্যকর রিপোর্ট করা সম্ভব হবে না। সুতরাং চলমান যে নিউজগুলো আছে সে ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে যে কোনো অনুসন্ধানী ও বিশেষ রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে এ আইনটি ব্যবহারের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে একাধিক আলোচক বলেন যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই আইনটি একটা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। কারণ, পূর্বে যেখানে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশিরভাগ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারই ছিল না; তাছাড়া, সরকারি কোনো কোনো আইনের ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার বহুলাংশে বাধাগ্রস্ত ছিল; তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনুকূলে আইনের যেখানে কোনো সাপোর্টই ছিল না সেখানে আরটিআই আইনের সহায়তায় গভীরতর বা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজি দৈনিকের এক সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, সাংবাদিকতার দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সোর্সের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সাংবাদিকতা তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য এশীয় দেশের তুলনায় উন্নত এবং স্বাধীনতাও বেশি। তবে অনেক সময় সোর্সকে এখানে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। সোর্স অনেক সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে থাকে এবং সোর্স উল্লেখ না করেই সংবাদ পরিবেশনের চর্চা লক্ষ করা যায়। আবার কিছু কিছু রিপোর্টিংয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রতিবেদন তৈরির প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতা আমাদের দেশে সাংবাদিকতার বড় একটা অংশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে; আমি মনে করি, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার করে এই প্রবণতায় এবং প্রচলিত সাংবাদিকতায় একটি গুনগত মান অর্জন সম্ভব। এই আইনটি একমাত্র আইন যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জানার অধিকার ও নাগরিক স্বার্থ রক্ষা তথা নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

সামগ্রিক আলোচনায় আলোচকবৃন্দ এক পর্যায়ে একমত পোষণ করেন যে,এই আইনের আওতায় উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করে দুর্নীতি দমনে অবদান রাখা যায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে, সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন তাই একটা মোক্ষম অস্ত্র।

৯.২.৬ সংবাদকর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল ও সবল দিক

আলোচনায় অংশ নেওয়া আলোচকদের সাধারণ আলোচনায় এরূপ বক্তব্য উঠে আসে যে, আরটিআই আইনটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী এবং পালনকারী উভয়ের স্বদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনটি যতই প্রয়োগ করা হবে ততই এর সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আর এ কাজটি রাতারাতি করা সম্ভব নয়। সাংবাদিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আইনের একটি দুর্বল দিক হলো, নিত্য দিনকার চলমান প্রতিবেদন তৈরিতে এ আইন থেকে সুবিধা নেওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত।

একজন সাংবাদিক বলেন আসলে তথ্য অধিকার আইনের ভালো-মন্দ বিচারের সময় এখনও আসেনি। তবে এ আইনটি খুব যুগোপযোগী এবং এর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে জনগণের কার্যকর ক্ষমতায়ন সম্ভব। আমাদের স্বাধীনতার চার দশক পার করে হলেও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার আমরা এখনও পাইনি। সে ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনটি সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় অবদান রাখতে পারে – প্রকারান্তরে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সহায়তা করবে।

আলোচকদের একজন বলেন, এই আইনের মাধ্যমে মানুষের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তবে এর সুফল পাওয়া নির্ভর করছে এ সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর। এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। এ আইন সম্পর্কে কার্যকর প্রচার না হওয়ায় সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে এ আইনের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ সম্ভব হয়নি।

অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকে অবশ্য উল্লেখ করেন, ধীরে ধীরে হলেও এ আইনটির চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। মোটকথা এ আইনটি মানুষের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

৯.২.৭ তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা না থাকা

এ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক বলেন, আইনটি সম্পর্কে আমরা সবাই বিস্তারিতভাবে অবহিত নই। এটি এখন সাংবাদিকতা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীগণ কম-বেশি এ আইনটি সম্পর্কে জানতে পারছেন। কিন্তু যেসকল সাংবাদিক সাংবাদিকতা বিষয় না পড়ে সাংবাদিকতা করছেন তাদের কিন্তু নিজেদের উদ্যোগে এ আইনটি পড়তে হবে। যেমন আইনের ৭ নম্বর ধারায় জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য না দেওয়ার বিধান

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এ বিষয়গুলো না জানি তবে প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দেবে।

কয়েকজন আলোচক বলেন, কোনো ঘটনার তদন্ত চলাকালে বা বিচারাধীন থাকাকালে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ এ অবস্থায় আগাম কোনো তথ্য প্রকাশিত হলে তা তদন্ত প্রক্রিয়া বা বিচার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনার প্রসঙ্গটি এক পর্যায়ে আলোচনায় উঠে আসে। ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিষয়টি কিন্তু গণমাধ্যমে আসার কথা নয়। কিন্তু যেভাবেই হোক গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হলে সরকার নিজেই উদ্যোগী হয়ে আইএসপিআরের মাধ্যমে একটি সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি পরিষ্কার করে। ফলে জনগণের মধ্যে যে এক ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছিল সেটা থেকে সরকার রক্ষা পেয়ে গেল; যা আগে কখনোই জনগণ জানতে পারত না। অস্ত্র কেনাটা বড় কথা নয়। কিন্তু অস্ত্র কেনাটা সঠিক প্রক্রিয়ায় এবং স্বচ্ছভাবে ক্রয় করা হচ্ছে কি না সেটা হল মূখ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে একজন বলেন, আইনের আওতায় যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেটার আমরা কতটুকু ব্যবহার করছি সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। যেদেশে একটা সিনেমা দেখা নিয়ে সরাসরি খুনোখুনি হতে পারে, সেই দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে এরূপ একটা আইন বাস্তবায়ন করা যথেষ্ট দুরুহ কাজ।

৯.২.৮ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন

রিপোর্টিংয়ে আরটিআই আইন ব্যবহারে অভিজ্ঞ এক সাংবাদিক বলেন, আরটিআই আইন মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টা হচ্ছে মূলত তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের তথা যোগাযোগের অধিকার। তথ্য পাওয়া এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে প্রকারান্তরে তা মানবাধিকারকেই সমুন্নত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাড়ির সামনে দোকানটিতে সবজি কিনতে গিয়ে দেখা গেল বেগুনের কেজি ১০০ টাকা। কিন্তু পাইকারি বাজারে এর মূল্য কত টাকা ছিল এবং খুচরা বাজারে কর্তৃপক্ষ এর সর্বোচ্চ মূল্য কত টাকা নির্ধারণ করেছেন, এ তথ্য জানা থাকলে সাধারণ মানুষের ভোক্তা-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ঢাকা মেডিকেলে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এবং অনেক ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করার কথা। এ বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তা সাধারণ মানুষের সেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

যদি তথ্য অধিকার আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে আমাদের মানবাধিকারও অর্জিত হবে। কেউ যদি এ আইনকে অমান্য করে এবং তথ্য কমিশন যদি তার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে আইনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে; যা প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে। মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং তথ্য অধিকার এই বিষয়গুলো একই সুতোয় গাঁথা। এ আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে এ আইনটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠন যেমন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকা ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সাংবাদিকদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। পাশাপাশি যারা তথ্য প্রদান করবে তাদেন মানসিকতার পরিবর্তন ও তথ্য প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

৯.২.৯ আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

এফজিডি'র বেশ ক'জন আলোচক বলেন, আইনটি ব্যবহারে সবাই এখনও সেভাবে আগ্রহী হচ্ছে না। তবে সরকারি অফিস আদালতের সামনে সিটিজেন চার্টার টাঙানো আছে। কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে। তবে এ তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। আবার, অনেক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে কোনো তথ্যই নেই। উদাহরণ হিসেবে বললে, কারাগারের ওয়েব সাইটে গিয়ে সেখানে বাজেটের কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না। মহাপরিচালকের ছবি ও কিছু পুরাতন তথ্য দেওয়া আছে, যা ২০০৭ সালের পর আর হালনাগাদ করা হয়নি। এখনও অনেক সাংবাদিক রয়েছেন যারা কেবল তথ্য অধিকার সম্পর্কে আংশিক কিছু বলতে পারেন। এদের মধ্যে যারা এই আইনটা চর্চা করেছেন বা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তারাই কেবল ভালোভাবে আইনটা জানেন। আবার অনেক সাংবাদিক তথ্য কমিশনের অফিসটা কোথায় আছে সেটাই কিন্তু জানেন না। এক পর্যায়ে আলোচক নিজেও আইনটা ভালোভাবে জানেন না বলে স্বীকার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ প্রসঙ্গে রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনার তথ্য প্রকাশের উদাহরণ তুলে ধরে একজন সাংবাদিক বলেন, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সুবাদে রাশিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্র কেনার বিষয়টা ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং এ ধরনের বিষয়ের তথ্য অবশ্যই জনগণকে জানাতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এই তথ্য জানা না গেলেও এরূপ ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আরটিআই আইনের প্রভাবেই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতি অনুসরণ করে আইএসপিআর অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করতে পেরেছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে আলোচকদের অনেকে স্ব-উদ্যোগে প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ওয়েব সাইটকে হালনাগাদ করার বিষয়ে তাগিদ তুলে ধরেন।

৯.২.১০ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

অধিকাংশ আলোচকের বক্তব্যে একটি কথা বেরিয়ে এসেছে যে, তথ্য কমিশন এ আইনটাকে সকলের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। একজন সিনিয়র সাংবাদিক এ আইনটির বিস্তারিত বিষয়ে কেন জানেন না – তার দায় কিন্তু তথ্য কমিশনের ওপরও বর্তায়। এই আইন বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশনকে মূল ভূমিকায় থাকতে হবে। সংগত কারণে আইনটি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, সাংবাদিকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এ আইনের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারেন সে বিষয়ে অবহিত করার জন্য কমিশনকেই উদ্যোগ নিতে হবে। তথ্য কমিশন এখন পর্যন্ত যেভাবে কাজ করে আসছে তা এ আইনটিকে সকলের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট নয়। সর্বজনীনভাবে তথ্য কমিশনের এই আইনটি সচেতন করার ব্যাপারে আদৌ কোনো পরিকল্পনা আছে কি না সে ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান।

সরাসরি যে সকল সাংবাদিক মাঠে কাজ করছে তারা কম-বেশি নিজেদের উদ্যোগে আইনটি সম্পর্কে জানছেন। কিন্তু সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক, সহকারী সম্পাদক পর্যায়ের সিনিয়র সাংবাদিকদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত না করলে সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। তথ্য কমিশন যখন মিডিয়াকে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে চায় তখন তাদের প্রথম লক্ষ্যই থাকে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার বা বড় পত্রিকা; কিন্তু তারা চাপাইনবাবগঞ্জের একজন সম্পাদক যিনি দুই টাকার পত্রিকা বের করছেন,

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ডাকার ব্যাপারে নাক-সিটকানো ভাব দেখান। আবার ঢাকারই ছোট পত্রিকা যেখানে হয়তো ৫০-৬০ জন কর্মী কাজ করেন সে ধরনের পত্রিকার সম্পাদককেও ডাকতে তাদের একটা নিমরাজি ভাব দেখা যায়। যেটাকে বলা যায় ব্রাহ্মণবাদী চিন্তা-ভাবনা; এরূপ বৈষম্যধর্মী চিন্তা-চেতনা থেকে তথ্য কমিশনকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। তথ্য কমিশন গঠিত হলেও এর যথাযথ বিস্তৃতি এখনও ঘটেনি।

এ বিষয়ে অপর কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন তুলেছেন তথ্য কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে। কমিশন সরকারের কাছে ১২৮ জন জনবল চেয়েছিল। কিন্তু সরকার শেষ পর্যন্ত ২৬ জন অনুমোদন দিয়েছে। এ থেকে কমিশনের ক্ষমতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তথ্য কমিশন কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সে মূল্যায়নেও অর্জন ও অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক। আবার তথ্য প্রযুক্তিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারে সর্বোচ্চ সক্ষমতা দেখাতে পারেনি কমিশন।

আলোচকদের একজন এ প্রসঙ্গে বলেন, সত্যিকার অর্থে একটি অফিসের কর্মকা- সারা দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য কমিশনের সীমিত সংখ্যক জনবল কতটুকু কাজ করবে এটা ভেবে দেখার বিষয়। আবার তথ্য কমিশনকে কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে তাও ভেবে দেখার বিষয়। সাংবাদিকবৃন্দ এই বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন যে, কমিশনের পেছনে সরকারের বাজেট কত, খরচ কত হচ্ছে, জনগণের কল্যাণে কত ব্যয় হচ্ছে ইত্যাদি।

তথ্য কমিশনে আবেদন করে আপিল-শুনানির নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে একজন সাংবাদিক বলেন, জনশক্তি রপ্তানি ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে আবেদন করার পর তারা যেন আকাশ থেকে পড়ল যে, এতসব তথ্য তারা কীভাবে দেবে – অনেক নথিপত্র ঘাটতে হবে। এরপর মহাপরিচালক বরাবর গিয়েও সাড়া না পেয়ে মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়েছে এবং সেখানে ফল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় ঘুরে তাঁকে আপিল করতে হয়েছে। ইতোমধ্যে শুনানিও হয়েছে; এখন তার উপলব্ধি হলো যে, এই অফিসে তথ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা বা হালনাগাদ করার কোনো ব্যবস্থাই বিদ্যমান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৯.২.১১ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা

এফজিডি আলোচকদের সার্বিক পর্যবেক্ষণে একথা উঠে আসে যে, জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের সুফল পৌঁছে দিতে তথ্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোতে তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। গুরত্বপূর্ণ অফিসগুলোতে তথ্যের রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না; এমনকি হালনাগাদ তথ্যও পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বেশিরভাগ সরকারি অফিসে এখনও কীভাবে নথি বা ফাইল রাখা প্রয়োজন সেটিও যেমন নির্দিষ্ট করা নেই, তেমনি যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোরও কোনো সুবিন্যস্ত তালিকা নেই। ফলে কেউ তথ্য চাইলে তারা দিতে পারছে না।

আলোচকদের কেউ কেউ বলেন, তথ্য অধিকার আইনে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে সেই পদে লোক দেওয়ার মত সরকারের উপযুক্ত লোকবল নেই। প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষিত তথ্য কর্মকর্তার প্রকট অভাব রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রতিটি দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ দপ্তরে সত্যিকার অর্থে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। এ পদে জনবল নিয়োগের জন্য সরকারের কোনো বাজেটও বরাদ্দ নেই। বর্তমানে যারা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তথ্য প্রদানকারীর দায়িত্ব পালন করছেন তারা ১ হাজার টাকা কিংবা তার মূল বেতনের ১০ ভাগ একটি নিবিড় ভাতা পেয়ে থাকেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে প্রশিক্ষিত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

কয়েকজন আলোচক বলেন, অনেক সময় বলা হয় এনজিওরা বিদেশ থেকে অর্থ এনেছে ওরা প্রশিক্ষণ দেবে। কিন্তু সাংবাদিকের বিভিন্ন সংস্থা আছে তারা কেন এই উদ্যোগটা নেবে না। তারা যদি ২০ জন সাংবাদিককে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করে, তাহলেও কিন্তু বিশাল এক কাজ হয়। তথ্য কমিশনে যাকে যাকে ডাকবেন বিনা পয়সায় তাদের প্রশিক্ষণ করিয়ে দিতে হবে; এক্ষেত্রে এনজিওদের সাহায্য চাইলে তারাও সাহায্য করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য আমাদের নিজেরদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৯.২.১২ সার্বিক সুপারিশ

দলগত আলোচনায় সুপারিশ আকারে কিছু মতামত এসেছে, যেমন: যতগুলো মন্ত্রণালয় আছে সেসব মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হাল নাগাদ করতে হবে; ওয়েব সাইট হালনাগাদ করায় ভূমিকা রাখতে সংশ্লিষ্ট সবার অনলাইন স্বাক্ষরতা জরুরি; সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কাছে যেন সব তথ্য হালনাগাদ থাকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার।

৯. ৩ ফোকাসদল আলোচনার সারসংক্ষেপ

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মুদ্রণ মাধ্যম, অনলাইন ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত সংবাদকর্মীদের আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।

১. অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে সরকার আইনটা করলেও বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। নাগরিকদের তথা সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা আগের চেয়ে সামান্যই বেড়েছে। তবে আইন হওয়ার পূর্বে যেখানে সরকারি অফিসে গিয়ে তথ্য চাওয়ার কোনো আইনগত অধিকার ছিল না; সেখানে এখন আইনগত একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আগে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে তথ্য লুকানোর একটা সংস্কৃতি জোড়ালো ছিল। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া গেলেও আরটিআই আইনটির প্রয়োগ এখনো বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

২. তৃণমূল পর্যায় থেকে এই আইনের জন্য গণদাবি সেভাবে উঠে আসেনি। তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ততটা প্রচার চালানো হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এ আইনের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে খুব সামান্যই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে সাংবাদিকসহ অনেকেরই এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই; সংগত কারণে

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়নের পর সার্বিক পরিস্থিতিতে আগের অবস্থা থেকে খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না।

৩. এই আইন ব্যবহারে সাংবাদিকগণ এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। সাংবাদিকদের মধ্যে বড় একটি অংশ এই আইন সম্পর্কে জানেন না। তাছাড়া, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর তথ্য পেতে সাংবাদিকদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। আগে কোনো দপ্তরে গিয়ে তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেখানে তথ্য দিয়ে দিতেন এখন সেখানে তথ্য চাইলে তারা তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে বলেন। আর আবেদন প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়াটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতায় গড়াচ্ছে।

৪. এই আইনের ইতিবাচক দিক হলো, এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার আইনি স্বীকৃতির জায়গা তৈরি হয়েছে, যেটা আগে ছিল না। তবে আইনগতভাবে তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক কর্মকর্তা সেটি জানেন না। কারণ তাদেরকে সেভাবে সচেতন বা প্রশিক্ষিত করা যায়নি।

৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণে সরকারি অফিসে এখনও তথ্য গোপন করার মানসিকতা রয়েই গেছে। এই মানসিকতা থেকে তারা বেরিয়ে না আসায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না।

৬. বেশিরভাগ সরকারি অফিসে কীভাবে নথি বা ফাইল রাখা প্রয়োজন সেটি যেমন জানা নেই, তেমনি যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোরও কোনো বিস্তারিত তালিকা নেই। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রতিটি দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ দপ্তরে সত্যিকার অর্থে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই।

৭. মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটগুলো হালনাগাদ নেই; ওয়েব সাইট হালনাগাদ করায় ভূমিকা রাখতে সংশ্লিষ্ট সবার অনলাইন স্বাক্ষরতা জরুরি; সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তার কাছে যেন সব তথ্য হালনাগাদ থাকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার।

৮. যতক্ষণ না তথ্য গোপনীয়তার মানসিকতা না কমবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতি রোধে আইনের কোনো প্রভাব পড়বে না। লক্ষ করা যাচ্ছে, ভিন্নমাত্রায় আগের তুলনায় দুর্নীতি বেড়েছে। সংখ্যার বিচারে না বাড়লেও মাত্রার বিচারে দুর্নীতি বেড়েছে; গত ২০ বছর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসনামলে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে।

৯. তথ্য অধিকার আইনের বাধ্যবাধকতামুক্ত হলেও অনেক বিষয় বেরিয়ে আসছে। এখানে এই আইনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখন হাজার হাজার কোটি টাকার যেসব দুর্নীতির কথা জানা যাচ্ছে, এটা সম্ভব হয়েছে অনেকটা তথ্য অধিকার আইনের কল্যাণেই। 'হুইসেল ব্লোয়ার টাইপের' লোকজন এসব খবর ফাঁস করে দিচ্ছেন।

১০. তথ্য অধিকার আইনের যে জায়গাগুলিতে বাধা-বিপত্তি বা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান কিংবা যে বিষয়গুলোকে তথ্য প্রকাশের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে সেখানেও তথ্য জানার বা অধিকার প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারও সুযোগ আছে।

১১. আরটিআই আইনটি অনুসন্ধানী ও অন্যান্য গভীরতর প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্টিংয়েও আইনটি অধিকতর সহায়ক। সাংবাদিকতার স্বাভাবিক নিয়মে যেসব অফিসে তথ্য পেতে সাংবাদিকদের নানা হয়রানি ও বিড়ম্বনায় পড়তে হয় সেসব ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের জন্য আরটিআই আইনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। তবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে আইনটির ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও তার যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে না।

১২. আইন প্রণেতাগণ অনেকক্ষেত্রে তথ্যে অভিগম্যতার পথে বড় বাধা। এছাড়া আইন বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে আছে রাষ্ট্রীয় চাপ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ দুষ্টচক্রের ভয়-ভীতি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এই আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের ভূমিকাই মূখ্য; সংগত কারণে নাগরিকদের গুরত্বপূর্ণ অংশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এবং তাদেরকে সচেতন করেই আরটিআই আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে কমিশনকে।

১৪. এই আইনের মাধ্যমে মানুষের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তবে এর সুফল পাওয়া নির্ভর করছে এ সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর। এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই জরুরি।

১৫. ধীরে ধীরে হলেও আরটিআই আইনের চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। মোটকথা এ আইনটি মানুষের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১০

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পরবর্তী ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণ

১০.১ ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরে বিভিন্ন অফিসে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করে সাংবাদিক, এনজিওকর্মী ও সাধারণ নাগরিকগণ যেসব ঘটনা ও বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছেন সেসব ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্বমূলক পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) বিশ্লেষণের লক্ষ্যেই মূলত এই অধ্যায়ের অবতারণা । ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রয়োগযোগ্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তব প্রয়োগে কী কী সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, ভোগান্তি বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার বাস্তব ধারণা লাভে খুবই কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বর্তমান গবেষণায় নিম্নরূপ পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

১০.২ ঘটনা অনুধ্যান-১ : উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) দপ্তরে তথ্য পেতে ভোগান্তি

১০.২.১ আবেদনকারীর পরিচয়

অরূপ রায়*; পেশা : সাংবাদিকতা প্রথম আলোর মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি (বর্তমানে নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আলো, সাভার); বাবার নাম : উৎপল রায়, মায়ের নাম : নন্দীতা রায় ; ঠিকানা : গ্রাম: রাধানগর, ডাক : সাটুরিয়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

১০.২.২ যে বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেন অরূপ রায় ।

---

* *তথ্যসূত্র : অরূপ রায় ও আব্দুল মোমিন,প্রথম আলো, মানিকগঞ্জ; কাবিখার তথ্য পেতে দ্বারে দ্বারে ধরনা, পেয়ে আক্কেলগুড়ুম, প্রকল্প কর্মকর্তার দপ্তরেই গেল সাড়ে ২৬ টন!, তারিখ : ০৯-০৯-২০১২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০.২.৩ আবেদনের উদ্দেশ্য

১. মানিকগঞ্জ জেলায় কাবিখা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা,

২. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে কোথাও কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তার উপর ভিত্তি করে প্রথম আলোয় সংবাদ পরিবেশন করে সর্ব সাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং

৩. স্থানীয় জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

১০.২.৪ তথ্য চেয়ে আবেদন : ঘটনার বর্ণনা

সাংবাদিক অরূপ রায় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কাছ থেকে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে সাটুরিয়া উপজেলায় কাবিখা, কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর নাম ও বরাদ্দের পরিমাণ জানতে চান। এ জন্য তিনি নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে জমা দেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান এবং দপ্তরে কর্মরত একজন কর্মচারীর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো ধারণা ছিল না। ফলে আবেদন ফরম গ্রহণ করেননি। তথ্য অধিকার আইন এবং এই আইনের আওতায় তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তিনি প্রথমে মৌখিকভাবে তাঁদের অবহিত করেন। এরপরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁর আবেদনপত্র গ্রহণ করেননি এবং এক পর্যায়ে আইনটির গেজেট দেখাতে বলেন। এরপর তিনি আইনের কপি দেখালে তাঁরা আবেদনপত্রটি গ্রহণ করেন। কিন্তু আইনে উল্লিখিত ২০ কর্মদিবসের মধ্যে তাঁরা চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করেননি।

প্রয়োজনীয় তথ্য না প্রদান করায় সাংবাদিক অরূপ রায় ২০ মার্চ ২০১২ আইনে উল্লিখিত করণীয় অনুসারে মানিকগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তার কাছে আপিল করেন। তবে তাতেও কোনো কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগ আমলে নিয়ে কমিশন দ্রুত শুনানির দিন ধার্য করে। ২০ জুন, ২০১২ শুনানির দিন তিনি ও উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা উভয়ই তথ্য কমিশনে উপস্থিত হন। শুনানিতে উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে ধার্যকৃত দিন ২৪ জুন, ২০১২ তাঁকে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০.২.৫ ফলাফল

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গত তিন বছরে এই উপজেলায় কাবিখা, কাবিটা ও টিআর প্রকল্পে দুই হাজার ১৫১ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং এক কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ এসেছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এক হাজার ৭৫টি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ঠিকানা উল্লেখ না থাকায় পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি।

প্রাপ্ত তথ্যে আরও দেখা গেছে, এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে দুর্নীতি হয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তা নিজেই এসব অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে তথ্য বেরিয়ে এসেছে। অরূপ রায় এসব অনিয়ম নিয়ে প্রথম আলোতে প্রতিবেদন লিখে পাঠিয়েছেন। সেই প্রতিবেদনের কল্যাণে সর্বসাধারণ জানতে পেরেছে এসব প্রকল্পে বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ, চাল ও গম বিতরণে কীভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে।

১০.৩ ঘটনা অনুধ্যান-২ : বিজিএমইএ ভবনের অবৈধতা প্রমাণে সহায়তা করল তথ্য অধিকার আইন

১০.৩.১ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা)

১০.৩.২ যে বিষয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) ভবনটির প্ল্যান অনুমোদন ছিল কি না, সরকারি জলাশয়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পেছনে যুক্তি কী ছিল এবং এই পুরো প্রক্রিয়ার বিষয়ে তথ্য চেয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়।

১০.৩.৩ আবেদনের উদ্দেশ্য

১. রাজধানীর হাতিরঝিলের ভেতরে বিজিএমইএ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম করা হয়েছিল কি না;

২. অনিয়ম হয়ে থাকলে সেগুলো কী কী তা জানা এবং

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ভবনটি নির্মাণে অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে প্রমাণিত হলে ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ সৃষ্টি করা।

১০.৩.৪ তথ্য চেয়ে আবেদন : ঘটনার বর্ণনা

বেলা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ২০০৮ সালের ৮ জুলাই সর্বপ্রথম বিজিএমইএ ভবনের বিষয়ে তথ্য চেয়ে রাজধানীর ভূমির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা রাজউক বরাবর আবেদন করে। আবেদনে বিজিএমইএ ভবনের প্ল্যানের অনুমোদন ছিল কি না, সরকারি জলাশয়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পেছনে যুক্তি কী ছিল এবং এই পুরো প্রক্রিয়ার বিষয়ে সংস্থাটির কাছে তথ্য চাওয়া হয়। আইন অনুযায়ী বেলা তথ্য পাওয়ার আশায় ২০ কর্মদিবস অপেক্ষা করে। কিন্তু এই সময়ে রাজউকের পক্ষ থেকে তাদের কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

পরে ২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর বেলা রাজউকের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো বিজিএমইএ ভবনের বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করে। আগের বিষয়গুলোর পাশাপাশি এবার বাড়তি একটি তথ্য চাওয়া হয়। তা হলো- রাজউক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ করেছে কি না। কিন্তু দ্বিতীয় আবেদনের বিষয়েও রাজউকের কাছ থেকে বেলা কোনো সাড়া পায়নি। পরে তারা রাজউকের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবের কাছে আপিল করে। বেলার প্রত্যাশা ছিল, সচিব রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেবেন। তবে এই আপিলের বিষয়েও কোনো সাড়া পায়নি বেলা। এরপর বাধ্য হয়ে তারা তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর কমিশন রাজউককে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি এবং আপিল কর্তৃপক্ষের নাম জানানোর নির্দেশ দেয়। এছাড়া ওই অভিযোগের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সাত দিনের মধ্যে জানাতে রাজউককে নির্দেশ দেয় কমিশন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে তথ্য কমিশন। তবে তারপর রাজউক যথারীতি নীরব থেকে তথ্য কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে।

এরপর ২০১০ সালের ২২ জুলাই রাজউকের চেয়ারম্যানের কাছে আইনি নোটিশ পাঠানো হলে ১৯ সেপ্টেম্বর বেলাকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য দেয় প্রতিষ্ঠানটি।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৩.৫ ফলাফল

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্পষ্টতই বিজিএমইএ ভবন নির্মাণের অনুমোদনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত বেধে দেওয়া হয়েছিল তা আদৌ মানা হয়নি। দেখা গেছে, যে জমিতে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার সরকারি নিবন্ধন ছিল না। সেখানে কোনো অবকাঠামো নির্মাণের অনুমোদনও ছিল না। ভবনটি নির্মাণের সময় ১৯৫৩ সালের নগর উন্নয়ন আইন (আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট) এবং জলাশয় সংরক্ষণ আইন মানা হয়নি। আর জমিটির প্রকৃত মালিক বিজিএমইএ নয়; বরং বাংলাদেশ রেলওয়ে। পরে রেলওয়ের কাছ থেকে জমিটি কিনেছিল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। ইপিবি তা বিজিএমইএ-এর কাছে বিক্রি করে দেয়।

বেলার আইনজীবীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সংগৃহীত নথিপত্র আদালতের উপস্থাপন করেন। ২০১১ সলের ৩ এপ্রিল আদালত এ বিষয়ে যে রায় দেন তাতে বলা হয়, সরকার সাংবিধানিক অধিকার বলে জনস্বার্থে জমিটি অধিগ্রহণ করেছিল। জনস্বার্থ পূরণ না হলে আইন অনুসারে জমিটি মূল মালিক সরকারের ফেরৎ দেওয়া উচিত। রায়ে আরও বলা হয়, এ ধরনের একটি স্থানে ভবন নির্মাণের আগে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, যা বিজিএমএই ভবনের ক্ষেত্রে করা হয়নি। আইন ভঙ্গ করা ও অন্যান্য উদ্বেগের কারণে কর্তৃপক্ষকে ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন আদালত।

অবৈধভাবে নির্মিত এই ভবনটি শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ করবে বলে সবার বিশ্বাস। তার চেয়েও বড় কথা প্রভাবশালী লোকজনদের জন্য আদালতের এই রায় একটি চরম সতর্ক বার্তা হিসেবে কাজ করবে। এতে প্রমাণিত হয়েছে, তথ্য অধিকার আইন মানুষকে তাদের বক্তব্য ও অধিকার তুলে ধরা ও তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

১০.৪ ঘটনা অনুধ্যান-৩ : জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর রহস্যজনক তহবিল

১০.৪.১ আবেদনকারীর পরিচয়

পরিমল পালমা, পেশা : সাংবাদিকতা; পদবি : সিনিয়র রিপোর্টার (তিনি প্রধানত : জনশক্তি রপ্তানি ও অভিবাসী সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্টিং করে থাকেন); পত্রিকার নাম : দ্য ডেইলি স্টার; কর্মস্থল : ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৪.২ যে বিষয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়

২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরোর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের সব ধরনের লেনদেন, হিসাবপত্রের দলিল, রিসিপ্ট, সরকারি বা বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার চিঠিপত্র লেনদেন, এই ফান্ডের অধীনে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য/দলিলাদি ইত্যাদি।

১০.৪.৩ আবেদনের উদ্দেশ্য

১. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার নিয়ে অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের নিয়ে কাজ করেন এমন অনেকের মধ্যে বহুদিন ধরে বিদ্যমান নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা;
২. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল শ্রমিকদের সত্যিকার অর্থে কল্যাণ করছে কিনা এবং
৩. কোন কোন খাতে কীভাবে এই ফান্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা।

১০.৪.৪ তথ্য আবেদনের ঘটনার বর্ণনা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে নানা দিক থেকে নানা প্রশ্ন উঠলে সাংবাদিক পরিমল পালমা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে দু-একবার জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালকের (কল্যাণ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব বিষয়ে জানতে চান। এটা ২০০৮-০৯ সালের কথা। তবে পরিচালক তখন বলেছেন, এ ব্যাপারে জানতে সরাসরি মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

এর মাঝে ২০১০ সালের শেষের দিকে পরিমল পালমা জানতে পারেন গণমাধ্যম নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে রিপোর্টারদের সঙ্গে কাজ করতে চায়। তখন তিনি, তাঁর সহকর্মী ইমরান হোসেন ও তাঁদের মেন্টর হিসেবে বার্তা সম্পাদক জিয়াউল হক স্বপন দলবদ্ধ হয়ে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে জানার জন্য উদ্যোগী হন। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক রালফ ফ্রেমোলিনো এই কর্মসূচিতে কনসালট্যান্ট হিসেবে ছিলেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিক রালফ একই সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন বিশেষজ্ঞও। তিনি ঢাকাতে এমআরডিআই-এর সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের কাজ করেছেন।

তথ্য অধিকার অভিযানের প্রথম বৈঠকেই পরিমল পালমা উপলব্ধি করেন, এই আইনের আওতায় তিনি লিখিতভাবেই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যাপারে জনশক্তি ব্যুরোর কাছে প্রয়োজনীয়

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য চাইতে পারেন। তবে তিনি প্রথমে আবেদন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর। সচিব হলেন ওই তহবিলের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

২০১০ সালে ১১ নভেম্বর সচিব বরাবর আবেদনটি করা হয়। এর তিন দিন পর সচিবের দপ্তর থেকে ই-মেইল পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়, আবেদনকৃত তথ্য বা দলিল সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, জনশক্তি ব্যুরোর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওই তহবিল পরিচালিত হয়। তাই যাবতীয় রেকর্ড-পত্রাদি সেখানেই সংরক্ষণ করা হয়। ব্যুরোয় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা আছে। পরিমলকে জনশক্তি ব্যুরোতেই আবেদন করতে হবে।

অতএব, পরিমল জনশক্তি ব্যুরো বরাবর আবেদন করেন। একজন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিশ্চিত হন, সেখানে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন। আবেদনে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কল্যাণ তহবিলের সব ধরনের লেনদেন, হিসাবপত্রের দলিল, রিসিপ্ট, সরকারি বা বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার চিঠিপত্র লেনদেন, এই ফান্ডের অধীনে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অবস্থা- এসব তথ্য/দলিল দেখতে চাওয়া হয়। আবেদনে আরও বলা হয়, যদি প্রয়োজন হয়, তিনি তা ফটোকপির জন্য আবেদন করবেন এবং তার জন্য যে খরচ হয় তা প্রদান করবেন।

এই আবেদন নিয়ে পরিমল প্রথমে ২২ নভেম্বর ২০১০ জনশক্তি ব্যুরোতে যান। তবে সেদিন তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ডিও) দেখা পাননি। প্রথমে তাঁকে জানানো হয়, ডিও ওপরে গেছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানতে চাইলে বলা হয়, হয়তো তিনি বাসায় চলে গেছেন। পরে তিনি ওই কর্মকর্তার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারীর কাছে আবেদন জমা দিয়ে গ্রহণকারীর স্বাক্ষরসহ আবেদনের অনুলিপি নিয়ে আসেন। দুই দিন পর তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ফোন করে জানতে চান, তিনি আবেদনপত্র পেয়েছেন কি না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, তিনি তা পেয়েছেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এর মধ্যে আর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ হয়নি। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ২০ দিন অপেক্ষার পর তিনি আবেদনের বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অফিসে ফোন করলে বলা হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছুটিতে আছেন অথবা অফিসের বাইরে আছেন। বাসায় ফোন দিলে বলা হয়, তিনি অফিসে গেছেন অথবা বাইরে গেছেন। মোবাইলে ফোন দিলে তিনি ফোন ধরেন না।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে অন্তত দুই সপ্তাহ চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর একটি ই-মেইল পাঠান। যাতে তথ্য চেয়ে আবেদন করেও কোনো জবাব না পাওয়ার বিষয়টি তিনিই উল্লেখ করেন। এর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও কোনো জবাব না পেয়ে তিনি মহাপরিচালককে ফোন করেন। মহাপরিচালক জানিয়ে দেন, তিনি কোনো ই-মেইল পাননি। তবে মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে পরিমলকে আশ্বস্ত কারা হয়, তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। সপ্তাহ খানেক পরে তিনি আবারও ফোন দিলে মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে একই রকম উত্তর দেওয়া হয়। এতে তিনি হতাশ হন। পরে ২০১১ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি মহাপরিচালকের দপ্তরে হাজির হন। তিনি তথ্য চাওয়ার আবেদনটি মহাপরিচালকের হাতে তুলে দিয়ে তার একটি কপিতে গ্রহণের স্বাক্ষর দিতে বলেন। দু-তিন বার অনুরোধ করার পরও তিনি তাতে স্বাক্ষর না দিয়ে বলেন, তিনি নিজেই ব্যাপারটি দেখবেন। এরও সপ্তাহ খানেক পর পরিমল মহাপরিচালককে ফোন দিয়ে আবেদনের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি। এভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে যায়।

তখন পরিমল সাংবাদিক রালফ ও নিজ অফিসের বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করেন। সবাই তাঁকে তথ্য কমিশনে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আপিল আবেদন লিখে তথ্য কমিশনে যান। কমিশনের সচিবের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যেহেতু জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক আবেদনপত্র গ্রহণ করেছেন এই মর্মে স্বাক্ষর বা অন্য কোন প্রমাণ নেই, তাই তথ্য কমিশন বরাবর আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি তাঁকে পুনরায় ব্যুরো বরাবর আবেদন করতে পরামর্শ দেন। পরে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তিনি আবার ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেন। এবার তিনি মহাপরিচালকের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ না করে আবেদনটি তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে (পিএস) দিয়ে তাঁর গ্রহণ কারার স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এরপর প্রায় একমাস পার হলেও কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ২০১১ সালের মার্চের ২০ তারিখে আবেদন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, আবেদনকৃত দলিলপত্র না পেলে তিনি তথ্য কমিশনে যেতে বাধ্য হবেন।

পরদিন সকালেই সচিব পরিমলকে ফোন দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দুই দিন পরই সেখানে গেলে সচিব জানতে চান, তিনি যেসব দলিলের জন্য আবেদন করেছেন তা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী পেতে পারেন কি না। পরিমল তখন আইনের কপি দেখিয়ে বলেন, এটা তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার। এরপর পরিচালক সঙ্গে সঙ্গেই জনশক্তি ব্যুরোর পরিচালককে (কল্যাণ) ফোন করে বলে দেন, পরিমল যা যা চেয়েছে এবং যা যা ব্যুরো দিতে পারে তা যেন তিনি দিয়ে দেন। পরিমলকেও সচিব ওই পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বলেন। সেই কথামতো তিনি পরিচালকের কাছে গেলে তিনি বলেন, তিনি (পরিমল) যে আবেদন করেছেন তার আওতা অনেক বড় এবং কি চেয়েছে তা সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি আরও বলেন, যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে তার জন্য অনেক কাগজপত্র ঘাটতে হবে। সুতরাং তা দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এরপর পরিমল পরিচালককে এ বিষয়ে লিখিত দিতে বলেন। তবে পরিচালক তাও দিতে রাজি হননি। পরিমল সুনির্দিষ্টভাবে কি চান তা আবেদনে উল্লেখ করতে বলেন পরিচালক।

২০১১ সালের ৮ মার্চ তারিখে পরিমল ওই পরিচালককে একটি ই-মেইল করেন, যাতে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি (পরিচালক) মনে করছেন, পাঁচ বছরের কাগজপত্র প্রদান করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলে তাঁকে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম-সংক্রান্ত শুধু ২০১০ সালের সব দলিল প্রদান করা হোক। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি কোনো জবাব দেননি। এরপর বাধ্য হয়ে তিনি পরিচালককে ফোন দেন। তখন পরিচালক আগেরবার যেসব কথা বলেছিলেন সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করেন।

এভাবে ছয় মাস ধরে আবেদন উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পরিমল বিব্রতবোধ করেন। একপর্যায়ে ১৯ মে ২০১১ তিনি তথ্য কমিশন বরাবর একটি আবেদন নিয়ে পুনরায় কমিশন সচিবের কক্ষে উপস্থিত হন। তিনি তখন তাঁকে জানান, প্রধান তথ্য কমিশনার সেদিনই বিদেশে যাচ্ছেন এবং তিনি সে উদ্দেশ্যে অফিসের বাইরে চলে গেছেন। অথচ আপিল গ্রহণের জন্য তাঁর স্বাক্ষর লাগবে। কমিশনের সচিব তাঁকে জুনের এক তারিখের পর আপিল করার জন্য পরামর্শ দেন। একপর্যায়ে তিনি প্রধান তথ্য কমিশনারের কেরানির কাছে আপিলটি জমা দিতে বলেন। তবে সেখানে কোনো কেরানি না পেয়ে প্রশাসন বিভাগের এক কর্মকর্তার কাছে আপিলটি জমা দিয়ে আসেন পরিমল।

এরই মধ্যে ১১ মে ২০১১ তারিখ জনশক্তি ব্যুরো থেকে কল্যাণ তহবিলের একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা পরিমলকে ফোন করে জানতে চান, তিনি আসলে কি কি কাগজপত্র চান। পরিমল সেগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। সবকিছু শুনে জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান, তিনি তাঁর চাহিদার কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বলবেন। তাতেও কোনো কাজ হয়নি। তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনে আবেদন জমা দেওয়ার প্রায় তিন মাস পর আগস্ট, ২০১১-এর প্রথম সপ্তাহে শুনানীর জন্য ডাকে। যথাসময়ে হাজির হন পরিমল।

শুনানীতে জনশক্তি ব্যুরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যার বরাবর পরিমল প্রথম আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে ওয়েজ আর্নার্স ফান্ডের জন্য নিযুক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা দু'জনই উপস্থিত হন। শুনানীতে নতুন জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন পরিমলকে ডাকযোগে বেশকিছু কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। তবে পরিমল জানান, তিনি ব্যুরো হতে কোনো ডকুমেন্ট পাননি। প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, এরই মধ্যে দি ডেইলি স্টারের কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণে ডাকযোগে ডকুমেন্ট হয়তো পৌছায়নি। তবে তিনি ব্যুরোর উভয় কর্মকর্তাকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং যে দলিলপত্র পরিমলের কাছে পাঠানো হয়েছিল বলে কর্মকর্তারা বলেছেন, তা তখনই পরিমলকে দিতে বলেন। পরিমলকে তৎক্ষণাৎ সেই দলিল দেওয়া হলেও আসলে তাতে রিপোর্ট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য ছিল না বলে তিনি জানান।

১০.৪.৫ সাংবাদিক পরিমলের উপলব্ধি

১. আমি প্রথমেই একটি ভুল করেছি। তা হলো – শুরুতেই আমাকে আবেদন করার দরকার ছিল জনশক্তি ব্যুরোর কাছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে আমার সময় নষ্ট হয়েছে।

২. সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে সরাসরি ব্যুরোর মহাপরিচালকের কাছে আবেদন জমা দেওয়া। ফলে তিনি সুযোগ পেয়েছেন আমাকে অবজ্ঞা করার। আমার উচিত ছিল, তার পিএস এর কাছে আপিল আবেদন জমা দিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করে অনুলিপি নিয়ে আসা। তবে মহাপরিচালক আমার আবেদনকে যেভাবে অবজ্ঞা করেছেন তা সত্যিই অগ্রহণযোগ্য। এতে বারবার আমার একটি কথা মনে হয়েছে আমি একজন সাংবাদিক হয়ে যদি এমন অবজ্ঞার শিকার হতে পারি, লাখ লাখ শ্রমিক যারা বিদেশে যান তারা কি ধরনের সেবা পান এ প্রতিষ্ঠান থেকে।

৩. বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতায় এসে সকল সরকারী অফিসে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাহলে আমার প্রশ্ন, ব্যুরোর মহাপরিচালক কীভাবে দুই সপ্তাহ পার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেলেও বলতে পারেন যে তিনি আমার কোন ই-মেইল পাননি, যেখানে আমার ই-মেইল আইডিতে প্রমাণ আছে যে ই-মেইল নিশ্চিতভাবে তার ই-মেইল বক্সে পৌঁছেছে।

৪. সর্বশেষ প্রবাসী কল্যাণ সচিবকে আবেদন করার পর উনি যখন আমাকে বললেন ব্যুরোর পরিচালক (কল্যাণ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আমি হয়তো তা নাও করতে পারতাম। কারণ আইন অনুযায়ী, সচিবের দপ্তর আমার জন্য তথ্য জোগাড় করার ব্যবস্থা করার কথা বা তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়ার কথা। তবু আমি সচিবের কথায় ব্যুরোর পরিচালক (কল্যাণ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এই ভেবে যে, আমি এই সেক্টর নিয়ে লেখালেখি করি, তাই খুব বেশি দর-কষাকষির কোনো ব্যাপার ঘটুক, তা আমি চাইনি। এ ব্যাপারটা আমি সচেতনভাবে চিন্তা না করলেও অবচেতনভাবে করেছি।

৫. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, প্রত্যেকটি ধাপে আমি সময়মতো আবেদন করলে কোনো কর্তৃপক্ষ যদি তথ্য না দেয় এবং আমাকে যদি তথ্য কমিশনে যেতেও হয়, তার জন্য তিন চার মাস সময় যথেষ্ট। আমার সর্বোচ্চ চার মাস লাগার কথা ছিল তথ্য কমিশন পর্যন্ত আপিল করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, আমার তথ্য কমিশনে যেতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। এর প্রধানতম কারণ আবেদনের প্রতিটি ধাপে আমি যদি ভাবতে পারতাম আমি তথ্য পাইনি। সুতরাং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরদিনই পরবর্তী ধাপে আবেদন করব। তাহলে আমি কম সময়ের মধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারতাম। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে যদিও অফিস আমার আবেদনের ব্যাপারে জানত, আমি প্রতিবার প্রতি ধাপে আবেদন করার জন্য অফিসকে বলব, তাতে কিছুটা সংশয় কাজ করত। এর অন্যতম কারণ হলো প্রতিদিনের আমার বিটের যেসব রিপোর্ট তা তো আমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে তো আমি অন্যদের ঘাড়ে আমার কাজ চাপিয়ে দিতে পারি না। যদিও এ ব্যাপারে অফিস আমাকে কিছু বলেনি, আমি নিজে থেকেই তা অনুভব করেছি। সম্ভবত এটি আমার জন্য ভুল ছিল।

৬. অফিসে প্রধান প্রতিবেদক বা বার্তা সম্পাদক আমার আবেদনের ব্যাপারে জানতেন এবং এ ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে তাদেরও এ ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া প্রয়োজনীয় বাস্তব সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। কারণ কাজ তো

Dhaka University Institutional Repository

আমাকেই করতে হবে। আমার বিটের প্রতিবেদন তো আমাকেই করতে হবে। সেই চাপ আমি নিজে নিজেই নিয়ে নিয়েছি। এখানে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে অফিসের পক্ষ থেকে এ আইন ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতে এই আইন ব্যবহার করে প্রচুর অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছেন, এমন একজন সাংবাদিক সৈকত দত্তকে অফিসে এনে তার অভিজ্ঞতা শোনারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভারতীয় আউটলুক পত্রিকায় খাদ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে তিনি গোটা ভারতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন।

১০.৪.৬ শেষ কথা

আমরা রিপোর্টিং করতে গিয়ে কোনো তথ্য একটু স্পর্শকাতর মনে হলেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে খবর লিখে ফেলি। তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সঠিক হলেও তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু তা থেকে নিজে বাঁচতে গিয়ে এবং সোর্সকে বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় পাঠককে ভুল তথ্যও দিতে পারি। তথ্য অধিকার আইন এমনই একটি আইন যাতে আমি অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের খবরও পেতে পারি এবং যা হবে প্রমাণসাপেক্ষে; যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর। এখানে সবকিছু স্বচ্ছ। কোনো নাম প্রকাশের অনিচ্ছার ব্যাপার নেই। তবে এই সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হতে একটু সময় লাগবে। পরিবর্তন কোনোদিনই হবে না, যদি আমরা সাংবাদিকেরা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত যারা জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত, তারা এ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে তৎপর না হই। অস্বচ্ছতার জাল ভাঙার জন্য এ আইন পরম এক আশীর্বাদ। দক্ষভাবে তা প্রয়োগ করতে না পারলে আমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন কিছুই উন্নত হবে না।

১০.৫ ঘটনা অনুধ্যান-৪ : যেখান থেকে তথ্য অধিকার আইন পাস হলো সেখানেও এই আইনের আবেদন করে তথ্য পেতে ভোগান্তি

১০.৫.১ আবেদনকারীর পরিচয়

রফিকুল ইসলাম সবুজ, পেশা : সাংবাদিকতা, পত্রিকা : দৈনিক সকালের খবর (আবেদন করার সময়ে দৈনিক সমকালে ছিলেন),পদবি : সিনিয়র রিপোর্টার (বিশেষত. সংসদ নিয়ে প্রতিবেদন করে থাকেন), কর্মস্থল : ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৫.২ যেসব বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন

১. বর্তমান সংসদে গত ২২ মাসে সংসদ সচিবালয়ের সাধারণ শাখার মাধ্যমে কত টাকার কেনাকাটা হয়েছে, কী কী কেনা হয়েছে এবং কী পদ্ধতিতে করা হয়েছে; টেন্ডারের ধরনসহ কেনাকাটার তালিকা।

২. কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেনাকাটা করা হয়েছে। মালিকের নাম সহ প্রতিষ্ঠানের তালিকা।

৩. বর্তমান সংসদে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, হুইপসহ ভিআইপিদের আপ্যায়ন বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং কোন ভিআইপি কোন মাসে কত টাকা ব্যয় করেছেন তার হিসাব।

৪. সংসদ ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে কত টাকা বাজেট এবং গত দুই বছরে এ খাতে কোন বছরে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৫. ঢাকায় বসবাস করলেও সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটির বৈঠকের সময় এলাকা থেকে বিমানে বা গাড়িতে আসা-যাওয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোনো এমপি ভ্রমণ ভাতা তুলছেন কি না। তুলে থাকলে তাদের নামের তালিকা এবং বিষয়টি ধরা পড়ার পর কেউ সংসদ সচিবালয়ের টাকা ফেরত দিয়ে থাকলে তাদের নাম এবং কে কত টাকা ফেরত দিয়েছেন সে হিসাব।

১০.৫.৩ আবেদনের উদ্দেশ্য

১. যেখান থেকে আইনটি পাস হয়েছে, সেখানেই সেই আইনের বলে তথ্য চেয়ে আবেদন করে আইনটির কার্যকারিতা ও তা প্রয়োগের বাস্তব অবস্থা যাচাই করা এবং

২. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৫.৪ আবেদন করার পটভূমি

সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম সবুজ ও তাঁর অপর দুই সহকর্মী রাশেদ মেহেদী ও দীপঙ্কর লাহিড়ীকে অফিস থেকে (দৈনিক সমকাল) দায়িত্ব দেওয়া হয় এমআরডিআই নামে একটি বেসরকারি সংস্থার কিছু রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতে। এরপর একদিন সমকাল অফিসে যান এমআরডিআই-এর কনসালট্যান্ট রালফ ফ্রেমোলিনো। তিনি এই তিনজনের সঙ্গে বৈঠক করে বুঝিয়ে দেন, কী কী কাজ করতে হবে। সাংবাদিক সবুজ যেহেতু সংসদের রিপোর্ট বেশি করেন, তাই তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১০.৫.৫ তথ্য আবেদনের ঘটনার বর্ণনা

সংসদ সচিবালয়ে আবেদন জমা দেওয়ার কয়েক দিন পর সেখান থেকে ফোন করে সাংবাদিক সবুজকে জানানো হয়, আবেদনটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে নতুন একটা আবেদন দেওয়ার করতে অনুরোধ করা হয়। এরপর তিনি ১০ নভেম্বর, ২০১০ একই আবেদন আবার জমা দিয়ে আসেন।

নিয়মানুযায়ী, আবেদন করার ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার কথা। তবে এই তথ্য চাওয়ার পর প্রায় দুই মাসেও কোনো তথ্য তিনি পাননি এবং সংসদ সচিবালয় থেকে এ ব্যাপারে সবুজকে লিখিতভাবেও কিছু জানানো হয়নি। তাই ২০১১ সালের ৫ জানুয়ারি বিষয়টি লিখিতভাবে তিনি স্পিকারকে জানান এবং তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর ১৮ জানুয়ারি ২০১১ সংসদ সচিবালয় থেকে তাঁকে আংশিক তথ্য দেওয়া হয় : শুধু সংসদের ভিআইপিদের জন্য এক বছরে মোট কত টাকা আপ্যায়ন করা হয়েছে তার হিসাব। কে কত টাকা খরচ করেছেন তা দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া অন্য যেসব তথ্য চেয়েছিলেন তা কেন দেওয়া হয়নি তা জানতে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে কথা বললে; ওই কর্মকর্তা তাঁকে জানান, আবেদনটির ফাইল স্পিকারের কাছে পাঠানো হলে তিনি যতটুকু তথ্য দেওয়ার অনুমোদন করেছেন, কেবল তা-ই দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য পেতে হলে আবারও লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

ওই কর্মকর্তার পরামর্শে সাংবাদিক সবুজ ৩১ জানুয়ারি, ২০১১ বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আবার আবেদন করেন। কিন্তু তারপরও তথ্য না দিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এক পত্রে বিস্তারিত তথ্য না দেওয়ার কারণ জানান। চিঠিতে বলা হয়, সংসদের অডিট সম্পন্ন না হওয়ায় এসব তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কারণ

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিসঙ্গত মনে না হওয়ায় তিনি সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে, এমন অভিযোগ এনে ৩১ মার্চ, ২০১১ বিষয়টি সংসদ-সচিবের কাছে (আপিল কর্তৃপক্ষ) তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু আপিলের কয়েকদিন পরে তাঁকে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আপিল করাটা যথাযথ হয়নি। তাঁকে জানানো হয়, সংসদের আপিল কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন স্পিকার। তাই তাঁকে স্পিকারের কাছেই আপিল করতে হবে। এর কয়েক দিন পর তিনি আপিল করেন স্পিকারের কাছে। এতে তথ্য চেয়ে না পাওয়ার অভিযোগ, সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ, আপিল করার কারণ, আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার অধিকারের ভিত্তি ও যুক্তি ইত্যাদি তুলে ধরা হয় এবং চাহিদামতো তথ্য সরবরাহের আবেদন জানানো হয়।

১০.৫.৬ সাংবাদিক সবুজের উপলব্ধি ও পরামর্শ

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পেতে গিয়ে আমার সামান্য যে অভিজ্ঞতা, তা হলো, এ আইনটি হওয়ার পর সাংবাদিকরা দ্রুত তথ্য পেতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ আইন পাস হওয়ার পর সবাই আশা করেছিলেন খুব সহজে তারা তথ্য পেয়ে যাবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। যেমন আগে কোনো কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাইলে তিনি সহজেই আন-অফিসিয়ালি তথ্য দিয়ে দিতেন বা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন কারও কাছে চাইতে গেলে বলেন, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করুন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তথ্য দিয়ে দেব। কিন্তু আবেদন করার পর নানা অজুহাতে তথ্য দিতে বিলম্ব করা হচ্ছে। আপিল করে বা কমিশনের কাছে অভিযোগ করে তথ্য পেতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ মাস সময় লেগে যায়, যা যথা সময় উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

তাছাড়া আমার যেটা মনে হয়েছে, কর্মকর্তারা লিখিতভাবে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য দিতে ভয় পান। তাদের ধারণা আন-অফিসিয়ালি তথ্য দিলে প্রয়োজন হলে পরবর্তী সময়ে তা অস্বীকার করার বা পত্রিকা অফিসে প্রতিবাদ পাঠানোর সুযোগ থাকে। কিন্তু লিখিতভাবে তথ্য দিলে এটা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই সাংবাদিকদের লিখিত তথ্য দিতে ভয় বা সংকোচ করে কর্মকর্তাদের মধ্যে। এ কারণে নানা অজুহাতে তথ্য না দেওয়ার চেষ্টা করেন তারা। আবার পরিচিত কোনো রিপোর্টার তথ্য অধিকার আইনে কোনো কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাইলে সেই কর্মকর্তা মনে করেন, নিশ্চয়ই খারাপ কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। তা না হলে তিনি তো আন-অফিসিয়ালি তথ্য নিতে পারতেন, তা নিয়ে লিখিতভাবে চাইছেন কেন?

Dhaka University Institutional Repository

এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকেও হতে হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে না পেলেও আন-অফিসিয়ালি কিছু তথ্য পেয়ে আমি একটি প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করেছি। তবে সাংবাদিকদের পরিবর্তে কোন সাধারণ নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কিছুটা হলেও সহজে তথ্য পেয়ে যান বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। এ কথাও স্বীকার করেছেন কর্মকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, সাধারণ একজন নাগরিক তথ্য পেলে তিনি তা দিয়ে হয়তো তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। কিন্তু একজন সাংবাদিক এটা নিয়ে পত্রিকায় নেতিবাচক রিপোর্ট করলে তাদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এসব কারণে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার আগ্রহও অনেক কম। যেমন সংসদ বিটের আমিসহ মাত্র দু'জন সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়েছেন গত মে মাস পর্যন্ত। এ বিষয়ে কারো মধ্যে আগ্রহও তেমন একটা দেখা যায় না। আর সত্য কথা বলতে গেলে, আমিও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চাইতাম না, যদি না এমআরডিআই আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করত। তবে আমি মনে করি, সাংবাদিকদের বেশি বেশি করে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করতে হবে। এটা করা গেলে কয়েক বছর পর হয়তো দ্রুত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় থাকবে না। একটা সময় আসবে, যখন কর্মকর্তারাও তথ্য দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন। তথ্য চেয়ে আবেদন করলে সহজেই তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তথ্য দিতে।

আবার বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করা হলে দ্রুত না হোক ধীরে ধীরে তথ্যগুলো পেতে থাকলে পর্যায়ক্রমে ভাল রিপোর্ট করার মতো তথ্য পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি পাঁচটি দপ্তরে দুটি করে ভালো তথ্যের জন্য আবেদন করে তিন মাসের মধ্যে পাঁচটি তথ্যও পাই, তাহলে পাঁচটি ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব। এভাবে একের পর এক আবেদন জমা দিয়ে রাখলে পর্যায়ক্রমে তথ্য আসতে থাকবে। আর না পাওয়া গেলে কমিশনের কাছে তো অভিযোগ করার সুযোগ থাকছেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে একবার অভিযোগ দেওয়ার পর যদি কমিশন তাকে তথ্য দেওয়ার জন্য রায় দেয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানের কাছে কেউ তথ্য চাইলে দ্রুত তথ্য দিয়ে দেবে, কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ভয়ে। তাই আমি মনে করি তথ্য না পেলে অবশ্যই কমিশনে অভিযোগ করা উচিত। তাহলে পরবর্তী সময়ে তথ্য পাওয়া আরও সহজ হবে। পাশাপাশি আমাদের সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করতে হবে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করার জন্য। কারণ আমি আমার বর্তমান ও সাবেক সহকর্মীদের মধ্যে তেমন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ দেখিনি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোনো দপ্তর থেকে তথ্য পাওয়ার আবেদন করতে। অনেকে এটাকে ডিসক্রেডিট বলেও মনে করেন। তাদের বক্তব্য একজন সাংবাদিক তার সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এর জন্য আবার আবেদনের প্রয়োজন কী। আবেদন করলে নিজের সোর্স নেই বলে মনে হবে। আমি সংসদ সচিবালয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করেছি, এ কথা শুনে সংসদ বিটের অনেক বন্ধুই অবাক হয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সংসদে এক যুগের বেশি পার করে দিয়েছেন। সংসদ নিয়ে অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট করে হইচই বাধিয়ে দিয়েছেন। আপনার এত সোর্স থাকার পরও কেন তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চাইতে গেলেন। এ নিয়ে কেউ কেউ সমালোচনাও করেছেন আমার। এসব কারণে অনেকে তথ্যের জন্য আবেদন করতে চান না। তবে আমি মনে করি, এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে তথ্য অধিকার আইনকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে হবে।

১০.৬ ঘটনা অনুধ্যান-৫ : চট্টগ্রামের রাউজানের শাহী কমার্শিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভোগান্তি

১০.৬.১ আবেদনকারীর পরিচয়

শাহ আলম চৌধুরী, পেশা : শিক্ষকতা (তায়েফ এন্টারপ্রাইজ), বাবার নাম : নুর আলম চৌধুরী, মায়ের নাম : মেহেরুন্নেছা চৌধুরী, বর্তমান ঠিকানা : ১২৪(ক) আইনজীবী ভবন, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম, স্থায়ী ঠিকানা : হাজী সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী বাড়ী, গ্রাম ও ডাক : কোয়েপাড়া, রাউজান চট্টগ্রাম।

১০.৬.২ যে বিষয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়

চট্টগ্রামের রাউজানের শাহী কমার্শিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পেতে আবেদন।

১০.৬.৩ আবেদনের উদ্দেশ্য

১. চট্টগ্রাম নগরীর রাউজানের এমপিওভুক্ত শাহী কমার্শিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিয়া উদ্দিন চৌধুরীর পদবি, পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নিয়োগের তারিখ, মেয়াদকাল, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য জানা এবং

২. এর মাধ্যমে ওই অধ্যক্ষের নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৬.৪ তথ্য আবেদনের ঘটনার বর্ণনা

শাহ আলম তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে সেটি কলেজের কমিটির সভাপতি তথা জেলা প্রশাসকের (ডিসি) অফিসে জমা দেন। জেলা প্রশাসকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন ই-মেইলে তাকে জানান, তার চাওয়া তথ্যসমূহ দিতে এক মাস (২৯ আগস্ট, ২০১০ পর্যন্ত) সময় লাগবে। ২০ অক্টোবর, ২০১০ মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তাকে চিঠি দেন। শাহ আলম চট্টগ্রাম ডিসি অফিসে আবেদন ও আপিল করে তথ্য না পেয়ে ২০১০ সালের ১৭ নভেম্বর প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে তিনি প্রথম লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শাহী কমার্শিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে তাকে একই বছরের ৯-১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মধ্যে তথ্যসমূহ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ৪ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে তাঁকে যে তথ্য দেওয়া হয় তার বেশির ভাগই ছিল অসত্য। এরপর তিনি বিষয়টি তথ্য কমিশনকে জানান। পরের মাসে তথ্য কমিশন স্বীকার করে, শাহ আলমকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা হয়নি। পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দেওয়ায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একই মাসে প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে চিঠি দেয় এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এরপরও সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য শাহ আলমকে দেওয়া হয়নি। নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পাওয়ায় তিনি আশাহত হন।

১০.৬.৫ যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে শাহ আলম

তথ্য চেয়ে আবেদন করার বিষয়টি জানতে পেরে শাহী কমার্শিয়াল কলেজের পরিচালনা কমিটির তৎকালীন সভাপতি, এডিসি খালেদ মামুন চৌধুরী শাহ আলমের কাছে ফোন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করায় কমিটি ২০১২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের শাহ আলমের বেতন-ভাতা আটকে রাখে। পদে পদে অনেক হয়রানির শিকার হয়েছেন।

১০.৬.৬ ফলাফল ও প্রত্যাশা

শাহ আলম যেসব বিষয়ে তথ্য চেয়েছিলেন তা প্রদান করতে আইনি কোনো বাধা ছিলনা। একই অভিযোগে চারবার শুনানি করার পরও আইনি মারপ্যাঁচ দেখিয়ে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য দীর্ঘ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মাসেও প্রদান করা হয়নি। শুনানিকালে ও অন্যান্য সময়ে বারবার নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ মান্য করাতে ব্যর্থ হয়েছে তথ্য কমিশন।

শাহ আলম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের কাছে তথ্য অধিকার আইনের সুফল ও প্রশংসা করেন। তবে তিনি নিজে যখন এই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েও কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাননি, তখন অন্যরা যারা তাঁর কথা শুনে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পেতে আবেদন করতে উৎসাহী হয়েছিল; তারাও আর আবেদন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শাহ আলম ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

১০.৭ ঘটনা অনুধ্যানের সারকথা

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর কিছু সংবাদকর্মী, মানবাধিকার সংগঠন এবং এনজিওগুলো তথ্য পেতে আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। এই আইনের অধীনে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে, প্রতিবেদন, মামলা বা আপীল করে প্রতিকারের ব্যবস্থা পাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছেন।

বর্তমান গবেষণায় এ ধরনের পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে; যেখানে দেখা যায়ঃ এ সব ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কাজের ব্যয়ের হিসাব জানা। যথাযথ কাজ হলো কি না তা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা। অনিয়ম খতিয়ে দেখা, কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা। সর্বোপরি, জনগণকে সচেতন করে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা পেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

উল্লিখিত পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যানেই দেখা গেছে তথ্য পেতে অনেক জটিলতায় পড়তে হয়েছে আবেদনকারীকে। তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীরা উল্লেখযোগ্য সাড়া পাননি। এমনকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেও আবেদনকারীরা কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাননি। শেষ পর্যন্ত তথ্য পেতে চূড়ান্তভাবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হয়েছে তাদেরকে। ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তথ্যে গড়মিল থাকার কারণেই তথ্যদাতাগণ সাধারণভাবে তথ্য দিতে চাননি। তথ্যদাতাদেরকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেননি –

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি এড়িয়ে গেছেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সবশেষে তথ্য কমিশনের হস্তক্ষেপে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের তথ্য পেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আবেদনকারীর চাহিদা পূরণ হয়নি।

এসব ঘটনার ইতিবাচক দিক হলো, তথ্য পেতে আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য গোপনের মানসিকতা ও কারণ সম্পর্কে সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। আইনী প্রক্রিয়ায় তথ্য গ্রহীতার জয় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। এমনকি আইনটি সম্পর্কে তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা এবং অনীহার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করতে মূল বাধাগুলো চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোপরি, তথ্য পাওয়া-না-পাওয়ার অভিজ্ঞতা বা বিড়ম্বনা সম্পর্কে গণমাধ্যমের সহায়তায় সাধারণ জনগণের কাছে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণ থেকে আরও লক্ষ করা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য পেতে তথ্য গ্রহীতাকে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং সচরাচর কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কেও উদাহরণ তৈরি হয়েছে। এছাড়া সবার জন্য শিক্ষণীয় দিকসমূহ বেরিয়ে এসেছে যে, তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব – জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব সে সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এসব ঘটনা অনুধ্যান থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১১

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

১১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের ২০০৯ সালের পূর্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক কোনো আইন ছিল না বিধায় গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী সময়ে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা কেমন ছিল – তা যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি তথ্য অধিকার পরবর্তী অবস্থায় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের আইনগত স্বীকৃতির সুবাদে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা কী –তাও নিরূপণ করা আবশ্যক। আর এ লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণায় মোট ৩টি সমীক্ষার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতির ওপর ৩৩০ জন সংবাদকর্মীর ওপর গবেষকের প্রাথমিক সমীক্ষার পাশাপাশি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার পরিচালিত একটি দ্বৈতীয়িক সমীক্ষার সহায়তা নেওয়া হয়েছে; এছাড়া, তথ্য অধিকার প্রণয়ন-পরবর্তী অবস্থায় গবেষক ২৮০ জন সংবাদকর্মীর ওপর আরও একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। পাশাপাশি, গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা জানতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং যাঁদের কাছে তথ্য আছে – এমন ২২ জন ব্যক্তির কাছ থেকে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পরে ২৫ জন অনুরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক তিনটি ফোকাস দল আলোচনা ও পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যান (কেস স্টাডি) সহকারে গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে।

উল্লিখিত সমীক্ষা, গভীরতর সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা ও ঘটনা অনুধ্যানে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ অংশে বর্তমান গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.২ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পূর্ববর্তী সময়ে তথ্যক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের অভিগম্যতার স্বরূপ জানতে দুটি সমীক্ষার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি গবেষকের প্রাথমিক সমীক্ষা; দ্বিতীয়টি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার পরিচালিত সমীক্ষা; এছাড়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং যাঁদের কাছে তথ্য আছে – এমন ২২ জন ব্যক্তির কাছ থেকে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা জানতে গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। উল্লিখিত সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে তথ্য অভিগম্যতার বিদ্যমান নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি কিছু কিছু দিক-নির্দেশনাসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য-উপাত্ত উঠে এসেছে। এসবের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।

১১.২.১ মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মূলকথা

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মীদের ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা বাংলাদেশের যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতিকে 'সীমিত' পর্যায়ের এবং ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তা 'নিয়ন্ত্রিত' পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ তথ্যদাতাদের ভাষ্যমতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি অবাধ ছিল না – ছিল অনেকটা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে। আপরদিকে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তিন বছর পর সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, প্রায় ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, '*অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক*' হয়েছে। প্রায় ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বেকার তথ্য অনুযায়ী অর্থাৎ সে সময়কার সমীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার হলো 'পেশাগত যোগাযোগ অধিকার' এবং পেশাগত কারণেই সংবাদকর্মীবৃন্দ তথ্য অভিগম্যতার অনুকূলে আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেন; আর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালের সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পেশাগত

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তথ্য না পেলে সাংবাদিকবৃন্দ আরটিআই আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন। এই আইনের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে বলে মনে করেন ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর পেশাগত দায়িত্ব পালনে আইনটি বেশ সহায়ক বলে মনে করছেন ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা। সংগত কারণে পেশাগত কাজে তথ্যপ্রাপ্তির অনুকূলে সাংবাদিকদের জন্য আর আলাদা কোনো আইনের তাগিদ লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং নাগরিকদের পক্ষে এবং নাগরিকদের অংশ হিসেব পেশাগত দায়িত্বপালনে সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের জন্যও আরটিআই আইনটি সমানভাবে প্রযোজ্য ও যথেষ্ট সহায়ক।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সংগৃহীত তথ্যে উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৮৯ শতাংশ বলেছিলেন, নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিত করতে দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন জরুরি। এক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ উত্তরদাতাই 'তথ্য অধিকার আইন (*Right to Information Act*)' নামে একটি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন। একটি যুগোপযোগী আইন প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন পূর্ববর্তী অবস্থায় তথ্যদাতা সাংবাদিকবৃন্দ। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী অবস্থায় সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, প্রণীত 'তথ্য অধিকার আইনটিকে 'সময়োপযোগী' ও 'জনবান্ধব' বলে অভিহিত করেছেন প্রায় ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এই আইনের প্রাধান্য ও গুরত্ব বোঝাতে প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে 'তথ্য অধিকার আইনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে'; অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সময়ের দাবি বা তাগিদ যেমন পূরণ হয়েছে তেমনি এটি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন তাও উত্তরদাতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে উত্তরাদাতা সাংবাদিকগণ বাংলাদেশে স্বত:স্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা চিহ্নিত করেন। প্রায় ৭১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে 'আমলাতান্ত্রিক' বাধা বিদ্যমান ছিল। প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেন, 'রাজনৈতিক' বাধা রয়েছে। ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'আইনগত' বাধাকে চিহ্নিত করেন। আর ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা 'মনস্তাত্ত্বিক' বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। আরএমএমসি'র গবেষণা অনুযায়ী ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের চাকুরি-ভীতি, তথ্য প্রদানে অনীহা ও গাফিলতি, দাপ্তরিক গোপনীয়তাসহ আইনের অজুহাতের কথাও বলেছেন উত্তরদাতাগণ। অপরদিকে, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইনের আওতায় সরকারি-বেসরকারি অফিসে আবেদন করে তথ্য পেতে সংবাদকর্মীরা বেশ কিছু সমস্যা ও ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। কর্মকর্তাগণ তথ্য দিতে কালক্ষেপণ এবং গড়িমসি করেছেন – এমন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪৫ এবং ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। ১৫ শতাংশ বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি অফিস থেকে তথ্য দিতে অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রস্তুত নেই – তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই – এমন উত্তর পেয়েছেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, অন্য পক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় এবং তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অনুরূপ তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা নেই – তথ্য চেয়ে এমনসব উত্তর পেয়েছেন যথাক্রমে ৩১, ১৭ ও ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার পরও সাংবাদিক তথা নাগরিকদের তথ্য পেতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে তুলনামূলক বিশ্লেষণে এবং সার্বিক পর্যবেক্ষণে আরটিআই আইন-পূর্ব অবস্থার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞা, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টসহ নানা আনগত বাধা-বিপত্তি, চাকুরির নিরাপত্তা, জীবনের ঝুঁকি এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে সংবাদের উৎস-সূত্র বা তথ্যদাতারা তথ্য দিতে চান না। এমএমসি পরিচালিত গবেষণায়ও দেখা যায়, ৭২ শতাংশ উত্তরদাতাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ ক্ষেত্রে তারা কর্মকর্তাদের চাকুরি-ভীতি, তথ্য প্রদানে অনীহা ও গাফিলতি, প্রভাবশালী মহলের দৌরাত্ম্য, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের অজুহাত, সাংবাদিক-ভীতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম, সাংবাদিকদের মূল্যায়ন না করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। আপরদিকে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী সমীক্ষায় দেখা যায়, 'তথ্য প্রস্তুত নেই', 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই' – আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। আর

Dhaka University Institutional Repository

দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না – তথ্য চেয়ে এমন উত্তর পেয়েছেন অন্তত ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া, সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তাগণ তথ্য দিতে কালক্ষেপণ কিংবা গড়িমসি করেছেন এমন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৪৫ এবং ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং সার্বিক তথ্যের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আরটিআই আইন হওয়া সত্ত্বেও এখনও সংবাদকর্মীবৃন্দ তথা নাগরিকদের তথ্য পেতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে; তবে তুলনামূলক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে ধারণা করা যায় যে, নাগরিকদের তথ্য পেতে সমস্যা ও ভোগান্তির মাত্রা আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে এমএমসি পরিচালিত সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায়, ৭২ শতাংশ উত্তরদাতাই চাহিদানুযায়ী তথ্য পান না। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট নন ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা সাংবাদিক। তাঁদের ভাষ্যমতে, প্রাপ্ত তথ্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নয়, অনেক ক্ষেত্রে মনগড়া তথ্য দেওয়া হয়, অনিয়ম ও ব্যর্থতার তথ্য এড়িয়ে যায়। এছাড়া, তথ্য চেয়ে না পাওয়ার কারণ হিসেবে তাঁরা কর্মকর্তাদের সাংবাদিক-ভীতি, গাফিলতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রায় ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, আরটিআই আইনের সুবাদে জনগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে। ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা আগের চেয়ে বেড়েছে। ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতার বক্তব্য হলো, এ আইনের ফলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে। তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে বলে মনে করেন প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা। আর আরটি আইনের আওতায় আবেদন করে বাস্তবে তথ্য পেয়েছেন মাত্র ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আগের চেয়ে সংবাদ কর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা বাড়লেও, তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন ও স্বীকৃতি অর্জিত হলেও বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়ার হার এখনও আশাব্যঞ্জক নয়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ৭৪ শতাংশই মনে করতেন, নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য 'সব সময়' তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। আর তথ্যক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিত করতে দেশে এ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন জরুরি বলে মন্তব্য করেন ৯৭ শতাংশ উত্তরদাতা। আর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইন দুর্নীতি দমন বিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক। আরটিআই আইন জনসচেতনতা তৈরিতে এবং সুশাসন সহায়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও এই আইনটি মানবাধিকার সুরক্ষায় এবং অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক বলেও মনে করেন যথাক্রমে ৪৭ ও ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা। আর উন্নয়ন বিয়য়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও আরটিআই আইনটি সহায়ক বলে মনে করেন ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ তৈরিতে একটি আইনের যে প্রয়োজনীয়তা সাংবাদিকগণ অনুভব করতেন তার অনেকটাই পূরণ হয়েছে তথ্য অধিকার আইনের ফলে। তবে আগে যেখানে সব ধরনের রিপোর্টিংয়ের জন্য আইনটিকে সহায়ক মনে করা হতো, আইন প্রণীত হওয়ার পর দেখা যায়, দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ে বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে 'হার্ড-নিউজ' করতে এই আইন ব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকছে না। কেননা, তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন অপারগ বলে মনে করছেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। অর্থাৎ আরটিআই আইনটি মূলত অনুসন্ধানী রিপোর্টিং তথা গভীরতর রিপোর্টিংয়ের জন্য বেশি সহায়ক।

- সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই আইনটি বেশ সহায়ক বলে মনে করেন ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। তথ্য অধিকার আইনের কারণে নাগরিক সেবাদানকারী সংস্থার লোকজনের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা আইনটিকে নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে সহায়ক বলে মনে করেন। আর ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, সুশাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইনটি সহায়ক। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে এবং পেশাগত সুবিধার ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক বলে প্রতীয়মান হয়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ (৬৬ শতাংশ) উত্তরদাতা মন্তব্য করেছেন যে, 'অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক'। উত্তরদাতাদের অধিকাংশ (৭২ শতাংশ) মনে করেন, সরকারি-বেসরকারি কাজ-

Dhaka University Institutional Repository

কর্মে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক। ৫৬ শতাংশ মনে করেন, এই আইন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে মোটামুটি ভূমিকা রাখছে। ২৮ শতাংশের মতে, 'আইনের ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার কাজ আগের তুলনায় সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়েছে', 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য হয়েছে' বলে মত দিয়েছেন প্রায় ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে, আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে বলে মনে করে যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনায়নে এবং সর্বোপরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ আগের তুলনায় সুগম হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী সমীক্ষায় দেখা যায়, অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে এই আইনের আওতায় কোনো কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিত করে এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে আবেদন করে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে এই আইনটির চর্চায় ভূমিকা রাখা যায় বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৫ ও ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। আর তথ্য কমিশন তথ্য না দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দিলে গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করে কিংবা সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে সে ব্যাপারে রিপোর্টিং করে এই আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং লক্ষণীয় যে, অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে তথ্য সংগ্রহ কাজে সাংবাদিকবৃন্দ আইনটির প্রয়োগ বা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার নিজের বা তাঁদের পরিচিত জনের মধ্যে এই আইনের আওতায় আবেদন করে তথ্য চাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে ৪৫ শতাংশের এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং ২২ শতাংশ উত্তরদাতার অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতার কথা জানা নেই। সর্বোচ্চ ৪৩ শতাংশ রিপোর্টিং বিভাগের উত্তরদাতার বা তাদের পরিচিতজনের এই আইনের আওতায় আবেদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, সাংবাদিকতার জন্য আরটিআই আইনটি সহায়ক হলেও বাস্তবে সংবাদকর্মীবৃন্দ এই আইনটি ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে খুব একটা এগিয়ে আসেনি।

Dhaka University Institutional Repository

- সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে দুর্নীতির মাত্রায় কোনো হেরফের লক্ষ করা যাচ্ছে না; অর্থাৎ পরিস্থিতি আগের মতোই আছে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। এক্ষেত্রে দুর্নীতিরোধে তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রায় ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমন্বয় প্রয়োজন। আর উত্তরদাতাদের প্রায় ৬৪ শতাংশ মনে করেন, 'দুর্নীতি রোধের অভিন্ন লক্ষ্যে দুই ধরনের আইনের ভূমিকা সাংঘর্ষিক না হয়ে পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন'। সুতরাং ধারণা করা হচ্ছে যে, আরটিআই আইনের ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি। সংগত কারণে, আরটিআই আইনের সঙ্গে দুর্নীতি রোধে সহায়ক অন্যান্য আইনের সমন্বিত প্রয়োগে দুর্নীতির মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়।

- সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী আরটিআই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতাকে, ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবকে এবং কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩৩ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন, তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগই আরটিআই আইন বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। একইসঙ্গে বর্তমান আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু বাধা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়; যেমন: নাগরিক সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণই এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন এবং এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ খুব কম জানেন বলে মনে করেন ৮০ শতাংশ করে উত্তরদাতা। বর্তমানে আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায়, তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলেও নাগরিক জীবনে তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি এবং এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে – সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৯, ৫৪ এবং ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং একটি 'জনবান্ধব আইন' হিসেবে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের তালিকাটি তালিকাটি বেশ দীর্ঘ বলে জানিয়েছেন ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা। বিদ্যমান তালিকাটি ছোট হলে আইনটি আরও সময়োপযোগী হতো বলে মনে করেন ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া, অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে এবং অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৩০ এবং ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য এই তালিকায় বাইরে রাখা এবং তালিকায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সংক্রান্ত পয়েন্টটি না রাখলে ভালো হতো বলে উত্তরদাতাগণ মতামত জানিয়েছেন। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের কিছু কিছু ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে; যার ফলে এক্ষেত্রে নাগরিকদের জানার অধিকার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের নীতি কিছুটা হলেও উপেক্ষিত থেকেছে বলে ধারণা করা যায়।

- সমীক্ষায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে তথ্য কমিশন ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। 'কমিশনের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হবে' বলে মতামত দিয়েছেন ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া, 'তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত ও সচেতন করা উচিত' বলে মনে করেন প্রায় ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতর ও অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল' বলে মতামত জানিয়েছেন ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য কমিশনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি' বলে মনে করেন প্রায় ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা ভূমিকা আরও সক্রিয়, শক্তিশালী, স্বচ্ছতর ও গতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- আরটিআই আইন বাস্তবায়নের জন্য 'জনগণের মাঝে এই আইন সম্পর্কে প্রচার বাড়ানো উচিত' বলে মনে করেন ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা। 'তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান' দরকার বলে জানিয়েছেন ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

'সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা' যায় বলে মনে করেন প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা। সর্বোপরি, 'সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে' এবং 'গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় বলে মনে করেন ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা ও জনসচেতনতা বাড়াতে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

- সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে নাগরিকদের তথা সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করায় গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উঠে এসেছে। উত্তরদাতাদের ৬২ শতাংশই মনে করেন, গণমাধ্যম 'তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে'। 'গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে' সাধারণ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আরও উৎসাহী করা যায় বলে মনে করেন ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, গণমাধ্যমে 'আইনটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন' করা যেতে পারে। উত্তরদাতাদের প্রায় ৩৬ শতাংশ মনে করেন, গণমাধ্যম 'আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে' নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে পারে। সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ করতে ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'। ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন 'সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতা সুগম করতে সেবাদানকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন'। 'সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহযোগিতার মাত্রা বাড়ানো প্রয়োজন' মনে করেন প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা। আর প্রায় ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বাধাসমূহ এবং বাধা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রতিবেদন তুলে ধরা' প্রয়োজন। সুতরাং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা বাড়াতে এবং আরটিআই আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যম গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বেশ কিছু করণীয় আছে বলে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.২.২ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের মূলকথা

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সময়ের সার্বিক পরিস্থিতিতে তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ জানতে চাইলে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতা বাংলাদেশে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিদ্যমান অবস্থাকে 'সীমিত', 'হতাশাব্যাঞ্জক', 'নাজুক', 'অনগ্রসর পর্যায়ের', 'নিম্ন পর্যায়ের', 'প্রাথমিক পর্যায়ের' প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেন। সাক্ষাৎকারদাতাদের কেউ কেউ বিদ্যমান পরিস্থিতিকে মোটামুটি অনুকূল বললেও 'দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন'সহ অন্যান্য আইন বিদ্যমান থাকায় তা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে বলে মতামত দিয়েছিলেন। আর তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার পর সাক্ষাৎকারদাতাদের দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় তথ্য অভিগম্যতার পরিধি কিছুটা বাড়লেও আইনটির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে মানুষের ধারণা না থাকা এবং তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে তথ্যক্ষেত্রে মানুষের প্রবেশাধিকারের মাত্রা তেমনটি বাড়েনি। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা এবং তথ্য না দেওয়ার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এখনও বিদ্যমান রয়েছে; সার্বিক পর্যবেক্ষণে সাধারণ মানুষ সরকারি অফিসগুলোতে তথ্য চাইতে গিয়ে এখনও অনেক ভোগান্তিতে পড়ছেন। তবে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলেও সমাজের কোনো কোনো অংশ আইন সম্পর্কে আগের চেয়ে সচেতন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে উপকার পাচ্ছেন এবং আগের চেয়ে তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে; তাছাড়া, আরটিআই আইন কার্যকর হওয়ায় তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে একটি আইনগত ভিত্তি ও নৈতিক স্বীকৃতির জায়গা তৈরি হয়েছে, যা এর আগে একেবারেই ছিল না। সুতরাং লক্ষ করা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সময়ে নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার সার্বিক অবস্থা যতটা নাজুক ছিল তার চেয়ে বর্তমান অবস্থা যথেষ্ট ভালো না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

- আরটিআই আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সময়ের সাক্ষাৎকার ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অধিকাংশ উত্তরদাতা তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারকে 'পেশাগত যোগাযোগ অধিকার' হিসেবে চিহ্নিত করে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্যের উৎস-সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তথ্য অভিগম্যতার অনুকূলে একটি আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি, তাদের অভিমত ছিল যে, কেবল সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মীই নয় সবারই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। লক্ষ করা যায়, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেই আইনটি অর্জিত হয়। তবে, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও তথ্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ ছিল – আইন প্রণয়নের তিন বছর পরেও কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালের সাক্ষাৎকার ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে আরটিআই আইনটি বেশ সহায়ক। সংগত কারণে আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালে পেশাগত কাজে তথ্যপ্রাপ্তির অনুকূলে সাংবাদিকদের জন্য আর আলাদা কোনো আইনের তাগিদ লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং নাগরিকদের পক্ষে এবং নাগরিকদের অংশ হিসেব পেশাগত দায়িত্বপালনে সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের জন্যও আরটিআই আইনটি সমানভাবে প্রযোজ্য ও যথেষ্ট সহায়ক।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ববর্তী সময়ে সাক্ষাৎকারদাতাগণ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' খসড়াটিকে অনেকেই ভালো বলেছেন। আবার কেউ কেউ একে 'মন্দের ভালো' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতা দেশে একটি যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তাগিদ তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মী, আইনবিদ, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনার পরামর্শ এসেছে তাদের পক্ষ থেকে। আর তথ্য অধিকার প্রণয়ন-পরবর্তীকালের সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তরদাতাগণ আইনটিকে 'সময়োপযোগী' 'জনবান্ধব আইন' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। একইভাবে লক্ষ করা গেছে, আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের পরবর্তীকালে এনজিও, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্বের ন্যায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ও সক্রিয় ভূমিকায় যেমন দেখা যায়নি, তেমনি তথ্য কমিশনসহ সরকারি উদ্যোগে আরটিআই আইন বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিকদেরকেও তেমনভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে আরটিআই আইনের সুফল যেমন সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না তেমনি কাঙ্ক্ষিতভাবে চর্চা না হওয়ায় আইনটির কার্যকর প্রয়োগে নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থেকে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বেকার তথ্য অনুযায়ী একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেন অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদাতা। তাঁদের ভাষ্যমতে, তথ্য গোপন না রেখে নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা উচিত; আর তাই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালের প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইন বাস্তবায়নের তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন না আসলেও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায়, যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকা- বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দের তথ্য মানুষ জানতে পারত না সেই পরিস্থিতিতে এখন ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য না দিলে তাঁকে জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে; তবে সে সুযোগ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুবই কম। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তীকালে নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অবস্থা পূর্বেকার প্রত্যাশারূপ না হলেও অনেকক্ষেত্রেই অগ্রগতি হচ্ছে বলে ধারণা করা যায়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের আগে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সাক্ষাৎকারদাতাগণ বেশকিছু বিষয়কে চিহ্নিত করেছিলেন; এসবের মধ্যে রয়েছেঃ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করে রাখার সংস্কৃতি ও মানসিকতা ইত্যাদি। অপরদিকে, তথ্য অধিকার আইন-প্রণয়ন পরবর্তীকালের তথ্যে দেখা যায়, তথ্য না দেওয়ার অনুকূলে অন্যান্য আইনী বিধিবিধান বহাল থাকলেও তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই যাঁরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নন, তারা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ নানা বাধা-বিপত্তির কথা বলে তথ্য না দেওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করে চলেছেন। এছাড়া, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতিজাত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তথ্য না দেওয়ার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। সুতরাং লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের অন্তরায় হিসেবে এখনও আইনগত বাধা-বিপত্তিসহ যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কর্তমান আরটিআই আইনের কিছু কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সংবাদকর্মীবৃন্দ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সমস্যা ও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছেন; যেমন: তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের সুযোগ নিয়ে অকারণে কালক্ষেপন করার সুযোগ নিচ্ছেন। আবার, আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যেসব বিষয়ের তথ্য দেওয়াকে বাধ্যবাধকতামুক্ত রাখা হয়েছে – যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্য এই আইন প্রণয়নের পূর্বে সাংবাদিকবৃন্দ সহজেই পেতে পারতেন, সেসব বিষয়ের তথ্য আইন প্রণয়নের পর সাংবাদিকদের পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, আবেদনকৃত কোনো তথ্যের ফটোকপির মূল্য কোন খাতে বা কোন অ্যাকাউন্টে জমা হবে বর্তমান আইনে তা স্পস্ট করা নেই বিধায় সংবাদকর্মীবৃন্দ আইনটি ব্যবহার করতে গিয়ে এরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

- গবেষণা সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংবাদকর্মীদের দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না; তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, আগে যেখানে সাংবাদিকগণ প্রতিবেদনে উৎস-সূত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্বস্তসূত্র, নির্ভরযোগ্যসূত্র ইত্যাদি শব্দমালা ব্যবহার করতেন, এখন এই আইন যেহেতু তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেহেতু সাংবাদিকগণ এখন নাম-পরিচয়হীন সোর্সের পরিবর্তে সঠিক উৎস-সূত্র ব্যবহার করতে পারছেন। সুতরাং সার্বিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অনুকূলে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকারের জন্য সহায়ক বা অনুকূল হলেও পেশাগত ঝুঁকি বা নিরাপত্তার প্রশ্নে তেমন সহায়ক নয়; তবে এই আইনের আওতায় যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে রিপোর্ট তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আগের তুলনায় এসব ক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তাগত ঝুঁকি এখন কিছুটা হলেও কমেছে। তবে সাক্ষাৎকারদাতাদের বক্তব্য মতে, আইন দিয়েই কেবল সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি

Dhaka University Institutional Repository

কমানো যাবে না। এক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা বা ঝুঁকি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সুতরাং সংবাদকর্মীদের পেশাদারিত্ব ও পেশাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে সাক্ষাৎকারদাতাগণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনে দায়ী ব্যক্তিদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রাখার অনুকূলে সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাংশই মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনে শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও আইনটি কার্যকর হওয়ার তিন বছরে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে মাত্র একজন ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে। আর তাই গবেষণা তথ্যে লক্ষ করা যায়, তথ্য অধিকার আইনটির প্রত্যাশিত প্রয়োগ সম্ভব না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপনের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না তেমনি দুর্নীতি রোধেও এর তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না।

- তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আর এই আইন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হয়েছিল; কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের তিন বছর পরেও কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি ; আইন প্রণয়নের পূর্বে আরটিআই আইনের ব্যাপারে যতটা উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল পরে সেটি আর চোখে পড়েনি। আর এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যাপারে যতটা প্রচার ও জনসংযোগ চালানো দরকার ছিল তা করা হয়নি বিধায় আইনটির মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আইনটি মূল্যায়নের জন্য তিন বছর সময় যথেষ্ট নয়।

১১.২.৩ ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের মূলকথা

- ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবে সামান্যই ফলপ্রসূ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরটিআই আইনটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে; যেমনঃ আইন হওয়ার পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে সরকারি অফিসে গিয়ে তথ্য চাওয়ার কোনো আইনগত অধিকার ছিল না সেখানে এখন একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে; আগে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে তথ্য লুকানোর সংস্কৃতি যতটা জোড়ানো ছিল, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে ফলে, অর্থাৎ দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে এরূপ ধারণা পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে সার্বিক অভিগম্যতা আগের চেয়ে বাড়লেও আরটিআই আইনটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যায় বিবেচনা করলে এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

- এফজিডি'র তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইনের বেশ কিছু সবল দিক থাকলেও আইনটির বাস্তবায়নে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বল দিক ফুটে উঠেছে; যেমন: আরটিআই আইনটি এমন একটা আইন যা সরকার প্রয়োগ করে না, জনগণ এর প্রয়োগ করে; সরকারি-বেসরকারি তথ্যক্ষেত্রে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের তথ্য অভিগম্যতায় আইনটা সহায়ক এবং তা মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি মোক্ষম হাতিয়ার; সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ করে গভীরতর রিপোর্টিং বা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই আইন বিশেষ সহায়ক। আপরদিকে লক্ষ করা যায়, এই আইনের ফলে জনস্বার্থযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের তদন্তাধীন কোনো ঘটনা তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা লুকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আবার, তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কেউ যদি তথ্য না দেয় সেক্ষেত্রে প্রতিকার পেতে আইনে কঠোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া, তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন যেমন আপারগ তেমনি তথ্য পাওয়ার মেয়াদও বেশ দীর্ঘ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অস্পষ্টও বটে।

- ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তথ্য পাওয়ার পথে অন্যতম বাধা হলেও আগে যেখানে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কথা বলে তথ্য গোপন রাখা সম্ভব হতো, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার ফলে এখন তা আর তথ্য না দেওয়ার অনুকূলে জোড়ালো ভিত্তি বা যুক্তি হিসেবে কাজ করছেনা। অর্থাৎ ধীরে ধীরে সরকারি অফিসে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্র বা আবহ তৈরি হচ্ছে। তবে আলোচকদের ভাষ্য অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে তথ্য গোপন

Dhaka University Institutional Repository

করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে তথ্য চাইলেই প্রদান করা হবে – সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মানসিকভাবে সেরকম হতে এখনই প্রস্তুত নয়।

- অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের বক্তব্য পর্যালোচনা শেষে এরূপ ধারণা করা যায় যে, সাংবাদিকদের জন্য সুখবর হলো, আরটিআই আইনটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে ; তথ্য অধিকার আইনটি বস্তুনিষ্ঠ বা সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বিকাশের ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারছে। আর সেকারণেই আগের তুলনায় সাংবাদিকদের কাজের ক্ষেত্র তথা সংবাদক্ষেত্র যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে তেমনি গুণগত রিপোর্টিংসহ সাংবাদিকতার মানগত উৎকর্ষের জায়গায়টিতেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে।

- আলোচক সাংবাদিকদের বক্তব্য থেকে এরূপ ধারণা পাওয়া যায় যে, সরাসরি যে সকল সাংবাদিক মাঠে কাজ করছে তারা কম-বেশি নিজেদের উদ্যোগে আইনটি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক, সহকারী সম্পাদক পর্যায়ের সিনিয়র অনেক সাংবাদিদেরকে এ বিষয়ে অবহিত না করলে সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

- ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ থেকে আরও জানা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য যে সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হতো, সে সূত্রের নাম গোপন রাখতে হতো। আরটিআই আইনের ফলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই আইন ব্যবহারে সাংবাদিকবৃন্দ এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। ফলে আইনটির ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও তার যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছেনা। আর তথ্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকবৃন্দ অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। তবে দৈনন্দিন ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আইনটি তেমন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে না।

- ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায়, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সুবাদে রাশিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্র কেনার বিষয়টা জানা সম্ভব হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এই তথ্য জানা না গেলেও এরূপ ভাবার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে, আরটিআই আইনের প্রভাবেই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতি অনুসরণ করে আইএসপিআর

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করতে পেরেছে। আলোচকদের বক্তব্যে স্ব-উদ্যোগে প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ওয়েব সাইটকে হালনাগাদ করার বিষয়ে তাগিদ উঠে এসেছে।

- অংশগ্রহণকারী ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা সেসব তথ্যই দ্রুত দিয়ে দিচ্ছেন, যেটা প্রকাশ পেলে তাঁরা সুবিধা পাবেন; আর যেখানে তাঁদের কোনো স্বার্থ নেই অথবা ক্ষতি হতে পারে, সেসব তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা গড়িমসি করে থাকে। সুতরাং ধারণা করা যায়, যতক্ষণ না তথ্য গোপনীয়তা ও দুর্নীতি করার মানসিকতা না কমবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবক্ষেত্রের তথ্য পাওয় সহজ হবে না।

- আলোচকদের বক্তব্য পর্যালোচনা থেকে এরূপ ধারণা পাওয়া যায় যে, ভিন্নমাত্রায় আগের তুলনায় দুর্নীতি এখন বেড়েছে। আগে হতো লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি, এখন হচ্ছে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি; সংখ্যার বিচারে না বাড়লেও মাত্রার বিচারে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে; যেমনঃ সাম্প্রতিককালে বহু হাজার কোটি টাকার কয়েকটি দুর্নীতির ঘটনা ফাঁস হয়েছে। ধারণা করা যায়, গত ২০ বছর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে।

- এফজিডি'র তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারের নীতি নির্ধারকদের তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা না থাকায় তারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অন-লাইনে তথ্য বিনিময়ে ভয় পায়। গবেষণার তথ্যে আরও লক্ষ করা যায়, তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতাসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের ভীতি, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ভীতি – এসবকিছুর পেছনে কাজ করছে দুর্নীতি ও ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা হিসাব-নিকাশ, যা লুকানোর জন্যই মূলত তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করা হয়।

- এফজিডি'র তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ সরকারি অফিসে তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা খুবই নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। তথ্য দেওয়ার সক্ষমতা, নিয়ম-নির্দেশনা, –এমনকি যেসব তথ্য আছে সেগুলোরও কোনো স্পষ্ট তালিকা নেই। তাছাড়া, তথ্য অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

আইনের আওতায় প্রতিটি দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ দপ্তরে সত্যিকার অর্থে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। সুতরাং সরকারি অফিসের তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নাজুক পর্যায়ে রেখে আরটিআই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয়।

- অংশগ্রহণকারী ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা য়ায়, তথ্য কমিশন আরটিআই আইনটাকে সকলের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এই আইন বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশনের ভূমিকাই মূখ্য। আর তাই আইনটি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন হলেও এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনের সর্বজনীন কোনো পরিকল্পনা আদৌ আছে কি না সে ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান।

- ফোকাস দল আলোচকদের সাধারণ পর্যালোচনায় এরূপ বক্তব্য উঠে আসে যে, আরটিআই আইনটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী এবং পালনকারী উভয়ের স্বদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনটি যতই প্রয়োগ করা হবে ততই এর সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে জানা যাবে। তাই আইনটি সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, আইনগতভাবে তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক কর্মকর্তা এখনও তা জানেন না। কারণ, তাদেরকে সেভাবে সচেতন বা প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হয়নি। আর এ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হলে জনগণ এই আইন বলে বেশি সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন এবং জনগণের স্বাভাবিক তথ্য অভিগম্যতার অধিকারটি সুসংহত হবে। কেননা, আরটিআই আইনটি একমাত্র আইন যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জানার অধিকার ও নাগরিক স্বার্থ রক্ষা তথা নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

- ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্য বিশ্লেষণ থেকে এরূপ ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আরটিআই আইনটি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের তথা যোগাযোগের অধিকার নিশ্চিত করা হলে প্রকারান্তরে তা মানবাধিকারকেই সমুন্নত করে। একইভাবে জরুরি পণ্য ও সেবার তথ্য জানা থাকলে সাধারণ মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

ভোক্তা-অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সুতরাং তথ্যের অধিকারকে মানবাধিকারের ধারণা থেকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, 'মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং তথ্য অধিকার –এ বিষয়গুলো একই সুতোয় গাঁথা'।

- ফোকাস দল আলোচকদের বক্তব্যের ভিত্তিতে সাধারণ পর্যালোচনায় উঠে আসে যে, আরটিআই আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে এ আইনটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আরটিআই আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে বিভিন্ন সংগঠন, যেমন: পিআইবি, প্রেস কাউন্সিল, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রভৃতি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের জন্য এরূপ বিষয়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে।

১১.২.৪ ঘটনা অনুধ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের মূলকথা

- তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর কিছু সংবাদকর্মী, মানবাধিকার সংগঠন এবং এনজিওগুলো তথ্য পেতে আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। এই আইনের অধীনে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে, প্রতিবেদন, মামলা বা আপীল করে প্রতিকারের ব্যবস্থা পাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছেন।

- বর্তমান গবেষণায় এ ধরনের পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে; যেখানে দেখা যায়: এ সব ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কাজের ব্যয়ের হিসাব জানা। যথাযথ কাজ হলো কি না তা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা। অনিয়ম খতিয়ে দেখা, কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা। সর্বোপরি, জনগণকে সচেতন করে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা পেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

- উল্লিখিত পাঁচটি ঘটনা অনুধ্যানেই দেখা গেছে তথ্য পেতে অনেক জটিলতায় পড়তে হয়েছে আবেদনকারীকে। তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীরা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য সাড়া পাননি। এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেও আবেদনকারীরা কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাননি। শেষ পর্যন্ত তথ্য পেতে চূড়ান্তভাবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হয়েছে তাদেরকে। ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তথ্যে গড়মিল থাকার কারণেই তথ্যদাতাগণ সাধারণভাবে তথ্য দিতে চাননি। তথ্যদাতাদেরকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেননি – এমনকি এড়িয়ে গেছেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সবশেষে তথ্য কমিশনের হস্তক্ষেপে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের তথ্য পেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আবেদনকারীর চাহিদা পূরণ হয়নি।

- এসব ঘটনার ইতিবাচক দিক হলো, তথ্য পেতে আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য গোপনের মানসিকতা ও কারণ সম্পর্কে সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। আইনী প্রক্রিয়ায় তথ্য গ্রহীতার জয় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। এমনকি আইনটি সম্পর্কে তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা এবং অনীহার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করতে মূল বাধাগুলো চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোপরি, তথ্য পাওয়া-না-পাওয়ার অভিজ্ঞতা বা বিড়ম্বনা সম্পর্কে গণমাধ্যমের সহায়তায় সাধারণ জনগণের কাছে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

- পরিশেষে ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণ থেকে আরও লক্ষ করা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য পেতে তথ্য গ্রহীতাকে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং সচরাচর কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কেও উদাহরণ তৈরি হয়েছে। এছাড়া সবার জন্য শিক্ষণীয় দিকসমূহ বেরিয়ে এসেছে যে, তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব – জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব সে সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এসব ঘটনা অনুধ্যান থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.৩ সমাপনী প্রতিফলন

'সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে গবেষণার পূর্বানুমানগুলোর মধ্যে *'তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্বের চেয়ে আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্য অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়'* (পাই চিত্র ৭.৪, সারণি ৭.৩, রেখা চিত্র ৭.৮, সারণি ৭.৫ দ্রষ্টব্য) এবং *'তথ্য অধিকার আইন সংবাদকর্মীদের পেশাগত তথ্য অভিগম্যতা বাড়াতে সহায়ক'* (সারণি ৭.৬, সারণি ৭.১১, সারণি ৭.১২, সারণি ৭. ২৬ দ্রষ্টব্য) অনুমান দুটি বহুলাংশে ইতিবাচকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, গবেষণার তৃতীয় পূর্বানুমান *'অবাধ তথ্য অভিগম্যতা জনপ্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকর করতে অধিকতর সহায়ক'* পূর্বানুমানটি ইতিবাচকভাবে সামনে আসলেও প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কিছু বাধা-বিপত্তি কাঙ্ক্ষিত *স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা* তথা সুশাসনের লক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (সারণি ৭.৩, সারণি ৭.৭, সারণি ৭.৮, সারণি ৭.৯, রেখা চিত্র ৭.১৭, সারণি ৭.১৬, রেখা চিত্র ৭.২৬, সারণি ৭.১৯, রেখা চিত্র ৭.২৯ দ্রষ্টব্য)।

এছাড়া, গবেষণায় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অর্থাৎ গভীরতর সাক্ষাৎকার, ফোকাসদল আলোচনা এবং ঘটনা অনুধ্যান বিশ্লেষণ থেকেও উল্লিখিত পূর্বানুমানগুলোর অনুকূলে তথ্য-উপাত্তের ইতিবাচক সমর্থন পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.৪ সুপারিশ

পূর্বোক্ত পাঁচটি অধ্যায়ের সামগ্রিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে, অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য অভিগম্যতার প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ষষ্ঠ থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের দুটি প্রাথমিক সমীক্ষা, দু'পর্যায়ের গভীরতর সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা ও ঘটনা অনুধ্যান পর্যালোচনা শেষে বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নরূপ সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হলোঃ

১. নাগরিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে তথ্য অধিকার আইনটির অন্তর্গত যে বিশাল শক্তি তার গুরুত্ব অনুধাবনে নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমসমূহকে আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার;

২. নাগরিকদের প্রতি সংবাদ মাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অবাধ তথ্য প্রবাহ তথা অধিকতর তথ্য অভিগম্যতার অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরিতে সংবাদকর্মীদের কার্যকর ভূমিকা রাখা জরুরি;

৩. পেশাগত দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই আইনটি ব্যবহারে সংবাদকর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়া দরকার; এক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো সাংবাদিকদের নিয়ে তথ্য আইনের সহায়তায় রিপোর্টিং কৌশল বা উপায় নির্ধারণে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। এছাড়া, তথ্য অধিকার আইনের প্রায়েগিক সমস্যা-সম্ভাবনার বিভিন্ন দিকে ফোকাস করে তাঁরা অ্যাসাইনমেন্টসহ স্বল্প মেয়াদী বিশেষ প্রতিবেদনের পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে গভীরতর ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে পারেন

৪. তথ্যের স্বাধীনতা সুসংহত করতে এবং আরটিআই আইনের সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের সক্রিয়, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন; একইসঙ্গে সংবাদকর্মীদের সুযোগ ও অধিকারের নিশ্চয়তার অনুকূলে পেশাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন;

Dhaka University Institutional Repository

৫. সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য চেয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবেদন করা এবং তথ্য না পেলে কিংবা দেরি হলে সে বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া এবং চাহিদা মতো তথ্য পাওয়া নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক ভূমিকা জোরদার করতে হবে;

৬. এনজিও, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, তথ্য কমিশন – সবাইকে সম্পূরক ও পরিপূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে; এক্ষেত্রে এনজিওগুলো মানুষের তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে আরও বেশি সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে পারে;

৭. নাগরিক সমাজ আরটিআই আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে যেমন: বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলোর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে, তথ্য কমিশনের গঠনমূলক সমালোচনা করে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে;

৮. রাজনৈতিক দলগুলোর জনভিত্তি সুসংহত করার স্বার্থেই তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে;

৯. জনবান্ধব আইন হিসেবে আরটিআই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট বাড়াতে হবে;

১০. জনপ্রশাসনিক সেবাদানের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রশাসনের সর্বস্তরে কাজের দ্রুততা নিশ্চিত করতে হবে;

১১. সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা (কম্পিউটারায়ন ও অনলাইন তথ্য-সেবা নিশ্চিত করা) জরুরি;

১২. জনপ্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়ক সহায়ক কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলোতে 'দায়িত্ব-সচেতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নিয়োগ করতে হবে;

১৪. রাজনৈতিক বিশ্বাস তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে; এক্ষেত্রে তথ্যপ্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত থাকা প্রয়োজন ।

১৫. নাগরিক সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরির অনুকূলে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় মোটিভেশনের পাশাপাশি তাদের জন্য আরটিআই আইনের বিভিন্ন দিকের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

১৬. জনগণকে তথ্য সরবরাহে কার্যকর ভূমিকা রাখতে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার;

১৭. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আবেদন ও আপিল নিষ্পত্তির মেয়াদ কমানো দরকার;

১৮. তথ্য চেয়ে না পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তথ্য কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের আরও সক্রিয় আন্তরিক হতে হবে; এক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া, জরিমানার পরিমাণ বাড়ানো, দুর্নীতি ও দুর্বলতা পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা যেতে পারে;

১৯. নাগরিকদের চাহিদানুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য সকল সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

২০. দৈনন্দিন সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য এই আইন ব্যবহারের অনকূলে উপযোগিতা সৃষ্টির পাশাপাশি সংবাদকর্মীগণ যাতে আইনের আওতায় চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পান সে ব্যাপারে তথ্য কমিশনের দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা থাকা দরকার;

Dhaka University Institutional Repository

২১. আরটিআই আইনের আওতায় তথ্য না পাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে গণমাধ্যমে নিয়মিত ফলোআপ রিপোর্ট করা যেতে পারে;

২২. ইনডেপ্থ নিউজ রিপোর্টিংয়ে আইনটির পর্যাপ্ত ব্যবহারের অনুকূলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন; আর এ লক্ষ্যে সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে তথ্য কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন, যেমন: পিআইবি, প্রেস কাউন্সিল, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের জন্য এ বিষয়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে।

২৩. তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক, সহকারী সম্পাদক পর্যায়ের সাংবাদিদেরকে আরটিআই আইন সম্পর্কে এবং সংবাদিকতায় এ আইন ব্যবহারের সুযোগ ও সম্ভাবনা বিষয়ে অবহিত করতে তথ্য কমিশনের ভূমিকা কার্যকর ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

২৪. ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে প্রেস কাউন্সিলের আওতাভুক্ত করার পাশাপাশি সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে প্রেস কাউন্সিলের বিচারিক আওতা (জুরিসডিকশন) বিস্তৃত করে তিরস্কারের পরিবর্তে এর শাস্তির বিধান আরও কিছুটা কঠোর করা প্রয়োজন;

২৫. দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভূমিকা নিতে হবে; এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও গণমাধ্যমকে সমন্বিত উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি দমনে সহায়ক অন্যান্য আইনের সমন্বিত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৬. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতি ও চর্চাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবক্ষেত্রে প্রকাশ করা এবং তা হালনাগাদ রাখা অত্যাবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি জনস্বার্থযুক্ত তথ্য প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারে স্বদিচ্ছা ও আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে;

২৮. তথ্য কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা নিশ্চিত করা জরুরি; আর এ লক্ষ্যে তথ্য কমিশনকে আরও সক্রিয় করতে দলীয় নিয়োগ বন্ধ করা, গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা আমলাদের নিয়োগ না দিয়ে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদেরকে প্রাধান্য দিয়ে কমিশনের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

২৯. তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে, অভিযোগ নিস্পত্তির দ্রুত সুরাহা নিশ্চিত করতে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকার পেতে প্রতি বিভাগে একটি করে তথ্য কমিশনের অফিস চালু করা যেতে পারে;

৩০. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় নাগরিকদের তথ্য অভিগমতার অধিকার সুসংহত করতে এবং আরটিআই আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের উদ্বুদ্ধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন; আর এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন ও গণমাধ্যমসমূহ যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে।

৩১. সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে তথ্য অধিকার আইনটিকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন; এক্ষেতে ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো কর্মসূচিকে আরটিআই আইনের সঙ্গে সমন্বিত করে অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩২. তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইনগুলো সংশোধন ও বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন;

৩৩. তথ্য অধিকার আইনের ৭ নম্বর ধারায় তথ্য না দেওয়ার দায়মুক্তির তালিকা বা আওতা কমানো প্রয়োজন এবং আইনটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যোপযোগিতা নিশ্চিত করতে এবং আইনের কিছু অস্পষ্টতা ও বাধা-বিপত্তি দূর করতে বিদ্যমান আইনের সংস্কার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. আরটিআই আইনের ওপর প্রামাণ্য তথ্যচিত্র, টক-শো, নাটিকা ইত্যাদি সম্প্রচার করে জনঅংশগ্রহণ ও গণসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া যেত পারে;

৩৫. আরটিআই আইন সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে; যেমন: র‍্যালি, হ্যান্ডবিল, পোস্টারিং, পথ নাটক, সভা, সেমিনার, ইত্যাদি ।

৩৬. আরটিআই আইনটি মানবাধিকার রক্ষায় সহায়ক বিধায় তথ্যক্ষেত্রে অভিগম্যতা বাড়াতে এবং মানবাধিকারকে সমুন্নত করতে তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে;

৩৭. সর্বোপরি, সকল স্তরের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এবং বিশেষ করে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক কোর্সগুলোতে তথ্য অধিকার আইনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

১১.৫ সমাপনী বক্তব্য

বিগত কয়েক দশকে নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতার অধিকার সুসংহত করার অনুকূলে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশ ও অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৭৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের অন্তত একশটি দেশে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে (১৭৬৬-১৯৭৮) মাত্র তিনটি দেশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫১-১৯৮৭) ১১টি দেশ এবং তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৯০-২০১২) ৮৬টি দেশে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ গত ২২ বছরে ৮৬টি দেশে এ ধরনের আইন প্রণীত হয়েছে। উল্লিখিত বৈশ্বিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথা তথ্যের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবনে সুশাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত করার পাশাপাশি জনপ্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয় । আর তাই বর্তমান গবেষণার ফলাফল এবং উল্লিখিত বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন ত্বরান্বিত করতে নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে সংবাদকর্মীদের তথা নাগরিকদের অবাধ তথ্য অভিগম্যতার স্বরূপ সন্ধানে বর্তমান গবেষণাটি উচ্চতর গবেষণা হিসেবে একটি সূচনা প্রয়াস মাত্র। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই গবেষণায় অবাধ তথ্য অভিগম্যতার অনুকূলে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনামূলক তথ্য-উপাত্ত উঠে এসেছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতের গবেষকবৃন্দ এসব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আরও নিবিড় গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। এই গবেষণাটি গবেষক, সাংবাদিক, সাধারণ নাগরিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাজে লাগলে আমার এই গবেষণা প্রয়াস স্বার্থক মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

গবেষণা-সমীক্ষা

ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ, বেগম সুরাইয়া ও খীসা, উৎপল কান্তি, *বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী : একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা, ২০১১

তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০২

তথ্য অধিকার আইন : তৃণমূলের কণ্ঠস্বর, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর : একটি পর্যালোচনা, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১১

রহমান, কাজী সোনিয়া, 'গ্রামীণ মানুষের তথ্য-চাহিদার স্বরূপ, সমস্যা ও সমাধান: একটি সমীক্ষা', *পল্লী উন্নয়ন*, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ১৩তম সংখ্যা, ২০০৯,

রায়হান, অনন্য, *তথ্য অধিকার আইন তৃণমূলের কণ্ঠস্বর*, সংক্ষিপ্তসার, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০

Banisar, David, *Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws*, Privacy International, London, UK, 2006

Brown, Stephen, *The Right to Know: A Comparative Analysis of the Freedom of Information Act and the Access to Information Act,* Carleton University School of Journalism, Ottawa, 1980

Fisher, Desmond, *The Right to Communicate :* A Status Report. Reports and Papers in Mass Communication, No. 94, UNESCO, Paris, 1981

Global Trends on the Right to Information : A Survey of South Asia, Article 19, Centre for Policy Alternatives (Commonwealth Human Rights Initiative, Human Rights Communication of Pakistan, July 2001

Interim Report on RTI BASELINE SURVEY FOR BANGLADESH, World BankDhaka Office, December, 2012

Mendel, Toby, *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey,* Second Edition, UNESCO, New Delhi, 2004

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

আমার তথ্য জানার অধিকার, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ, নয়াদিল্লী, সূচনা রাখার অধিকার এর অনুকরণে মানুষের জন্য কর্তৃক মুদ্রিত, মানুষের জন্য, ঢাকা

আফরোজ, ফারহানা *তথ্য অধিকার আইন : কাঠামো ও প্রয়োগ*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১২

আমিন, শামীম আল, *গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

ইসলাম, খায়রুল, *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও আইন*, কাউন্সেল বুকস, ঢাকা, ২০০০

গণমানুষের গণমাধ্যম, কামরুল হাসান মঞ্জু, সম্পাদিত, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল, ২০০৮

চক্রবর্তী, অজয় রঞ্জন, *তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা*, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (১৯৮৬)

চমস্কি, নোয়াম, *গণমাধ্যমের চরিত্র* (গণমাধ্যম বিষয়ক দুটি রচনার সংকলন), মন ফকিরা, কলকাতা, ২০০৬

চমস্কি, নোয়াম, *৯/১১-র পর কোন দিকে চলছে দুনিয়া*, মন ফকিরা, কলকাতা, ২০০৭

তথ্য অধিকার আইন : সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১১

তৃণমূল মানুষের তথ্য অধিকারের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংকলন—১, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ডিসেম্বর, ২০০৭

দারুওয়ালা, মাজা এবং নায়েক ভেঙ্কটেস, *আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার: অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন*, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০০৯

দাশ, ভবেশ ও ফেরদৌস, রোবায়েত, *তথ্যের অধিকার* চারদিক, ঢাকা, ২০০৭

নাসরীন, গীতি আরা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর, *তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে*, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৮

মানবাধিকার : ৫০ বছরের অগ্রযাত্রা, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯

মান্না, বংশী, *ভারতের প্রেস আইন* (২য় সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

মান্নান, অধ্যাপক মোঃ আবদুল ও মেরী, সামসুন্নাহার খানম, *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা এর পক্ষে এফ রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৮

মোসলেম, সীমা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস* (১৭৮০-১৯৪৭), পিআইবি, ঢাকা, ২০০৩

রঞ্জনা, শাহানা হুদা ও অলক, সুকান্ত গুপ্ত, *সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন*, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা, ২০১০

রশীদ, হারুনুর, *রাজনীতিকোষ (দ্বিতীয় সংস্করণ)*, বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, আগস্ট, ২০০০

রহমান, গাজী শামছুর, *বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক ভাষ্য*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

রহমান, গাজী শামছুর, *মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪

রহমান, গাজী শামছুর, *সংবাদ বিষয়ক আইন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

রহমান, অলিউর, *তথ্যের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতা*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

রায়, সুধাংশু শেখর, *সাংবাদিকতা : সাংবাদিক ও সংবাদপত্র*, ধলেশ্বরী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

রীয়াজ, আলী, *গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯

লেভিন, লিয়া, *মানব অধিকার প্রশ্ন ও উত্তর*, (সৌরীন ভট্টাচার্য অনূদিত) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৮

শ্র্যাম, উইলবার, *মানুষ মাধ্যম ও যোগাযোগ* (তালুকদার ইকবাল হোসেন অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), জুন, ২০১০

হক, আবু নছর মো. গাজীউল, *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬

Baran, Stanley J. & Davis Dennis K., *Mass Communication Theory (4th Edition)*, Thomson Wadsworth, United Kingdom, 2006

Basic Facts About the United Nations, *Centre for Human Rights*, Geneva, 1989

Benn, Tony, *The Right to Know : The Case For Freedom Of Information to Safeguard Our Basic Liberties*, Institute For Workers Control, Nottingham, 1978

Dhaka University Institutional Repository

Bertil, Linter et. al., *The Right to Know: Access to Information in Southeast Asia, Philippine Centre For Investigative Journalism,* Philippines, 2001

Bilder, Richard, *"An Overview of International Human Rights Law",* Guide to International Human Rights Practice, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1984

Bindal, C. M. and Anshu Bindal, *Guide to the Right to Information Act,* 2005, Snow White Publications Pvt. Ltd., Mumbai, 2009

Chatterjee, P.K., *"Freedom of Speech and Right to Information",* All India Reporter, Vol. 38, 2000

Darda, Prachiti Kishore, *"Right to Information : A Floodgate to Courts",* All India High Court Cases, Vol. 13, No. 10

Das, P.K., *Hand book on the Right to Information Act,* 2005, Universal Law Publishing Co., Delhi, 2006

Dialogue Understanding and Tolerance First Asia Media Summit 2004, Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, October 2004

Donald, Treadwell, *Introducing Communication Research,* SAGE Publication Inc., New Delhi, 2011

Eide, Asbjorn, *International Protection of Human Rights,* Council of Europe, Strasbourg, 1989

Gill, Ranjit, *ASEAN Towards the 21st Century,* ASEAN Academic Press, London, 1997

Goel, S. L., *Good Governance - An Integral Approach,* Deep and Deep Publications, New Delhi, 2007

Goel, S.L., *Right to Information and Good Governance,* Deep and Deep Publications, New Delhi, 2007

Goldberg, David, *Advocating for the Right to Information- The Swedish "Oddity"?,* Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi, 2002

Gudmundur, Alfredson and Asbjorn Eides (eds.), *The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement,* Kluwer Law International, 1999

Dhaka University Institutional Repository

Hall, Stuart, *Representation Cultural Representations and Signifying Practices,* SAGE Publication, New Delhi, 1997

Harvey, Colin J., *Human Rights in the Community: Rights As Agents for Change,* Hart Publishing, Oxford, 2005

Kumar, Prakash, *Right to Know: A Hands-on Guide to the Right to Information Act,* Vikas, New Delhi, 2006

Laski, Harold J., *A Grammar of Politics,* George Allen and Unwin, London, 1960

Madhav, Srinivas, *Transparent Revolution- Right to Information in Action,* Asia Law House, Hyderabad, 2006

Maheshwari, Anil and Faizan Mustafa, *Right to Information : A No-Win Situation,* Ajanta Publications, Delhi, 1998

Mander, Harsh and Abha Singh Joshi, *The Movement for Right to Information in India,* Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi, 1999

Mander, Harsh, *Movement for Right to Information in India,* National Centre for Advocacy Studies, Pune, 1999

Manhas, Arvind, *Right to Information as a Tool for the Promotion of Human Rights,* National Human Rights Commission, New Delhi, 2008

Many Voices, One World, Communication and Society Today and Tomorrow, Unesco, Paris, 1980

McIntyre, W.D., *A Guide to the Contemporary Commonwealth,* Palgrave, New York, 2001

Md. Anisur Rahman, Participatory Action Research Learning from the School of Life, 2004

Melber, Henning, *The New African Initiative and the African Union : A Preliminary Assessment and Documentation,* Nordiska Afrikainstitutet, Sweden, 2002

Mishra, Neelabh, *People's Right to Information Movement : Lessons from Rajasthan,* United Nations Development Programme, New Delhi, 2003

Mogilshetty, Deepika, *Access to Information : A Comparative Overview of Laws in India and Pakistan,* Commonwealth Human Rights Initiative, New

Dhaka University Institutional Repository

Delhi, 2003

Mowlana, Hamid, *Global Information and world Communication* (New Frontiers in International Relations), [2nd edition], SAGE Publications, London, 1998

Mukhopadhyay, Asok Kumar (ed.), *Right to Information,* Administrative Training Institute, Government of West Bengal, Kolkata, 2007

Nair, Raman R. (ed.), *Right to Information: Information Technology for Participatory Development,* Concept, New Delhi, 2003

Open Sesame: Looking For the Right to Information In The Commonwealth, Daruwala, Maja (ed.), Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi, 2003

Petzold, Herbert, *The European Convention on Human Rights : Cases and Materials, International Institute of Human Rights,* Strasbourg, 1984

Rowat, Donald C., *Administrative Secrecy in Developed Countries,* Macmillan, London, 1979

Schiller, Herbert, *Information Inequality :* The Deepening Social Crisis in America. New York: Routledge, 1996

Sunstein, Cass, *Democracy and The Problems of Free Speech,* New York: The Free Press, 1993

The Right to Know: South Africa's Promotion of Administrative Justice and Access To Information Acts, Lange, Claudia and Jakkie Wessels (ed.), Siber Ink, Cape Town, 2004.

The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond, Danieli, Y. et. al. (eds.), Baywood Publishers, Amityville, 1998

Towards an information Regime : Confronting Common Challenges, Manusher Jonno, June, 2009

Wasia, Angela, *Global Sourcebook on Right to Information,* Kanishka Publication, New Delhi.

Winston, Brain, *Media Technology and Society,* London, Routledge C, 1998

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা-জার্নাল

আহম্মদ, ড. আবুল মনসুর, ইসলাম, আমিনুল ও আহমেদ, মুস্তাক, 'বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মাঝে তথ্য প্রবাহের স্বরূপ', *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা, ২০১৩

ইসলাম, এম. আমীর-উল *জানার অধিকার মুক্তির অধিকার*, নিরীক্ষা, সংখ্যা-১০৯, এপ্রিল, ২০০৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, রেজিস্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০০৫, সংখ্যাঃ ৭৯, জুন, ২০০৪ আষাঢ় ১৪১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, রেজিস্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ২০০৮, সংখ্যাঃ ৮৮, জুন, ২০০৭ আষাঢ় ১৪১৪

ফেরদৌস, রোবায়েত ও হোসেন, মীর মোশারেফ, *অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টঃ তথ্য-প্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়, প্রান্তজন*, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), সংখ্যা-২, জুলাই, ২০০২

'*বাংলাদেশ জার্নাল অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স*'- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'র গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত জার্নাল (ভল্যুয়ুম-১, নং-এক, ডিসেম্বর, ১৯৯৮)

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক), ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১, জানু-মার্চ, ২০০৭

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক) , ১ম বর্ষ, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন, ২০০৭

বাংলাদেশে গণগবেষণা ত্রৈমাসিক), ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৭

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক), ১ম বর্ষ,সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৭

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক), ২য় বর্ষ, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক), ২য় বর্ষ, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন, ২০০৮

বাংলাদেশে গণগবেষণা (ত্রৈমাসিক), ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮

মজহার, ফরহাদ (সম্পাদিত), *ইনফরমেটিক্স*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০০

মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল, *তথ্য প্রাপ্তিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রতিবন্ধকতা*, নিরীক্ষা, সংখ্যা-১০৯, এপ্রিল, ২০০৩

মাধ্যম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক পত্রিকা, সম্পাদক কর্তৃক ইনস্টিটিউট অব মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আষাঢ় সংখ্যা ১৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ, (যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), বিকল্প অফসেট প্রেস, রাজশাহী, সংখ্যা ৮, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

যোগাযোগ, (যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), মহানগর প্রিন্টি প্রেস, রাজশাহী, সংখ্যা ৭, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭,

যোগাযোগ, (যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক), মমিন অফসেট প্রেস, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

যোগাযোগ পত্রিকা, গণযোগাযোগ ফোরাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি, ১৯৯১

সমাজ নিরীক্ষণ নির্দেশিকা সংখ্যা ১–৪৬ নভেম্বর ১৯৭৮ নভেম্বর, ১৯৯২, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, জানুয়ারি, ১৯৯৩

সমাজ নিরীক্ষণ বিশেষ সংখ্যাঃ ২০০০ সালে বাংলাদেশঃ বর্তমান চিন্তা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর, ১৯৯৫

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি] খন্ড ৬, সংখ্যা ৬, পৌষ ১৪১৯/ডিসেম্বর, ২০১২, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০১৩

Access to Information, BJR, Bangladesh Center for Development Journalism and Communication, December, Dhaka, 1996

Asian Journal of communication, Rouledge, Vol. 15, No. 1, July, 2005

Asian Journal of communication, Rouledge, Vol. 15, No. 2, March, 2005

Bauer, Carlos Garcia, *"The Observance of Human Rights and the Structure of the System for their Protection in the Western Hemisphere",* American University Law Review, Vol. 30, No. 1, 1980

Bava, Noorjahan, *"Comparative Study of Freedom (Right) of Information Acts in India, United States and England",* The Indian Journal of Public Administration, Vol. 55, No. 3, July-September, 2009

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh Humanities, Asiatic Society of Bangladesh, December 2003, Volume 48, No. 2

Chakravarti, Prithvi S., *"Freedom of Information",* Press Council of India Review, Vol. 19, No. 1 January, 1998

Malick, M.H. and A.V.K. Murthy, *"The Challenge of E- Governance",* The Indian Journal of Public Administration, Vol. XLVII, No. 2, 2001

Dhaka University Institutional Repository

Miller, Page Putnam, *"Status Report on Freedom of Information Act"*, Political Science and Politics, Vol. 21, No. 1, Winter, 1988

Mullick, Souvanik, *"Right to Information and the Role of Media"*, All India Reporter, Vol. 96, February, 2009

Nahar, Emanual, *"Right to Information Act in India: A Critical Appraisal"*, South Asia Politics, Vol. 6, No. 11, March, 2008

Prabhash, J., *"Right to Information and Democratisation in Post-Colonial Societies: The Case of India."*, ISDA Journal, Vol. 11, No. 4

Priyanka, Ruchitta, *"Right to Information"*, South Asia Politics, Vol. 51, No. 6

Proshikhyan A Journal of Training and Development, Bangladesh Society for Training and Development, 2005, Vol. 13, No. 1, January-June, 2005

Rattan, Jyoti, *"Genesis of Right to Information under International and National Laws with Special Reference to India: A Critical Analysis"*, The Indian Journal of Public Administration, Vol. 55, No. 3, July- September, 2009

Sarkaria, R.S., *"Right to Information and Official Secrecy"*, Press Council of India Review, Vol. 11, No. 4, October, 1990

Sarkaria, R.S., *"Right to Information"*, Press Council of India Review, Vol. 14, No. 4, January, 1993

Sundaram, Karthik, *"Right to Information and Democracy"*, Symbiosis Law Journal, Vol. 4, September, 2004

Vittachi, Varindra Tarzie, *"Freedom of Information: Key to Development"*, Mainstream, Vol. 27, No. 26, 25 March, 1989

Menon, Vijay, *Information Flow in Asia- An Overview*, Media Asia, Vol-12, No.2, 1985

স্মারক-সাময়িকী

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০০৯, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), সেপ্টেম্বর, ২০০৯

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১১, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), সেপ্টেম্বর, ২০১১

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে বিশ্ব মুক্ত-গণমাধ্যম দিবস, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০০৫

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে, ইউনেস্কো এবং মানুষের জন্য'র সহায়তায় এমএমসি কর্তৃক প্রকাশিত, ৩ মে, ২০০৬

তথ্য অধিকার দিবস ২০০৬, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

তথ্য অধিকার দিবস (তথ্য অধিকার নীতিমালা), ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

তথ্য অধিকার দিবস (উন্নত জীবিকার জন্য চাই তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার), ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

তথ্য অধিকার দিবস ২০০৯, (জানাই চিনিয়ে দেয় সাফল্যের পথরেখা), ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০০৫

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০০৭

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০০৮

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ৩ মে, ২০১১

রহমান, গাজী শামছুর, *আইন কি সাংবাদিকের প্রতিবন্ধক?* বিশেষ বক্তৃতামালা, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Annual Report, Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights-BSEHR, 30 March, 2005

স্মারক সংকলন-সেমিনার নিবন্ধ

আমার তথ্য জানার অধিকার, কী তথ্য চাইবো/কীভাবে চাইবো/কার কাছে চাইবো, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), ২০১২

আমাদের তথ্য জানার অধিকার, লেজিসলেটিক এডভোকেসি এন্ড পার্টিসিপেশন অব দি সিভিল সোসাইটি প্রকল্প বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, জানুয়ারি, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার, কমনওয়েথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ ও নাগরিক উদ্যোগ, এপ্রিল ২০০৯

আলম, মীর সাহিদুল, *তৃণমূল মানুষের তথ্য অধিকারের খবর : পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংকলন*-১, ম্যাস্‌-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৭

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), গ্রামীণ জনপথে তথ্য ছড়িয়ে দাও

তথ্য অধিকার আইন তৃণমূলের কণ্ঠস্বর (২০১০) (USAID PROGATI MRDI), ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

তথ্য অধিকার আইন সহজ পাঠ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০১১

তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ, রিসার্চ ইনশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশ, ডানা প্রিন্টার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১০

তথ্য অধিকার, কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের সন্ধানে, মানুষের জন্য ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

তথ্যের অধিকার, তথ্য অধিকার আন্দোলন, নাগরিক উদ্যোগ, উষা আর্ট প্রেস, জানুয়ারি, ২০০৭

তথ্য অধিকার চর্চা ব্যবহারিক নির্দেশিকা, নাগরিক উদ্যোগ ও কমনওয়েথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ, এপ্রিল, ২০১১

তথ্য অধিকার বার্তা, রিসার্চ ইনশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১০ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

তথ্য অধিকার বার্তা, রিসার্চ ইনশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০১০ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, প্রান্ত জনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

তথ্য আমার অধিকার, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), অক্টোবর ২০০৮

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও *তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা*, ২০০৯ *এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন* ও উত্তর, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের এক বছর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জন-অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, জুলাই, ২০১০

তথ্য জানতে চাই তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য জানার অধিকার (২৫ জুলাই ২০০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

তথ্য মানে স্বচ্ছতা জনগণের ক্ষমতা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

নেটওয়ার্কিং সেমিনার টেলিভিশনে আমাদের সমাজ, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১

প্রান্তজন মানবাধিকার বিষয়ক জার্নাল, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), জুলাই ২০০২, মানবাধিকার জার্নাল, সংখ্যা ২

ফেরদৌস, রোবায়েত, *অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট : অবাধ তথ্যপ্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়*, প্রান্তজন (মানবাধিকার জর্নাল), ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ২০০২

বাস্তবায়ন সাহায়িকা তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, নাগরিক উদ্যোগ, মার্চ ২০১১

ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ও বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব), *অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট : তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশগম্যতা*, ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ২০০৩

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস স্মারকগ্রন্থ, ২০০২, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১ ও ২০১২

রহমান, অলিউর, 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমানুষের তথ্যের অধিকার', *নিরীক্ষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গণমাধ্যম সাময়িকী, ঢাকা, ২০০৮

সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা, (দ্বিতীয় সংস্করণ), তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা, ২০১১

Asian Studies Journal of the Department of Government & Politics, Jahangirnagar University, IM. 16 June, 1997

Bhargava, G.S., *"Of Stingers, Supplements and Right to Information"*, Mainstream, Vol. 35, No. 12, March 1997

Blanton, Thomas, S., *"The Openness Revolution: The Rise of a Global Movement for Freedom of Information"*, Development Dialogue, Vol. 1, 2002

Conference Report on Right to information (2006), Manusher Jonno Foundation, June, 2006

Manusher Jonno Foundation, *Conference Report on Right to Information: National and Regional Perspective*, Manusher Jonno Foundation, Dhaka, 2005

Dhaka University Institutional Repository

Open Sesame : Looking for the Right to Information in the Commonwealth, Commonwealth Human Right Initiative, Print World, New Delhi, 2003

Our Rights Our Information : Empowering People to Demand Rights Through Knowledge, Commonwealth Human Right Initiative, Print World, New Delhi, 2007

Right to Information : *The Current Situation in Bangladesh,* Conference Paper, Manusher Jonno, 13 December, 2005

Right to Information in South Asia, A Conference Report, 1999, Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi.

Seminar Paper on *Situational Analysis of Right to information in Bangladesh Challenges and Opportunities,* September, 2005, Manusher Jonno (MJ)

The Arts Faculty Journal Vol. 2, Nos. 2 & 3, July 2006-June 2008, Published by the Dean, Faculty of Arts, University of Dhaka

World Association of Press Councile WAPC, 8th International Conference, Bangladesh Press Council, Dhaka-Bangladesh, February, 2001

পুস্তিকা-প্রচারপত্র

আমাদের তথ্য জানার অধিকার, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯

আহমেদ, সাঈদ ও রহমান, মো. হাবিবুর, *তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা : নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা*, তথ্য অধিকার ফোরাম, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ, *বাস্তবায়ন সহায়িকা : তথ্য অধিকার আইন* ২০০৯, ঢাকা, ২০১১

তথ্য অধিকার, (কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের সন্ধানে), মানুষের জন্য, ঢাকা, ২০০৭

তথ্য অধিকার আইন: ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন কীভাবে, মির মাসরুর জামান/১২

তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ, (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১) রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

তথ্য মানে স্বচ্ছতা জনগণের ক্ষমতা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৮

তথ্য অধিকার আইন : সহজ পাঠ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, *কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের সন্ধানে*, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১০

Bhattacharjee, Ajit, *"The Right to Information Movement: Rajasthan Villagers Provide the Cutting Edge"*, The Tribune, 22 May. 2001

Chauhan, Chetan, *"Right To Information, Magic Wand For Villagers: Helps Them Conduct Audits of Work Done Under Rural Job Scheme"*, The Hindustan Times, 23 August. 2008

Joseph, Sarah, *"Democratic Good Governance: New Agenda for Change"*, Economic and Political Weekly, 24 March, 2001

Khan, Nayeemul Islam (April 2009), *Communica Journal of Communication & Media,* Momin Offset Press, Dhaka

Kumar, Virendra, *"People Have Right to Know: Right to Information Underlines Accountability",* The Tribune, 21 June, 2009

Melkote, Srinivas R. & Steeves, H. Leslie (2011), *Communication for Development in the Third World (2nd edition),* Sage Publications New Delhi/Thousand Oaks/London

Newton, Salim Reza, *Administration, Communication and Society,* Editor, adcomso journal from the Bengal Press, Rani Bajar, Rajshahi.

Practical Guidance Note on Right to Information, United Nations Development Programme, July 2004

Severin, Werner J., & Tankard, Jr James W. (1988), *Communication Theories,* Longman, New York & London

Stokes, Jane (2003), *How to do Media & Cultural Studies,* Sage Publications Inc. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/ Washington DC

Treadwell, Donald (2011), *Introducing Communication Research,* Sage Publications Inc. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/ Washington DC

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য কমিশনের প্রকাশনা

আইন কমিশন প্রণীত 'প্রস্তাবিত *Right to Information Act- ২০০০*' শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার* আইন, ২০০৯; *তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা. ২০০৯: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর*, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১০

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, *তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল-২০১২*, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্তসমূহ, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ২০১২

তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল-২০১২, তথ্য কমিশন, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ২০১২

বার্ষিক প্রতিবেদন ২ জুলাই, ০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ০৯, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ২০০৯

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০, (মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০) তথ্য কমিশন, এফ-৪/এ, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ২০১১

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, তথ্য কমিশন, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ২০১২

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২ জুলাই, ০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ০৯, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯

পত্রপত্রিকা

আলম, ব্যারিস্টার তানজিব-উল, *তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি অর্ধেক কমাতে পারে*, প্রথম আলো, ২৭ মে, ২০০৭

আলম, মীর সাহিদুল, *তত্ত্বাবধায়ক সরকারই পারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করতে*, প্রথম আলো, ১৬ জুন, ২০০৭

আলম, মীর সহিদুল, *তত্ত্বাবধায়ক সরকারই পারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করতে*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন, ২০০৭

আলম, মশিউল, *জরুরি অবস্থায় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে, ২০০৭

আলম, মশিউল, *ভোটারদের জন্য গণমাধ্যম কী করতে পারে*, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ মার্চ, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, আসিফ, *সাংবাদিকদের নিরপেক্ষতা বনাম গণমাধ্যমের মালিকানা*, দৈনিক সমকাল, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

আহমদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন, *গণতন্ত্র ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ*, দৈনিক সমকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

আলম, মশিউল, *কাগুজে বাঘ চাই না*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ মে, ২০০৬

খান, ড. সাখাওয়াত আলী, গ্রহণযোগ্য তথ্য অধিকার আইন প্রসঙ্গে, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ আগস্ট, ২০০৮

খান, মিজানুর রহমান, *বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস ও বাংলাদেশ*, দৈনিক যুগান্তর, ৩ মে, ২০০৭

গর্গ, চট্টোপাধ্যায়, মত *প্রকাশের এপাশ ওপাশ*, একদিন, ১০ এপ্রিল, ২০১১

জাকারিয়া, এ কে এম, *তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি কমাতে পারে*, প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর, ২০০৬

জাকারিয়া, এ কে এম, *তথ্যের অধিকার শুধু গণমাধ্যমের বিষয় নয়*, প্রথম আলো, ২ জুন, ২০০৭

জাকারিয়া, এ কে এম, *তথ্যের অধিকার শুধু গণমাধ্যমের বিষয় নয়*, দৈনিক প্রথম আলো, ২ জুন, ২০০৭

জাকারিয়া, এ কে এম, *তথ্য অধিকার আইন দুনীর্তি কমাতে পারে*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ, *জরুরি অবস্থায়ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি, ২০০৭

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ, *তথ্য অধিকার আইন পাস করতে হবে*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৬

জাকারিয়া, এ কে এম, *তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি কমাতে পারে*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর, ২০০৬

পিন্টু, শরিফুজ্জামান, *তথ্য জানা অধিকার না অপরাধ*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ মে, ২০০৭

ফারজানা, মিথিলা ও লায়লা, কিশোয়ার, *পাঠকের তথ্য জানার অধিকার যখন বাধাগ্রস্ত*, প্রথম আলো, ৪ মে, ২০০৬

ফেরদৌস, রোবায়েত, *জানার অধিকার তো মানবাধিকার*, প্রথম আলো, ২৫ জুন, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বনাম তৃণমূল মানুষের তথ্য-অধিকার*, প্রথম আলো, ১০ জুলাই, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদৌস, রোবায়েত, *গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বনাম তৃণমূল মানুষের তথ্য অধিকার*, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুলাই, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *তথ্য শূন্যতা সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে*, দৈনিক প্রথম আলো, ২ জুলাই, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *জানার অধিকার তো মানবাধিকার*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুন, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *বিকল্প তথ্যমাধ্যম কি আসলেই বিকল্প?*, দৈনিক প্রথম আলো, ৬ মে, ২০০৭

ফেরদৌস, হাসান, *আরেক তথ্য মাধ্যম*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *তথ্য গোপন নয়, প্রকাশের আইন চাই*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

ফেরদৌস, রোবায়েত, *প্রতিরক্ষা খাতের তথ্য জানার অধিকার*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুলাই, ২০০৭

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব), ২১ এপ্রিল, ২০০৩

বাবুল, হাকিম, *কৃষিক্ষেত্রে তথ্য পাওয়ার অধিকার*, দৈনিক সংবাদ, ১১ জুলাই, ২০০৯

বাচ্চু, আমিনুর রহমান, *তথ্য অধিকার আইন নিয়ে ভাবনা*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ জুন, ২০০৭

বারী, ড. শামসুল, *গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য তথ্য-অধিকার*, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭

মাসুদ, রুদ্র, *বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবসে প্রান্তের ভাবনা*, দৈনিক সমকাল, ৩ মে, ২০০৭

রহমান, অলিউর, *কেমন হওয়া প্রয়োজন তথ্য অধিকার আইন*, মিডিয়া ওয়াচ, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৭

রহমান, অলিউর, *তথ্য অধিকার আইনই হতে পারে সরকারের স্থায়ীভাবে যুদ্ধ জয়ের মোক্ষম হাতিয়ার*, মিডিয়া ওয়াচ, ২৬ জানুয়ারি, ২০০৮,

রহমান, ড. গোলাম, *সুন্দর করে বাঁচার জন্য তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে, ২০০৬

রহমান, অলিউর, *তৃণমূল পর্যায়ে কীভাবে তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়*, মিডিয়া ওয়াচ, ১৯ জানুয়ারি, ২০০৮

রায়, অরূপ, আবেদন করেও তথ্য মেলে না, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জুন, ২০১১

রায়, অরূপ ও মোমিন আব্দুল, *কাবিখার তথ্য পেতে দ্বারে দ্বারে ধরনা, পেয়ে আক্কেলগুড়ুম, প্রকল্প* কর্মকর্তার দপ্তরেই গেল সাড়ে ২৬ টন!, *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২

রায়, অরূপ ও মোমিন আব্দুল, *মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভুয়া প্রকল্পে ৯৮ টন খাদ্যশস্য আত্মসাৎ!*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকীয়, *তথ্য অধিকার আইন-স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির স্বার্থে কার্যকর করুন*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ জুন, ২০০৬

সম্পাদকীয়, *গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আর যেন মরীচিকার পেছনে ছুটতে না হয়*, দৈনিক সমকাল, ৪ মে, ২০০৭

সম্পাদকীয়, *বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবসে প্রান্তের ভাবনা*, দৈনিক সমকাল, ৩ মে, ২০০৭

সম্পাদকীয়, *বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস-তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে, ২০০৭

সুলতান, টিপু, *গৌরবময় অনিশ্চয়তার পেশায় সাংবাদিকেরা*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে, ২০০৭

হালিম, ড. সাদেকা, *তথ্য অধিকার আইন:সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর, ২০১০

হালিম, ড. সাদেকা, *তথ্য অধিকার ও দুর্নীতি দমন*, দৈনিক সমকাল ১৯ জুন, ২০১১

হালিম, ড. সাদেকা, *জবাবদিহি নিশ্চিত করা হোক*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর, ২০১২

হালিম, ড. সাদেকা, *সংসদ সদস্যদের ওপর রিপোর্ট: একটি বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ নভেম্বর, ২০১২

হালিম, ড. সাদেকা, *তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ মার্চ, ২০১২

হোসেন, সেলিনা, *তথ্যের পরশপাথর*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ মার্চ, ২০০৭

1st Verdict Under Rti Act Govt official fined for not giving info, The Daily Star, Friday, 9 September, 2011

Access to information on climate change stressed, Financial Express, 29 December, 2010

Ahmad, Fayazuddin, Can Information & Services Centers Guarantee RTI? Prothom Alo, 17 November, 2012

Anam, Shaheen, *Right to information: Status of implementation,* The Daily Star (19th Anniversary issue) Dhaka, Tuesday, 23 February, 2010

Bhuyan, AJM Shafiul Alam, *RTIA and People's Right to Know,* The Daily Star Forum 8 August, 2011

Call to stop culture of secrecy in information dissemination, The Daily Star, Tuesday, 10 August, 2010

Dhaka University Institutional Repository
Campaigns and Advocacy – Bangladesh SOURCE: ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression, 29 September, 2010

Children's rights to information ignored in RTI Act, Tha Daily Star, Sunday, 4 July, 2010

Dogra, Bharat, *"Power Shift: Information Law Will Empower Citizen Against State",* The Times of India, 15 December, 2004

Godbole, Madhav, *"Right to Information: Write the Law Right",* Economic and Political Weekly, Vol. 35, 22 April, 2000

Govt staff bound to give information: Quader, The Daily Star Friday, 29 October, 2010

Hassan, Mahdy, *Law Opinion – Right to Information: Right revisited,* The Daily Star, 26 May, 2012

Hossain, Emran, *Citizens' role vital to make RTI effective,* Orissa Info Commissioner tells The Daily Star, 13 March, 2012

Info Commission not truly independent: TIB, The Daily Star Saturday, 19 November, 2011

Islam, Md. Raisul, *RTI : What have we achieved?,* The Daily Star, Thursday, 17 November, 2011

Lack of understanding obstacle, The Daily Star on Monday, 19 September, 2011

Mahmud, Zaal Feahan, *Press freedom: Journalists in need of protectiopn,* The daily Star, 6 May, 2006

Massive awareness for implementation of RTI Act stressed, DU Correspondent, The Daily Star, Saturday, 25 September, 2010

Mazumder, Dr. Badiul Alam, *Antecedents of candidates -A Right to Information issues,* The daily Star, 19 February, 2007

Most NGOs yet to meet RTI need, The Daily Star Thursday, 16 December, 2010

Noor, Tania & Sagor, Issmert, *Right to Information Act can reduce corruption,* The daily Star, 22 October, 2012

Obvesrving Right To Know Day, The Daily Star, Thursday, 29 September, 2011

Dhaka University Institutional Repository

Public awareness of RTI, Editorial, The Daily Star, Sunday, 27 November, 2011

Rapid implementation of Right to Infor Act to ensure corruption free governance accountability, Barisal Correspondent, The New Nation, 2 October, 2010

Reap the benefits of RTI, Right to Know Day Editorial, The Daily Star, Monday, 27 September, 2010

Right to Information- A strong safeguard against corruption, misgovernance, Editorial, The daily Star, 21 June, 2006

Right to Information bill- Procrastination as good as denial, Editorial, The daily Star, 21 May, 2006

RTI in textbooks from next yr, The Daily Star, Tuesday, 10 August, 2010

Sadeka Halim, Information as a tool to fight corruption in Bangladesh, Information Commissioner, Information Commission, Bangladesh *Right to* , The New Age 5 July, 2011

Shahid, Shaila, *Ensuring Right to Information- Workshop on media and information environment in Bangladesh,* The daily Star, 23 June, 2006

Sobhan, Sanjida *RTI ACT, 2009: Present status and scope* The Daily Star 7 April, 2011

Unb, Gopalganj, *PM's adviser trashes RTI,* The Daily Star, Tuesday, 21 September, 2010

Use RTI act for transparency Minister urges all, The Daily Star, 5 January, 2011

Workshop on right to information held, The Independent, Wednesday, 28 September, 2011

সহায়ক ওয়েবক্ষেত্র

ওপেন ডেমোক্রেসি অ্যাডভাইস সেন্টার (সাইথ আফ্রিকা) www.opendemocracy.org.za

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ www.humanrightsinitiative.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল http://www.transparency.org/ach/strategies/access info/discussion/html

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ফর পিপলস রাইট টু ইনফরমেশন (ইন্ডিয়া) www.righttoinformation.info

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক www.foiadvocates.net

ফ্রিডম অব ইনফরমেনশন ওয়েবসাইট (ত্রিনিদাদ টোবাগো) www.foia.gov.tt

Web site of Information Commission of Bangladesh, http://www.infocom.gov.bd/

Article on RTI and Records Management, http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-12-23/news/117688

http:// www.usdoj.gov

http://alfredo.palconit.com

http://en.wikipedia.com

http://freedominfo.org

http://laws-lois.justice.gc.ca

http://oecd.org

http://parliamentofindia.nic.in/isdeb/isdeb.htm

http://www. soros.org

http://www.access.gov.hk

http://www.africa-union.org

http://www.africa-union.org

http://www.aphr.org.

http://www.asean.org/

http://www.cidh.oas.org.

http://www.ciol.com

http://www.coe.int

http://www.forumsec.org.fj

http://www.humanrightsinitiative.org

http://www.legislation.govt.nz/

http://www.nswccl.org.au

http://www.oas.org

http://www.ohchr.org

http://www.oic.go.th

Dhaka University Institutional Repository

http://www.righttoinformation.gov.in

http://www.rti.gov.in

http://www.rtiawards.org.

http://www.soumu.go.jp

http://www.unchr.ch

http://www.undp.org.in

http://www.unece.org

http://www.unep.org.

http://www.unesco.org

http://www.unodc.org

http://www.unorg.

www.unesco.org

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ১

সমীক্ষা প্রশ্নপত্র – ১

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়টি একটি পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা শিরোনাম। বাংলাদেশের সামগ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ পরিস্থিতি অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বিশেষ করে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের স্বরূপ উন্মোচন করাই এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যেই প্রত্যাশিত তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসেবে প্রণীত হয়েছে বর্তমান প্রশ্নমালাটি। এ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধু অ্যাকাডেমিক কাজে ব্যবহৃত হবে। বর্তমান গবেষণাকর্মে আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

মো. অলিউর রহমান
পিএইচ.ডি গবেষক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নমালা [সাংবাদিক]

উত্তর একাধিক হলে একাধিক ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দেয়া যাবে]

ক অংশ

সাধারণ জিজ্ঞাসা

I) উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

II) শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিক ☐ স্নাতক ☐ স্নাতকোত্তর ☐

III) বয়স : ১৮-২৫ ☐ ২৬-৩৬ ☐ ৩৭-৪৭ ☐ ৪৮ থেকে তদুর্ধ্ব ☐

IV) জেন্ডার সম্পর্ক : (ক) নারী ☐ (খ) পুরুষ ☐

V) পেশাগত কর্ম-প্রকৃতি : রিপোর্টিং ☐ সম্পাদনা ☐ অন্যান্য ☐

VI) মাসিক আয় : অনূর্ধ্ব ৫০০০ ☐ ৫০০১-১০০০০ ☐ ১০০০১-১৫০০০ ☐ ১৫০০১ থেকে তদুর্ধ্ব ☐ অনুত্তর ☐

VII) বর্তমান পদ ও প্রতিষ্ঠান : ....

Dhaka University Institutional Repository

খ অংশ

মূল জিজ্ঞাসা

২. তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার কী ধরনের অধিকার ?

২.১ পেশাগত যোগাযোগ অধিকার ☐

২.২ সাধারণ নাগরিক অধিকার ☐

২.৩ মানবাধিকার ☐

২.৪ মৌলিক অধিকার ☐

২.৫ ভিন্ন মত (মন্তব্য) : ....

৩. আপনার মতে তথ্য ও যোগাযোগ অধিকারের প্রকৃতি :

৩.১ 'জনগণের তথ্য জানার এবং গণমাধ্যমকর্মী তথা গণমাধ্যমসমূহের তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা ☐

৩.২ 'জনগণের তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার এবং তথ্য ও যোগাযোগক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণের অধিকার ☐

৩.৩ ভিন্নমত (মন্তব্য) : ....

৪. আপনার মতে বর্তমানে বাংলাদেশে যোগাযোগ অধিকার ও তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতি কী পর্যায়ে রয়েছে ?

৪.১ অবাধ ☐

৪.২ সীমিত ☐

৪.৩ নিয়ন্ত্রিত ☐

৪.৪ ভিন্নমত (মন্তব্য) : ....

Dhaka University Institutional Repository

৫. আপনার মতে বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রধান প্রধান অন্তরায় বা বাধাসমূহ কী কী ?

৫.১ মনস্তাত্ত্বিক ☐

৫.২ সামাজিক ☐

৫.৩ রাজনৈতিক ☐

৫.৪ অর্থনৈতিক ☐

৫.৫ সাংস্কৃতিক ☐

৫.৬ আমলাতান্ত্রিক ☐

৫.৭ আইনগত ☐

৫.৮ গণমাধ্যম নীতির অপব্যাখ্যা ☐

৫.৯ শিক্ষা ও সংস্কারগত ☐

৫.১০ প্রযুক্তিগত ☐

৫.১১ অন্যান্য ☐

৬. বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকার নিশ্চিত করতে দেশে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন জরুরি মনে করেন ?

ক) | হ্যাঁ | | খ) | না | |

আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কীরূপ নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন ?

৬.১ তথ্য অধিকার আইন ☐

৬.২ তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার আইন ☐

৬.৩ তথ্যের স্বাধীনতা আইন ☐

৬.৪ উল্লিখিত বিষয়গুলোর সমন্বিত করে একটি আইন ☐

আপনার উত্তর 'না' হলে কেন প্রয়োজন নেই উল্লেখ করুন (সংক্ষেপে) : ....

Dhaka University Institutional Repository

৭. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে এবং কাঙ্ক্ষিত জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে তরান্বিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ?

৭.১ বিদ্যমান আইনের সংস্কার প্রয়োজন ☐

৭.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার অনুকূল নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি ☐

৭.৩ বিদ্যমান গণমাধ্যম নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী তথ্য-যোগাযোগ নীতি ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ☐

৭.৪ প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশাসনের সর্বত্র 'ই-গভর্ন্যান্স' ব্যবস্থা চালু ☐

৭.৫ ভিন্নমত (মন্তব্য) : ....

৮. সংবাদক্ষেত্রে পেশাগত দায়িত্ব পালনে আপনার তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজন হয় কেন?

[আপনার তথ্য চাহিদা ও যোগাযোগ প্রবণতার প্রযোজ্য স্কেল অনুযায়ী টিক (✓) চিহ্ন দিন:

স্কেল : <u>সব সময়- ৫, অধিকাংশ সময়- ৪, মাঝে মাঝে- ৩, খুব কম- ২, কদাচিৎ- ১</u>]

৮.১	নিউজ রিপোর্টিং এর জন্য	৫	৪	৩	২	১
৮.২	ফিচার লেখার জন্য	৫	৪	৩	২	১
৮.৩	সংবাদ সম্পাদনার জন্য	৫	৪	৩	২	১
৮.৪	সম্পাদকীয় লেখার জন্য	৫	৪	৩	২	১
৮.৫	উপসম্পাদকীয় লেখার জন্য	৫	৪	৩	২	১
৮.৬	অন্যান্য কারণে	৫	৪	৩	২	১

Dhaka University Institutional Repository

৯. পেশাগত দায়িত্ব পালনে আপনি কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন ?

[আপনার ব্যবহার চাহিদার প্রযোজ্য স্কেল অনুযায়ী টিক (✓) চিহ্ন দিন;

স্কেল : সব সময়- ৫, অধিকাংশ সময়- ৪, মাঝে মাঝে- ৩, খুব কম- ২, কদাচিৎ- ১]

৯.১	সরাসরি অকুস্থলে/ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে	৫	৪	৩	২	১
৯.২	সংবাদ/ঘটনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে	৫	৪	৩	২	১
৯.৩	প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে	৫	৪	৩	২	১
৯.৪	সংবাদ সংস্থা/ফিচার সংস্থা থেকে	৫	৪	৩	২	১
৯.৫	সহকর্মী ও অন্যান্য উৎস-সূত্র থেকে	৫	৪	৩	২	১
৯.৬	ইন্টারনেট ব্রাউজ করে	৫	৪	৩	২	১
৯.৭	প্রেস রিলিজ/হ্যান্ড আউট/প্রেস নোট/বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে	৫	৪	৩	২	১
৯.৮	অন্যান্য সোর্স থেকে	৫	৪	৩	২	১

১০. প্রতিদিন তথ্য সংগ্রহ যোগাযোগে আপনি কি মাত্রায় সময় ব্যয় করেন ?

[আপনার ব্যয়িত সময়ের মাত্রা অনুযায়ী প্রযোজ্য স্কেলে টিক (✓) চিহ্ন দিন;

স্কেল : সব সময়- ৫, অধিকাংশ সময়- ৪, মাঝে মাঝে- ৩, খুব কম- ২, কদাচিৎ- ১]

১০.১	প্রাইমারি সংবাদ সোর্স (সংশ্লিষ্ট সংবাদ ঘটনার উৎস-সূত্র) থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে	৫	৪	৩	২	১
১০.২	সেকেন্ডারি সোর্স (বার্তা সংস্থা/ফিচার সংস্থা, নিউজ ক্লিপিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি) থেকে	৫	৪	৩	২	১
১০.৩	অন্যান্য ক্ষেত্রে	৫	৪	৩	২	১

Dhaka University Institutional Repository

১১. আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কি কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন ?

[সমস্যার মাত্রা অনুযায়ী প্রযোজ্য স্কেলে টিক (✓) চিহ্ন দিন;

স্কেল : সব সময়- ৫, অধিকাংশ সময়- ৪, মাঝে মাঝে- ৩, খুব কম- ২, কদাচিৎ- ১]

১১.১	সোর্স সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকার করে	৫	৪	৩	২	১
১১.২	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে	৫	৪	৩	২	১
১১.৩	'অফিসিয়াল সিক্রেট্স অ্যাক্ট'সহ অন্যান্য আইনগত বাধার অযুহাত দেখিয়ে তথ্য প্রদানে বিরত থাকে	৫	৪	৩	২	১
১১.৪	চাকুরীর নিরাপত্তা/জীবনের ঝুঁকি/সম্ভ্যাব্য হয়রানীর কথা ভেবে সোর্স তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকে	৫	৪	৩	২	১
১১.৫	দৃশ্যত নির্ঝঞ্ঝাট থাকার প্রবণতার কারণে তথ্য প্রদানে বিরত থাকে	৫	৪	৩	২	১
১১.৬	পারিপার্শ্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে অনেকে এড়িয়ে যায়	৫	৪	৩	২	১

Dhaka University Institutional Repository

১১.৭	আমলাতান্ত্রিক জটিলতার আশ্রয় নিয়ে তথ্য প্রদানে অযথা কালক্ষেপণ করে	৫	৪	৩	২	১
১১.৮	অন্যান্য	৫	৪	৩	২	১

সাক্ষাৎকারদাতার স্বাক্ষর

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ২

সমীক্ষা প্রশ্নপত্র – ২

সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি

মহোদয়,

শ্রদ্ধা ও সম্মানসহকারে জানাচ্ছি যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধীনে "সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ" শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছি। ইতোমধ্যে আমি তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছি এবং বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করছি। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বর্তমান গবেষণায় আপনার মতামত প্রয়োজন। আশা করছি আপনার দেওয়া তথ্য উল্লিখিত গবেষণাকর্মকে সফল করতে যথেষ্ঠ সহায়ক হবে এবং আমার বিশ্বাস, আপনার দেওয়া তথ্য বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত হলে তা সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়নে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আপনার দেওয়া তথ্যাদি গবেষণা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

অলিউর রহমান

পিএইচ.ডি গবেষক

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পর্ব-১ : মূল প্রশ্নমালা

১. আপনি সাংবাদিকতায় কত বছর ধরে আছেন?

উত্তর কোড	সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১.১	১-৩ বছর	
১.২	৪-৭ বছর	
১.৩	৮-১২ বছর	
১.৪	১৩-১৮ বছর	
১.৫	১৯-২৫ বছর	
১.৬	২৬ থেকে তদূর্ধ্ব	

২. তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ সম্পর্কে আপনার মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	একমত	মোটামুটি একমত	একমত নই	ধারণা নেই	উত্তর নেই
২.১	তথ্য অধিকার আইনটি সময়োপযোগী ও জনবান্ধব					
২.২	এই আইনের সুবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের পক্ষে পাওয়া সহজ হয়েছে					
২.৩	সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনায়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আইনটি সহায়ক					
২.৪	এ আইনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য দেওয়া বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যথার্থ হয়েছে					
২.৫	অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনটি সহায়ক					
২.৬	অন্য কোনো মত (লিখুন সংক্ষেপে) :					

৩. আপনার মতে তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর ইতিবাচক দিক কি কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৩.১	এই আইনের সুবাদে তথ্যক্ষেত্রে জনগণের মালিকানা স্বীকৃতি পেয়েছে	
৩.২	জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এটি খুব তাৎপর্যবহ আইন	
৩.৩	এই আইনটি নাগরিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান পেতে সহায়ক	
৩.৪	সুশাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইন সহায়ক	
৩.৫	এই আইন কার্যকর হলে ঘুষ-দুর্নীতি কমবে	
৩.৬	সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই আইনটি বেশ সহায়ক	
৩.৭	এই আইনের সুবাদে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজ আগের তুলনায় সহজ হয়েছে	
৩.৮	সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার কাজ আগের তুলনায় সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়েছে	
৩.৯	তথ্য অধিকার আইনের কারণে নাগরিক সেবাদানকারী সংস্থার লোকজনের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে	
৩.১০	ধারণা নেই / অন্য মত :	

Dhaka University Institutional Repository

৪. আপনার মতে তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর দূর্বল দিক কি কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৪.১	সাধারণ মানুষকে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে এবং এর ব্যবহার বিষয়ে সচেতন না করেই এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে	
৪.২	নাগরিক সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণই এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন	
৪.৩	এই আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ খুব কম জানেন;	
৪.৪	তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলেও নাগরিক জীবনে তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি	
৪.৫	বর্তমানে আইন অনুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যায়	
৪.৬	প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য না দেওয়ার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ	
৪.৭	এই আইনে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে (যেমন: দিবস, কর্মদিবস, তৃতীয় পক্ষ থেকে তথ্য পাওয়া ইত্যাদি) সেসব অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট	
৪.৮	আইনে জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের বিধান সম্পর্কে কিছু বলা নেই;	
৪.০৯	এই আইনে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান না রেখে এক ধরনের শাস্তি থাকলে ভালো হতো	
৪.১০	সংবিধান ও দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন সাংঘর্ষিক কি না তা আরও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ছিলো	
৪.১১	ধারণা নেই / অন্য মত :	

৫. তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য কোনটি বলে আপনি মনে করেন?

[একটি উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৫.১	সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	
৫.২	রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;	
৫.৩	কর্তৃপক্ষ যেসব তথ্য প্রকাশ করতে চান না জনগণের চাহিদামাফিক সেসব তথ্য প্রকাশে বাধ্য করা	
৫.৪	সেবাদানকারী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা	
৫.৫	ধারণা নেই / অন্য মত :	

৬. তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে গত তিন বছরে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

[একটি উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৬.১	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে	
৬.২	অবস্থার অবনতি হয়েছে	
৬.৩	কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে	
৬.৪	আগের মতই আছে	
৬.৫	ধারণা নেই / অন্য মত :	

Dhaka University Institutional Repository

৭. আপনার মতে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাত্রা কীরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে?

[একটি উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৭.১	উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে	
৭.২	কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	
৭.৩	তেমন বৃদ্ধি পায়নি	
৭.৪	অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি	
৭.৫	ধারণা নেই / অন্য মত :	

৮. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে তথ্য অধিকার আইন কীরূপ ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

[একটি উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৮.১	ভালো ভূমিকা রাখছে	
৮.২	মোটামুটি ভূমিকা রাখছে	
৮.৩	কোনো ভূমিকাই রাখছে না	
৮.৪	ধারণা নেই / অন্য মত :	

৯. আপনার মতে তথ্য অধিকার আইন নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কীরূপ সুবিধা হয়েছে?

[একাধিক উত্তর দেওয়া যাবে]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
৯.১	তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন এসেছে	
৯.২	আইনগত স্বীকৃতি মিলেছে	
৯.৩	তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে	
৯.৪	জীবনমান উন্নয়নে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে	
৯.৫	তথ্য জানার প্রবণতা বেড়েছে	
৯.৬	স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের অধিকার চর্চার সুযোগ এসেছে	
৯.৭	কোনো সুবিধা দিচ্ছে না	
৯.৮	ধারণা নেই / অন্য মত :	

১০. পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইনটি কতটা সহায়ক ?

[একাধিক উত্তর দেওয়া যাবে]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১০.১	সাংবাদিকরা সহজেই তথ্য পেতে পারেন	
১০.২	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে	
১০.৩	তথ্য না পেলে সাংবাদিকরা আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন	
১০.৪	সাংবাদিকরা কয়েকটি ক্ষেত্রে (এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় উল্লিখিত তথ্য) তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার হারিয়েছেন	
১০.৫	পেশাগত দায়িত্বপালনে নতুন কোনো সুবিধা পাবেন না	
১০.৬	পেশাগত দায়িত্বপালনে আইনটি বেশ সহায়ক	
১০.৭	পেশাগত দায়িত্বপালনে আইনটি মোটেই সহায়ক নয়	
১০.৮	ধারণা নেই / অন্য মত :	

Dhaka University Institutional Repository

১১. আপনার মতে, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার করে সংবাদকর্মীগণ কী ধরনের রিপোর্ট করতে অধিকতর সক্ষম হবেন?

[একাধিক উত্তর দেওয়া যাবে]

উত্তর কোড	রিপোর্টের ধরণ	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১১.১	জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক রিপোর্ট	
১১.২	দুর্নীতি দমন বিষয়ক রিপোর্ট	
১১.৩	অপরাধ দমনে সহায়ক রিপোর্ট	
১১.৪	সুশাসন সহায়ক রিপোর্ট	
১১.৫	মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্ট	
১১.৬	উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক রিপোর্ট	
১১.৭	ধারণা নেই / অন্য মত	

১২.তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়ে আপনি কিংবা আপনার সহকর্মী/প্রতিষ্ঠান এপর্যন্ত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেছে কি?

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১২.১	হ্যাঁ	
১২.২	না	
১২.৩	জানিনা/বলতে পারি না	

১৩. উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, আবেদন করে কী লাভ/ফল হয়েছে?

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১৩.১	কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া গেছে	
১৩.২	কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যায়নি	
১৩.৩	তথ্য দিতে কালক্ষেপন করেছে	
১৩.৪	তথ্য দিতে গড়িমসি করছে	
১৩.৫	তথ্য দিতে অপারগতা/অস্বীকৃতি জানিয়েছে	
১৩.৬	ধারণা নেই / অন্য মত :	

১৪. (প্রশ্ন ১৩.২ ও ১৩.৫-এর উত্তর 'হ্যাঁ' হলে) তথ্য দিতে অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জানালে কী কারণ দেখিয়েছে?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১৪.১	কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই	
১৪.২	কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রস্তুত নেই	
১৪.৩	অন্য পক্ষ/তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়	
১৪.৪	দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে (দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কারণে) তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না	
১৪.৫	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় (তথ্য অধিকারের আওতামুক্ত হওয়ায়) অনুরূপ তথ্য দিতে বাধ্যবাধকতা নেই	
১৪.৬	ধারণা নেই / অন্য মত :	

Dhaka University Institutional Repository

১৫. অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকালে তথ্য সংগ্রহ কাজে সাংবাদিকবৃন্দ কীভাবে আইনটির প্রয়োগ/চর্চায় ভূমিকা নিতে পারেন?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১৫.১	আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে আবেদন করে/ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে	
১৫.২	কোনো কর্মকর্তা তথ্য না দিলে আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত করে	
১৫.৩	সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে সে ব্যাপারে রিপোর্টিং করে	
১৫.৪	তথ্য কমিশন তথ্য না দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দিলে গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করে	
১৫.৫	ধারণা নেই / অন্য মত :	

১৬. তথ্য সংগ্রহের জন্য রিপোর্টারগণ কার কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করবেন?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
১৬.১	'তথ্য কর্মকর্তা'র কাছে	
১৬.২	'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র কাছে	
১৬.৩	তথ্য কমিশনের কাছে	
১৬.৪	প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে	
১৬.৫	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে	
১৬.৬	ধারণা নেই / অন্য মত :	

১৭. এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের যে তালিকা রয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	হ্যাঁ	না	ধারণা নেই	উত্তর নেই
১৭.১	এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ				
১৭.২	অহেতুক কারণে অনেক বিষয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে				
১৭.৩	বর্তমান তালিকাটি ছোট হলে আইনটি আরও সময়োপযোগী হতো				
১৭.৪	অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকারের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে				
১৭.৫	মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য এই তালিকার বাইরে রাখা উচিত ছিল				
১৭.৬	তালিকায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সংক্রান্ত পয়েন্টটি না রাখলে ভালো হতো				
১৭.৭	অন্য কোনো মত (লিখুন সংক্ষেপে) :				

১৮. অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে কী হবে?

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	হ্যাঁ	না	ধারণা নেই	উত্তর নেই
১৮.১	তথ্য অধিকার আইনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে				
১৮.২	দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি গুরুত্ব পাবে				
১৮.৩	সর্বশেষ/সাম্প্রতিক আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে				
১৮.৪	এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই				
১৮.৫	অন্য কোনো মত (লিখুন সংক্ষেপে) :				

Dhaka University Institutional Repository

১৯. আপনি কি মনে করেন তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি দমনে সহায়ক আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ **না** ☐ জানি না ☐

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কেন? – মন্তব্য লিখুন (সংক্ষেপে):

....

....

২০. তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা কী মাত্রায় হেরফের হচ্ছে ?

[একটি উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	হ্যাঁ	না	ধারণা নেই	উত্তর নেই
২০.১	আগের চেয়ে কমেছে				
২০.২	আগের চেয়ে বেড়েছে				
২০.৩	আগের মতই আছে				
২০.৪	ধারণা নেই				

২১. আপনার মতে তথ্য অধিকার আইনে কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐ জানি না ☐

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে এর প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
২১.১	জনদাবি থেকে আইনটি প্রণীত হয়নি (যেমনটি হয়েছে ভারতে)	
২১.২	এই আইনের ব্যবহার/প্রয়োগে জটিলতা রয়েছে	
২১.৩	তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই আইন অপারগ	
২১.৪	এই আইনে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান-প্রধান/কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট নয়	
২১.৫	তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে শাস্তির পরিমান কম	
২১.৬	বিচারের রায় পাওয়ার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে	
২১.৭	ধারণা নেই / অন্য মত :	

২২. আপনার মতে তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
২২.১	সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতা	
২২.২	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব	
২২.৩	চাহিদামাফিক তথ্য প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব	
২২.৪	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতা	
২২.৫	তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে আধুনিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ	
২২.৬	ধারণা নেই / অন্য মত :	

২৩. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? – মন্তব্য লিখুন (সংক্ষেপে) : ....

....

....

Dhaka University Institutional Repository

২৪. বর্তমান তথ্য কমিশন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
২৪.১	তথ্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতর ও অংশগ্রহণভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল	
২৪.২	বর্তমান কমিশনে সরকারি আমলাদের প্রাধান্য বেশি	
২৪.৩	কমিশনের মূখ্য ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা	
২৪.৪	প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে (যেমন : দুর্নীতির তথ্য) কমিশন কোনো নির্দেশনা দেয়নি	
২৪.৫	তথ্য কমিশনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি	
২৪.৬	ধারণা নেই / অন্য মত :	

২৫. আপনার মতে, তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের করণীয় কি কি?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
২৫.১	জনগণের মাঝে এই আইন সম্পর্কে প্রচার করা	
২৫.২	গণমাধ্যমে তথ্য পাওয়ার উপায় সহজভাবে জানানো	
২৫.৩	তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান	
২৫.৪	দেশব্যাপী সফর করে জনগণকে সচেতন করা	
২৫.৫	নিজস্ব টিম গঠন করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা	
২৫.৬	জাতীয় তথ্যভান্ডার গঠন করা	
২৫.৭	ধারণা নেই / অন্য মত :	

২৬. বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে কীভাবে আরও উৎসাহী করা যায় ?

[একাধিক উত্তর কাম্য]

উত্তর কোড	বক্তব্য/অভিমত	প্রযোজ্য উত্তরে টিক (√) দিন
২৬.১	গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে	
২৬.২	সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার আয়োজন করে	
২৬.৩	সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে	
২৬.৪	গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করে	
২৬.৫	মাঠপর্যায়ের কর্মকান্ড পরিচালনা করে	
২৬.৬	সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে	
২৬.৭	ধারণা নেই / অন্য মত :	

২৭. তথ্য অধিকারের সুফল পেতে গণমাধ্যমের কীরূপ ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ? – মন্তব্য লিখুন (সংক্ষেপে) : ....
....

২৮. সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা (Access to Information) স্বচ্ছন্দ/সুগম করতে আপনার বিশেষ কোনো প্রস্তাব/পরামর্শ/সুপারিশ থাকলে উল্লেখ করুন (সংক্ষেপে) :
....
....

Dhaka University Institutional Repository

পর্ব-২ : উত্তরদাতার পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

ক. পরিচিতি

নাম : ....
পদবি/প্রতিষ্ঠান : ....
যোগাযোগের ঠিকানা : ....
বাসা/পাড়া/মহল্লা/ওয়ার্ড : .... সড়ক : ....
থানা : .... মোবাইল/ফোন নম্বর : .. .. ই-মেইল : ....

খ. জনমিতিক তথ্য

জেন্ডার : নারী ☐ পুরুষ ☐ গোত্র/বর্ণ বা জাতি : .... ধর্ম : ....
বয়স : ১৮-২৫ ☐ ২৬-৩৬ ৩৭-৪৭ ☐ ৪৮-৫৮ ☐ ৫৮ তদুর্ধ্ব ☐
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক ☐ উচ্চমাধ্যমিক ☐ স্নাতক ☐ স্নাতকোত্তর ☐
আনুমানিক মাসিক আয় : অনুর্ধ ১০,০০০/- ☐ ১০০০১-২০০০০/- ☐ ২০০০১-৩০,০০০/- ☐ ৩০০০১- ৪০,০০০/- ☐
৪০,০০১-৫০,০০০/- ☐ ৫০,০০০/- তদুর্ধ্ব ☐ ।

গ. স্বচ্ছতা

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় : .... তারিখ : .... স্থান : ....

উত্তরদাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক) : .... সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর স্বাক্ষর : ....

প্রশ্নের আইডি নং : .... ।

-#-

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৩

গভীরতর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা – ১

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি

উপর্যুক্ত বিষয়টি একটি পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা শিরোনাম। বাংলাদেশের সামগ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বিশেষ করে **তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের** স্বরূপ উন্মোচন করাই এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যেই প্রত্যাশিত তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসেবে প্রণীত হয়েছে বর্তমান প্রশ্নমালাটি। এ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধু অ্যাকাডেমিক কাজে ব্যবহৃত হবে। বর্তমান গবেষণাকর্মে আপনার সার্বিক তথ্য সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

ক. মূল জিজ্ঞাসা :

১. আপনার মতে বাংলাদেশে *নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার* ও *যোগাযোগের অধিকার* কি পর্যায়ে রয়েছে?

২. পেশাগত দায়িত্বপালনে সাংবাদিক/ গণমাধ্যমকর্মীদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনুকূলে উৎস-সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিশেষ কোনো আইনগত অধিকার থাকা প্রয়োজন কি? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কেন?

৩. একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪. আপনার মতে বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের পথে কী কী ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?

৫. তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান বিশ্বের উন্নত গণযোগাযোগ ব্যবস্থার অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কিরূপ পর্যায়ে রয়েছে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৬. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও যোগাযোগ অধিকারের কার্যকর প্রয়োগের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত বিদ্যমান গণমাধ্যম আইনসমূহের (যেমন: অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট, বিশেষ ক্ষমতা আইন ইত্যাদি) সংস্কার প্রয়োজন? উত্তর হ্যাঁ সূচক হলে আপনার পরামর্শ কি ? উত্তর না হলে কেন নয় ?

৭. বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আওতা (জুরিসডিকশন) বর্তমানে শুধু সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমিত। এই আওতায় ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন মনে করেন কি? উত্তর হ্যাঁ হলে কেন প্রয়োজন- মন্তব্য করুন।

৮. আইন কমিশনের উদ্যোগে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' শীর্ষক একটি বিলের খসড়া কর্মপত্র প্রণীত হলেও এপর্যন্ত তা বিল আকারে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি? এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

৯. প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকার কী হওয়া উচিত?

১০. প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনমত গঠন ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কী করণীয়?

১১. সার্বিক সুপারিশ/ মন্তব্য :

খ. সাধারণ জিজ্ঞাসা :

১. বিশেষজ্ঞ মতামতদাতার নাম : ....

২. পেশা, পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠান : ....

৩. যোগাযোগের ঠিকানা (ফোন ও ই-মেইলসহ) : ....

______________________ ______________________

সাক্ষাৎকারদাতার স্বাক্ষর **সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর স্বাক্ষর**

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৪

গভীরতর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা – ২

তথ্য অভিগম্যতা : আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি

১. আপনার মতে বাংলাদেশের নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের (Access to Information) অবস্থা/মাত্রা বর্তমানে কীরূপ পর্যায়ে আছে?

২. জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা/কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

৩. আপনার মতে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নেরর মূল লক্ষ্য কি ছিল ? সেই লক্ষ্য বর্তমানে কতটা অর্জিত হয়েছে?

৪. তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে গত তিন বছরে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

৫. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার পর তথ্যক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারের মাত্রা বেড়েছে কি? বাড়লে কীভাবে?

৬. সংবাদকর্মীদের তথ্য সংগ্রহের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই আইনটি সহায়ক কি? সহায়ক হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ?

৭. সংবাদকর্মীদের তথ অভিগম্যতার প্রশ্নে তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর দুর্বল/সবল কিংবা বিশেষ কোনো দিক সম্পর্কে আপনার কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে বলবেন কি?

৮. আপনার মতে, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার করে সাংবাদিকগণ কী ধরনের রিপোর্ট করতে পারেন?

৯. তথ্য অধিকার আইন কি সংবাদকর্মীদের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে ? পারলে কীভাবে ?

১০. তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন (হুইসেল ব্লোয়ার অ্যাক্ট) সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

১১. তথ্য অধিকার আইন পাশের প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সেবা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণগত কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন কি?

Dhaka University Institutional Repository

১২. সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-কর্মসূচির সঙ্গে নাগরিকদের তথ্য দেওয়ার অনুকূলে এই আইনটি কতটা সময়োপযোগী? আপনি কি মনে করেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-কার্যক্রমের ন্যায় তথ্য অধিকার আইন সমান রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে ?

১৩. বিদ্যমান বাস্তবতায় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সমাজে দুর্নীতির মাত্রা ও প্রবণতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন/হেরফের লক্ষ করেছেন কি?

১৪. এই আইনের ৭ নম্বর ধারায় নাগরিকদের জানার অধিকারের আওতামুক্ত তথ্যের যে তালিকা রয়েছে তা আরও সংক্ষিপ্ত হতে পারত কি? তালিকায় উল্লিখিত তথ্যাদি জনগণকে জানানোর বাধ্যবাধকতা না থাকায় নাগরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রশ্নোধিকার পূর্বের তুলনায় কোনোভাবে সংকুচিত হচ্ছে কি-না –এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১৫. আপনার দৃষ্টিতে তথ্য অধিকার আইনের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি? –থাকলে অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন। আপনার মূল্যায়নে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ কি?

১৬. তথ্য অধিকার আইন -২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা কি? তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমান তথ্য কমিশনের করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশ কি?

১৭. মানুষকে তথ্য অধিকারের সুফল পৌঁছে দিতে সাংবাদিক তথা গণমাধ্যমের কীরূপ ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন

১৮. সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তথ্য অভিগম্যতা স্বচ্ছন্দ/সুগম করতে আপনার বিশেষ কোনো প্রস্তাব/পরামর্শ/সুপারিশ থাকলে বলুন ।

ক. পরিচিতিমূলক তথ্য

নাম :..
পদবি/প্রতিষ্ঠান :...
যোগাযোগের ঠিকানা :...
মোবাইল/ফোন নম্বর :...............................ই-মেইল :.. ।

খ. স্বচ্ছতা

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় : ....তারিখ :.........................স্থান :.................................
প্রশ্নের আইডি নম্বর :......................................
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর স্বাক্ষর :....................উত্তরদাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক) :..................... ।

-#-

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৫

সাক্ষাৎকারদাতাদের নামের তালিকা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব পরিস্থিতি

ক. সাংবাদিক

১. আতাউস সামাদ (প্রয়াত সাংবাদিক)

২. মতিউর রহমান চৌধুরী (সম্পাদক, দৈনিক মানবজমিন)

৩. ফজলুল করিম (সাবেক নগর সম্পাদক ও কলাম, লেখক, দৈনিক বাংলা)

৪. জগলুল আহম্মেদ চৌধুরী (সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস)

৫. নাঈমুল ইসলাম খান (সম্পাদক, দৈনিক আমাদের সময়)

৬. ফরিদ হোসেন (ব্যুরো প্রধান, এপি)

৭. ফরিদা ইয়াসমিন, বিভাগীয় সম্পাদক (মহিলা অঙ্গণ), দৈনিক ইত্তেফাক

৮. শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম (সাবেক, নির্বাহী প্রযোজক, নিউজ অপারেশন্স, এনটিভি)

৯. সুপন রায় (সাবেক, বিশেষ প্রতিনিধি, এনটিভি)

১০. শাহানাজ মুন্নী (বিশেষ প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা)

খ. নাগরিক সমাজ

১১. . ড. বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক – সুজন)

১২. আতিকুল হক চৌধুরী (প্রয়াত), নাট্য পরিচালক

গ. শিক্ষক ও যোগাযোগবিদ

১৩. ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক (অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৪. রোবায়েত ফেরদৌস (সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৫. ড. নজরুল ইসলাম (আসিফ নজরুল, অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৬. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ (অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান, জানিপপ)

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ড. আবুল মনসুর আহম্মদ (সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৮. ড. শেখ আবদুস সালাম (অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঘ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা

১৯. এএইচএম বজলুর রহমান (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএনএনআরসি)

২০. কামরুল হাসান মঞ্জু (নির্বাহী পরিচালক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার – এমএমসি)

২১. প্রদীপ কে রায় (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র)

ঙ. তথ্য প্রযুক্তিবিদ

২২. মোস্তাফা জব্বার (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৬

সাক্ষাৎকারদাতাদের নামের তালিকা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন পরবর্তী পরিস্থিতি

ক. সংবাদ মাধ্যম নেতা / সংবাদকর্মী

১. মনজুরুল আহসান বুলবুল (সিইও এবং প্রধান বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশন)

২. শওকত মাহমুদ (সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব)

৩. নাঈমুল ইসলাম খান (সাবেক সম্পাদক, দৈনিক আমাদের সময়)

৪. মিজানুর রহমান খান (সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো)

৫. ফরিদ হোসেন, (ব্যুরো প্রধান, এপি)

৬. সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা (বার্তা বিভাগীয় প্রধান, একাত্তুর টেলিভিশন)

৭. অরূপ রায়, সাংবাদিক (দৈনিক প্রথম আলো)

খ. নাগরিক সমাজ

৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ (কলাম লেখক)

৯. বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক – সুজন)

১০. সালিম সামাদ(ফ্রিলান্সার সাংবাদিক)

গ. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ ও যোগাযোগবিদ

১১. ড. গোলাম রহমান (অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১২. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ (অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান, জানিপপ)

১৩. রোবায়েত ফেরদৌস (সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঘ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা

১৪. ড. সামসুল বারী (চেয়ারম্যান, রিসার্স ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ-রিইব)

১৫. কামরুল হাসান মঞ্জু (নির্বাহী পরিচালক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার – এমএমসি)

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বজলুর রহমান (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএনএনআরসি)

১৭. সানজিদা সোবহান (কর্মকর্তা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন)

১৮. ফারহানা আফরোজ (কর্মকর্তা, এমআরডিআই)

১৯. সুরাইয়া বেগম (কর্মকর্তা, রিসার্স ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ-রিইব)

ঙ. আইনজীবি

২০. অ্যাডভোকেট রিজওয়ানা হাসান (অ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট)

২১. ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম (অ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট)

চ. কমিশন / সরকারি সংস্থা

২২. অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম (কমিশনার, তথ্য কমিশন)

২৩. অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান (চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন)

২৪. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস (মহাপরিচালক, পিআইবি, তথ্য মন্ত্রণালয়)

ছ. তথ্য প্রযুক্তিবিদ

২৫. মোস্তাফা জব্বার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৭

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের —

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতিত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে —

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ —

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ —

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "তথ্য প্রদান ইউনিট" অর্থ —

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) "তথ্য কমিশন" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(চ) "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) "তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঝ) "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ;

(ঞ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(ট) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান;

(ড) "বাছাই কমিটি" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঢ) "বিধি" অর্থ ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—প্রচলিত অন্য কোন আইনের—

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি

৪। **তথ্য অধিকার।**—এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। **তথ্য সংরক্ষণ।**—(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যাথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। **তথ্য প্রকাশ**।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণী-বিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তাহার সহিত কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে সেই সকল শর্তের বিবরণ;

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

(৪) কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং, প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করিবে।

(৮) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৭। **কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়**।—এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা ঃ—

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা ঃ—

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

Dhaka University Institutional Repository

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ**।—(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **তথ্য প্রদান পদ্ধতি**।—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন—তথ্যের মুদ্রিত মূল্য ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপ কার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

১১। **তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

১২। **তথ্য কমিশনের গঠন**।—(১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন মহিলা হইবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) তথ্য কমিশনের কোন পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে তথ্য কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। **তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।—(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পরিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হইলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হইলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;

(চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) তথ্য কমিশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও, ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

Dhaka University Institutional Repository

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১৪। **বাছাই কমিটি।**—(১) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত এমন অথবা গণমাধ্যমের সহিত সম্পর্কিত সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে, উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। **প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।**—(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর কিংবা ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেইটি আগে ঘটে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ একই পদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, তবে কোন তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হইবেন না।

(৫) আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৬) প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রধান তথ্য কমিশনারের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান তথ্য কমিশনার পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। **প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ**।—(১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত প্রদান তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি প্রধান তথ্য কমিশনার বা অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৭। **তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি**।—প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৮। **তথ্য কমিশনের সভা**।—(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তথ্য কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যিনি তথ্য কমিশনার হিসাবে জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যে কোন ১ (এক) জনের উপস্থিতিতে তথ্য কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) তথ্য কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৯। **তথ্য কমিশন তহবিল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তথ্য কমিশন তহবিল হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং তথ্য কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তথ্য কমিশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

২০। **বাজেট।**—তথ্য কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে তথ্য কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২১। **তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।**—(১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে তথ্য কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা তথ্য কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) তথ্য কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২৩। **তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।—(১) তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন তথ্য কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, তথ্য কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
আপীল, অভিযোগ, ইত্যাদি

২৪। **আপীল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি** ।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে—

(ক) আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীল আবেদনটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। **অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি** ।—(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, স্বাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথা ঃ—

(অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;

(আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;

(ই) বিশেষ কোন তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলী প্রকাশ;

(ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;

(উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;

(ঊ) কোন ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;

(ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(চ) তথ্যের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান।

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৬। **প্রতিনিধিত্ব** ।—কোন অভিযোগের পক্ষসমূহ তথ্য কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

২৭। **জরিমানা, ইত্যাদি** ।—(১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—

(ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন—

তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০(পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্য করিয়া কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

২৮। **Limitation Act, 1908 এর প্রয়োগ**।—এই আইনের অধীন আপীল বা অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) এর বিধানাবলী, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা**।—এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া গণ্য কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে, এই আইনে উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের ব্যতীত, কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩০। **তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) প্রতি বৎসরের ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বৎসরের নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা;

(খ) অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সংগৃহীত উপযুক্ত মূল্যের পরিমাণ;

(চ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ;

(ছ) নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব;

(জ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা;

(ঝ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ও উহার বিবরণ;

(ট) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার মোট পরিমাণ;

(ঠ) তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা;

(ড) তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব;

(ঢ) তথ্য কমিশনের বিবেচনায় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এইরূপ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়;

(ণ) এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালনে কোন কর্তৃপক্ষের অনীহা পরিলক্ষিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত প্রতিবেদন তথ্য কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৩২। **কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে**।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৪) তফসিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৩। **বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। **প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

৩৬। **মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ**।—এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এতদ্দ্বারা তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

তফসিল

(ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ
(১)	(২)
১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২।	ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪।	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮।	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd